স্বাধিকার

শ্রীমতিলাল দাশ

পরিবেশক :
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আলোক-তীর্থ
প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

প্রকাশক :
শ্রীযুক্তা প্রীতিরাণী দাশ
"আলোক-তীর্থ"
প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৩৩

রচনা :
ঢাকা—ভাদ্রসংক্রান্তি ১৩৫৩ হইতে
শিউড়ি ২৬শে আষাঢ় ১৩৫৪ পর্য্যন্ত।

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬৪
মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়
নবকুমার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২-এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্লট ৪৫৮, নিউ আলিপুব
কলিকাতা-৩৩

বাঁধাই :
বাসি আমিন খাঁ
৬১, বৌবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আয়ুষ্মতী

কমলাবালা নন্দীর

করকমলে।

হে সুভগে!

তুমি ছোট, তুমি বড়, এক অদ্বিতীয়া,
চিত্ত ভরি দাও নিত্য, প্রীতির অমিয়া।
তব জীবনের মাঝে, যদি সুর বাজে,
সার্থক রচনা মম, নমিবে না লাজে।

শুভার্থী
শ্রীমতিলাল দাশ

আলোক-তীর্থ
২৪শে পৌষ
১৩৬৪

উপহার

ভূমিকা

১৯৪৬ সালে ঢাকায় ছিলাম। চোখের উপর ঢাকা দাঙ্গার নারকীয় নাটক দেখিয়া অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, সেই ব্যথায় 'স্বাধিকারের' জন্ম। ঢাকায় যাহা সুরু হইয়াছিল, শিউড়ি আসিয়া তাহা সমাপ্ত হয়।

দীর্ঘদিন পরে বইখানি আত্মপ্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সে দিন জীবন সমস্যার যে সমাধান পাইয়াছিলাম, আজও তাহার অধিক যাইতে পারি নাই। কাব্যে ও ছন্দে ভরপুর, আলাপে ও সংলাপে ঝলকিত, সর্ব্বোপরি দ্রুত বহমান গল্পগতি এই পুস্তকখানিকে বাংলাসাহিত্যের শাশ্বত সম্পৎ করিবে, এই অহমিকায় এতদিনে বই প্রকাশ করিলাম।

স্বাধিকার আজও আসে নাই। যে সব অদূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া মহাভারতের অভ্যুদয়কে বিলম্বিত করিয়াছেন, কাল তাহাদের নির্ম্মম দুর্ব্বার লোভকে একদিন ভুলিবে এবং তাহাদের ক্ষণ-লীলার শেষে প্রেমধর্ম্মী সৃষ্টিকুশল তরুণেরা গড়িবে আমাদের স্বপ্নের ও সাধের অখণ্ড ভারতবর্ষ—বীর্য্যে ও শৌর্য্যে চির-প্রবুদ্ধ—কল্যাণে ও অমৃতে চিরদীক্ষিত, সেই অজানিত মহামানবদলকে আমার এই মহাকাব্য সমর্পণ করিলাম। হে সাগ্নিক যাজ্ঞিকদল! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

যাত্রা কর হে অভিযাত্রী জিগীষু বন্ধুগণ—দিকে দিকে দেশে দেশে মৈত্রী করুণা ও মুদিতার বাণী বহন করিয়া বিশ্বজগৎকে আর্য্য করিয়া তোলো, অমৃতে ও অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। শুধু পৃথিবীতে নয়, গ্রহে গ্রহে তারকায় হোক তোমাদের অভিস্থিতি।

অলোক-তীর্থ
২৪ পৌষ, ১৩৬৪

শ্রীমতিলাল দাশ

এই লেখকের লেখা বই-

*	১।	দীপশিখা	(কাব্য)	ভাদ্র ১৩৩৫	॥০
*	২।	বিরহ শতক	(কাব্য)	আষাঢ় ১৩৩৬	॥০
	৩।	বিদ্যুৎ শিখা	(গল্প)	ভাদ্র ১৩০৯	১৲
*	৪।	চার্ব্বাক	(নাট্যকাব্য)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০	॥০
	৫।	একলব্য	(স্ত্রীচরিত্রহীন নাটক১ম সং)	বৈশাখ ১৩৪২	৸০
*	৬।	মহানিষ্ক্রমণ	(নাটক)	চৈত্র ১৩৪২	১৲
*	৭।	চিরন্তনী	(নাট্যকাব্য)	রথ-দ্বিতীয়া ১৩৪৩	॥০
*	৮।	পত্নীব্রত	(গল্প)		
*	৯।	Bankim Chandra : His Life and Art		আষাঢ় ১৩৪৫	২॥০
*	১০।	শিশুমনের চলচ্চিত্র	(উপন্যাস)		১৲
*	১১।	মণীষা	(উপন্যাস)		১৲
*	১২।	জীবনের চলস্রোত	(উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪৬	২৲
	১৩।	গীতাস্মৃতি	(কাব্য)	মাঘ ১৩৪৬	॥০
	১৪।	নব্যা ও সবিতা	(নাটক)	আশ্বিন ১৩৪৭	১।০
*	১৫।	সহচরী	(উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪৭	২৲
*	১৬।	বন্ধন ও মুক্তি	(গল্প ও উপন্যাস)	ফাল্গুন ১৩৪৭	২৲
*	১৭।	ডাকবাংলো	(উপন্যাস)		১॥০
*	১৮।	অগ্নিশুচি	(উপন্যাস)	শ্রাবণ ১৩৪৮	২৲
	১৯।	ঋগ্বেদ	(প্রথম অধ্যায়)	আষাঢ় ১৩৪৯	১৲
	২০।	শিশু ভগবান	(কাব্য)	আষাঢ় ১৩৪৯	১৲
	২১।	The Soul of India	(প্রবন্ধ সংগ্রহ)	ভাদ্র ১৩৪৯	২৲
	২২।	চলার পথে	(উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪৮	২৲
	২৩।	প্রিয়া	(কাব্য)	আশ্বিন ১৩৪৯	২৲
	২৪।	ঋগ্বেদ	(দ্বিতীয় অধ্যায়)	অগ্রহায়ণ ১৩৪৯	২৲
	২৫।	হাসির মূল্য	(নাটিকা)	ফাল্গুন ১৩৪৯	১৲

২৬।	The Hindu Law of Bailment		পৌষ	১৩৫৩	৫৲
২৭।	একলব্য	(২য় সংস্করণ)		১৩৫৫	৸০
২৮।	মন্দার পর্ব্বত	(উপন্যাস)	আশ্বিন	১৩৫৫	৪৲
*২৯।	আলেয়া ও আলো	(উপন্যাস)	মাঘ	১৩৫৬	৩৲
৩০।	সান্ত্বনা হোম	(উপন্যাস)	চৈত্র	১৩৫৬	৩৲
৩১।	রাজ্যবর্দ্ধন	(নাটক)	চৈত্র	১৩৫৯	২৲
৩২।	বৈদিক জীবনবাদ	(আলোচনা)	অগ্রহায়ণ	১৩৬০	১৲
৩৩।	ভারত বাণী	(প্রবন্ধসংগ্রহ)	ফাল্গুন	১৩৬০	৬৲
৩৪।	একলব্য	(৩য় সংস্করণ)	জ্যৈষ্ঠ	১৩৬১	১৲
৩৫।	মতিলাল গ্রন্থাবলী			১৩৬১	২৲
৩৬।	Vaishnaba Lyrics	(অনুবাদ)	আষাঢ়	১৩৬১	৩৲
৩৭।	স্বাধিকার	(উপন্যাস)	পৌষ	১৩৬৪	৬৲
৩৮।	সহযাত্রিণী	(উপন্যাস-যন্ত্রস্থ)			৩৲
৩৯।	কৈশোরক	(উপন্যাস-যন্ত্রস্থ)			:৲

সম্পাদিত গ্রন্থত্রয় :

৪০।	Indian Culture		১০৲
৪১।	ভারত-সংস্কৃতি		৫৲
৪২।	মহেন্দ্রনাথ	(জীবনী)	২৲

(* তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলি ছাপা নাই।)

এক

ভাদ্রসংক্রান্তি, ১৩৫৩ সাল।

স্নিগ্ধ মেদুর বাতাস, ধূসর আকাশ এবং শান্ত পরিবেশ। সুবোধ চায় এমনই একটি আবহাওয়া। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কঠোপনিষৎ বইটি প্রতিবেশী অমরনাথ দিয়াছেন। তাহার মনে বিপ্লব জাগে।

কোন্ সুদূর অতীতে সামগান মুখরিত আশ্রমে তপস্যা চলিয়াছিল। ঔদ্দালকি আরুণির পুত্র পিতাকে পীতোদক জগ্ধতৃণ দুগ্ধদোহ নিরিন্দ্রিয় গাভী দান করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া আপনাকে দান করিতে চাহিয়াছিল। সেই আশ্রম জীবনের গন্ধসুরভি কালান্তরে আজিও যেন ভাসিয়া আসে।

শ্রেয় ও প্রেয় ইহা নিয়া মানুষের মনে চিরন্তন সংঘর্ষ। সুবোধ চাহিয়া দেখে তাহার পরিচিত ডালিম গাছে পরিচিত দোয়েল বসিয়া শিস্ দিতেছে। এই আনন্দময় বিহগ কোনও ভাবনায় বিব্রত নহে। সে আপন মনে নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়। তর্ক এবং সমস্যা তাহার নাই। প্রকৃতি তাহার প্রাণে আনন্দের সুর বাঁধিয়া দিয়াছে। সে তাই উচ্ছল হইয়া গান করে।

কিন্তু মানুষের দ্বন্দ্ব এত সহজ নহে। প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে তাহাকে ভাবিতে হয়। শতায়ু পুত্র, পৌত্র, হস্তী, হিরণ্যাশ্ব, মহদায়তন, বিত্ত ইহা কি মানুষকে দিবে শান্তি? নচিকেতা বলিয়াছিল, বিত্তে মানুষ তর্পণীয় নহে! কোথায় তবে শাশ্বত শান্তি?

পরম জ্ঞানে? কামনার জাল মানুষকে জড়ায়, তাহার পারে যাওয়া চাই। যাহা আপাতরমণীয় তাহাতে ভুলিলে চলিবে না—

শ্রেয় এক, প্রেয় অন্য। উভয়ই পুরুষকে আশ্রয় করে। ধীমান্ উভয়কে সম্যক্ আলোচনায় পৃথকরূপে দেখিবেন। ধীর প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে লইবেন। মন্দবুদ্ধি সংসারে চায় বৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য, তাই সে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

জীবনে চলার প্রতি মুহূর্তে মানুষকে এই দোটানায় পড়িতে হয়। মনের গোপনে দুই সুর বাজিতেছে। এক সুর তাকে ডাকে ধরণীর ধূলায়, অপর সুর নেয় স্বর্গলোকের মাঝে। মানুষের দুই পারে, দুই লোক— ঊর্দ্ধে বুদ্ধিলোক—জ্ঞানে, প্রেমে, সত্যে ও সৌন্দর্যে ভাস্বর—নীচে কামলোক। কামলোকে নিত্য সংঘর্ষ, নিত্য বিরোধ এবং বিপ্লব।

মানুষের স্বধর্ম্ম কি? প্রলোভনের মালা কি সে গলায় পরিবে? না, তাহার হৃদয়ে দূরাগত বীণাধ্বনির মত শ্রেয়ের কল্যাণকর আহ্বান জাগে। প্রেয়কে ও রমণীয়কে গ্রহণ করা মানুষের চলিবে না। সে গ্রহণ করিবে মহৎ ও ভূমাকে—যাহা তাহাকে দিবে শাশ্বত মাধুর্য্যের আনন্দলোক।

সত্যের পথ বিদ্যার পথ, প্রেয়ের পথ অবিদ্যার পথ। দুইয়ের গতি ভিন্ন, দুইয়ের গম্য বিভিন্ন। বিদ্যাভিলাষী হইতে হইবে। যে পরম বিদ্যা জানিলে মানুষের সকল জানা হয়, সেই বিদ্যা জানিতে হইবে। যাহা জানিলে আর কিছুই জানার প্রয়োজন নাই, তাহাই পরমা বিদ্যা।

মূঢ় এই পরমা বিদ্যাকে জানিতে চায় না। সে আসক্তচিত্ত, ধনমোহে মত্ত, সে অবিবেকী। এই গুহ্য সাধনাকে সে অবজ্ঞা করে। মানুষের যাহা স্বাধিকার, তাহা সে লাভ করিতে চায় না।

গোপনতম সাধনার মন্ত্র মূর্খের হৃদয়ে ছায়াপাত করে না। দৃশ্যের অন্তরালে যে অদৃশ্য, তাহাকে সে উপলব্ধি করে না। কারণ এই গুহ্যাতিগুহ্য আত্মবিদ্যার বক্তা দুর্লভ—বহু শ্রবণে তাহাকে পাওয়া যায় না। কুশল আচার্য্য কেবল ইহাকে বুঝাইতে পারেন। তর্কে এই মতি আসে না। যে সদ্‌বুদ্ধি, যে জিজ্ঞাসু, পরমার্থ তাহার নিকটে আসে। সেই বিশ্বাসী সত্যধৃতি হইতে পারে।

জগতের যাহা কিছু লভ্য, তাহা অনিত্য। সেই অনিত্য ধ্রুবের পথ দেখায় না। মুক্তির পথ, মোক্ষের পথ, নির্ব্বাণের পথ কোথায়? কোন্ পরম প্রাপ্তি মানুষকে স্বস্থ এবং সুস্থ করিবে?

সুবোধ পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হয়। কিন্তু তাহার বুদ্ধিতে এই গভীর তত্ত্ব ধরা পড়ে না। সে পড়িল :—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।

সমস্ত বেদ যাহা প্রতিপাদন করেন, মানুষের নিখিল তপস্যা যাহার জন্য, যাহার প্রাপ্তির জন্য মানুষের সাধন জীবন—তাহা অনির্ব্বচনীয়। ওঙ্কার তাহার প্রতীক, তাহা ওম শব্দের বাচ্য।

সাধকের অন্তর্জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ওঙ্কারে প্রতিফলিত। সুবোধ উপলব্ধি করিতে পারে না। বাহিরে কাক 'কা, কা' করিয়া ডাকে। অমিতা এখনও উঠে নাই, প্রাতরাশের আহ্বান আসে না। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার সম্মুখে দৈনিন্দন জীবনের একান্ত তুচ্ছ আলু-পটলের কথা মনে জাগে না।

সে আত্মসংহত হইয়া উপলব্ধি করিতে চায়। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—সকলেই তাহার নিকট দুরধিগম্য শব্দসমষ্টি মাত্র। ইহাদের মধ্যে যে রস, যাহা পানে সাধক ও ভাবুক বিভোর, সে তাহার আস্বাদন পায় না।

সুবোধ চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতে বসে। ধ্যান কাহাকে বলে সে জানে না। শত বিক্ষিপ্ত চিন্তা তাহার মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। কয়লা ফুরাইয়া আসিয়াছে—তাহা আনিতে হইবে কিন্তু এই সহজ জিনিষ একান্ত সহজ নয়। সিভিল সাপ্লাই আফিস নামক অপূর্ব্ব কারখানা হইতে তাহাকে নির্দ্দেশ আনিতে হইবে। হয়ত তাহারা একস্থানে চিঠি দিল—সেখানে গিয়া জানা যাইবে, কয়লা নাই।

যুদ্ধ মিটিয়াছে, কিন্তু বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথকে বন্ধ করিয়া এই যে সাধারণের অর্থব্যয় ইহাকে সে মনে ও প্রাণে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। দেশে গৃধ্নু ব্যবসায়ী আছে; তাহারা মানুষকে নিপীড়ন করিতে চায়, ইহা সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য পথ আছে। তাহা না করিয়া ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন লোককে দিয়া ব্যবসায় করিতে গিয়া গুদামে চাউল, গম, ময়দা ও আটা পচে। থাকিতে মানুষ না খাইয়া মরে। যত চোরা-কারবার চলে। অর্থ দিয়া পথ্য সংগ্রহ হয় না। তাহার জন্য চলে একান্ত অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মসম্ভার। সুবোধের ধ্যানলোক পরমার্থের অভিব্যঞ্জনায় সুন্দর হয় না। অনর্থ সেখানে উৎসব করে—দূরে কারখানায় সাড়ে সাতটার বোমা পড়ে। সুবোধ উঠিয়া দরজায় দাঁড়ায়।

অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন বৃদ্ধ প্রাতঃভ্রমণ করিয়া ফেরেন। তাহারা

তনিমার গান শুনেছত? এখানের সকলের চেয়ে তার গানই সুন্দর—"

সুবোধ বলিল—"তা ঠিক, সে যেন রাগিণী মল্লারিকা, গৌরী, কৃশা, কোকিলকণ্ঠী, তার গানে প্রাণতলে জাগে সুরের উচ্ছল প্রবাহ—"

অমিত বলিল—"সেই তনিমার চেয়ে বেশী টাকা দিচ্ছে কোন মালেকা বিবিকে, আর তাকে আনছে সরকারী মোটরে—"

সুবোধ বলিল—"তাহলে পাকিস্তান বোধ হয় সব চেয়ে সমস্যা সমাধানের সহজতম উপায়। হিন্দু ও মুসলমান সমস্যা এত প্রখর হয়ে উঠেছে যে সমস্যা সমাধানের অন্য পথ দেখি না—"

অমিতা বলিল—"তা কেন? এসব হচ্ছে কর্ত্তাদের ভেদবুদ্ধির ফল—পৃথক ভোটাধিকার তুলে নাও—তাহলে দেখবে এরা একইভাবে ভাবতে শিখেছে—বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মের প্রভাব তত বড় নয়, যত বড় অর্থনীতির, মানুষ চায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য—"

সুবোধ বলিল—"যাক ও সব তর্ক, সুরেশ্বর ওঠেনি—"

"না, সে এখনও ঘুমাচ্ছে—কাল সে বেশ মজার কথা বলেছে, বাবা চকোলেট খেতে পাবে না, কেননা তা আনে হরিপদ, আর টাকা দেয় মা—কাজেই বাপের তাতে কোনও অধিকার নেই।"

পুত্রের প্রশংসা পিতাকে পুলকিত করিয়া তোলে।

বাহিরের স্নিগ্ধ শারদ-দ্যুতির দিকে চাহিয়া সুবোধ পিছনের দিকে দৃষ্টি ফেলে। বসুন্ধরা কাগজে মেয়েদের কবিতা প্রতিযোগিতায় অমিতা প্রথম পুরস্কার পায়। সেই বলিষ্ঠ কবিতার মধ্যে সুবোধ নবজাগরণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল, তাই অনেক কষ্টে সে সম্পাদকের দপ্তর হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া অমিতার সঙ্গে আলাপের নিমন্ত্রণ জানায়। সেই নিমন্ত্রণ অমিতা রক্ষা করে—তারপর গতানুগতিক প্রণয় ও বিবাহ। কিন্তু তবু সাধারণ বাঙ্গালীর মত ঘটকের মধ্যস্থতায় তাহাদের বিবাহ হয় নাই—ইহার জন্য সুবোধ গর্ব্ব অনুভব করে।

তাহার পর তাহাদের প্রথম সন্তান—সুবোধ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছে সুরেশ্বর। সে ধ্রুবলোক হইতে ছন্দের জাহ্নবী মর্ত্ত্যে আনিবে, ইহাই তাহার অন্তরের কামনা।

সুবোধ ডাকে—"হরিপদ, সুরেশ্বরকে তুলে নিয়ে আয়।"

হরিপদ বলে—"আজ্ঞে যাই।"
"ওর ঘুম ভাঙেনি, উঠলেই কিন্তু কাঁদবে—"
"কাঁদুক, তাতে ক্ষতি নেই, সে কান্না তোমার পোহাতে হবে না—"
"না, না, বেশী আদর দিয়ে তুমি ছেলের মাথা খেও না—"
"ওর মাথা খাওয়ার বয়স এখনও হয়নি—"
অমিতা বলিল—"আদর পেলে ছেলেরা বেঁকে বসে···"
এমন সময় সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে হরিপদের কোলে চড়িয়া আসিল। সুবোধ তাকে কোলে নিল। সুরেশ্বর বলিল "বাবা—"
সুবোধ বলিল –"বাবা।"
"হরিপদ পুতুল কিনে দেয় না, ওকে মারব—"
"আচ্ছা, ওকে পুতুল কিনে দিতে বলব।"
"হাঁ, খুব বড় একটা।"
"এখন তুমি যাও মুখহাত ধুয়ে এস—"
হরিপদ সুরেশ্বরকে নিয়ে গেল।
সুবোধ বলিল—"আমি ভাবছি, তোমরা দেশে যাও—এখানে যে গণ্ডগোল, কবে কি ঘটবে!"
"আর তুমি?"—অমিতার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।
"আমি থাকব আর কারও সঙ্গে—"
"না, সে হবে না—যদি মরতে হয়, একসঙ্গে মরব—"
অপ্রিয় আলোচনা, সুবোধ চুপ করে।
হরিপদ আসিয়া বলে—"এক বাবু দেখা করতে এসেছেন।"
"বসতে বল।"
সুবোধ তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া যায়। ভদ্রলোককে বসাইয়া রাখিতে সে ক্লেশ অনুভব করে। অভিজাত ঔদাসীন্য সে শিখিতে পারে নাই।

দুই

সুবোধ বাহিরে আসিয়া দেখিল ডাঃ সরোজ ভট্টাচার্য্য বাহিরে বসিয়া আছে। সরোজ দীর্ঘদেহ, বয়স ৩০।৩২, বয়সের তুলনায় তাহাকে অতিশয় গম্ভীর দেখায়। তাহার সুগম্ভীর দৃষ্টির নিকট বিশ্বের সকল সমস্যা একই রকম প্রতিভাত হয়। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, বার্ণার্ডশর নাট্যরস, গৃহে ইন্দুরের উপদ্রব, ঋতু-পুষ্পের সারি—সকল জিনিষই সরোজ সমান অপক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখে। আধুনিক বিনোদিনী তরুণীদের সরোজ একান্ত ভাবে ভয় করে, তাই লোকে মনে করে সে আর বিবাহ করিবে না।

কিন্তু এই নিস্পৃহ উদাসীন সদাশিব সরোজের মুখে আতঙ্ক ও উদ্বেগ। সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কেমন আছ ভাই, ভট্টাচার্য্য ?"

সরোজ সুবোধের টেবিল হইতে জহরলালের 'The Discovery of India' নামক সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকখানির পাতা উল্টাইতেছিল। মাথা তুলিয়া বলিল—"সুলতা চৌধুরীকে তুমি চেন না ?"

সুবোধ বলিল—না।

"সুলতা চৌধুরী এম, এ, বিটি, এখানে কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। আমাদের পাড়ায় সুধানিলয়ে থাকতেন।"

"কেন, তার কথা কেন ?"

"তাকে পাওয়া যাচ্ছে না—।"

"তার মানে ?"

সরোজ উত্তর করিল—"তার মানে আমি জানি না। এইমাত্র পাঁড়েজি এসে আমায় জানাল, চারিদিকে যে বিশ্রী কাণ্ড—আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমি যদি ব্যস্ত না থাক—চল না।"

সুবোধ বলিল—"আমার যে হাতে বড় একটা রায় আছে—সেটাও একটা ভাওয়াল মামলা।"

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল—"স্নান পরে হবে, প্রতিবেশীর একটা কর্ত্তব্য আছে ত?"

সুবোধ না বলিতে পারিল না।

যদিও এই কাজে তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ঢাকার লোকের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। বাংলাদেশের নানাস্থানে নানা মানুষের সংস্পর্শে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু ঢাকার লোকেরা তাহার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ বলিয়া মনে হইয়াছে। সৌজন্য, ভদ্রতা বা মাধুর্য্য তাহাদের মধ্যে নাই। নিষ্ঠুরতার প্রতি তাহাদের সহজাত অপ্রবৃত্তি নাই! অন্যায় বা অপকর্ম্ম করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না। সততার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য নাই। তাহার নিজের এই বিষয়ে নানারকম শোচনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তথাপি সরোজকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। সুধানিলয় বাড়ীটি উন্মুক্ত প্রান্তরের পাশে, একতল বাড়ী, চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। নূতন ধরণের বাড়ী—সম্মুখে ফুলের বাগান। মাঠে বেড়াইবার সময় সুবোধ অনেকদিন তাহার পাশ দিয়া গিয়াছে। এখানে নানা লোকের জটলাও দেখিয়াছে। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামলা সুলতাকে সুন্দরী বলা আদৌ চলে না, কিন্তু তাহার মুখে ছিল কমনীয়তা আর আলাপে ছিল মধু। তাই তাহার চারিদিকে মুখর একটি জনতা সর্ব্বদাই ঘিরিয়া থাকিত।

সরোজ এই জনতার একজন ছিল। তাই পাঁড়েজি প্রতিবেশী তাহাকে গিয়া ধরিয়াছিল। ফুলের বাগানের চারুতা, সুসন্নিবেশ এবং ফুলের অজস্র সম্ভার সুবোধকে মুগ্ধ করিল। উদ্যান-রচনা একটি কলা, সুলতা তাহাতে নিপুণা, তাহার আদৌ সন্দেহ নাই। সান-বাঁধানো চাতাল দিয়া তাহারা যে ঘরে প্রবেশ করিল, সেটি বৈঠকখানা—পাঁড়েজি বাংলায় থাকিয়াও বাঙ্গালী বনিতে পারে নাই, আধা হিন্দী আধা বাংলায় সরোজের প্রশ্নবাণের উত্তর দিল।

"কাল মাইজি রাত ন'মে খানাপিনা করা হায়—হামি ত ভিতরমে থাকি, ভোর সাত বাজে মাইজি চা পিতা হায়।"

সুবোধ একটি সোফায় বসিল। ড্রয়িং রুমটি চমৎকার—তাহার অগোছাল গৃহের সঙ্গে তুলনায় ইহার সৌষ্ঠব তাহার খুব ভাল লাগিল। দেওয়ালে নেতাজী সুভাষ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি জননায়কগণের ছবি সাজানো—অন্যদিকে কয়েকখানি বিলাতী স্বভাবদৃশ্যের ছবি।

একখানি র‍্যাফেলের ম্যাডোনার অনুলিপি—অন্যদিকে বাংলা নবযুগের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছবি।

মাঝের তেপায়ার উপর একটি সুদৃশ্য পুষ্পাধারে রজনীগন্ধার স্তবক, তাহা হইতে তখনও একটু ক্ষীণ সৌরভ যেন ভাসিয়া আসে।

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"সদর দরজা কি খোলা ছিল ?"

"হামি ত জানে না বাবুজী—ঝি জানতা হায়।"

সরোজ প্রশ্ন করিল—'তুম্ পুছা নেহি ?'

'নেহি বাবুজি।'

সুবোধ বলিল—'ঝিকে ডাক।'

ঝি আসিল—সে বর্ষীয়সী বিধবা। সে বলিল—'মা খুব ভোরে ওঠেন, আমি মায়ের আগে রোজ উঠতে পারি না। আমি উঠে দেখি, সদর দরজা ভেজান আছে—আমি মনে করলাম, মা বেড়াতে গেছেন।'

সুবোধ বলিল—'মিছেমিছি হল্লা করছ সরোজ, আমার মনে হয়, মিস চৌধুরী বেড়াতে গিয়ে কোথাও বসে গল্প করছেন।'

ঝি তাহার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—'না বাবু, মা কাল রাতে বিছানায় শোননি!'

সরোজ প্রশ্ন করিল—কেন ?

'বিছানা যেমন ছিল তেমনই আছে—একটুও কুঁচকে মুচকে যায়নি। তা ছাড়া বিছানার পাশে বড় এক গ্লাস জল থাকে, মা ভোরে উঠেই উষাপান করেন—সে জল তেমনই আছে।' উভয়ে মিস চৌধুরীর শয়নকক্ষে গেল। ঝিয়ের কথাই সত্য, রাত্রে সে বিছানায় কেহ শোয় নাই। সুদৃশ্য পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা—পালঙ্কের পাশে ছোট টিপয়ে রাত্রির পড়ার জন্য সবুজ ঘেরাটোপ আলো—অন্যদিকে আর একটি গোল টেবিলে এক গ্লাস জল একটি পিরিচ দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। গোল টেবিলের উপর খান কয়েক বই, সুবোধ হাতে করিয়া দেখিল—রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, পেলিকান সিরিজের পিটারথিনের লেখা মডার্ণ জার্ম্মাণ আর্ট, সোসালিজম সম্বন্ধে সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ। সুবোধ বুঝিল প্রতিবেশিনী প্রগল্‌ভা এবং লঘুচিত্তা হইলেও সংস্কৃতির দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। সুলতার গৃহ, পরিবেশ, এবং পাঠ্য সুনির্দ্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে সে কেবল আলস্যে কালক্ষেপণ করে না। সুবোধের দৃষ্টি পড়িল—ঘরের মাঝে একটু ধূলা

নাই—সমস্তই সুসজ্জিত—আলনায় কয়েকখানি শাড়ী, ব্লাউজ, চাদর প্রভৃতি রহিয়াছে। সুবোধ বলিল—'কখন তুমি শুতে গিয়েছিলে ?'

"রাত দশটায়, আমার শোয়ার ঘর বাড়ীর মধ্যে বারান্দার কোণের একটা ছোট ঘর, মা তখনও পড়ছেন—ড্রয়িং রুমের বড় ঘড়িটায় ঠং ঠং ক'রে দশটা বাজল, মা বললেন—'মোক্ষদা, তুমি শুতে পার—আমি শুতে গেলাম।"

সরোজ জিজ্ঞাসা করিল—'তারপর কিছু জান না ?'

'না'

'আশ্চর্য্য !—কোথায় ছিলেন তখন মিস চৌধুরী ?'

মোক্ষদা বলিল—'অফিস ঘরে—আলো জ্বেলে পড়ছিলেন।'

দুইজনে অফিস ঘরে গেল—একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পাশে দুইটি বড় আলমারি, রাজ্যের বই ভরা। টেবিলের উপর লিখিবার প্যাড—তাহার উপর গতদিনের কাগজ পড়িয়া আছে।

কাগজে বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্বন্ধে ভীষণ অভিযোগ করা হইয়াছে। প্যাডের পাশে ফাউণ্টেন পেনটি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্থানে স্থানে পাঠিকা দাগ দিয়াছেন।

সুবোধ বলিল—'মনে হচ্ছে, মিস চৌধুরী খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছেন, ফাউণ্টেন পেন পর্য্যন্ত খোলা পড়ে রয়েছে।'

সরোজ বলিল—'তা ঠিক, আর তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন, কারণ আলো নিভানো ছিল—সদর দরজা ভেজানো ছিল। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন শীঘ্রই ফিরবেন—তাই ঝি বা ঠাকুরকে জানাননি।'

সুবোধ প্রশ্ন করিল—'মোক্ষদা, তোমাদের টেলিফোন আছে কি ?

—'না।'

সরোজ বলিল—'তাহলে নিশ্চয়ই কোন লোক এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—যেই আসুক, সে হয় পরিচিত বন্ধু—নয় পরিচিত বন্ধুর পরিচিত ভৃত্য—তা না হলে এই গণ্ডগোলের সময় কিছুতেই তিনি যেতেন না—এটা নিশ্চয়।'

সুবোধ খবরের কাগজ উল্টাইল। নীচে এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ—তাহাতে একটি অর্দ্ধ-সমাপ্ত প্রবন্ধ। সুবোধ শিরোনাম পড়িল—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। কৌতূহল হইল। সে পড়িতে আরম্ভ করিল।

"হিন্দু এক জাতি, মুসলমান অপর জাতি—এই মনোভাব যাহারা বৃদ্ধি

করিতেছেন, তাহারা ভারতবর্ষের অমঙ্গল সাধন করিতেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপে Hermon Ould যে কথা বলিয়াছেন, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবি মুসলমানকে সে কথা স্মরণ করিতে বলি। "I fear, we have before us a period of blind and stupid nationalism. Needless to say, I am not referring to love of country. * * Love of country as a human emotion will never be eradicated, thank God; but it is a very different thing from nationalism, that unreasoning impulse, which seeks material advantages for the nation of one's birth, regardless of justice, decency and generosity, whose motto is—My country, Right or Wrong. That is a disease, of the soul, that drives men mad and causes them to commit nameless crimes."

এই ব্যাধি আমাদের মোসলেম ভ্রাতৃগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। কলিকাতায় যে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চলিল, যে দানবীয় নারকীয় তাণ্ডব নৃত্য চলিল, তাহা হইতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান সহৃদয় মুসলমান বুঝিবেন যে এই বিরোধের পথে উন্নতি অসম্ভব। সমস্যার সমাধানে বিবেকানন্দ বহু পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই স্মরণ করিতে বলি—বেদান্ত আত্মা আর ইসলাম শরীর—এই দুইয়ের সংযোগে মহাভারতবর্ষ গঠিত হইবে।"

সরোজ প্রশ্ন করিল—"কি পড়ছ? কোনও চিঠি?"

"না, প্রবন্ধ।'

"প্রবন্ধ পড়ে কি হবে?'

"আর কিছু না হোক, তোমার বান্ধবীর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে—"

সরোজ বলিল—"না, এখন ঠাট্টার সময় নয় ভাই, সমস্ত ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ মনে হচ্ছে।"

সুবোধের ও তাহাই মনে হইল, কিন্তু বন্ধুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—"একটু গোলমেলে, কিন্তু আমার মনে হয়, কোনও বিপদ ঘটেনি—"

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভায়া, কিন্তু সময় বড় খারাপ—"

সুবোধ বলিল—"তা ঠিক, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে পুলিসে খবর দেওয়াই ভাল—" "ভাল বটে, কিন্তু পুলিস কিছু করবে তুমি ভরসা কর কি?"

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কেন করবে না ?"

"তুমি সরকারি চাকুরি কর, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে গভর্ণমেণ্ট নিষ্ক্রিয়, না হলে ঢাকার দাঙ্গা কখন থেমে যেতে পারত—"

সুবোধ বলিল—"না। তা যায় না, বোম্বাইয়ের কথা ধর ভাই, লীগ গভর্ণমেণ্ট নয়, তবুত সেখানে তার দাঙ্গা দমন করতে পারছে না—"

সরোজ বলিল—"যাক্ এখন তর্কের সময় নয়—নিয়ম রক্ষার জন্য পুলিসে খবর দিতে হবে, কিন্তু তারা কিছু করবে না—একথা নির্ঘাত সত্য—পুলিস-সুপার সোলেমান যত গুণ্ডা ধরা পড়ছে, তাদের ছেড়ে দিচ্ছে—যে সব হিন্দু পুলিস এদের ধরতে উৎসাহী—তাদের প্রতি অত্যাচার করছে—"

সুবোধ বলিল—"একথা বিশ্বাস্য নয়—"

"কিন্তু অবিশ্বাসকে এখন বিশ্বাস করতে হবে—"

সুবোধ তর্ক করিল না। কিন্তু যাহা বিশ্বাসের বস্তু, তর্কে তাহা দূর হইবার নয়।

আর তাহা ছাড়া তখন তর্ক করিবার সময় নয়। সুবোধ কথান্তর আনিবার জন্য প্রশ্ন করিল।

"কাল তোমরা কে কে এখানে ছিলে ?"

"ডগলাস মুখার্জ্জি, সেলিম, আমি আর ডাঃ অমিয় তরফদার—"

"তোমাদের কি কথা হয়েছিল ?"

সরোজ মোক্ষদার দিকে চহিয়া বলিল—"পরে বলব—"

মোক্ষদার চোখ সজল হইয়া উঠিল, সে কাতর স্বরে বলিল—"বাবু, আমরা কি করব ?"

"কি করবে, যেমন আছ তেমনই থাক, তোমার মা বোধ হয় সকালের মধ্যেই ফিরবেন।'

তাহার স্বর বিন্দুমাত্র আশ্বাস দিল না, কিন্তু তথাপি ইহা ছাড়া অন্য সান্ত্বনা সে কি আর দিতে পারে ?

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"মিস চৌধুরী কোথাও যাবেন বলেছিলেন কি ?"

"না বাবু।"

সুবোধ বলিল—"মিস চৌধুরীর ড্রয়ার খুলে চিঠিপত্র দেখা বোধ হয় ভাল—"

সুবোধ অনেক ডিটেকটিভ নভেল পড়ে। রহস্য-সমাধানের পদ্ধতি তাহা

হইতে সে অনেক শিখিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিবার জন্য তাহার উদগ্র কৌতূহল হইল।

কিন্তু সরোজ বলিল—"না, এখনও এতখানি করা ঠিক নয়।" সুবোধ ইহার যৌক্তিকতা অনুভব করিল। একজন তরুণীর চিঠিপত্রে অনেক গোপন রহস্য থাকিতে পারে—বিনা প্রয়োজনে তাহা পড়া উচিত নয়।

এমন সময় বাহির হইতে ত্রিবিক্রমবাবু প্রবেশ করিল। মানুষটি সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, মাথায় টাক—এক ইনসুয়ারান্স কোম্পানীর এজেণ্ট। নিজেকে খুব বড় মনে করে। আসিয়াই উভয়কে শশব্যস্তে প্রশ্ন করিল—"মিস চৌধুরীকে পাওয়া যায়নি শুনলাম"।

সরোজ বলিল—"হাঁ, কোথায় গেলেন, কেউ জানে না—"

"কিন্তু কাল রাত এগারোটায় এখানে একটা সবুজ মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল।"

"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"সে এক মজার কথা, হাসবেন হাসুন, ক্ষতি নেই। কাল সিনেমায় যেতে পারেননি বলে গিন্নীর সঙ্গে খুব ঝগড়া হল, আমি রাগ ক'রে দু'চারটে কড়া কথা শুনিয়েছিলাম—কাজেই গোঁসাঘরে যাত্রা—রাজা-রাজড়ার মত আমাদের ত আর আলাদা ঘর নেই—কাজেই তিনি ছাদে গিয়ে নক্ষত্র-পরিচয় করতে লাগলেন—বিছানায় শুয়ে আর স্বস্তি নেই—ঘড়িতে যখন এগারটা বাজল, তখন আর থাকতে না পেরে ছাদে গিয়ে দেখি—দামী ঢাকাই শাড়ী পরে মানিনী ছাদের ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন—রাগ হল—এমন সময় মোটরের শব্দ শুনে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি একটা মোটর এসে থামল—পাশের আলোয় তার ঝকঝকে সবুজ রঙ ঝলমল করছিল—

সুবোধ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল—"আর কিছু দেখেননি?"

"না, মিস চৌধুরীর এখানে নানা জন, নানা সময় আসেন, কাজেই এ ব্যাপারে আমার কোনই কৌতূহল হয়নি। তা ছাড়া গরজ বড় বালাই, আমারে গরজ ছিল ঘুমন্ত একজন বর্ষীয়সীর ঘুম ভাঙিয়ে—বুঝতেই পারেন—ডাঃ ভট্টাচার্য্য ভালই করেছেন—বিয়ের ফাঁদে পা দেননি—'

সরোজ বলিল—"কিন্তু আপনি ত দুঃখে চোখের জল ফেলছেন না—'

পরিণতবয়স্ক ত্রিবিক্রমবাবুর হাসি আসিল। বক্তৃতা সুরু হইল—"জানেন ত একা মানুষটি—সংসারে ছেলেপিলে নেই—কাজেই তার অবলম্বন কি বলুন? এইজন্য একটু আধটু আদর করতে হয়—তাছাড়া আপনাদের মনু ত বলেছেন—নারীর পূজা করতে—আজকাল সস্তা মাসিকের কল্যাণে ঘরে ঘরে দেবীরা আত্মমর্য্যাদা বুঝছেন—"

আত্মভোলা মানুষটির আত্ম-বিকলন উভয় বন্ধুর নিকট খুব ভাল লাগিল। সুবোধ প্রশ্ন করিল—'মোটরটি কখন গেল তা দেখেননি?'

"না, মানিনীর মান ভাঙ্গাতে অনেক দেরী হল, পায়ে ধরে অনেক সাধতে হল—হাঁ সবুর করুন—যখন আমরা ফিরলাম তখন মোটর ছিল না—কিন্তু সে কতক্ষণ পরে তা কিছু বলতে পারি না—"

"আন্দাজেও।"

"মুস্কিলে ফেললেন—আপনাদের নূতন পরিবার—আপনাদের সমস্যা নেই—তা আধঘণ্টা হতে পারে।"

সরোজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"বলেন কি, আধঘণ্টা ধরে মানভঞ্জন চলল।"

"সবুর করুন, যখন পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চাপবে, তখন বুঝবেন।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রী কি বলতে পারেন?"

"ত্রিবিক্রমবাবু বলিল—' না, কারণ যাদের এগার হাত শাড়ীতে কাছা আঁটে না, তাদের কাছ থেকে কোনও কিছু আশা করেন কি? এই দেখুন না—ইনি ত লেখাপড়া শেখা মেয়ে মানুষ। জুতা মোজা পায়ে খট্‌খট্‌ ক'রে চলেন, কিন্তু কি বোকামি করেছেন—আপনাদের কাজ কামাই—যাই আমার আবার অনেক কাজ, নমস্কার—"

ভদ্রলোক চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল—"চল ভাই—একথা ঠিক, যেখানেই গিয়ে থাকুন, তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন।"

সরোজ কথা কহিল না।

মোক্ষদা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—'বাবু'

সরোজ বলিল—"ভয় নেই—আমি আবার আসব।"

তিন

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে সুবোধ তার একতলের ছাদে বসিয়া পত্নী অমিতার বাজনা শুনিতেছিল।

নিরালা ছাদে অমিতা এস্রাজে একটি মিঠা ইমন কল্যাণ রাগিনী বাজাইতেছিল। অন্ধকার ছাদের পরিবেশে সমস্ত সুর যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আপন মোহ ছড়াইতেছিল।

আকাশ-ভরা তারার আলো—সেই আলোকে এস্রাজের মিষ্ট সুর খুব ভাল লাগিতেছিল। হাল্কা, মিষ্টি, একটানা সুর। সুবোধ চোখ বুজিয়া এই ধ্বনির মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছিল। গান শেষ হইলে নীরব নিস্তব্ধতায় স্থানটি ভরিয়া গেল।

খানিক পরে অমিতা প্রশ্ন করিল—"সুলতা চৌধুরীর খবর এল ?"

সুবোধ বলিল—"না।"

"শুনলাম, পুলিস এ বিষয়ে কোনও কিছু করা কর্ত্তব্যই মনে করেনি।'

"হ্যাঁ, সরোজ তাই বলল বটে।"

বাংলার শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু সে কথা এরা আদৌ মনে করে না। এই যে দিনের পর দিন মানুষের মরণ হচ্ছে, নিঃসহায় নিরুপায় নিরীহের, তার জন্য কর্ত্তাদের কোনও ভাবনা আছে কি ? অন্য সভ্য দেশে এ ব্যাপার কি চলতে পারে ?"

"না, তা বোধ হয় চলত না—"

অমিতা বলিল—"ভাল কথা, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান যে বিবৃতি দিয়েছেন তা পড়েছ কি ?"

সুবোধ বলিল—"না, কিন্তু পড়ে লাভ কি ? আমাদের চারপাশে এই যে অনাচার চলছে, তার কোনও প্রতীকার আমাদের হাতে নেই, কাজেই মন খারাপ করে লাভ—।"

অমিতা বলিল—"লাভ আছে—অজ্ঞানের অন্ধকারের চেয়ে সত্যের আলো ভালো—তুমি একটু বসো—আমি নীচে থেকে কাগজটা নিয়ে আসছি।"

সুবোধ কথা কহিল না—উপরে তারাভরা আকাশ পৃথিবীর এই সুখদুঃখের অভিনয় যেন দেখিতে চায় না—সে নির্ব্বিকার, সে নির্মোহ, নিস্পৃহ, উদাসীন দ্রষ্টামাত্র।

অমিতা কাগজ আনিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল। বৈদ্যুতিক বাতির তীব্র আলোয় সুবোধের চোখ ঝলসিয়া গেল। সে তাহার মছলন্দের বিছানায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—"ঐ অন্ধকার আকাশ কিন্তু খুব ভাল ছিল।"

অমিতা সে কথা শুনিল না। সে পড়িতে আরম্ভ করিল। "জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঢাকার সাম্প্রদায়িক অশান্তিজনিত পরিস্থিতিতে পক্ষপাত-দোষশূন্য হইয়া সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সব চাইতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা এই যে, কোনও অঞ্চলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, তিনি সেই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঐ সকল উপদ্রুত অঞ্চলে পাইকারি জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। পেট্রোলের পাকিস্তানি অগ্নিশিখায় এবং লুটতরাজে স্বভাবতঃ হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের সম্পত্তিই বিনষ্ট হইয়াছে। কাজে কাজেই পাইকারি জরিমানার অধিকাংশই মুসলমানদের উপর ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতেই মুসলমানগণ এবং তাহাদের নিজস্ব সরকার বিচলিত হইয়া পড়িল। এবং তৎক্ষণাৎ সরকারের পক্ষ হইতে পার্লিয়ামেণ্টারি সেক্রেটারি মিঃ এস, এ, সলিম ও নবাবজাদা নসিরুল্লা ঢাকায় প্রেরিত হইলেন। ঢাকায় আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার এবং পুলিসের কর্ত্তাদের সহিত অবিরাম আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। তাঁহারা আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমানের ভিতর শান্তি স্থাপনকল্পে জীবন-পণও করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য এই ধরণের প্রতিশ্রুতি তাঁহারা বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ দিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, আমাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর, তাহারা তাহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী-দের সহিত মহল্লায় মহল্লায় শতাধিক সভা-সমিতি করিয়া বৃহত্তর কাজের তাগিদে কলিকাতায় চলিয়া যান এবং যাওয়ার সময় অনুগ্রহ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও সঙ্গে নিয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শীঘ্রই ঢাকায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ গুজব প্রচার হয় যে, পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইবে না, অথবা সুবিধা অনুযায়ী উহা কমাইয়া দেওয়া

হইবে। আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে কলিকাতার কোনও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ সম্বন্ধে ফোনযোগে বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিগত ১২।১৩ দিন যাবৎ সহরে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই—মাত্র কয়েকস্থানে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিগত শুক্রবার দিবস বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় একজন ভদ্রলোক রায়সাহেব বাজারের পুলের উপর দিয়া যখন যাইতেছিলেন, হঠাৎ সেই সময় তিনি কলতা বাজার বস্তির প্রায় ছয়জন গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুরুতর আঘাত পান। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে দুই ঘণ্টাকাল তাহাকে ফেলিয়া রাখা হয়। মিটফোর্ড হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সার্জ্জন দুই ঘণ্টাকাল তার কোনও চিকিৎসা করিলেন না। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রায়সাহেব বাজারের এই দুর্ঘটনা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে সংঘটিত হয়। ইহাতে সহরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। সেইদিন অপরাহ্নে উক্ত পুলের উপর দিয়া যখন হিন্দু-আরোহী বোঝাই এক বাস যাইতেছিল, তখন এতদঞ্চলের মুসলমান গুণ্ডাগণ পেট্রোল ও এসিড উক্ত বাসে নিক্ষেপ করে, ফলে আটজন আরোহী গুরুতরভাবে জখম হইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এইবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অঞ্চলের সকাল বেলার খুনের জন্য পনরটি দোকানের উপর মাত্র তিনশত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শান্তি স্থাপন করিয়া উহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি পূর্ব্বের মত আর আগ্রহান্বিত নহেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দাঙ্গার সময় শান্তিরক্ষাকল্পে কোনও কোনও অঞ্চলে ৭২ ঘণ্টারও জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছিল। গুণ্ডাদের সন্ত্রস্ত করিবার জন্য তাহাদের উপর পুলিশ মারাত্মক আক্রমণও করিয়াছিল। কিন্তু এইবার সব কিছুই সহজভাবে হইয়া যাইতেছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই মনোভাব নিকট ভবিষ্যতেও এই সহরের স্বাভাবিক জীবন ফিরাইয়া আনিবার পথে সহায়ক হইবে না।”

সুবোধ ইহার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সে এই পথেই কাছারি গিয়াছিল। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মৃত পুতুল না হইলে একজন সাইকেল আরোহীকে নামাইয়া খুন করা সম্ভব হইত না। দাঙ্গা দমনে কর্ত্তৃপক্ষ একান্ত নিশ্চিন্ত, তাহা না হইলে দিনে দুপুরে সকল

লোকের সম্মুখে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের পাশে এইরূপ নারকীয় কাণ্ড সম্ভব নয়। সুবোধ বিবৃতিদাতা বিমলানন্দ দাশগুপ্তকে চেনে। তাহার এই সাহসী বিবৃতির জন্য সে সুখী হইল। কিন্তু মনে মনে বুঝিল, ইহা ভস্মে ঘৃত ঢালার সমান। কারণ যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহাকে জাগানো সম্ভব নয়।

কিন্তু তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল--সহসা সমস্ত সহর কাঁপাইয়া আল্লাহো আকবর ধ্বনি উত্থিত হইল। পূর্ব্বে দুই একদিন ঐরূপ হইয়াছে, কিন্তু সে এত উল্লাসজনক নয়। এত বিপুল নয়। সুবোধ বিহ্বল হইয়া ছাদে দাঁড়াইল। ইহাই বোধ হয় জিন্নার কথিত অন্তর্বিদ্রোহ। সুবোধ নিরস্ত্র—বাড়ীতে একখানি লাঠি নাই—অস্ত্রের মধ্যে বঁাতি আর একখানি ভোঁতা দা। যদি গণ-আমক্রণ হয়, তাহা হইলে প্রতিরোধের আদৌ শক্তি নাই। মৃতের মত তাহাদের পাশব অত্যাচারের হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নাই।

অমিতা বলিল—"ঠাকুর আধশো ইট ছাদে নিয়ে এস।"

ম্যাজিষ্ট্রেট ছাদে ইট রাখা বারণ করিয়াছে। কিন্তু আত্ম-রক্ষার কোনই ব্যবস্থা যে করে না, তাহার দেওয়া আইন মানা সম্ভব নয়। সুবোধ ঠাকুরকে বারণ করিল না।

এমন সময় নীচে হইতে কে ডাকিল—"মিঃ ব্যানার্জ্জি, ভয় নেই, আমরা তৈরী আছি, তবে জেগে থাকবেন, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে ডাঃ সেনের বড় বাড়ীতে জড় হবেন—সেখানে বন্দুক আছে।"

সুবোধ বলিল—"ধন্যবাদ।"

ছেলেটিকে সে ভাল করিয়াও চেনে না, পাড়ায় হয়ত দেখিয়াছে। কিন্তু বিপদের দিনে তাহার এই সহমর্ম্মিতা তাহাকে মুগ্ধ করিল।

যাহারা রক্ষা করিবে, তাহারা যখন রক্ষা করিবে না, তখন ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর কি হইতে পারে? আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি। সেই আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সংঘবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

চীৎকারধ্বনি থামে না। মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিও শোনা যায়। সুবোধ ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তবে কি সত্যই জনতা পরস্পরকে আক্রমণ করিল। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য—এই বিপুল কলরবের মধ্যে একখানিও পুলিসের গাড়ী ঘটনার দিকে গেল না। না, হিন্দুদের আশঙ্কাকে তুচ্ছ করা অসম্ভব। হঠাৎ

পাশের বাড়ীর লোকেরা বলিল—"আমরা পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে গেলাম, আপনারা যাবেন ত চলুন।"

সুবোধ বলিল —"আপনারা যেতে লাগুন।"

পরের গৃহে আশ্রয় নেওয়া তাহার আদৌ ভাল লাগে না। ক্রুদ্ধ কাণ্ড-জ্ঞানহীন জনতার সম্মুখে নিরস্ত্র প্রতিরোধ অসম্ভব, তথাপি অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় নেওয়া অপ্রিয়। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে।

ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চতর হয়। রাত্রিতে মনে হয় যেন তাহা একান্ত কাছেই ঘটিতেছে। তাহাদের আহার হইল না। সুবোধ ঠাকুর-চাকরকে দরজার নিকট জাগিয়া থাকিতে বলিল। ধ্বনি থামিয়া যায়, আবার ওঠে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্ব্বিকার। তাহারা নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কি তপস্যা করিতেছে, অথবা তাহারা গোপনে ইহার উস্কানি দিতেছে? সেই রাত্রের ভয়বিহ্বল চিত্তে সমস্ত সন্দেহ সত্য বলিয়া মনে হয়, সমস্ত সংশয় প্রমাণিত বলিয়া অনুভূত হয়।

সুবোধ দেখিল, পাড়ায় খুব চাঞ্চল্য। চারিদিক হইতে মেয়ে ছেলেরা আসিয়া সেনেদের বড় বাড়ীতে জমা হইতেছে। যখন শব্দ একটু কমিল, সে বলিল—"না, এদিকে ওরা আসবে না।"

সুবোধ ঘুম-কাতুরে। সে শুইতে গেল—অমিতা কিন্তু জাগিয়া রহিল।

সুবোধ পিতা, তাহার চিন্তা কম। কিন্তু অমিতা জননী। তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন সুরেশ্বর, সে সর্ব্বজয়ী বীর হইবে, তারই কল্পনায় সে উদ্বুদ্ধ। সেই ভাবী দুলাল যদি আজ গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারায়, তবে···?

অমিতার চোখে অন্ধকার নামে। সে ভাবে—সংসারের কেহ কি কর্ত্তা নাই? নিরপরাধের মৃত্যু কি তার বিধান? এখানে অন্যায়কারী আততায়ী—নিষ্ঠুর, ভীষণ রক্তলোলুপ রাক্ষস; রাষ্ট্র তাহার প্রতিরোধে, হয় অক্ষম, নয় সাহায্যকারী—অদৃষ্ট-দেবতাও নীরব নিস্তব্ধ।

অমিতা ভয়ে ভয়ে ডাকিল—"শুনছ?"

সুবোধ উত্তর দিল না, সে তখন সুখনিদ্রায় সুপ্ত।

রাত্রির যাত্রা ছন্দের মাধুর্য্যে বহিয়া যায়। কিন্তু অমিতা ঘুমাইতে পারে না। তাহার মাতৃহৃদয় বিহ্বল হইয়া ওঠে। দিনের পর দিন সে কাগজে কলিকাতায় যে ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা পড়িয়াছে—তাহা তাহার সুপ্ত হৃদয় হইতে জাগিয়া তাহার তন্দ্রালস নয়নে অভিনয় করিতে থাকে। সে ক্রুদ্ধ হয়।

তখন না হয় শাসন-কর্তৃপক্ষ তৈরি ছিল না, কিন্তু তাহার পর এতদিনও কি শাসনের যন্ত্র বিকল হইয়া রহিয়াছে। এত সৈন্য, এত সামন্ত সমস্তই কাষ্ঠ পুত্তলের মত নীরব।

অমিতা ভাবে, এই সংঘর্ষ নিরীহ হিন্দু নরনারী ও বালক-বালিকার বিরুদ্ধে। যদি একজন মাত্র য়ুরোপীয় এইভাবে মরিত, তাহা হইলে অন্যরূপ হইত। তখন গোলা, বন্দুক, কামান কোন কিছুরই অভাব হইত না। কিন্তু আজ নিরীহ ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না।

এমন সময় নীচে হইতে ঠাকুর ডাকিল—"মাইজি।"

অমিতা ঘুমায় নাই—সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কি ঠাকুর?"

"বাইরের ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মারছে?"

অমিতা সুবোধকে ডাকিল—"শুনছ।"

সুবোধ কথা বলিল না—অমিতা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। বাইরের ঘরে আলো জ্বলিয়া প্রশ্ন করিল—"কে?"

ঠাকুর ও চাকর দুইজনে বাঁশের লাঠি শক্ত করিয়া ধরিল। বাহির হইতে মেয়েলি সুরে উত্তর আসিল—"দরজা খুলুন, আমি বিপন্ন।"

অমিতা দরজা খুলিয়া দিল।

তাহার সম্মুখে ভয়ত্রস্তা একটি তরুণী—সে বলিল—"আমি এই পাড়ার বোর্ডিংএ থাকি—আমার নাম লায়লা—আর সবাই পালিয়ে গেছে—আমি পালাতে পারিনি—আমায় রাতের জন্য আশ্রয় দিন দিদি?"

অমিতা বলিল—"কিন্তু—"

লায়লা বলিল—"আমি কোনও কিন্তু শুনব না—আমি তোমার ছোট বোন দিদি—"

অমিতার হৃদয় গলিল। সে লায়লাকে নিয়া তাহাদের শয়ন ঘরের পাশে আর এক ঘর দেখাইয়া দিল; যে আশ্রিতা তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া ঠিক নয়, কিন্তু এই সংঘাতের সময় একজন মুসলমানীকে আশ্রয় দান—বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়া বিপদ আসিবে তাহা বলা যায় না—কিন্তু এই দুশ্চিন্তা উহাকে অনেকক্ষণ কাতর করিতে পারিল না! রাত্রি অধিক হইয়াছিল—অমানুষ চীৎকার ও কোলাহল থামিয়া আসিয়াছিল। অমিতা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল

—লায়লা যেন তাহাকে ছুরিকা দিয়া বুকে আঘাত করিতেছে। সে ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল—'একি বোন্?' লায়লা কথা কহিল না—সে দানবীয় অট্টহাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিল—সুবোধ পাশের খাট হইতে উঠিয়া অমিতাকে ঝাঁকাইয়া জাগাইয়া তুলিয়া বলিল—'কি হয়েছে রাণু?'

অমিতা সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিল—"কিছু না, স্বপ্ন দেখছিলাম বিশ্রী—।"

সুবোধ বলিয়া উঠিল—"ভাল হয়ে শোও।"

অমিতা তাঁহার কথায় উত্তর দিল না। সে নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। সুবোধ ঘুমাইতে পারিল না—সে ভাবিতে বসিল।

মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস গোলাপ-বিছানো নয়। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত ব্যথা সহিয়া মানুষ তাহার এই বিচিত্র সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু শিল্প, বিজ্ঞান এবং কলার অভাবনীয় উন্নতি হইলেও মানুষের মনের কোন উন্নতি হয় নাই। এইত সেদিন নাজি জার্ম্মানি যে অমানুষিক বর্ব্বরতা করিল, তাহা বোধ হয় বর্ব্বর যুগেও অসম্ভব ছিল। এই বর্ব্বরতার অভিযান আজ ভারতবর্ষের মাঝে দেখা দিয়াছে।

ডাঃ জামানের সঙ্গে তাহার আলাপের কথা তখন মনে জাগিল। মুসলমান চায় পাকিস্তান—হিন্দুর প্রাধান্যের ভয়ে সে শঙ্কিত। হিন্দুর উচিত মুসলমানের এই আশা মানিয়া লওয়া। ডাঃ জামান শিক্ষিত, সদালাপী, ও ভদ্র। সুবোধ ঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; "ধর্ম্ম আজকাল মানুষের অন্তরের নিকটতম বস্তু নয়, আজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি মানুষের সব চেয়ে বড় কথা।"

প্রত্যেক ভারতবাসী এই স্বাদেশিকতার বোধে যদি প্রদীপ্ত হয়, তবে সে হিন্দু, কি মুসলমান একথা তাহার মনে থাকিবে না। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, সে উন্নতি সমস্ত ভারতবাসীর—তাহা হিন্দুর নয়, তাহা মুসলমানের নয়, কিন্তু ডাঃ জামান এই স্বাদেশিকতাবোধকে মূল্য দিতে চান না। তিনি বলেন—"ইহা বাস্তবে নাই—কারণ স্বাদেশিকতার পথে ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব নয়।"

মুসলমান চায় আত্মবিকাশের ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সে যুক্তভারতরাষ্ট্রে সে সম্ভাবনা দেখিতে পায় না।

এই সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়?

সুবোধ ভাবিয়া পায় না—তাহার চিন্তা বিকল হইয়া যায়, সে অজানিতে

ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন ভোরে উঠিতে তাহার দেরী হইল। যখন প্রাতঃ-কৃত্য সমাপনান্তে সে চায়ের টেবিলে গেল, তখন অমিতা হাসিতে হাসিতে বলিল—"এটি আমার বোন—"

লায়লা কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আমি অনীতা"

সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল—"আপনাকে—"

"আপনি নয়, তুমি, আগে দেখেন নি, তা সত্য, আমি দিদির পিসতুতো বোন—ভোরের গাড়ীতে এসে পৌচেছি—দু-একদিন থাকব—আপনার বোধ হয় ভয় হচ্ছে, না—"

"না, তবে মতিদার কবিতার কথা মনে পড়ছে—

অয়ি মোর শ্যালিকা!
দিলে গলে মালিকা,
অয়ি মূঢ় বালিকা!
হতে মোর পালিকা।

কুসুম-মুকুলিকা
তুমি নব মালিকা,
রঙীন্ দীপ-শিখা
অয়ি মোর শ্যালিকা।

হবে পরিপালিকা,
হবে প্রতিপালিকা,
হাতে নিয়ে থালিকা
অন্ন দিবে বালিকা!

শিরে কালো জালিকা,
হাতে নখ লালিকা,
কত দিব তালিকা
চাতুরী চতুরিকা!

নহে বৃথা ভূমিকা,
নহে শূন্য ধূমিকা,
সুখী হনু বালিকা,
নিব তব মালিকা।

অয়ি মোর শ্যালিকা!
হয়েছ বিভীষিকা!
হয়েছ অগ্নিশিখা,
এ ছিল ভালে লিখা।

অয়ি মোর শ্যালিকা!
হবে যদি পালিকা
এস তবে বালিকা
দেহ গলে মালিকা।

লায়লা হাসিতে হাসিতে বলিল—"মালা গাঁথিনি, আর অমিতা দিদির ভয়ে গাঁথতে পারব না।"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"ভয় কেন? অধিকন্তু ন দোষায়—"

অমিতা রাগের ভাণ করিয়া বলিল—"ফাজলিমি রাখ, বেলা কত হয়েছে দেখছ?"

সুবোধ বলিল—"অয়ি সুকণ্ঠে, তুমি ধন্যা, আমার রায় ডাকছে—একজন পত্নীব্রত মুসলমান আপন প্রিয়াকে খাস দখল চান—দিয়ে দেই কি বল?"

লায়লা বলিল—"মেয়েরা কি এখনও পণ্য সামগ্রী হয়ে থাকবে?"

সুবোধ খুসি হইল—"তা আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই—আমি আইনকে যুগোপযোগী ক'রে দেব—নূতন ব্যাখ্যায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করব—একে এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দেব না।"

অমিতা বলিল—"মুসলমান মেয়েরা ভাল, ওদের স্বাধীনতা আছে—যখন খুসি ওরা বিয়ের চুক্তিকে নাকচ করতে পারে—"

"না বুদ্ধিমতী, অতখানি নেই—তবে আইন বিচারকের নজিরে নব নব রূপ নেয়, এইভাবে কালের গতির সঙ্গে পুরাতন আইন আপন তাল রাখে—"

"কিন্তু তুমি এ নিয়ে এত ভাবিত হয়েছ কেন—আমাদের এই পুতুল-খেলা নাকচ করতে চাও কি?"

লায়লা হাসিয়া বলিল—"পুতুল-খেলা?"

অমিতা বলিল—"পুতুল-খেলা বই কি বোন, মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে মন্ত্র কেউ বুঝিনি—তারপর চলেছে পুতুল-খেলা—"

"এত নিষ্ঠুর হয়ো না—

তুমি নব মঞ্জরী,
এস প্রাণে সঞ্চরি
পারাবার উত্তরি'
এস এস সুন্দরী!"

অমিতা হাসিয়া বলিল—"এ আমাকে বলছ, না অনীতাকে?"

সুবোধ হাসিয়া গাহিয়া বলিল—

"অলকে নিশি-গন্ধা,
চিতে অলকনন্দা,
কঙ্কনে কিনি কিনি
ঝঙ্কৃত রিণি রিণি।"

লায়লা বলিল—"আমি বাঁচলুম, আমার হাতে কাঁকনও নেই—অলকে রজনীগন্ধার ফুলও নেই—কাজেই এ দিদি তুমি—"

সুবোধ চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া বলিল—"সে তর্কের মীমাংসা তোমরা কর, আমি চললাম—রায় আমাকে আজই শেষ করতে হবে।"

সুবোধ চলিয়া গেল।

লায়লা হাসিয়া বলিল—"আমি চমৎকার অভিনয় করতে পারি দিদি,—"

লায়লা দেখিল অমিতার মুখ ম্লান ও বিষণ্ণ। সে নম্র কণ্ঠে বলিল —"অপরাধ ক'রে বসিনি ত?"

অমিতা তাহার উত্তর দিল না।

এ কি নারীর সহজাত ঈর্ষ্যা? অথবা?

না অমিতা ভাবিতে পারেনা—আপনার কৃপণ মনোভাবের দীনতা সে অনুভব করে, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া উপরে উঠিতে পারে না। লায়লা অমিতার পরামর্শেই তাহার পিসতুতো বোনের ভূমিকা নিয়াছিল—তখনকার কেই হাস্য মুখরা স্নেহাতুরা নারীর এই পরিণতি সে আশা করে নাই।

লায়লার মনে হইল—সে নিঃসঙ্গ—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তথাপি নিজেকে আত্মস্থ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধ মুখে অমিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

চার

সরোজের মনে চলচ্চিত্রের মত অতীত ঘটনা-প্রবাহ ভাসিয়া চলে।

পূর্ণতা ও পারিপাট্য সেখানে বিরল—ছেঁড়া ছেঁড়া ছবিগুলি যেন গল্পের পটভূমিকাকে ফুটাইয়া তোলে না। ঘটনা-সংস্থান, সংলাপ, আঙ্গিক সবই বিশৃঙ্খল, তথাপি সমস্ত এলোমেলো মিলিয়া মনে একখানি অসম্পূর্ণ ছবি গড়িয়া তোলে।

আত্মসচেতন সরোজ কূর্ম্মের মতন আপনাকে গুটাইয়া লয়, সে আপনাকে সহজে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারে না। কিন্তু সুলতার কাছেই প্রথমে সে উন্নত, অভিজাত, রস-সমৃদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও রুচির সাক্ষাৎ পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সরোজ ডাক্তার, চিকিৎসক হিসাবে প্রথমেই তাহাদের পরিচয়।

সেই প্রথম দিনের আলাপন তাহার মনে গাঁথিযা রহিয়াছে। প্রতিভার স্পর্শে গভীর সুলতার লাবণ্যদীপ্ত মুখ এখনও যেন তার চোখে ভাসিতেছে। ঢাকাই জামদানী শাড়ী তার সুমধুর অঙ্গকে অযত্নমধুর আপ্যায়নে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। হীরক-বসানো দুটি দুল জানালার আলোকে ঝক ঝক করিতেছে। সুঠাম শরীরে পরিব্যাপ্ত একটি শান্ত স্নিগ্ধ কমনীয়তা।

আলগোছে তাহার বাঁ হাতটি নিজের হাতে ধরিয়া সরোজ বলিল—"কই, আপনার কিছুই হয়নি ত?"

সুলতা কেবল সুন্দরী নয়, তাহার কথা, তাহার বাক্‌ভঙ্গী, তাহার চাপল্য, তাহার সমস্ত আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চন যেন এক ললিত-ছন্দে গাঁথা কাব্য—সরোজের গন্ধ-মনে তাহাই মনে হইয়াছিল।

"এতো শারীরিক ব্যাধি নয়—"

সরোজের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। এই সব আধুনিকাদের সে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না। ইহাদের ন্যাকামি অসহ্য। "মানসিক ব্যাধি সারানো আমার কর্ম্ম নয়, অন্য কাউকে ডাকবেন—আসি, নমস্কার।"

এই বলিয়া সরোজ তাহার ব্যাগ লইয়া উঠিতেছিল। সুলতা রাগ করিল না, শুধু মৃদু-হাস্যে বলিল—"কিন্তু আপনি আমার কথা সব শোনেন নি ত?"

তাহার কৃষ্ণতার নয়নের বিদ্যুৎ সরোজকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সরোজ কথা না বলিয়া পাশের চেয়ারে বসিল।

"মেয়েদের মন বলে কিছু নেই একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

সরোজ অপ্রসন্ন কণ্ঠে জবাব দিল—'নেই, একথা বলিনি ত?'

সুলতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আমার জীবনের ইতিহাস আপনার শোনা দরকার, তা নইলে আপনি হয়ত আমার ব্যাধি বুঝবেন না—"

"মাপ করবেন, আমার এত সময় নেই—"

"কিন্তু আপনাকে যে শুনতে হবে, আপনার ক্ষতিপূরণ আমি নিশ্চয়ই করব।"

সরোজ লজ্জিত হইল, সে অর্থগৃধ্নু নয়। কেবল অপরিচিত যুবতীর জীবন চরিত শুনিবার মত দুর্ব্বাসনা তাহার নাই। কিন্তু সেদিনের সেই সুন্দর প্রভাতের গন্ধমদির হাওয়া, সুলতার দীপ্তোজ্জ্বল চোখ দুটি যেন তাহাকে পাইয়া বসিল, সে না বলিতে পারিল না—।

সুলতা আরম্ভ করিল—"চৌধুরী বংশেরা ছিলেন বনেদী জমিদার, তাদের আদি নিবাস কোথায় তা আমি জানি না, আমরা কয় পুরুষ কলিকাতাতেই বাস করছি। বাবা ছিলেন একান্ত আধুনিক, জীবনে কোথাও শৃঙ্খলকে তিনি মানেননি এবং আমাকে মানতে শেখাননি—মা আমার অল্প বয়সে মারা যান। আমাদের বাড়ীটি ছিল সমস্ত রকমের উঁচুদরের মানুষের আড্ডা, এই মজলিসি স্বাদ আপনারা পাননি—তাই এর মর্য্যাদা আপনারা দেবেন না—এখন মানুষ তাকে প্রকাশ করতে পায় না—চায় না তার আত্মার আনন্দের অভিব্যক্তি, সে থাকে কূর্ম্মের মত সঙ্কোচ আবৃত, ভাল কথা ফরাসী দেশের Salon ব'লে যে মজলিস ছিল, তার কথা শুনেছেন কি?"

সরোজ সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—"না, সাহিত্যরসে আমি রসিক নই—"

"সেকালের বরণীয়া মেয়েরা এই ধরণের Salon গড়তেন, আমিও আমার এখানে এমনই একটা মজলিস গড়ে তুলেছিলাম, ডাঃ ভট্টাচার্য্য, কিন্তু—"

সে কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কি?"

"যা য়ুরোপে সম্ভব হয়, আমাদের দেশে তা সম্ভব নয়। ওদের দেশের মজলিসের মহিলারা পেতেন বড় বড় সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্ঞানী ও গুণীর সংস্পর্শ, রাজা-রাজড়ারা তাদের দিতেন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—আমাদের দেশে নারী ও পুরুষের সহজ সম্বন্ধকে মানুষ কিছুতেই মানতে চায় না—"

"পর্দাপ্রথা খুব ভাল নয়, কিন্তু আবার নর ও নারীর অবাধ মিলনে নানা আবর্ত্ত ও জটিলতার সৃষ্টি হয়—"

সুলতার মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—"প্রাণের তরঙ্গকে ঠেকিয়ে রাখার সার্থকতা কি? মজলিসি আলাপ আমাদের দেশে আদৌ নেই বললেই হয়, নর ও নারীর শ্লেষ-সুমধুর কথাবার্ত্তা আমাদের দেশে কোথাও দেখেছেন কি? ভগবান মানুষকে যে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন—সেটা ত কেবল প্রয়োজনের তাগিদে নয়, সেটা একটা সুন্দর কলায় পরিণত করেছে, ওদের দেশের মানুষ—"

সরোজ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"আপনি এ সব অবান্তর কথা বলছেন কেন?"

"অসহিষ্ণু হবেন না—"সুলতার চোখে শুভ্র সুন্দর হর্ষোজ্জ্বল দীপ্তি। সরোজ চুপ করিয়া বসিল।

সুলতা বলিয়া চলিল—"Diagnosis সহজ নয়, সব যদি না শোনেন তবে কেমন ক'রে চিকিৎসা করবেন—?"

সরোজ বলিল—"বলুন, আপনার ইচ্ছামত বলুন—"

সুলতা উঠিয়া টেবিলের উপর ঘণ্টা বাজাইল। ঝি মোক্ষদা উঁকি দিতে বলিল—"ডাক্তারবাবুর জন্ম একটু চা নিয়ে আয় মোক্ষদা—"

সরোজ আপত্তি করিল—"চা আমি এখন খাব না—"

"তা কি হয়, চা খেতে খেতে এই প্রলাপোক্তি শুনুন—"

সরোজের কঠিন হৃদয় কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে বলিল—"না, আপনার সংলাপ অনবদ্য।"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"আপনি সিনেমার প্রোগ্রাম পড়ছেন না ত?"

সত্য অপ্রিয়। সরোজ কয়েকদিন পূর্ব্বে 'উদয়ের পথে' দেখিয়াছিল। তাদের বিজ্ঞাপন হইতে কথাগুলি তুলিয়াছিল। সরোজের রাগ হইত কিন্তু সুলতার কথায় ব্যঙ্গ ছিল না, সেও হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমার বাংলা জ্ঞান বেশী নয়—"

"অল্পতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সব সময় আপন ব্যক্তিত্বের কথা ভুলবেন না—অপরের নকল ক'রে বাহাদুরি নেই—।"

সরোজের মুখ লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল। সুলতা আপন অন্যায় বুঝিয়া বলিল—"ক্ষমা করবেন, আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি আমি—"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"তবে সুখী করতে চেয়েছেন?"

"এই দেখুন আমাদের রসবোধ কত অল্প—আপনার যদি humour জ্ঞান থাকত, তাহলে আপনি চটতেন না—"

সরোজের রাগ তবু থামে নাই. সে বলিল—"যা বলবেন চটপট বলুন।"

মোক্ষদা চা লইয়া আসিল। সঙ্গে একটি পিরিচে খানকয়েক বিলাতি বিস্কুট।

সুলতা বলিল, "আপনি চা খান—আমি বলছি—"

"বলুন।"

"বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন অল্প-বয়সে! বড় এক জমিদারের ঘরে—সে স্বামীকে আমি মনেপ্রাণে কোনও দিন গ্রহণ করতে পারিনি—লোকে তাই আমাকে পিতৃপদবীতেই চেনে…"

সরোজ বিস্কুট চিবাইতেছিল, তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি স্বামী ত্যাগ করেছেন?"

"এতে এত আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন? মেয়েদের একটা স্বাধীন আত্মা আছে—তাদেরও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার আছে—এ নিয়ে বক্তৃতা করা কি আজও দরকার?"

সরোজ উত্তর করিতে পারিল না—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। সুলতার সহসা ভাবাবেগ আসিল, সে প্রদীপ্ত অনুরাগে বলিয়া চলিল—"আমি চেয়েছি স্বাধিকার। মানুষের জীবনে বারবার এসেছে আবর্ত্ত—তাই যুগে যুগে তাকে সত্যের সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জেনে নিতে হয়েছে কোথায় রয়েছে ধ্রুব মূল্য—কোথায় আছে শাশ্বত সত্য—কোথায় আছে মঙ্গলময়শ্রী?"

সরোজ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া নীরবে বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। সুলতা বলিয়া গেল,—"এই ভারতের মহামানবের তীরে নব বিপর্য্যয় জেগেছে। তার যুগ-সন্ধিক্ষণে মানব ও মানবী নিশ্চিন্ত হয়ে অতীতের রোমন্থন করতে পারে না—তাকে আবিষ্কার করতে হবে নিজেকে, তবেই হবে তার মুক্তি—"

বড় বড় কথা। সরোজ এইসব ভাবালুতাকে পছন্দ করে না। সে বলিল—(চা পান শেষ হইয়াছিল তাই তাহার ব্যস্ততা পুনরায় মনের

কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়া গেল)—"আপনি যদি বক্তৃতাই করেন—তাহলে সময়ই নষ্ট হবে, কাজ হবে না।"

সুলতা কটাক্ষ করিয়া বলিল—"কাজ ত রোজই করছেন, একদিন না হয় অকাজ করলেন।"

সুন্দরী তরুণী পতি পরিত্যাগিনী যুবতীর মুখে এই ধরণের আলাপ সরোজ হজম করিতে পারিল না—সে বলিল—"আমি উঠি, আপনাকে চিকিৎসা আমার কর্ম্ম নয়; আপনি অন্য ডাক্তার ডাকবেন—"

সুলতা উঠিয়া বলিল—"না আপনাকেই করতে হবে—তবে আমার সমস্ত কথা একদিনে আপনি বুঝবেন না—বুধ আর শনিবার সন্ধ্যা আটটায় আমার এখানে মজলিস বসে—আপনি যেদিন খুসি আসবেন—হাঁ আমাকে দেখবেন, তারপর সুযোগ মত বাকি কথা আপনাকে বলব—।"

"সে আমার দ্বারা হবে না, মিস চৌধুরী, আমায় ক্ষমা করবেন।"

সরোজ আর কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। গেটের দরজা বন্ধ করিতেই সে সুলতার লাবণ্যময় মুখখানি হাসি ও মাধুর্য্যে চক চক করিতেছে দেখিতে পাইল। সুলতা হাতযোড় করিয়া নমস্কার জানাইল।

সরোজ এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছিল যে প্রতি নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। কিন্তু তথাপি সেই বিদ্যুৎজ্বালাময়ী নয়নবহ্নি তাহার অন্তরে কি যে ঘটাইল, সরোজ তাহা নিজেও বুঝিতে পারিল না।

সরোজ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেদিন সে আর কোনও রোগী দেখিতে গেল না। সে তাহার বিস্তৃত ফরাসে শুইয়া তাহার মেটিরিয়া মেডিকা খুলিয়া বসিল। তাহার ডাক্তারি শাস্ত্রে নৈপুণ্য অসাধারণ, কিন্তু এই ধরণের রোগিণী সে আর দেখিতে পায় নাই। শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, আদর্শবাদিনী—সুরুচি-সম্পন্না, লাবণ্যময়ী—সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে বসিল বাংলা অভিধানের এই সমস্ত অপ্রচলিত বিশেষণগুলি আজ হঠাৎ তাহার চোখে যেন ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সে মেটিরিয়া মেডিকা ফেলিয়া সুবোধের কাছ হইতে আনা 'প্রিয়া' কাব্যটি নিয়া বসিল। কাব্য সে পড়ে না, সুবোধ বইখানি তাহাকে গছাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের এক সবজজ বইখানি লিখিয়াছে। লেখকের প্রতি সুবোধের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই—সুবোধ বলিয়াছিল লেখক প্রথমা প্রিয়ার এই

বন্দনা প্রকাশের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন।
সুবোধ ও সরোজ এই ব্যাপারকে কিছুতেই ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তথাপি আজ তাহার মন যেন অকারণে একখানি সাহিত্যগ্রন্থের দিকে
ধাবিত হইতেছিল। সে প্রিয়ার উৎসর্গটি পড়িতে লাগিল।

তোমায় আমি বেসেছিলাম ভালো,
সেই কথাটি বলব নানা ছলে,
পেয়েছিলাম তোমার প্রাণের আলো
পথক্লান্ত আমার নয়নতলে।
গোপন ক্ষণের গোপন অনুভবে
পরিয়ে দিলেম নানান্ বিভূষণে,
হাটের মাঝে বাহির হল সবে
ঘুমিয়ে ছিল যারা মনে মনে।
লজ্জা কি তায় অয়ি লজ্জাশীলে,
এইত খেলা যুগে যুগান্তরে
ভালবাসা তুমি আমায় দিলে,
তৃপ্তি দিলে কাঙাল হিয়া ভরে।
নিখিল নারীর প্রাণের কথা সে যে
নিখিল নরের নিত্য দিনের চাওয়া,
আমার বুকে উঠল তারা বেজে
তাইত তাদের নিখিল পানে ধাওয়া।
আমার গানে বাজে সবার ব্যথা
তাইত এ গান নয় আমারি শুধু,
আমার গানে জাগে সবার কথা,
সঞ্চিত তাই সবার লাগি মধু,
তোমার আমার প্রতিদিনের খেলা,
ধন্য সে হোক সবার প্রীতি পেয়ে,
সব হৃদয়ে করুক তারা মেলা
ছড়িয়ে পড়ুক জগৎজ্যোতি বেয়ে।

সরোজ আপন মনে বলিয়া উঠিল—“Silly.”

এই প্রেমালুতা মানুষের মনের ব্যাধি। কিন্তু যতই সুলতার কণ্ঠের

মধু-ধারা তাহার অন্তরে ভাসিতে লাগিল, সে অনুভব করিল, নিখিল নরের নিত্য দিনের চাওয়া কেবল কাব্যের কল্পনা নয়।

এমন সময় সুবোধ আসিল। সুবোধ সরোজের হাতে 'প্রিয়া' দেখিয়া হাসিয়া বলিল--"একি—আজ সকালেই কাব্যরসে মসগুল—তার উপর আবার মতিদার প্রিয়া--শুনছি নূতন বৌদি কবিতা লিখছেন—ভাবি একদিন যাই আলাপ ক'রে আসি, তা আর হয়ে উঠে না, কিন্তু তোমার এই দুর্দশার হেতু—বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য অথবা—"

"ভাল লাগছিল না তাই বইটা দেখছিলাম, গোপন ক্ষণের গোপন অনুভব—কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"মতিদাকে নিয়ে আমরা একটু আধটু রসিকতা করি বটে কিন্তু ওঁর লেখার দাম আছে—অবশ্য নিরীহ মানুষ ব'লে হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে ওঁর বইয়ের খুব স্থান নেই—কিন্তু তোমার মন কি স্বপ্ন-পরীর দেখা পেয়েছে?"

সরোজ বলিল—"এত ভোরে এসেছ কেন ভাই?"—"খোকনের একটু অসুখ হয়েছে, তাই গিন্নীর তাড়া—একবার যদি সন্ধ্যের দিকে যাও—এক পেয়ালা চা আর একটু আড্ডা, দুইই হবে—"

"বেশ যাব'খন, হাঁ, ভাল কথা তোমার গৃহিণীর এস্রাজ বাজানো শুনে আসব—"

সুবোধ সরোজের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, বল না ভাই কোথায় পেলে দেখা?"

সরোজ বিস্মিত বিস্ময়ে বলিল—"কার?"

"কার আবার, স্বপ্ন-পরীর—"

"আমাদের জীবন মরুময় ভাই—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেখানেই ত স্বপ্ন-পরীর আগমন সম্ভব, তাহলে মতিদার কবিতাটা শুনিয়ে দিই—

কে গো মনের রংমহালে রচল মায়াপুরী?
অলক্ষিতে কখন এসে করল পরাণ চুরি?
সে যে আমার স্বপ্ন-লোকের পরী,
কে বলে সে কল্পনারি রঙীন শুধু মায়া,
বুকের মাঝে রাত্রি দিবা পাইগো তারি ছায়া,
কি মাধুরী মরি! মরি! মরি!
সে যে আমার স্বপ্ন-লোকের পরী।

সরোজ ত্রস্ত হইয়া বলিল—"রক্ষা করো ভায়া, আমার এই বিশ্রী ঘরে—অগোছাল—"

সুবোধ বলিল—"তিনি আসেন সমস্ত বিশ্রীকে শ্রীময়ী করতে। তর্ক কোরো না, শোনো—

দেখেছ কি নিশীথ রাতে মেঘের কালো কোলে,
চাঁদের আলোর চেয়ে উজল আঁচল তারি দোলে ?
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী,
কাল্‌-বোশেখীর কালো মেঘে বিছিয়ে চুলের রাশি,
ঘুমিয়ে থাকে ঈশান কোণে, ঘুমায় সর্ব্বনাশী !
মন ভুলানো মোহন রূপ ধরি,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী।

সরোজ উষ্ণ হইয়া বলিল—"এসব ভায়া বৌমার কাছে শোনাবে—তিনি শিক্ষিতা, এর রস উপভোগ করবেন—বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি ?"

"সত্যই মুক্তা—ভাই—শোনো—

ফুলের মুখে চন্দ্রালোকে ভাসে তারই হাসি,
গভীর রাতে বনের মাঝে বাজে তারই বাঁশী,
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী—
মনের মাঝে সুর যে বাজে সে তার সুরের ধ্বনি।
ভালবাসি, ভালবাসি, সে যে নয়নমণি !
আমার সাথে করছে লুকোচুরি—
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী !

সরোজ ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল—"থামো ভাই থামো, এসব একেবারে অস্থানে—ঘরে আবৃত্তি করলে পুরস্কার মিলত—"

সুবোধ ভাবগম্ভীর হইয়া বলিল—"ঘরে যে তাকে পাওয়া যায় না—শোনো শেষটা খুবই চমৎকার—

অরূপ তারে যায় না ছোঁয়া, হয় না কভু পাওয়া,
তারি লাগি তবু আমার সকলই গান গাওয়া
সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী !
কবি-প্রাণের মর্ম্মতলে তারই আসা যাওয়া,
রস-মধুর পারাবারে তারই তরী বাওয়া,

চলছি ওরে অনন্ত কাল ধরি !

সে যে আমার স্বপ্নলোকের পরী !

সরোজ বলিল—"না ভাই, অনন্তকাল তরী বাওয়া আমার ধাতে সইবে না,—কিন্তু এ পরী নয়—এ রোগিণী—"

"হয়েছে নিশ্চয়ই তন্বী শ্যামা—"

"নাও, হয়েছে—এখন থামাও, আমায় অনেক জায়গায় যেতে হবে—উঠি, ডাক্তারের আলসেমি করা চলে না—"

এই বলিয়া সরোজ আপন বাইসিকল নিয়া বাহির হইল।

সুবোধ বলিল—"রোগিণীর ব্যাধি মানসিক ত নয় ?"

হাঁটিতে হাঁটিতে সরোজ বলিল—"ঠিক ধরেছিস ভাই, ব্যাধি মানসিক, তাই আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে বলেছি—"

এই বলিয়া সরোজ তড়াক করিয়া সাইকেলে উঠিয়া রওনা হইল। চলিতে চলিতে বলিল—"সন্ধ্যায় লুচি আর চপ তৈরী থাকে যেন ভায়া—খালি গালে ডাক্তার বিদায় করলে চলবে না—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সে আরজি যথাস্থানে পেশ করব—"

"তা হলেই হবে—" বলিয়া সরোজ চলিয়া গেল।

সুবোধ খুসিমনে বাসায় ফিরিল।

পাঁচ

সরোজকে যেন ভূতে পাইয়া বসিল।

সুলতার রূপের মধ্যে ইন্দ্রজাল ছিল না, কিন্তু তথাপি কি এক আকর্ষণ যেন তাহাকে এই অসামান্যার দিকে টানিতে লাগিল। আমাদের দেশের বিবাহিতা নারী পতি ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতেছে, ইহার মধ্যে একটি নূতনত্বের রহস্য আছে। তাহার উপর তাহার সেই আকুল আহ্বান। বাহিরে যাহাকে সুস্থ ও সবল মনে হয়, তাহার মানসলোকে কোন্ অশান্তি গোপনে ব্যাধি সৃষ্টি করিতেছে, কে জানে?

সরোজ মানসচক্ষে সুলতাকে দেখিতে লাগিল। তাহার সুন্দর নীলাভ চোখ দুটি যেন নিশীথ রাত্রির দুটি জ্বলন্ত নীলাভ প্রদীপ—আর তাহার গভীরে যে গভীরতম রহস্য তাহা সরোজকে যেন মায়াজালে ঘিরিয়া ফেলিল।

পরের শনিবার সন্ধ্যা আটটায় সে সুলতার ওখানে গেল।

আলোকদীপ্ত কক্ষে দশ-বারজন নর ও নারী—সুলতা অগ্রসর হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া লইল। সজ্জিত ও সুবেশ সেই অভিজাত নর ও নারীর সম্মুখে সরোজ খানিক বিহ্বলতা অনুভব করিল।

সুলতা তাহার সোফায় গিয়া বসিল। কি চমৎকার তাহার ভঙ্গিমা—তনুদেহ জুড়িয়া জর্জ্জেট শাড়িটি সরীসৃপের মত বাঁকিয়া রহিয়াছে। তাহার কৃষ্ণতার চোখে বিদ্যুৎ-ঝলক, সমস্ত সভাটিকে সুলতা যেন জমাইয়া রাখিয়াছে।

সুলতা তাহাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল।

"মেজর আচারিয়া ও মিসেস আচারিয়া।"

"ডাঃ ভট্টাচার্য্য।"

মেজর আচারিয়াকে মিলিটারী পোষাকে চমৎকার দেখাইতেছিল। মিসেস আচারিয়া অপূর্ব্বা সুন্দরী—মিসেস বেশ সুন্দর ভাষায় বলিলেন—"নমস্তে।"

সরোজ এই দম্পতীর মধ্যে অহমিকার লেশ দেখিল না—তাহাদিগকে তাহার বেশ ভালই লাগিল।

মিঃ পার্ল হোয়াইট—মিশন স্কুলের হেডমাষ্টার, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ সামন্ত, লেখক ও কবি, মিস রেণুকা রায়, ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুলস, ডাঃ জামান, অর্থনীতির অধ্যাপক, অধ্যাপক মেনন, জ্যো রায়, ওরিয়েণ্টাল লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেন্সের অর্গানাইজার এবং ওরিয়েন্টাল আর্টের উপাসক, সর্ব্বাণীশঙ্কর মুখার্জ্জি, ইলেকট্রিক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং কণিকা বসু, মহিলা সংসদের কর্ম্মী, একে একে সরোজের সহিত করমর্দ্দন, নমস্কার, ব্রতচারী অভিনন্দন প্রভৃতি নানাজাতীয় অভিনন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিল।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে সুলতা বলিল—"কবিবর সামন্ত আমাদের জাপানী কাগারু নাট্যের কবিতা শোনাবেন—যারা বাংলা জানেন না, তারা টাইপ-করা কাগজে ইংরেজী অনুবাদ পড়বেন—পড়ুন কবি—"

সামন্তের চোখে পাঁসনে—চুল কুঞ্চিত, তাহা কপোল বাহিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। সামন্ত পাঁসনে খুলিয়া সুগন্ধি রুমালে চোখ মুছিয়া নিয়া পড়িতে সুরু করিল—

যুয়েৎসুকি নগরে.
তানাকার কুঞ্জে
হের পুঞ্জে পুঞ্জে
কাশফুলের দীর্ঘ আঁচল মলয় বায়ে সঞ্চরে।
আমায় ছেড়ে বনে,
নিচ্ছে সখা অন্য জনে ;
নিওনাকো, নিওনাকো শোনো মিনতি,
কাশ ফুল কাশ মাঠে করে প্রণতি।

জ্যো রায় তাহার রৈবিক ভাষায় বলিল,—"অনুপম, অনবদ্য, হাঁ, সত্যেন দত্তের পরে এমন অনুবাদ আর হয়নি।"

কবি এবার পাঁসনে খুলিয়া পুনরায় সুগন্ধি রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—'আরও আছে শুনুন—কবিতার নায়িকা আগিমাকি…"

জামান প্রশ্ন করিল—উর্দ্দুতে—"অর্থ কি তার ?"

"তরুণী প্রণয়িনী"—সামন্ত স্নিগ্ধ বিজয় গর্ব্বে উত্তর দিল।

তরুণী প্রণয়িনী
ধান বনে বাজে তার কিঙ্কিনী
তার কথা ভাবি যবে,
তার কথা ভাবি যবে,
তার কথা ভাবি যবে,
তার কথা ভাবি যবে,
মনে হয় চিরদিন তাহারে চিনি।
তার কথা এলে স্মরণে
অলস আবেশে পড়ি ঢলি শয়নে।
সারা ফাল্গুন রাতি,
সারা ফাল্গুন রাতি,
সারা ফাল্গুন রাতি,
সারা ফাল্গুন রাতি,
সুরভি মধুর প্রেম-ভরা লগনে।

মিঃ পার্ল হোয়াইট ইংরাজীতে বলিল—"অনুবাদে কিছু স্বাতন্ত্র্য আনা হয়েছে—"

সামন্ত উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"হাঁ, তা না হলে মূলের সুর ফুটত না—"

জামান উর্দ্দুতে বলিল—"আমি পরের শনিবার মৌলানা শিরাজীকে নিয়ে আসব—তিনি এমন ফার্সী গজল রচনা করেন, যার কাছে এ দাঁড়াতে পারে না।"

সরোজের নিকট এই সংস্কৃতিসম্পন্ন মজলিসের মোহন সুর ফুটিল কি না সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু যে আধুনিকা তরুণী তাহার চারিপাশে এমন একটি সুন্দর আবেষ্টন গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার প্রশংসা সে না করিয়া পারিল না।

সুলতার পার্টির মধ্যে এক অভিনবত্ব—খাওয়ার জিনিষ কোণে একটি টেবিলে সাজানো ছিল, যাহার খুসি যখন উঠিয়া তাহা আনিয়া খাইবে। কোনরূপ পরিবেশনের হাঙ্গামা নাই—অনুরোধের বালাই নাই। সমস্ত ব্যাপারটিতে একটি সুমধুর অবসর বিনোদের আয়োজন। হাঁ, সুলতার কথা সত্য—ইহার একটি কৃষ্টিগত মূল্য আছে। হঠাৎ সুলতার বিদ্যুৎ-দৃষ্টি তাহার

উপর আসিয়া পড়িল। সকলে কিছু খাইতেছে কিন্তু সরোজ কিছুই খায় নাই। সে ইঙ্গিত বুঝিল। সে উঠিয়া একটি প্লেটে করিয়া কিছু খাবার ও এক পেয়ালা কফি নিয়া আসিল।

কণিকা বসু তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ নামাইয়া বলিল—"ফার্সী গজল আমরা কজনে বুঝব?—" জামান এইবার সুযোগ পাইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকে বলে সাম্প্রদায়িকতার বীজক্ষেত্র, তাই বাংলা দেশের মেধাবী ও খ্যাতিসম্পন্ন বহু অধ্যাপককে স্থান না দিয়া এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে অর্থনীতির চেয়ারে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহার পাকিস্তান-প্রীতি সর্ব্বজন-বিদিত। জামান বলিল—"এইজন্যই ত আমরা পাকিস্তান চাই—মুসলমানদের যা বৈশিষ্ট্য, আপনারা তা ফুটতে দিতে চান না—"

সরোজ বলিয়া ফেলিল—"কেন, নজরুলের গজলকে ত আমরা খুবই ভালবাসি।"

"সে হল নকল, আসলের মাধুর্য্য যদি বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে নকলের আদর আর করবেন না—"

কণিকা বসু বলিল—"ডাঃ জামান, পাকিস্তান একটা অবাস্তব বস্তু, সেটা ভারতে সম্ভব নয়, সে বৃটিশ রাজনীতিকের কূট চাল। লর্ড মর্লি যিনি আলাদা ভোটের বিধানে অনিচ্ছায় সম্মত হয়েছিলেন, তিনি এ কথা তার ডায়রিতে লিখে গেছেন—"

মিঃ হোয়াইট বলিল—"ভারতবর্ষে যদি গণতন্ত্রকে পূর্ণায়ত করতে হয় তবে এই পৃথক ভোটাধিকার তুলতে হবে—এই যে নানা শ্রেণী ও নানা স্বার্থের সমবায়, তা আনে সংঘাত, তাতে সবল ও সুস্থ গণতন্ত্র জাগতে পারে না।"

কণিকা বসু বলিল—"মর্লির ডায়েরিতে এইটাই স্পষ্ট ক'রে দেখান হয়েছে—ভারতে যারা ভারতের কল্যাণের বিরোধী, তাদের চাপে পড়েই পৃথক ভোটাধিকার সৃষ্টি হয়েছে—ভারতের অগণ্য মুসলমান নর ও নারী যেদিন কয়েকজন স্বার্থান্ধ নেতার হাতের পুতুল না হয়ে, নিজেদের সত্যকার কল্যাণ কামনা করবে, সেদিন তারাও জানবে পাকিস্তান এমনই বিদেশীয় ও বিদ্বেষীর ছলনা—"

সামন্ত বলিল—"চমৎকার বলেছেন, বিদেশীয় ও বিদ্বেষীর ছলনা…"

অধ্যাপক মেনন গম্ভীর মানুষ—তাহার শুভ্র খদ্দরের বস্ত্রে তাহাকে চমৎকার মানায়। মেনন বলিল—"ভারতের স্বাধিকার হবে তার মুক্ত, শুদ্ধ

বুদ্ধিতে। কালের যাত্রার পথ একরৈখিক, পিছনের দিকে চলা যায় না ডাঃ জামান—”

জামান রাগিয়া বলিল—“আপনারা মুসলিম স্বার্থের কথা আদৌ ভাবেন না—”

এইবার মেজর আচারিয়া বলিল—“স্বার্থ—এক ঐক্য বদ্ধ ভারতীয় স্বার্থের আদর্শ দেখিয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারতের যা কল্যাণ, তা সমস্ত ভারতবাসীর কল্যাণ—হোক্ সে খৃষ্টান, হোক্ সে বৌদ্ধ, হোক্ সে হিন্দু, হোক্ সে মুসলমান—”

“আমরা এ কথা মানি না—”

“গায়ের জোরে সত্য অসত্য হয় না—চল্লিশ কোটি নর ও নারীর এই ভারতবর্ষ চল্লিশ কোটি ভিন্ন ভাবধারা, আশা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সব জড়িয়ে, সব ছাপিয়ে জাগছে এক মহৎ পরিকল্পনা—সে ধাত্রী দেবতা ভারতমাতার আদর্শ—এই আদর্শ আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিয়েছিল শক্তি। ভেদ আছে, ছেদ আছে, কিন্তু সকলের উপরে আছে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য যাকে বঙ্কিমচন্দ্র তার অমর বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী বাংলার— মাধ্যমে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্য, আর অর্থ নৈতিক ঐক্য চোখে দেখা যায়, কিন্তু চোখে না দেখলেও আমরা বুঝতে পারি তার সাংস্কৃতিক ঐক্য—সেই অদৃশ্য বন্ধন বেঁধেছে সমস্ত ভারতবাসীকে—”

জামান বলিল—“আপনার কাব্য সুন্দর হতে পারে, কিন্তু তা সত্য নয়—”

মেজর আচারিয়া স্তিমিত নেত্রে বলিয়া চলিল—“সত্য, ভারতমাতার যুগযুগান্তের সাধনার উত্তরাধিকারী আমরা সবাই, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য কেবল হিন্দুর নয়, ভারতীয় মুসলমানেরও। অশোক ও আকবর উভয়েই মহৎ প্রাণশক্তির পরিচায়ক। না, ডাঃ জামান। ভারত জননী পুরাণী প্রজ্ঞা, স্বপ্নময়ী, কাব্যময়ী মহিমা, তবু বাস্তব সত্য। আজ বিদেশীর চক্রান্তে তাকে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না—কিন্তু সত্য ; পণ্ডিত জহরলালের কথাটি মনে রাখবেন—She is a myth and an idea, a dream and a vision and yet very real and present and pervasive.

জামান বলিল—“পণ্ডিত জহরলালকে আমরা আমাদের আশার প্রতীক মনে করি না—”

মিসেস আচারিয়া বলিল—“ডাঃ জামান—পড়বেন তার নূতন বই—

The Discovery of India—দেখবেন কি বিরাট মনীষা, কি যুগোত্তর প্রতিভা—প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায়—তার প্রভাবকে কিন্তু অলক্ষিতে মানতে হয়—"

সুলতা এইবার তাহার স্নিগ্ধ হাস্তে বলিল—"এইবার জামান সাহেব চুপ হবেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে তর্ক করার মত বেয়াদব তিনি ন'ন—কিন্তু এসব তর্কে ধূলি উঠেছে অনেক, তার চেয়ে মিস রায়ের পিয়ানো বাজান শুনলে আপনারা সুখী হবেন—"

সর্ব্বাণী এতক্ষণ কথা বলে নাই, সে এইবার বলিল—"পিয়ানো আমরা শুনব—সে হবে মধুরেণ সমাপয়েৎ, কিন্তু ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্ত চাই একটা সমাধান—এ প্রশ্নকে আমরা এড়াতে পারব না—অন্তর্বর্ত্তী সরকারের গঠনে ভারতে শান্তি আসবে না—যদি না হিন্দু ও মুসলমানের একটা মিলন হয়—"

ডাঃ জামান এইবার আত্মস্থ হইয়া বলিল—"ঠিক এই কথাটি বলছি—মুসলীম লীগের দাবীকে হিন্দুরা স্বীকার করুক, তাহলে ভারতবর্ষের প্রগতি অনিবার্য্য—"

সরোজ বলিল—"আপনি ভুল করছেন, ডাঃ জামান, মুসলীম লীগ মুষ্টিমেয় নেতার কারসাজি, সে নিপীড়িত ভারতবাসীর মুসলমানের মর্ম্মবাণী বলবার অধিকারী নয়—"

"এইজন্তই আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ—কংগ্রেস চায় হিন্দু আধিপত্য—"

কণিকা বসু বলিল—"ডাঃ জামান, আপনি শিক্ষিত, কংগ্রেসের এই বহুবর্ষের সাধনাকে পক্ষপাতহীন বিচার ক'রে দেখার বুদ্ধি আপনার আছে, কিন্তু আপনি যদি জেগে ঘুমান তবে—"

সর্ব্বাণী বলিল—"মুসলিম লীগকে আমরা মানতে পারি না—তার স্বরূপ ত কলকাতার বর্ব্বরতার মাঝে আমবা দেখতে পেয়েছি—এতো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়—এ যে অতি বর্ব্বর নারকীয় নিষ্ঠুরতা—"

ডাঃ জামান বলিল—"কলকাতার নিষ্ঠুরতা অবশ্য অন্যায়—কিন্তু এটা জানবেন—এই বহিঃপ্রকাশ আমাদের ভিতরের মনোভাবের পরিচায়ক—সহস্র সহস্র মুসলমান আজ রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ—"

কণিকা বসু বলিল—"কলকাতায় যে কবিতা বিলি হয়েছিল তা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি—

জেহাদ এসেছে আজ,

ওরে মুসলিম, তোরা সাজ, সাজ, সাজ,

আসমানী ফরমান ঐ এল, জঙ্গে পাকিস্তান সুরু হ'ল।

ছুটে আয়, ছুটে আয়, ফেলি সব কাজ।

রনন ঝনন রণ-দামামা বাজাও,

আল হেলালের লাল ঝাণ্ডা উড়াও,

ধর তেগ তলোয়ার, গাও আজি গাও,

আল্লা হো আকবর জোর আওয়াজ।

ভয় নাই, ভয় নাই, হও আগুয়ান,

জান্ মাল্ সব আজি দাও কোরবান ;

বাঁচাও তোমার দীল, তোমার ইমান

পলাশীর মাঠে চল নয়া সিরাজ।

চাইনা পাকিস্তান কারো কাছে দান,

হিম্মতে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

ইমামী এটম বোম ফেলি অদ্ভুত

করিব করিব সব নেস্ত ও নাবুদ

আজাদী ফৌজ দল জোর কদম

কর, কর কুচ কাওয়াজ।"

ডাঃ জামান বলিল—"সব পড়ে লাভ কি, কিন্তু এইটাই মুসলিম মনের সত্য কথা, কোনও তর্কে তাকে ওড়ানো যাবে না"···

সুলতা বলিল—"এসব তর্ক যে নিরপেক্ষ পটভূমিকায় সম্ভব, তা এখন হবে না, কাজেই এ তর্ক থাক, আমি আমার বন্ধু মিস রায়কে এবার পিয়ানো বাজাতে বলি—"

সামন্ত বলিল—"শুধু বাজানো ? তার সঙ্গে ওর সুধাকণ্ঠের অমৃত-সঙ্গীত—'

মিস রায় তন্বী নন, বিপুল বপু, নারীজনোচিত সুষমা বা লাবণ্য আদৌ নাই, সরোজ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিল না, কিন্তু কি অদ্ভুত তার প্রতিভা। তাহার অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত গৃহ যেন সঙ্গীতে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। প্রতি শিল্পরূপ কবির বিশেষ দ্যোতনা—সরোজ এ কথা একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার অর্থ সে আদৌ অনুভব করে নাই, আজ তর্কমুখর রাত্রিটিতে গানের অভাবনীয় যাদুতে সে প্রথম সেই কথা অনুভব করিল।

মিস রায় তারপর একটি জার্মান গান গাহিল। উহাদের একটি লোক-সঙ্গীত। মিস রায়ের স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠের দোলায় যেন সঙ্গীত আলো হইয়া বিকীর্ণ হইয়া গেল। কি দরদী মীড়, কি হৃদয়মোহন মূর্চ্ছনা—। হৃদয় যেন দুরাভিসারের যাত্রী—সেই বিরহবেদনার আরতি গানের সুরে প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরে যেন বাজিতে লাগিল।

সরোজ অনুভব করিল, যৌবনহীনা, রূপহীনা এই নারী এক স্বর্গীয় ভাস্করদ্যুতিতে দ্যুতিময়ী হইয়া উঠিয়াছে। সুরের স্পর্শে যেন হৃদয়ের ঘুমন্ত তন্ত্রীগুলি বাজিতে লাগিল। সরোজ কবি নয়, শিল্পী নয়, শিল্পানুরাগী নয়, কিন্তু তথাপি সে যেন রসের জগতে প্রবেশ করিল।

গান থামিলে সে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—"আর একখানা হোক—"

মিঃ হোয়াইট বলিল—"এবার একটি ইংরাজী গান আরম্ভ করুন।"

মিস রায় প্রশংসার আনন্দে উদ্বেল হইয়া গান আরম্ভ করিল। গানের মর্ম্মার্থটি সুন্দর—নিশীথ রাত্রির তারা কোন নীল লোকের পদধ্বনি শুনিতে পায়, তাই তার অন্তরের অন্তঃপুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ভরিয়া যায়। সে সঙ্গীত আসে কম্পনে কম্পনে—মানুষের বন্ধ দুয়ারে—মানুষের অচল আয়তনে। তাই মানুষের গৃহে পরমোৎসবের আয়োজন হয়।

সঙ্গীত-রস সম্বন্ধে—সরোজের অভিজ্ঞতা আনাড়ির মত। উচ্চদরের গুণীর দেখা সে জীবনে পায় নাই। আজ তাহার মনে হইলে গুণীর কণ্ঠে শুনিলে অচেনা অরূপ জিনিষও রাগের অমৃতরসে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ধ্যাননিবিড় একটি মাধুর্য্যের আবেশে সমস্ত গৃহ যেন পুণ্য ও ধন্য হইয়া গেল।

মিস রায় ধীরে ধীরে গান থামাইয়া পিয়ানো ছাড়িয়া আপন আসনে আসিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। নিস্তব্ধ মনের গহন গভীরে আজ যেন গান, সুর ও রাগ অবান্তর সমস্ত স্পন্দন ভুলিয়া সঙ্গীতের নিবিড় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। মেজর আচারিয়া বলিল—"আজ এই যে আনন্দ আমরা পেলাম—ভাষার, সুরের ব্যবধান সে আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করেনি—এই ধ্বনির অপরূপ জাগরণের মাঝেই আছে জাগতিক সমস্যার সমাধান—"

"আপনি কাব্যামৃতে অভিসিঞ্চিত হয়ে সার্ব্বভৌম আনন্দে মশগুল—তাই—" সামন্ত পাঁশনে খুলিয়া পুনরায় মুছিতে লাগিল। তাহার রুমালের

পুষ্পসারের গন্ধে ঘর মাতিয়া উঠিল—কারণ তৎক্ষণাৎ জানালা দিয়া একটু ফিরফিরে হাওয়া বহিয়া গেল।

"হাঁ সার্ব্বভৌম সাধনার পথেই সমস্ত সমাধানের মন্ত্র লুকিয়ে আছে—আজ যে হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ এত ভীষণ, এত বিকট হয়ে উঠেছে—সেটা মুসলিম রাজত্বের দিনে ছিল না—সেদিন ভারতীয় কৃষ্টির কাছে মুসলিম সংস্কৃতি সখ্যতা পাতিয়ে মিলন সুষমায় সর্ব্বতোভদ্র হয়ে উঠেছিল—তাই হিন্দু সঙ্গীতের মহৎ অভিব্যক্তিতে মুসলিম গুণী ও গায়কদের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান—।"

মেজর আচারিয়া বাগ্মীর ভাবালুতায় কথা বলিয়া চলিল। "এই সংস্কৃতির পথে—মানুষ যেখানে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে বড় হয়ে উঠে, সেখানে সমস্ত জগতকে মিলতে হবে—"

সর্ব্বাণী বলিল—"এই Geo-politics, এই Internationalism আমরা কেউ পড়িও না, কেউ অনুধাবনও করি না—জগতের দুর্ব্বার দুর্নিবার গতি আমাদের অসাড়তার জন্য থামবে না, কালের মাত্রার সঙ্গে পা ফেলে আমাদের চলতে হবে—"

কণিকা বসু চুপ করিয়া ছিল—এইবার বলিল—"কিন্তু বিশ্ববোধ স্বদেশিকতাকে ছে'টে ফেলবে না, তাকে পূর্ণ করবে?"

ডাঃ জামান বলিল—"কিন্তু ভারতের Nationalism, Hindu nationalism, তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না—পারব না—"

মিস রেনুকা রায় এইবার তাহার পরিচ্ছদ সুবিন্যস্ত করিয়া সকলের দিকে সস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল—"তর্কের যে ভদ্র পরিবেশ, সেটাকে আমরা হারালে ভুল করব—বিতর্কের পথে সত্য নির্ণয়, চিন্তাজীবি মানুষের সর্ব্বোত্তম উপায়। স্বাদেশিকতা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত, ধর্ম্মের সঙ্গে নয়। আমাদের বন্ধু জামান দেশমাতৃকার সেই রূপ ধ্যান করতে শিখুন, তাহলে তিনি বুঝবেন Nationalism হিন্দু বা মুসলিম নয়, সে হল একান্তভাবে স্বদেশপ্রীতি—"

মেজর আচারিয়া বলিল—"হাঁ, এই স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। যদিও আজ তৃতীয়পক্ষের প্ররোচনায় ভুলতে গিয়েছি—তবু এ কথা মনে রাখতে হবে—ভারতবাসীর একটি অব্যয় অমৃত আত্মা আছে—মহেঞ্জদারো-হরপ্পার যে সভ্যতা, সে সভ্যতা আর্য্যেতর, আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, হুণ, মোগল সব এই ভারত-মৃত্তিকায় লীন হয়ে মহাভারতের সৃষ্টি করেছে

—সে ভারতবর্ষ একা হিন্দুর নয়, একা মুসলমানের নয়। সমস্ত ভারতবাসীর।"

মিসেস আচারিয়া রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ সুস্পষ্ট আবৃত্তি করিল, সকলে প্রশংস তৃপ্তিতে শুনিয়া বলিল—"আপনি ত চমৎকার বাংলা শিখেছেন—"

মিসেস আচারিয়া প্রশংসা এড়াইয়া বলিল—"কবিগুরুর এই স্বপ্ন সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় আমরা ভুলতে পারি না, ডাঃ জামান।"

"কাব্য আর রাজনীতি এক নয়," জামান রুক্ষস্বরে বলিল—"রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তার এই মহাভারতের স্বপ্ন অলস কল্পনা। মুসলিম স্বার্থ, মুসলিম আশা ও আকাঙ্ক্ষা—"

কণিকা বসু হাতপাখা নাড়িতেছিল, তাহা টেবিলে রাখিয়া বলিল—"কিন্তু ডাঃ জামান! রাষ্ট্র কি, তার দায়িত্ব কি, কর্ত্তব্য কি, আপনি কখনও ভেবেছেন—"

"ভাবব না কেন—ভারতবর্ষে দুটি নেশন আছে—হিন্দু ও মুসলিম—তাদের দুটি রাষ্ট্র চাই, তাই হতে দিন আপনারা, তারপর দেখবেন পরস্পরে আসবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা—'

মেজর আচারিয়া থামিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ডাঃ জামান, ভ্রাতৃবিরোধ মঙ্গলের নয়, কল্যাণেরও নয়। কিন্তু কালের স্রোতের সঙ্গে না চলে পিছিয়ে থাকলে অগ্রগতির পন্থাই আপনারা রোধ করবেন—। রাষ্ট্র কি চায়—শান্তি ও শৃঙ্খলা, চায় সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়, চায় ঐশ্বর্য্য ও অগ্রগতি। বিরাট জাতীয় রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের মত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হয়ে চলবে বর্ত্তমানের জীবনযাত্রার মানদণ্ডে, সেখানে ধর্ম্ম, ভাষা বা প্রাদেশিকতার স্থান নেই, এই অখণ্ড দেশাত্মবোধে আপনারা মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করুন, ডাঃ জামান—"

"আপনার চেয়ে আমাদের ধর্ম্মবোধ অধিক—আমরা প্রথমে মুসলমান, পরে অন্য যা কিছু—"

সামন্ত বলিল—"কেন, কামাল আতাতুর্কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। নব্য তুর্কীর স্রষ্টা কামালকে যদি আপনারা আদর্শ মানেন, তাহলে দেখবেন এই একদলিক সংকীর্ণতা আপনাদের দূর হবে—"

সুলতা এইবার কথা কহিল। তার চোখের মুখের বলিষ্ঠ জীবনের শান্ত দীপ্তি সমস্ত অতিথিকে শান্ত করিয়া তুলিল। সরোজ আপন মনে

ধন্যবাদ দিল—সত্যই সুলতা অপূর্ব্বা, সে এই সকল নানা মানুষের সমবায়ে গড়া রসচক্রের সত্যকার মক্ষিরাণী। রাজেন্দ্রাণীর মত সে দ্বিধাসঙ্কোচহীন অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিল—"আপনারা সব আমার মাননীয় অতিথি, যে আলোচনা আমরা করছি, তা সাময়িক ও প্রয়োজনীয়, তার সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তর্ক এখানে থামবে ব'লে মনে হয় না কাজেই এটা ইতি করুন। তবে আমার মনে হয় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যা বলেছেন তাই সত্য, হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর বিবাহ হলে তবেই এ সমস্যার সমাধান হবে—আকবর তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত।"

মিস রায় হাসিয়া বলিল—"সুলতাদি! বক্তৃতার চেয়ে কাজ ভাল, আপনি তার দৃষ্টান্ত দেখান—"

তাহার স্বরে উপহাসের ইঙ্গিতে সুলতা বলিল—"প্রয়োজন হলে দেখাব বই কি বোন—"

মেজর আচারিয়া বলিল—"রাত হয়েছে আজ উঠি।"

আচারিয়া দম্পতি বিদায় লইল।

সামন্ত এইবার মিস রায়কে বলিল—"আধুনিক সমাজে বিয়ের সমস্যা বড় সমস্যা, হিন্দু ও মুসলমানে বিয়ে মন্দ নয়।"

সর্ব্বাণী এইবার বলিল—"ভায়া, অতদূরে যেয়ে কাজ নেই, কাব্যের উচ্ছল স্রোত বাস্তবতা নয়। হিন্দুকে বাঁচতে হলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সমস্ত হিন্দুর মধ্যে ঐক্যবোধ ফোটানো দরকার। তাই আগে হিন্দুর মধ্যে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগো—তারপর হিন্দু-মুসলিম বিয়ের কথা ভাববে—।"

সামন্ত আবার পাঁশনে খুলিল, সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া পকেট হইতে ছোট একটি এসেন্সের কৌটা হইতে কয়েক ফোঁটা এসেন্স রুমালে ঢালিল, তারপর সেটা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—"বিবাহের সমস্যা আজ নানা দিক হ'তে জটিল—জীবন আজ জটিল হয়েছে। মিস রায়, মিস চৌধুরী, মিস বসু এরা বিয়ে করছেন না কেন? কারণ অবশ্য ব্যক্তিগত। তাদের কথা তাই বাদ দিয়ে আধুনিকাদের কথাই বলি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এর কারণ। নারী অবরোধের কোলে দুঃখের জীবন বহন করবে—সে যুগ অতীত হয়েছে—।"

কণিকা বসুর দিকে সরোজের দৃষ্টি পড়িল। সে দৃষ্টি অতি উদাস,

অতি ক্লান্ত। এই যে আধুনিক মহিলা—ইহাদের জীবনের রহস্যের কথা সরোজ কখনও ভাবে নাই, কিন্তু আজ তাহার মনে হইল উচ্ছল প্রাণ স্রোতের পিছনে রহিয়াছে ঘন অবসাদ। মার্জ্জিত রুচি ও প্রসাধন-নৈপুণ্য বাদ দাও, তাহা হইলে ভিতরে দেখিবে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভাপ্রবাহ। সে সুলতার দিকে চাহিল। তাহার মানসিক ব্যাধি কি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। সরোজ ভাবিয়া কূল পায় না।

অবাধ স্বাধীন, স্বচ্ছন্দগতি এইসব তরুণী ও মধ্যবয়সীরা জীবনে কি হারাইল, তাহারা তাহা জানে না, তাই তাহাদের দাবদাহ কিছুতেই নেভে না। জ্যো রায় এইবার হাসিয়া বলিল, "ভায়া সামন্ত, তুমিত অবিবাহিত, তুমি এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হও।"

চারিদিকে হাসির হিল্লোল পড়িয়া গেল।

সরোজ জানিত না, তাই সে অনিমিত্ত হাসির হল্লায় যোগ দিল।

সামন্ত মেয়েদের মন রাখা জানে, তাহাদের মন রাখিবার জন্য তাহার আপ্রাণ চেষ্টার কথা সকলেই জানে।

সামন্ত দমিল না—সে তাহার জাপানী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিল :—

তো তো তারারি তারারিরা
তারারি তারারি রারা রিদো
চিরিয়া তারারি তারারিরা
তারারি ধাধারি রারারিদো
হাজার বছর ধরে হবে আমার নাচন,
ফুলের মালা নিয়ে পথে পথে মাতন,
সে যে আমার নয়নহরা প্রিয়া!
চলছে প্রাণের চাবি নিয়া,
আমি চলব পিছে গো
চলব পিছে গো
রা রা রি দো।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল।

সর্ব্বাণী বলিল—"এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ, নমস্কার, চলুন সবাই—"

অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পালার ভদ্রতার আলাপ হইতে পিছনে সরোজ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলের শেষে সে নমস্কার করিল।

সুলতা প্রশ্ন করিল—"আপনার সময়ের অনেক অপব্যয় হল।"

"সে আপনার জন্য?"

সকলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—ঘরের নীলাভ আলোর নীলিমা সুলতাকে যাদুকরীর মত অনন্যা দেখাইতেছিল। সে আন্তরিক হাস্যে বলিল —"সত্যি।"

সরোজ তাহার উত্তর দিল না—হন্ হন্ করিয়া রাস্তায় জনতার সঙ্গে আসিয়া মিশিল। কিন্তু পথে আসিতে মনে হইল, তাহার কথাটি ভব্যতা ও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু সরোজ জানিতে পারিল না, তাহার এই কঠোর পরিহাস আর একজনের হৃদয়ে তাহার আসন দৃঢ়তর করিয়া দিল।

ছয়

পরদিন সকালে সরোজ ভাবিতে বসিল।

সুলতা ভাবকেন্দ্রের অধিনায়িকা, তাহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে মানুষের সামান্য জীবন অসামান্যতার ইন্দ্রজালে ঝলমল করে। সরোজ স্বাধীনতা স্বাধিকারের কথা কোনও দিন ভাল করিয়া ভাবে নাই। সে ভাবিতে বসিল। শিক্ষিত সমাজে মিশিতে হইলে এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মানুষ আজ সভ্যতার শিখরে দণ্ডায়মান, প্রকৃতি তাহার দাসী। কিন্তু এই মানুষ একদিন ছিল বনবাসী। ছিল না তার পরিধানের বস্ত্র, পশু শিকারের অস্ত্র; সে ছিল একান্ত অসহায় ও বিপন্ন। মানুষ শিখিল ভাষা, শিখিল সংঘ ও সমাজ। কিন্তু মানুষের সমাজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চিন্তা কোনও দিন করিতে শেখে নাই।

আজ বিশ্বের মানুষ পরস্পর সন্নিকট হইয়াছে। ভাষার ভেদ রহিয়াছে, নানা মতের ও নানা ধারণার বিভিন্নতা রহিয়াছে। এই সমগ্র মানুষের কল্যাণের বোধকে ব্যষ্টি সংঘ ও জাতির জাতীয়তা বোধকে মিলাইয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে নূতন মানব-সমাজ।

বর্ত্তমানের মানুষের চাই চতুঃ স্বাধীনতা—অভাবের তাড়না হইতে মুক্তি, অভয় মন্ত্র, বাক্য ও চিন্তার স্বাধিকার এবং উপাসনার স্বাধিকার। পৃথিবীতে অতীতে যাহারা নিজেদের বলি দিয়া এই সুবিপুল মানব-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদিগের বংশধর আমরা কি ব্যর্থ হইব ? কেবল কি রক্তপাত এবং যুদ্ধের তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্য দিয়াই মানুষের জয়যাত্রা চলিবে ? কৃষ্ণের নিস্পৃহ নিষ্কাম কর্ম্মের বাণী, বুদ্ধের মৈত্রী ও মুদিতার আহ্বান, যীশুর প্রেমের সাম্রাজ্য এবং মহম্মদের ঐক্য ও আত্মদানের শিক্ষা সমস্তই কি ব্যর্থ হইবে ? আমাদের যুগেই মহাত্মা গান্ধী প্রেম, সত্য ও অহিংসার যে জয়স্তোত্র গাহিতেছেন, তাহাতে কি রণোন্মাদনাময় পৃথিবী শান্ত হইবে ? সরোজ ভাবিয়া কূল পায় না, এই ধরণের চিন্তা সে কোনও দিন করে নাই। সে ঠিক করিল এই সব চিন্তা না করিয়া সে সুলতার নিকট যাইবে।

সরোজ উঠিয়া প্রসাধনে মনোনিবেশ করিল। সাধারণতঃ বাহির হইবার সময় সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইত। কিন্তু আজ তাহার মনে বোধ হইল সে যেন অভিসারে চলিয়াছে। তাই ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে সে ক্রীম মাখিল, রুমালে অনেক দিনের কেনা অব্যবহৃত এসেন্স মাখাইল, তাহার পর তাহার সুন্দর লাঠি নিয়া সে যখন বাহির হইবে, তখন বাধা পড়িল। পাড়ার ছয় সাতটি যুবক তার বৈঠকখানায় একত্র হইয়া বসিয়াছিল। সরোজ বাহির হইতেই বলিল—"সরোজদা এখনই একটা জরুরী কাজ, আপনার রোগী দেখা এ বেলার মত বন্ধ করুন।"

সরোজ তাহার চেয়ারে বসিয়া বলিল—"কি সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজা ত, তা আমি ত আছি, এখন একটু বিশেষ কাজে যাব ভাবছিলাম।"

যুবকদলের মধ্যে নিশাকর বসাক সুন্দর ও সুপুরুষ, সে বলিল—"শক্তি পূজার কথাই, তবে কেবল ফুলজলে নয়,

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

অঞ্জলির এই মন্ত্রেই আমরা প্রীত হতে পারব না—"

"তবে কি চান?"

"সত্যকার শক্তির পূজা, সংগ্রামে বিজয়ং দেহি, দ্বিষো জহি—আজ মৃত্যুর দ্বারে বসে, খালি মুক্তি চাইব না, চাইব বাঁচবার অধিকার।"

নিশাকরের তরুণ আশাতুর মুখে সংকল্প ও দৃঢ়তার রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইল। অজয় দাশ নাম-করা খেলোয়াড়, সে বলিল—"সত্যি সরোজদা, আমাদের বেঁধে মারবার যে চক্রান্ত হয়েছে, তাকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না—এই যে রক্ষক রক্ষার বদলে ভক্ষণের ব্যবস্থা করেছে—একে আমরা কিছুতেই মানব না—অসুর-শক্তি চিরদিন সত্য ও মঙ্গলকে ব্যাহত করেছে, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি, বাংলায় এই যে হিন্দুদলন নীতি—এটাও সার্থক হবে না—"

বিনয় সরকার ক্ষীণকায় লিকলিকে চেহারার ছেলে, কেবল তাহার চোখ দুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলে—"ওপারে যে অগ্নিকাণ্ড হয়ে জেলেরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছে, তাদের দেখেছেন সরোজদা—"

"না"

"যাবেন, আমাদের ইংরেজী স্কুলে তাদের আশ্রয় দিয়েছি—কি ব্যবস্থা করেছেন আপনার ভদ্র সদাশয় ও অমিতপ্রভাব গভর্ণমেণ্ট?—এই সব

নিরীহ মানুষের প্রতি স্বেচ্ছাকৃত ও দলবদ্ধ অত্যাচারের কি কোনও প্রতীকার নেই সরোজদা ?

সরোজ উত্তেজিত যুবকদলকে শান্ত করিবার জন্য বলিল—"আমরা যদি নিজেরা মারামারি করি, তবে কেউ তা ঠেকাতে পারে না—"

"পারে না, পারে বৈকি সরোজ দাদা, কিন্তু যেখানে পারব না বলে চুপ করে থাকে মানুষ, সেখানে এই হয় ; না—অন্যায়কে আমরা মানব না—তারপর শুনেছেন ত ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত বন্দুক কেড়ে নেবেন—তারপর ক্রোধোন্মত্ত জনতা করবে দানবীয় অত্যাচার, কলকাতায় যা হয়েছে। এটা কি Planned conspiracy নয় ?"

নিশাকর ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জ্জিতে লাগিল।

বিজয় লাহা বলিল—"বৃটিশই ভারতবর্ষকে দাসত্বে ডুবিয়েছে, সে চায় ভারতবর্ষকে চিরদাস করে তার ধনরত্ন শোষণ করতে—সে যা বাইরে দিয়েছে, ভিতর থেকে তা নিতে চায়। নচেৎ বড়লাট এসে কলকাতার রক্তস্নান দেখেও চুপ করে আছে—ওরা চায় নেহেরু সরকারকে অপদস্থ করে পুনরায় আপন শক্তি জাহির করতে—"

সরোজ এইবার হাসিয়া বলিল—"তোমরা যদি সত্য করে তাই বোঝ, তবে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ করে তোমরা বৃটিশকে কি সাহায্য করছ না—এর চেয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণ কর—ঘৃণার অবসান কর—প্রেমের পথে মৃত্যুকে বরণ কর—তাহলে দেখবে এই হিংসার অভিনয় শেষ হয়েছে"

নিশাকর হাসিয়া বলিল—"তা হয় না সরোজদা। এখানে ক্লৈব্য চলবে না, ঘর যখন পুড়ে যায়, শস্য যখন ভস্ম হয়, প্রাণ যখন নষ্ট হয়, তখন এসব প্রেমের মন্ত্র একান্তই ফাঁকা লাগে—তখন দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণীর কাছে আমরা চাইব শত্রুর বীর্য্য, চাইব অসুর-মারণ মন্ত্র"

অজয় দর্পিত স্বরে বলিল—"মুণ্ডমালিনীর গলায় এনে দেব মুণ্ডমালা, বন্দুক কেড়ে নেয় নেবে, আমরা বোমা তৈরী করব, এক হাতে রুখব মুসলমানকে, আর হাতে ঠেকাব বৃটিশকে—আমরা একটা রক্ষিদল গড়েছি আপনাকে তার সভাপতি হতে হবে"

"রক্ষিদলের সভাপতি—" সরোজ ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু তোমরা যে ফিরে আনতে চাইছ anarchism"

"শক্তের ভক্ত, নরমের যম, আমরা যতই বৈষ্ণব সাজব, অমানীকে মান দেব, ততই ওরা পেয়ে বসবে, আমরা যখন হুঙ্কার দিয়ে গর্জ্জন করব, তখন ওরা আপনিই মাথা নত করবে—"বিনয় এইবার বক্তৃতা সুরু করিল।

সরোজ বলিল—"আচ্ছা আমি ভেবে দেখব, আমার এখনই একবার বার হতে হবে—রবীন্দ্রনাথের সেই কটা লাইন তোদের ততক্ষণ ভাবতে বলি—"

"না সরোজদা কবিতা এখন চলবে না, যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আততায়ীর ছুরির আঘাতে প্রাণ হারায়, যখন প্রহরীর চোখের সম্মুখে ঘর পোড়ে, যখন অন্যায়কারী পায় রাষ্ট্রের আশ্রয়, আর আত্মরক্ষা হয় অধর্ম্ম, তখন কেবল শান্তিমন্ত্র শুনলে চলে না—"

সরোজ তাহা না শুনিয়া উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করিল:—

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে অশ্লীল দিনে রাতে,
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু ত বধির করিনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ কলুষ ঝঞ্চায় শুনি তবু
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

নিশাকর প্রচণ্ড আস্ফালনে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—"শান্ত শিবের বাণী নয়, এবার আনতে হবে রুদ্রের ডমরুধ্বনি—"

"বেশ, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, তোরা সবাই মিলে একটা কর্ম্মপন্থা ঠিক কর, আমি তোদের সঙ্গে আছি। যদি তোরা ভুলিস যে নব ভারতের জন্মদাতা গান্ধী সত্য ও অহিংসার প্রতীক, তাহলে তোরা আত্মহত্যাই করবি—"

বিনয় বলিল—"সে আপনাকে আমরা ভাল করে বুঝিয়ে দেব—বৈষ্ণবী দীনতা নয়, এবার চাই চক্রপেষণ—"

সরোজ বলিল—"আর নয়, এইবার আমায় যেতে হবে—" তরুণদের ভাবাকুল হৃদয়ে নব জাগরূক সত্তার উৎসব আজ হিংসায় কলুষিত—ইহার জন্য বাংলার পরিস্থিতিই দায়ী। সরোজ ভাবিল যদি রাষ্ট্রের উদাসীনতা

নিরীহ মানুষের প্রতি স্বেচ্ছাকৃত ও দলবদ্ধ অত্যাচারের কি কোনও প্রতীকার নেই সরোজদা ?

সরোজ উত্তেজিত যুবকদলকে শান্ত করিবার জন্য বলিল—"আমরা যদি নিজেরা মারামারি করি, তবে কেউ তা ঠেকাতে পারে না—"

"পারে না, পারে বৈকি সরোজ দাদা, কিন্তু যেখানে পারব না বলে চুপ করে থাকে মানুষ, সেখানে এই হয় ; না—অন্যায়কে আমরা মানব না—তারপর শুনেছেন ত ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত বন্দুক কেড়ে নেবেন—তারপর ক্রোধোন্মত্ত জনতা করবে দানবীয় অত্যাচার, কলকাতায় যা হয়েছে। এটা কি Planned conspiracy নয় ?"

নিশাকর ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জিতে লাগিল।

বিজয় লাহা বলিল—"বৃটিশই ভারতবর্ষকে দাসত্বে ডুবিয়েছে, সে চায় ভারতবর্ষকে চিরদাস করে তার ধনরত্ন শোষণ করতে—সে যা বাইরে দিয়েছে, ভিতর থেকে তা নিতে চায়। নচেৎ বড়লাট এসে কলকাতার রক্তস্নান দেখেও চুপ করে আছে—ওরা চায় নেহেরু সরকারকে অপদস্থ করে পুনরায় আপন শক্তি জাহির করতে—"

সরোজ এইবার হাসিয়া বলিল—"তোমরা যদি সত্য করে তাই বোঝ, তবে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ করে তোমরা বৃটিশকে কি সাহায্য করছ না—এর চেয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণ কর—ঘৃণার অবসান কর —প্রেমের পথে মৃত্যুকে বরণ কর—তাহলে দেখবে এই হিংসার অভিনয় শেষ হয়েছে"

নিশাকর হাসিয়া বলিল—"তা হয় না সরোজদা। এখানে ক্লৈব্য চলবে না, ঘর যখন পুড়ে যায়, শস্য যখন ভস্ম হয়, প্রাণ যখন নষ্ট হয়, তখন এসব প্রেমের মন্ত্র একান্তই ফাঁকা লাগে—তখন দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণীর কাছে আমরা চাইব শত্রুয় বীর্য্য, চাইব অসুর-মারণ মন্ত্র"

অজয় দর্পিত স্বরে বলিল—"মুণ্ডমালিনীর গলায় এনে দেব মুণ্ডমালা, বন্দুক কেড়ে নেয় নেবে, আমরা বোমা তৈরী করব, এক হাতে রুখব মুসলমানকে, আর হাতে ঠেকাব বৃটিশকে—আমরা একটা রক্ষিদল গড়েছি আপনাকে তার সভাপতি হতে হবে"

"রক্ষিদলের সভাপতি—" সরোজ ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু তোমরা যে ফিরে আনতে চাইছ anarchism"

"শক্তের ভক্ত, নরমের যম, আমরা যতই বৈষ্ণব সাজব, অমানীকে মান দেব, ততই ওরা পেয়ে বসবে, আমরা যখন হুঙ্কার দিয়ে গর্জ্জন করব, তখন ওরা আপনিই মাথা নত করবে—" বিনয় এইবার বক্তৃতা সুরু করিল।

সরোজ বলিল—"আচ্ছা আমি ভেবে দেখব, আমার এখনই একবার বার হতে হবে—রবীন্দ্রনাথের সেই কটা লাইন তোদের ততক্ষণ ভাবতে বলি—"

"না সরোজদা কবিতা এখন চলবে না, যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আততায়ীর ছুরির আঘাতে প্রাণ হারায়, যখন প্রহরীর চোখের সম্মুখে ঘর পোড়ে, যখন অন্যায়কারী পায় রাষ্ট্রের আশ্রয়, আর আত্মরক্ষা হয় অধর্ম্ম, তখন কেবল শান্তিমন্ত্র শুনলে চলে না—"

সরোজ তাহা না শুনিয়া উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করিল :—

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে অশ্লীল দিনে রাতে,
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু ত বধির করিনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ কলুষ ঝঞ্চায় শুনি তবু
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

নিশাকর প্রচণ্ড আস্ফালনে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—"শান্ত শিবের বাণী নয়, এবার আনতে হবে রুদ্রের ডমরুধ্বনি—"

"বেশ, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, তোরা সবাই মিলে একটা কর্ম্মপন্থা ঠিক কর, আমি তোদের সঙ্গে আছি। যদি তোরা ভুলিস যে নব ভারতের জন্মদাতা গান্ধী সত্য ও অহিংসার প্রতীক, তাহলে তোরা আত্মহত্যাই করবি—"

বিনয় বলিল—"সে আপনাকে আমরা ভাল করে বুঝিয়ে দেব—বৈষ্ণবী দীনতা নয়, এবার চাই চক্রপেষণ—"

সরোজ বলিল—"আর নয়, এইবার আমায় যেতে হবে—" তরুণদের ভাবাকুল হৃদয়ে নব জাগরূক সত্তার উৎসব আজ হিংসায় কলুষিত—ইহার জন্য বাংলার পরিস্থিতিই দায়ী। সরোজ ভাবিল যদি রাষ্ট্রের উদাসীনতা

শেষ না হয়, যদি অন্যায় তাহার প্রভাব বিস্তার করে, তবে শান্তও অশান্ত হইয়া উঠিবে। ফাঁকি দিয়া প্রাণের বেগকে থামানো যায় না।

সরোজ দ্রুতপদে সুলতার বাড়ী গেল। সুলতা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার দেখা মিলিল না। সরোজ মুগ্ধ হইল, কাল সে যে জীবনের স্পর্শ পাইয়াছিল, তাহার মাদকতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

নূতন কালের নটরাজ তাহার রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলার মেয়েদের অতীত জীবন সরোজ কতক দেখিয়াছে। তখন ছিল পদে পদে অনিশ্চয়। ইহকালের ও পরকালের সহস্র উপদ্রব ও ভীতি তাহার বর্দ্ধমান চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত—সে দিনের সেই কাল পাড়ি দিয়া বর্ত্তমান কি প্রবুদ্ধ প্রাণবন্ত নব জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত ?

আজ সুলতার অসঙ্কোচ জীবন।

পুরাতন দিনের গৃহস্থ বধূ কত শঙ্কায় চলিয়াছে। পদে পদে তাহাকে জিব কাটিতে হইয়াছে।

অকল্যাণের শঙ্কায় তাহার জীবন সর্ব্বদা অস্থির—দস্যু, অপদেবতা, কুসংস্কার, অপরাধের বোঝা তাহার মস্তক নত করিয়া রাখিত—সে তাই কেবল জলে স্থলে তাহার মিনতি জানাইত। কিন্তু সুলতা—সে যৌবন-বেগস্পর্দ্ধিতা—সে জীবনের মধুরতাকে জানিয়াছে—তাহার ভয় নাই, সে নিরঙ্কুশ, সে নির্ভয়। তাহার দোহাই পাড়া মন নয়—সে জীবনের স্রোতে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

প্রথম পরিচয়ের অসত্যতাকে সে আজ নতমস্তকে স্বীকার করিয়া বলিবে—"হে বিজয়িনী সখি! তোমায় আমি নমস্কার করি। তোমার জন্য চলবে আমার চির প্রতীক্ষা।"

কিন্তু তাহার ভাবাবেগ হৃদয়ের গোপনতায় আপনাকে হারাইল—ছন্দে, সুরে, গানে ঝঙ্কৃত হইল না।

এই ব্যর্থতার নিষ্ঠুরতায় সে বিরক্ত হইল। বাড়ী ফিরিয়া সাইকেল নিয়া রোগী দেখিতে বাহির হইল। পথে একজন বলিল—"ডাক্তার বাবু, খুব সাবধানে যাবেন, আজ দশ বারজনকে ছোরা মেরেছে—তা ছাড়া ওপারে এখনও আগুন জ্বলছে" সরোজের রাগ হইল! সে কথা কহিল না—দুঃখে ও শোকে খুব দ্রুত সাইকেল চালাইয়া লইল।

কিন্তু তবু তাহার চোখে পড়িল নগরের ভয়ত্রস্ত ব্যাকুল ছবি। যে

রাজপথে অশ্রান্ত কলরব চলে, সেখানে শ্মশানের নীরবতা। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া লোক দলবদ্ধ হইয়া চলে—সাক্ষীগোপাল প্রহরী বন্দুক হাতে ঝিমাইতেছে—তাহারা অত্যাচার দমন করে না—আততায়ীকে ধরে না। তাহারা শুধু সমারোহ বজায় রাখে।

রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হয় নাই—তাহার সাইকেলের বেগে ধূলিজাল উঠিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। দুধারের ছবি চলচ্চিত্রের মত ক্ষণে ক্ষণে চোখের পরে ভাসে। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী চলে না, রিক্সা চলে না, কেবল মাঝে মাঝে মোটর বাস, মোটর ট্রাক ও মোটর গাড়ী যাত্রী বোঝাই হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহ বজায় রাখে। স্টেশনের পাশের বড় রাস্তা দিয়া একজনও যাত্রী নামে না—লাইন বাহিয়া ছেলে মেয়ে যাত্রীদল চলে—অনেকে নিজেই মোট বহিতেছে। স্টেশনের সম্মুখেই গতকাল একটি লোককে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

নবাবপুরের কয়েকটি দোকান খোলা, কিন্তু তাতে কেনা বেচা বেশী হইতেছে না—দোকানী সজলনেত্রে পথের আনাগোনা দেখিতেছে।

সরোজ বেগে চলে—চারিদিকের সমস্ত চিত্র এক সাথে মিলিয়া ঝাপসা হইয়া ওঠে। তরঙ্গিত সুখ দুঃখের নানা আবর্ত্তন তাহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তবু এই নিঃশব্দ রাজপথ, এই ব্যথামুখর নগর যদি ভাষা পায়, তবে যেন ঝঞ্ঝা জাগিবে বলিয়া মনে হয়।

বংশালের মোড়ে একজন বুড়া বামুন চলিতেছিল। হঠাৎ একজন মুসলমান আসিয়া তাহার পিঠে ছুরি বসাইয়া দিল। দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। নিরীহ ব্রাহ্মণ একবার আঃ করিয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। সরোজ প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরে পাশের প্রহরীকে বলিল—"ঐ ব্যাটাকে গুলী করো।"

"হুকুম নেহি হ্যায়।"

"তাহলে ওকে যেয়ে ধরো।"

প্রহরী তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, উত্তর দিল না।

সরোজ অগ্রসর হইয়া দেখিল—ব্রাহ্মণ মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার ব্যথিত আর্ত্ত চোখে কি অপরিসীম বেদনা। দরিদ্র নিরীহ পথচারী মরিল, তাহাতে রাষ্ট্রযন্ত্র কোথাও বিকল হইবে না।

আরও একটী নিরন্ন পরিবার অন্নহীন হইবে—তাহাদের উদ্বেলিত ক্রন্দন আকাশের মাঝে আপনাকে নিষ্ফল প্রতিধ্বনিতে পরিণত করিবে। আমেরি

সাহেবের উষ্ট্রযান নিষ্কম্প উদাসীন মহিমায় বহিয়া চলিবে। পথের কুকুরের ডাক তাহার গম্ভীর গতিকে ব্যাহত করিবে না।

সরোজ পাশের এক দোকানে গিয়া হাঁসপাতালে টেলিফোন করিল। তাহার পর আপন গন্তব্য স্থানে রওনা হইল।

তাহার নিকট সমস্ত জগৎ, তাহার অর্থ যেন বিরূপ ও বিস্বাদ হইয়া গেল। যে বেদনার অনল তার বিপুল চিত্ততল আলোড়ন করিল, তাহা অনির্ব্বাণ জ্বলিবে। তরুণদের দলে সে যোগ দিবে! অন্যায়কে সে সহ্য করিবে না—

নিষ্ফল ক্রোধ। জনশূন্য পথে অচেতন কঙ্কর যেন তাহার মর্ম্মের বেদনায় বাজে, পাশেই মানুষের ঘরে আরামের শয্যা চলে—স্বার্থ, বিপ্লব, সংঘর্ষ ও হানাহানি। সরোজ এই মারণ-যজ্ঞের পাশে নিলর্জ্জ উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে।

কিন্তু ক্রোধ ও অভিমান বৃথা। এই অপমান জাতির অতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত। আজিও জাতির অহঙ্কারে আমরা পরস্পরের আড়ালে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাই। সংগঠন—সরোজের মনে পড়িল—স্বামী শিবানন্দের কথাই ঠিক—হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে চাই সংগঠন। সমস্ত জাতিকে এক সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা—জাতির ভেদ থাকিবে না। তাহা হইলে ভারতে যে সংহত শক্তি হইবে, তাহার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইয়া মাথা তুলিতে পারিবে না। হঠাৎ পথে বন্ধু সুধীনের সঙ্গে দেখা। সাইকেল থামাইয়া বলিল—"কেমন আছ ভাই।"

"এই যে সরোজদা, কেমন আর কি, সবাই যেমন—"

"স্বামী শিবানন্দ এখন কোথায় জানিস সুধী?"

"না তবে মঠে একজন নূতন সাধু এসেছে—তিনি খুব অমায়িক, খাঁটি মানুষ—তাকে নিয়ে তোমার ওখানে একদিন যাব সরোজ দা—"

"কিন্তু এখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুনবার সময় নয়—"

সুধী সে কথার মর্ম্মার্থ বুঝিল না, বলিল—"প্রবঞ্চনায় ভরা জগতে একটি খাঁটি মানুষ, তুমি খুব আনন্দ পাবে সরোজদা, আসি এখন—।"

সুধী চলিয়া গেল।

সরোজ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। অসীমের ইসারা যাহারা জীবনে আনে, আজ তাহাদের প্রয়োজন নাই—আজ অকাজের খেলা নয়—আজ চাই কাজ। সরোজের মনে হইল, কিন্তু এই কাজই সত্য, প্রেমের স্পর্শে যে অসীম গানে ও সুরে বাজে তাহাকে পাওয়াই চরম কথা নয়।

সাত

সরোজ ভাবিয়াছিল যে সন্ধ্যার সময় সুলতার ওখানে যাইবে, কিন্তু সুধীনের জন্য যাইতে পারিল না। সুধীন্দ্র সমব্যবসায়ী ডাক্তার শুধু নহে, তাহার সহিত তাহার আবাল্য হৃদ্যতা, কাজেই মনের ইচ্ছাকে দমন করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। টেবিলের উপর সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার উদ্যোগ সভার নিমন্ত্রণ পত্র।

তাহাদের সংকল্পমন্ত্র সরোজের ভাল লাগিল। সরোজ বার বার মন দিয়া পড়িল—তারপর সুকণ্ঠে আবৃত্তি সুরু করিল—

বন্দিতাঙ্ঘ্রি যুগে দেবি! সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি!
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি॥

আজ মৃতকল্প বাঙ্গালীর এই মন্ত্র চাই।

দশপ্রহরণধারিণী মহামায়া দুর্গার ভক্ত বাঙ্গালী। সে নিশ্চুপ বসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে না। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সে মরিবে না, মরিতে পারে না। দিব্যায়ুধধারিণী জগন্মাতা তাহার সহায়। বনের হিংস্র প্রাণী সর্প ও সিংহও মায়ের আদেশে অসুর দমনে প্রবৃত্ত। কিন্তু পাপ ও অন্যায়ের দমনেই মায়ের মহিমা শেষ নয়। মায়ের সঙ্গে আছেন ভগবতী ভারতী, জ্ঞান ও কল্পনার বরাভয় দাত্রী, আছেন মহালক্ষ্মী—জগতের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার আপন ঝাঁপিতে বিলাইবার জন্য উন্মুখ। মায়ের কাছে আজ বাঙ্গালী সর্ব্বসৌভাগ্য চাহিয়া লইবে।

সুধীন্দ্র স্বামী ওঙ্কারানন্দকে লইয়া আসিল। স্বামীজির প্রশান্ত ললাট, গৈরিক বসনে তাহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সরোজ অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া ঠাকুরকে কিছু চা ও খাবার আনিতে বলিল। সন্ন্যাসী বারণ করিল—"এখন নয়, আর একদিন এসে খাব—শুনলাম আপনি স্বামী শিবানন্দকে খুঁজছিলেন—তিনি পশ্চিম বঙ্গের কাজে সাহায্য দানের জন্য গেছেন—

"হ্যাঁ, তাকে খুঁজেছিলাম। মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নমুনা ত দেখেছেন। এখন হিন্দু সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দুকে বাঁচাতে হলে

তার সমস্ত জাতিভেদ দূর করে, সমস্ত হিন্দুকে এক ছত্রছায়ায় সমবেত করতে হবে—আমাদের মধ্যে যারা ক্ষত্রিয়, তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের সম্মান দিয়ে—মহৎ করতে হবে—নইলে উদ্ধার নেই। বৃটিশ আজ রক্ষক নয়, সে কেবল দূর থেকে উপহাসের হাসি হাসছে—আজ আমাদের একান্ত দুর্দ্দিন।"

স্বামী ওঙ্কারানন্দ বলিল—"আপনি ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ হলে সত্যাধিগম হয় না। ভারতবর্ষে বারবার এসেছে বিপ্লব, অধর্ম্মের গ্লানিতে সারা দেশ ভরেছে, কিন্তু তবু ভারত তার মন্ত্র ভোলেনি, সে মন্ত্র মহৎপ্রাণের উপলব্ধি—তার ঋষির কণ্ঠে, তার যোগীর চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছিল যে পরম সত্য, সেই সত্যকে সে আঁকড়ে ধরে আছে—এইখানেই ভারতী ভারতমাতা"

"এসব ঢের শুনেছি স্বামীজি! এসব নয়, আজ অসুর দলনের মন্ত্র বলুন—আর জাগান এই নির্বীর্য্য দেশকে! পৃথিবী নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, দুর্ব্বলকে সে স্থান দেয় না! জীবন সংগ্রামে যে সবল, সেই বাঁচে; যে দুর্ব্বল, সে পিষ্ট ও নিপীড়িত হয়, আজ দিন আমাদের অভয় মন্ত্র—আমরা হব অভিযাত্রী, আমরা করব রাজ্য জয়—"

"উত্তম, কিন্তু ভারতবর্ষ যে রাজ্য জয় করতে চেয়েছে, সে বাইরের রাজ্য নয়, অন্তরের রাজ্য; সেই রাজ্য জয় করুন, সমস্ত অশুভ শুভ হয়ে উঠবে—"

সুধী স্বামী ওঙ্কারানন্দের ভক্ত। সে ভক্তি বিনম্র স্বরে প্রশ্ন করিল—পণ্ডিত জহরলাল যা বলেছেন সে কথা কি আপনি পড়েছেন?"

স্বামীজি স্মিতহাস্যে বলিলেন—"না"—

তিনি বলেছেন—"India must break with much of her past and not allow it to dominate the heart."

ঠিক এই কথাই বলতে চাই স্বামিজী—আমরা অতীতের রোমন্থন করে বাঁচতে পারব না, ভাববিলাস আর দার্শনিক চিন্তা আমাদের দেবেনা অর্থের উপায়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আমাদের আজ তাই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—তাকেই আজ নমস্কার করতে হবে—"

স্বামীজি হাসিল। শুচিস্মিত হাসি তাহার সৌম্য মুখ মণ্ডলকে দীপ্ত করিয়া তুলিল।

"হয়না, তা হতে পারেনা, অতীতকে ধ্বংস করে বর্ত্তমান গড়ে ওঠে না—পণ্ডিত নিশ্চয়ই একথা বলেন নি, ভারতবর্ষের মহত্তর অবদানকে তার মত

কুশলী যোদ্ধা কখনই তুচ্ছ করতে পারেন না—যে পন্থা আমাদের শাশ্বত কালের, যার জন্যই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, তার ধ্রুবত্ব এখনও নিঃশেষ হয়নি—”

সুধী বলিল—“না, তিনি তা ভুলতে বলেন নি, ভারতবর্ষের সেই চিরমহিমাময়ী সত্তাকে তিনি শ্রদ্ধায় অঞ্জলি দিয়েছেন, ঋষিরা জীবনের যে চরম মূল্য দিয়েছেন, তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি—”

“করতে পারে না—কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা করতে পারে না। হিন্দু-মুসলিম কলহ যখন আমাদের মনকে পীড়িত ও ব্যস্ত করে, তখনও আমরা আমাদের সেই সনাতন বাণী ভুলতে পারব না। আমরা সেই সচ্চিদানন্দ এক ও অখণ্ড ব্রহ্মকে আনন্দের মাঝে দেখেছি, তাকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারব না—বেদান্তের সেই পরম তত্ত্ব. সেদিনও যেমন ছিল ভাগবতী পন্থা, আজও তেমনই আছে—”

সরোজ বিমূঢ় হইয়া প্রশ্ন করিল—“আপনার মর্ম্মকথা আমি ধরতে পারছি না স্বামীজি!”

“হত্যা দিয়ে হত্যার শোধ হয় না, ক্রোধ দিয়ে ক্রোধ জয় হয় না—মহাত্মা গান্ধী ভারতের বাণীর জীবন্ত প্রতীক—তিনি যা বলেছেন তাই করুন—অহিংসা ও সত্যেই সমস্ত বিরোধ মীমাংসা করুন—”

“তা কেমন করে সম্ভব স্বামীজি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একথা বলেন নি—তাকে তিনি যুদ্ধ করতে বলেছিলেন—“যুদ্ধ করতে বলেছিলেন—যুদ্ধ জয় করে অসপত্না মহী ভোগ করতে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনে আমাদের কি প্রাণ দিতে বলেন আপনি?”

“তা বলি বই কি, বৃহত্তর দৃষ্টি না হলে একথা অপ্রিয় লাগবে বই কি—অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে প্রাণ দিয়েছেন, সেই মন্ত্রেই অন্তর্বিদ্রোহ প্রশমিত হবে—হিন্দু ও মুসলমান যেদিন সত্যকে উপলব্ধি করবে, সেদিন তাদের এই বিরোধ শেষ হবে—পরস্পরকে হানাহানি করে কল্যাণ পাবে না—”

সরোজ বলিল—“দস্যু আততায়ী—তারা কি প্রেমের মন্ত্রে ভোলে?”

“ভোলে বইকি, আজ গান্ধীর কথা শুধু নয়; এই বাংলাদেশে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ তার পরীক্ষা দিয়ে গেছেন—আমাদের সেই ইতিহাস আপনারা জানেন না—গোবিন্দদাস প্রভু চৈতন্যের সাথে সারা দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করেছিলেন—তার কড়চার থেকে একটা উদাহরণ শুনুন—”

স্বামীজি তখন সুললিত স্বরে কড়চা আবৃত্তি করিল—

"মুরারি গণের ভক্তি দেখিয়া নয়নে,
প্রভাতে যাইতে চাহে চোরা নন্দীবনে
গ্রাম্যলোকে বলে সেথা কিবা প্রয়োজন ?
পাপের আকর হয় চোরা নন্দীবন,
চোরা নন্দীবনে বহু ডাকাতের বাস,
সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ ?
প্রভু বলে যাব মুঞি চোরা নন্দীবন,
চোরা নন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন।
গ্রাম্যলোক বলে, সেথা না যাও সন্ন্যাসী
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি।
বহু চোর, বহু দস্যু থাকে সেইখানে ;
জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে।
প্রভু বলে কিবা মোর লবে দস্যুগণ,
এখনি সেখানে মুঞি করিব গমন।
রামস্বামী বলে—প্রভু চোরা নন্দীবন
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন ?
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ
তোমার বিরহে লোক ত্যাজিবে জীবন।
প্রভু বলে—ভয় নাই কর রামস্বামী
হরি নামে দস্যুগণে মজাইব আমি।

তিনি হরিনাম দিয়ে পাষণ্ড দমন করেছিলেন, আজ প্রেম ও অহিংসা দিয়া আমরা মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে জয় করব—আমাদের মধ্যে যদি প্রেম ও সত্যাগ্রহ জাগে, তবে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা আমাদের হিংসা করতে পারবে না—"

সরোজ দেখিল সুধী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সন্ন্যাসীর কথা অনুভব করিতেছে। সরোজ কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতাকে হজম করিতে পারিতেছিল না সে বলিল "স্বামিজী ! ভারতবর্ষ তার এই ভাব প্রবণতার জন্য সর্ব্বনাশের পথে পা দিয়েছে, —এই মিলনের বাঁশী এখন বাজবে না—বাজান এখন যুদ্ধের তূর্য্য—পাঞ্চজন্য শঙ্খ ফুকারিয়া ডাকুন সমস্ত ক্লৈব্যগ্রস্ত হিন্দুকে—তারা নামুক যুদ্ধের

আসরে, বলহীন আত্মাকে লাভ করে না, আমাদের এই বলের মন্ত্র দিন”

স্বামী ওঙ্কারানন্দ চটিল না। একটি স্নিগ্ধ শান্তিময় বৈদ্যুতিক প্রবাহে সমস্ত পরিবেশ যেন মুগ্ধ। সেই আনন্দের উল্লাসের মধ্যে সরোজ যেন গভীর শক্তির অনুভব করে। নির্ম্মল পরিতৃপ্তিতে ওঙ্কারানন্দের মুখ প্রদীপ্ত স্বামীজি খানিক থামিয়া বলিল—“Egocentric Nationalism and self-sufficiency—এ নিয়ে চলবে না—এটা ব্যাধি; অহঙ্কারের পথে নেই মুক্তির আশা—। হিন্দু গৌরবের পথ নয় ধ্বংস এবং বিনাশে; সে পথ রয়েছে বিশ্বতোমুখী প্রেমের বন্যায়, সে পথ রয়েছে বিশ্বতোমুখী সেবায়, আত্মঘাতী মনুষ্যলোক অন্ধ তমিস্রায় মরে, যদি তারা ঐক্যের বাণী না শোনে। মুক্তির পথ, কল্যাণের পথ, সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ, আত্মদর্শনের পথ—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥
যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

মুসলমানকে তাই মুসলমান হিসাবে দূর করে দিলে আমরা পড়ব পতনের দুরবগাহ গহ্বরে, যে ভারতবর্ষ মুক্ত, স্বাধীন. দৃপ্ত ও দীপ্ত হয়ে জগৎ জন-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, সে ভারতবর্ষ রক্তাক্ত শোণিতলিপ্ত ভারতবর্ষ নয়—সে ভারতবর্ষ-জননী তার দশভুজ দশদিকে প্রসারিত করে সবাইকে সুধার কলস থেকে সুধা পান করতে বলবে—যখন কেউ থাকবে না শত্রু, তখন কার বিনাশের প্রার্থনা করবেন আপনি—”

সুধী বলিল—“আজ বাংলায় যে বিরোধের তাণ্ডব চলেছে, তার জন্য আমরাই দায়ী, রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আমার মনে পড়ে।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

বাংলার মুসলমানেরা ত আমাদের অবিচারেই এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে—এদের যদি আমরা ভালবাসা দিয়ে আপন না করি, তবে শান্তি নেই—”

স্বামী ওঙ্কারানন্দ আনন্দোচ্ছল ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলিল—“হে

মোর দুর্ভাগা দেশ, না আমাদের দুর্ভাগা নয়, দুর্ভাগা আমরাই, তার শতশতকের শক্তিকে আমরা নেই না—আমাদের পিতৃধনকে হারিয়ে আমরা উদাসীন বৈরাগী—এই অমৃত দেশে অমৃতের সন্তানকে পুনরায় ডাক দিতে হবে—অধঃপতনের সমস্ত কালিমা দূর হয়ে যাবে—আমরা উঠব এবং প্রাপ্য বর পুনরায় লাভ করব—সে পথ বিরোধের পথ নয়, সে পথ বলিষ্ঠ আত্মসমর্পণের পথ।”

সরোজ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—“আপনি যে মহৎ দার্শনিক প্রেরণার কথা বলছেন, তা সম্ভব নয় স্বামীজি, ভারতবাসীর রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকান —মুসলিম দাবী ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তর হয়ে উঠছে। হিন্দুরা দাতাকর্ণ হয়ে আত্মসমর্পণ করে কেবল দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। পাকিস্থানের দাবী দশ বৎসরের বেশী নয়—এটাও মুসলিম স্বার্থের জন্য নয়, বৃটিশ স্বার্থের জন্য প্রচারিত হচ্ছে—ভারতবর্ষকে যারা চিরদাসত্বের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে চায়—ওরা একবার হিন্দুদের, আর একবার মুসলমানদের পিঠ চাপড়ায়, এইভাবে তারা চায় তাদের শাসন কায়েমি রাখতে—”

স্বামী ওঙ্কারানন্দ সরোজের দৃঢ় মতবাদ সস্নেহ হাস্যে উড়াইয়া বলিল—“আমি রাজনীতির ধার ধারি না, তার কথা বলতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্মপথিকের আশা ও আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, যে পথ অমৃতের নয়, সে পথ সত্য নয়, শাশ্বত নয়। ভারতবর্ষ তার ভূমার বাণী দিয়ে, তার জীবন্ত দর্শন দিয়ে, তার ত্যাগ ও অহিংসার মন্ত্রে ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সে সমাধান রাজনীতির কূট চালবাজিতে হবে এ বিশ্বাস আমার নেই—”

এমন সময় ছেলেরা আসিয়া বলিল—“সরোজদা, রায় বাহাদুরের দরদালানে আমাদের সভা হচ্ছে—আপনি আসুন—”

“যাচ্ছি—তোরা যা”

সুধী বলিল—“কিসের সভা ?”

“ওরা সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা করবে সেটা বহিরঙ্গ—তার সঙ্গে ওরা চায় আত্মরক্ষার একটি মণ্ডলী গড়তে—ওরা বিশ্বাস হারিয়েছে রাষ্ট্রের উপর, অবশ্য ওদের কাছে আমি অহিংসার বাণী আওড়াই, কিন্তু চোখে যা দেখছি, তাতে সে বাণীর উপর নির্ভর করতে পারিনা।”

স্বামীজি বলিল—“এবার আমরা আসি, কিন্তু এই কথাটাই বলে যাব—

মহাত্মা গান্ধীর মাঝেই ভারতবর্ষের শাশ্বতভাবমূর্ত্তি প্রকট হয়েছে—মনে হবে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, কিন্তু তবু ঐ উন্মাদ ফকির দেবে ভারতের মুক্তিগীতা—"

সরোজ বলিল—"আপনার কাছে যাব আমি, আপনি শঙ্কর মঠেই আছেন ত? আপনার কথা খুব মধুময় মনে হয়, কিন্তু এই মধুবিদ্যা বাস্তব জীবনের নয়, তাই তাকে আর আমরা মানতে পারি না—এই যা দুঃখ—"

স্বামীজি হাসিল। দীপালোকে সেই স্নিগ্ধ হাস্য সৌরভের মত সমস্ত গৃহকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

"শঙ্কর মঠেই আপাততঃ আস্তানা, তবে কতদিনের বলতে পারি না। একটা শ্লোক মনে এল—এটা কঠোপনিষদের—

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥

মানুষ বেঁচে আছে প্রাণে নয়, অপানে নয়, সে বেঁচে আছে এই দুয়ের আশ্রয় এক গুহ্য পদার্থ দিয়ে। তাকে ঋষিরা বলেছেন আত্মা বা ব্রহ্ম—! লোকে সে কথা মানবে না, কিন্তু তাকে না মেনে উপায় নেই—মর্ত্ত্য অমৃত হয় তারই জ্ঞানে, তারই ধ্যানে, তারই আস্বাদনে।"

আট

সুবোধ সেদিন সকাল সকাল কাছারি হইতে ফিরিল।

দাঙ্গার জন্য কাজকর্ম্ম নাই। তাহা ছাড়া নবযৌবনা অনীতার পেলব মুখের আকর্ষণ তাহাকে অজ্ঞাতে টানিতেছিল। বাহিরে যখন জীবন বিপর্য্যস্ত, তখন গৃহে অনীতার আবির্ভাবকে সে পরমানন্দময় বিধাতার কল্যাণতম দান বলিয়া মানিয়া লইল।

ফিরিবার পথে সে আপন মনেই গুণগুণ করিয়া গাহিল :—

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।

সত্যই হৃদয়ে বিপুল তরঙ্গ। সুবোধের হৃদয়-বিহঙ্গ আজ মুখর হইয়া যেন

কুহরণ করে। চঞ্চল আনন্দ তরঙ্গ। সুরহীন গানে তবু যেন ছন্দের লহরী জাগে—

আজিকে এই আকাশ তলে, জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহর ছড়ালে মন মোর।

যে প্রেম সে পায় নাই, একি সেই প্রেমের আবির্ভাব। অনীতা আলোয় আলো হইয়া জীবন আলোকময় করিয়া তুলিয়াছে—সব তাই আজ আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে—যাহা কিছু সবই ভালো লাগিতেছে।

কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়ন জলে
বিরহ আজ মধুর হয়ে, করেছে প্রাণ ভোর।

সুবোধ ভাবিতে বসিল—এই কি ভালবাসা? কিন্তু সে যে বিবাহিত—মনের এই সৎ চিন্তাকে, বিবেকের এই দংশনকে সে থামাইয়া রাখিল; না ইহাতে কিছু অন্যায় নাই। সে শুধু দুঃখতাপিতাকে একটু স্নেহ-সঙ্গ দিতেছে। ইহা নিছক উদারতা—নিছক ভদ্রতা।

বাড়ী ফিরিতেই সে খুসি হইল। অমিতা বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরিচর্য্যার ভার অনীতার উপর।

অনীতা খাবার গুছাইয়া টেবিলে বসিল।

"তুমিও কিছু খাও না?"

"না দিদি এলে একসাথেই খাব—"

সুবোধ খানিক মৌন হইয়া আহারে মনোনিবেশ করিল।

সুবোধ প্রেমের উপন্যাস অনেক পড়িয়াছে। সেখানে জীবন যেন ফুলের মত সৌরভময়। রূপসীর প্রণয় সেখানে সহজে জয় হয়। উপন্যাসের নায়কের মত হৃদ্যতা করিতে তাহার অনেক দিনের সাধ। তাই সে সাহস সঞ্চয় করিয়া আলাপ সহজ করিবার জন্য বলিল—"পড়া হলে কি করবে তুমি?"

"কেন? দশ জনে যা করে, তাই করব। আপনাদের শ্রীচরণ পূজা করব—"

অনীতার স্বর কঠোর ও কর্কশ। সুবোধ অবাক হইয়া যায়।

"না, এটা তোমার ভুল ধারণা, বিয়ে ত ভালবাসার জন্য, এতে শ্রীচরণ পূজার কথা নেই—ভালবাসা যেখানে—"

অনীতা হাসিল, তারপর ইস্পাতের ছুরির মত শাণিত আক্রমণে বলিল—

"ভালবাসা? ভালবাসা আমাদের দেশে কি আছে?"

"কেন! আমাদের দেশে বিবাহিত জীবনে কি কোথাও ভালবাসা নেই?"

"না, এ হল পাতানো সম্বন্ধ—একত্র থাকলে যা ঘটে, কোথাও করি ঝগড়া কোথাও চলে আপোষ কিন্তু—"

"সত্যিকার ভালবাসার উন্মাদনা আমাদের জীবনে নেই।

তাই আমাদের সাহিত্য এমন পঙ্গু, আমাদের দেশের উপন্যাস ও গল্প এমন অবাস্তব, তার না আছে স্বাদ, না আছে মধু—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সেই কথাই ত বলছি আমাদের বিয়ে হয়েছিল অচেনার মাঝে, না জেনে দিয়েছিলাম ঝাঁপ। তোমারা যারা আধুনিক—তারা কেন এমন ভাবে ঝাঁপ দেবে? মকরকেতনের পুষ্পধনু তোমাদের কাছে হার মানবে—তোমরা ভালবাসবে স্বেচ্ছায়—তোমাদের ভালবাসা হবে স্রোতের মত প্রাণের গতিতে উজ্জ্বল—"

অনীতা ক্ষণিক সুবোধের মুখের দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"আপনি বুঝি সাহিত্যিক?"

"না আদৌ নই।" সুবোধ হাসিয়া জবাব দিল—"হওয়ার একটু-আধটু ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি—"

"হলে মন্দ হত না, আপনার স্বাভাবিক প্রতিভা আছে—অনীতা স্মিতহাস্যে জবাব দেয়।

সুবোধের লোভাতুর হৃদয় আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহে। সে হঠাৎ বলিয়া ফেলে "তোমার মত একজন রসিকা ভক্ত পেলে হয়ত হতে পারতাম—"

"কেন? দিদি কি রসিকা নন?"

"বাস্তবের বেশী উল্লেখ ভাল নয়, সমস্ত সত্যই ত আর প্রিয় নয়—"

"বেশ দিদিকে তাহলে বলব তাই—অনীতার চোখে মুখে ক্রূর বিজলীর হাসি।

"তোমার দিদি তা পছন্দ করবেন না?"

"কেন?"

"তার এদিকে রুচি নেই—তিনি প্রেমিকা হতে চান না—তিনি গৃহিণী সেইটেই তার বড় পরিচয়—"

অনীতা এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে—তারপর চঞ্চল হরিণীর মত উজ্জ্বল আনন্দে প্রশ্ন করে—"ভালবাসাকে আপনি কি মনে করেন ?"

"অনীতা, তুমি সত্যই যাদুকরী"—সুবোধের স্বরে গাঢ় আবেগ।

অনীতা আপন অজ্ঞাতেই ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়। বিহ্বল বেদনায় বলে—"এ ত চাটুকারিতা— ?"

"না এটা সাইকো-এনালিসিস্——আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি কিনা।"

অনীতা সে কথার উত্তর না দিয়া প্লেটে খাবার সাজাইয়া আগাইয়া দিল।

সুবোধ খানিকক্ষণ আহারে ব্যস্ত থাকিয়া পরে বলিল—"তুমি বুঝি রাগ করছ ?"

"রাগ ? না—"

সুবোধ বলিল—"আজ আমার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান—"

"কেন ?"

তাহার উত্তর না দিয়া সুবোধ আবৃত্তি করিল :—

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলাম অন্য মনে
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।

অনীতা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার হৃদয়-উপবনে কি সে মাধুরী ফুটেছে—?"

সে কথা এড়াইয়া দিয়া সুবোধ কহিল—"নর ও নারীর প্রেমের কমল যেদিন ফোটে—সেদিন সত্যিই জীবনে আসে দক্ষিণ সমীরণ—"

"এসব প্রেম কবি কল্পনা—"

"কবি-কল্পনাও সত্য হয়, মাধুরী সরোবর কথাটি বাহ্যিক—কিন্তু তবু আসে জীবনে—ক্ষণিকের জন্য এলেও আসে—"

"ওসব কবিত্ব রাখুন, যা ঘটে তা কি জানেন না ?"

"কি ঘটে ?"

"পুরুষের প্রভুত্বের পদতলে নারীর আত্মবিক্রয়—"

"না না, এ হল আত্মায় আত্মায় মিলন—"

"আর কি বলবেন বলুন ?"

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা—তোমার পানে, তোমার পানে—"

অনীতা হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনারা করেন আকর্ষণ, আমরা করি আত্মসমর্পণ, এই ত চলছে চিরন্তন দাসত্বের ইতিহাসে—"

"না ভুল করছ অনীতা"—সুবোধ স্মিতহাস্যে বলে—"ব্যাপারটি ঠিক উল্টা। বিজ্ঞান বলে নারী করে আকর্ষণ আর নর করে সমর্পণ—"

অনীতা বিস্ময়ে অবাক হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলে—"সত্যি?"

"হাঁ, প্রেমের মাঝে নারী সক্রিয় আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়।"

অনীতা এবার গা ঝাড়া দিয়া বলিল—"বলেন কি, সৃষ্টির সর্ব্বত্র পুরুষের আধিপত্য, পুরুষই পরিচালক, নারী পরিচালিত—"

"না এ কথাটি আদৌ সত্য নয়—এগুলি আমাদের শেখা বুলি। সবাই আউড়ে যাই, আর ভাবি সেইটী সত্য, আসলে তা আদৌ সত্য নয়। প্রেমের পথে নারীই চিরদিন অভিযাত্রী, তার প্রাকৃতিক গঠন তাকে এই জৈব প্রকৃতি দিয়েছে—সৃষ্টি করতে তার চাই প্রলোভন,—আমাদের দেশে বিয়েতে আনন্দ নেই কেন জান—কারণ অধিকার করবার পর রাজ্য বজায় রাখবার জন্য মেয়েরা আদৌ চেষ্টা করে না—তাই প্রেম আমাদের বিবাহিত জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে না।"

"দিদিকে আপনার মনের সাধ বলে দেন—তাহলে তিনি বশীকরণের আয়োজন অব্যাহত রাখবেন"—মুখে কাপড় চাপিয়া অনীতা হাসে আর বলে।

সুবোধ গম্ভীর হইয়া বলে—"তুমি হয়ত ভুল করছ—ভালবাসা আর কামনা এক নয়—দুটো আলাদা জিনিষ একেবারে—ভালবাসায় আত্মতৃপ্তির বাসনা থাকে না—সেখানে প্রিয়ের আনন্দে আনন্দ—"

অনীতার মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগিতেছিল, কিন্তু নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচ তাহাতে বাধা দিল। সে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। আকাশে ধূসর মেঘ—সে কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল—"হয়ত এখনই বৃষ্টি পড়বে, কিন্তু দিদির ত দেখা নেই—"

"দিদির জন্য কান্না কেন, আমি ত তোমায় খেয়ে ফেলছি না—"

অনীতা রাগিয়া বলিল—"যান, এসব কি বিশ্রী কথা—"

"কথাকে যদি প্রেম দিয়ে দেখ, তাহলে একে অত্যন্ত সুশ্রী মনে হবে—

এইটুকু রসিকতা সহ্য করতে পার না, অথচ তোমরা রসবিদগ্ধা বলে আত্মগর্ব্ব করে বেড়াও—"

এমন সময় অমিতা বেড়াইয়া ফিরিয়া বলিল—"খেয়েছ—একটু দেরী হয়ে গেল। কি কথা হচ্ছিল তোমাদের ?"

"বলে দেই এবার—" অনীতা স্নিগ্ধ কৌতুকে বলে।

অমিতা অনীতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে—"কি ?"

অনীতা উত্তর করে না।

সুবোধ বলে—"আমি অনীতার সঙ্গে সাইকোলজি আলোচনা করছিলাম—ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম—আমাদের দেশের পরিণয় কেন প্রণয় নয়—"

অমিতা রাগ করিয়া বলিল—"যাও, আর যেন কথা নেই।"

সুবোধ আজ আনন্দরসের আস্বাদ পাইয়াছে। পত্নীর ভ্রূকুটি তাহাকে চমকাইল না, সে বলিল—"কথাটি দূষ্য নয়, অনীতাকে ত জীবনের সেই সঙ্কটময় পথে চলতে হবে, কাজেই ওর জানা উচিত—"

"কি জানা উচিত ?"—অমিতা রাগ করিয়া বলে।

"প্রেম অতীন্দ্রিয় আবেশ—মানুষ তাকে কামনা ও ক্ষুধা বলে ভুল করে। যে প্রেমিক সে আপনাকে নিবেদন করে খুসি—সে চায় না কোনও প্রতিদান। কিন্তু সামাজিক পরিণয়ে প্রতিদিন ঘটছে এর প্রতিবন্ধক। ভালবাসা, ভালবাসা দিয়ে কিনতে হয়, অন্য কোনও মূল্যে তাকে পাওয়া যায় না—কিন্তু আমরা ভালবাসার অনুরাগকে সামাজিক মর্য্যাদা, সুখ, অর্থ প্রভৃতি কত না তুচ্ছ বস্তুর বিনিময়ে কলুষিত করি—"

"হয়েছে পণ্ডিতমশাই—আপনার বক্তৃতা এখন থাক—তোমার পাণ্ডিত্য না শিখেও ও-বেচারী জীবনে পাবে আলো—"

অনীতা রহস্যমধুর স্বরে বলিল—"আমার হয়ত কোনও উপকার হবে না, কিন্তু এ কথা কি তোমার শোনার দরকার নেই দিদি, যাকে সহজে পাই তাকে আমরা কদর করি না, দাদাবাবুর মনের ব্যথা জানা ত তোমার দরকার—"

ব্যগ্র কৌতূহলে অমিতা অনীতার দিকে চাহিল। সে মুখমণ্ডল প্রশান্ত, জ্যোতির্দীপ্ত, তাহাতে কোনও কুটিলতা নাই। অমিতা আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"আমার দরকার নেই—তোর থাকে তুই শোন—"

"তাহলে বুঝলে ত অনীতা, আশা নেই। জীবন চলবে একটানা মরুর মত, বালুময়, রসহীন ও মধুহীন।"

"থাক হয়েছে, জীবনটা রসের আড়ত নয়—ও-সব নভেলিয়ানা রাখ না—যাও বেড়াতে চাও যাও, নয় কাছারি ঘরে যাও, আমরা কিছু খেয়ে নেই—"

"খাও খেতে ত বাধা দিচ্ছি না—"

অমিতা কথা না বলিয়া ঠাকুরকে খাবার আনিতে বলিল—"তোমার খাওয়া হয়েছে অনীতা—"

"বা বেশ ত, দিদির জন্য প্রতীক্ষা করে যে শীর্ণা, তাকে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন—?"

অমিতা এবার হাসিল—"খাওনি—বেশ"

তাহার আত্মাভিমান তৃপ্ত হইল, তাই অমিতা খুসি হইল। সে সুবোধকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"অনূঢ়া মেয়েদের সঙ্গে ভালবাসার কথা আলোচনা গর্হিত, এটাও কি তুমি বুঝতে পারনা—"

"অনূঢ়া—সুবোধ ধীরে ধীরে কথাটি উচ্চারণ করে, বলে,—"সাধারণ মেয়ের সঙ্গে অনীতার তুমি তুলনা করবে এ আমি ভাবি নি—"

অমিতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"ও কিসে অসামান্যা এবং অতুলনীয়া—"

অনীতা হাসিয়া বলে—"আমাকে বাদ দিন—আমি দাম্পত্যকলহের কারণ হতে চাইনে—"

সুবোধ বলে—"এ ত কুৎসিত ইন্দ্রিয়সুখ লালসার কথা নয়। এ আমি বলছি কাজের কথা, প্রত্যেক সুস্থ নর ও নারীর একথা জানা উচিত—আর এসব কথা বেশী করে জানা দরকার তাদের, যারা অনূঢ় এবং অনূঢ়া—"

"কেন?"

"কারণ জ্ঞানই দেয় শক্তি—প্রেমের তত্ত্ব জানলে এরা জীবনকে প্রেমময় করতে পারবে—তাদের বিবাহ হবে না কেবল শরীর সম্বন্ধ—"

"বল, বল, সে হবে অপ্রাকৃত কামগন্ধহীন, প্লেটোনিক—"

অমিতার ভাষণ উষ্মায় বিকৃত ও কর্কশ। সুবোধ অবাক হইয়া বলে—"এত রাগের কথা নয়—তাদের জীবন হবে প্রেমময়—"

অমিতা বলিল—"হাঁ যেমন তোমার সুলতাদির হবে—পাড়ার সকলেই বলছে—সুলতাদি জামানের ওখানে আছে—সেদিন রাত্রের মোটর গাড়িটা জামানের—তুমি ত বলতে চাও—তাদের মিলন পরিপূর্ণ প্রেমের মিলন—এই ত?

অনীতা প্রশ্ন করিল—সুলতাদি কে?

"সে কথা তুমি নাইবা শুনলে"—অমিতা তাহার প্রশ্নকে ও কৌতূহলকে তলাইয়া দেয়। সুলতার কথায় সুবোধের মনে অনেক কথা জাগিল। এ

কয়দিন সরোজের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। সুলতার সংবাদ নেওয়াও ঘটিয়া ওঠে নাই। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সুলতার প্রসঙ্গ তোলা এখন নিরাপদ নয়। তাই সে চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় হরিপদ আসিয়া তাহাকে শঙ্কা হইতে উদ্ধার করিল—"ডাক্তার বাবু এসেছেন—"

সুবোধ উঠিল। যাইবার সময় সে বলিল—"তুমি মিছে-মিছি রাগ করছিলে অমিতা—"

"হযেছে যাও—"

অনীতা হাসিযা বলিল—"মান ভাঙ্গানোর পালা প্রকাশ্যে সুষ্ঠু নয়—"

"এ তোর বাড়াবাড়ি—অনীতা—"

সুবোধ কলহে আর যোগ না দিযা চলিয়া গেল।

"আমায় ক্ষমা করো দিদি—"

অমিতা তাহার কোনই উত্তর দিল না।

নয়

"বিশ্রম্ভালাপ ভঙ্গ হ'ল ত?" সরোজের চরিত্রে ও ভাষণে যেন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। কূর্ম্ম যেন আবরণ খুলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে যাইতেছে। তাহার বুদ্ধি আজ শাসিত, বাক্য আজ প্রোজ্জ্বল, সুবোধ খুসি হইয়া বলিল—"তা একটু হল বৈকি; তবে এটা প্রণয়ের চেয়ে কলহের বলতে পার—কারণ হাজার হোক মেয়েরা ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির—"

"অদ্বৈতবাদের মাঝে দ্বৈতবাদ কেমন করে এল—"

"এসেছে, কারণ আমার এক শ্যালিকা এসেছে, রূপসী, বয়সী—বুঝতে পার তাই ব্যাপার সুবিধার নয়—সে যাক আমি কয়দিন খোঁজ নিতে পারি নি —খবর সব শুনি।"

পথ দিয়া তখন এক বৈরাগীর মত লোক যেন নাচিয়া নাচিয়া অঙ্গ দোলাইয়া গান গাহিয়া চলিতেছিল—

"সহজ পথে উছট্ লাগে, ওরে মন কানা
ও তুই আপনি সহজ না হ'লে, সহজের পথ পাবিনা"

"ব্যাপারটা ঘোলাটে বই কি, পুলিশ এসে একবার সন্ধান নিয়েই চলে গেছে, তারা কিছু করবে বলে মনে হয় না—"

সুবোধ সহসা প্রশ্ন করিল—"কিন্তু যদি রাগ না কর ভাই, তোমার এত গরজ কেন?"

"গরজ—একজন হিন্দু মহিলা—এর জন্যেই আমরা মরতে বসেছি। আমাদের মেয়েদের ওরা জোর করে নিচ্ছে—জোর করে আমাদের মুসলমান করছে—এমনি ভাবে ওদের সংখ্যা বাড়ছে—অথচ আমরা নিশ্চুপ—এইত আমাদের মৃত্যুর কারণ—"

সুবোধ বক্তার গাঢ় ভাবার্দ্র মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এই আর কিছু নয়?"

"আর কি?"

"কেন—এই প্রশ্নটাই আর বুঝলে না—" সুবোধ খিল খিল করিয়া হাসে।

সরোজের চোখে সুলতার ছবি ভাসে। সুলতার বয়স হয়ত ত্রিশের উপর, কিন্তু তাহাকে নবীনা কিশোরীর মত দেখায়—সে আপন তনুলাবণ্য অক্ষুণ্ণ রখিয়াছে। তাহার সেই কাগজী নেবু রঙের শাড়ী—তাহার সেই অপ্সরীর মত অনির্ব্বচনীয় যাদুকারী মোহ—সরোজ বিহ্বল হইয়া সেই কল্পিত ছবির ধ্যান করে। সুলতা সুন্দরী—তাহার সুষমা সরোজকে গ্রাস করিয়াছে। সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়—তাহার গৃহে এই যে বিপুল জন সমাগম —তাহার মূল কথা সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের আত্ম-নিবেদন। তাহার সেই স্নিগ্ধ মধুর মুখমণ্ডল—সেই ভাবালু পুষ্পপল্লবের মত চোখ দুটি—তাহার সেই সুরভি কেশদাম—

সুবোধ তাহার ধ্যানে বাধা দিয়া বলিল—"কি ভাবছ?"

"মিস চৌধুরির কথা"—অজ্ঞাতে ধ্যানমগ্নের গোপন ধ্যান ব্যক্ত হইল।

"তাহলে যা বলেছি—এটা কেবল হিন্দু সমাজের স্বার্থ নয়—এটা প্রেমিকের স্বার্থ—" সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল—"ধর যদি তাই-ই হয়, তাহলে ক্ষতি কি?"

সুবোধ বুঝিল, বন্ধু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাই সে চুপ করিল।

সরোজ সুলতার অন্তর্ধানের পর হইতে এ কয়দিন অতিশয় ব্যস্ত ছিল। সে যথাসাধ্য খোঁজ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। সুবোধের গদি

আঁটা চেয়ারে সে যেন অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই তন্দ্রাতুর চোখে—ক্ষণিকের জন্য স্বপ্ন জাগে।

স্বপ্নে সে দেখে সুলতাকে—হঠাৎ তাহার মনে হইল, কোনও একখানি বইয়ে পড়িয়াছিল শীর্ণাঙ্গী নারীকে গ্রেহাউণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থকে এতদিন অনুধাবন করে নাই। তাহার স্বপ্নচারিণী সুলতা দীর্ঘ-দেহা—যেন ইউক্যালিপটাস গাছের কাণ্ডের মত—ঋজুতা ও চারুতার কি অপূর্ব্ব সন্নিবেশ। সুবোধ বন্ধুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে—"মিস চৌধুরী কি খুবই সুন্দরী—?"

"ওঃ তুমি বুঝি তাকে দেখনি?"

"না"

"শুধু সুন্দরী নয়—প্রতিভাময়ী বিদ্যুল্লেখা—বাঙ্গালীর ঘরে এই ধরণের মেয়ে নেই বলিলেই হয়—চতুরা মধুরা—"

"বাঃ বেশ, ভায়া এবার কবি হবেন দেখছি—"

সরোজ এইবার কৌতুক মাখাইয়া বলিল—"এসব পরে হবে—চল এবার নিলয়ে যাই—"

সুধা-নিলয়।

সরোজের মনে হয়, সুলতার বাসগৃহ সত্যই সুধা-নিলয় ছিল। কিন্তু সেই সুধার আয়তন আজ বিশুষ্ক পাণ্ডুর—জ্যোতিহীন বিবর্ণ আকাশের মত আনন্দহীন। সুবোধ প্রশ্ন করিল—"এ কয়দিনে কি খোঁজ পেয়েছ ভাই?"

সরোজ বলিল—"যে মোটর গাড়ীটা এসেছিল সেটা ডাঃ জামানের এটা নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে—জামানকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু সে কোনও উত্তর দেয় নি।"

"ফোন ধরেছিল?"

"না"

"তাহলে একবার তার ওখানে যাওয়া দরকার—"

"উচিত ত, কিন্তু সে যে ব্যাঘ্র-বিবর—"

"ব্যাঘ্র-বিবর হলেও যেতে হবে—মেজর আচারিয়ার জিপটা চেয়ে নেওনা—"

"যা বলেছ, এ কথাটি আগেই মনে হয় নি—"

উভয় বন্ধু সুধা-নিলয়ে প্রবেশ করিল। সুবোধ ড্রয়ার খুলিয়া চিঠির

তাড়া নিয়া বসিল। নানা ধরণের নানা মানুষের চিঠি—সুলতার বন্ধু ও বান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য—তাহারা নানা জাতির ও বর্ণের এবং নানা দেশের। সরোজের অনুরাগ অহেতুক নহে, তাহা সুবোধ হৃদয়ঙ্গম করিল।

হঠাৎ সুবোধ একখানি চিঠি খুলিয়া বলিল—"শোন ভট্টাচার্য্য—"

"কি ?"

"মজার চিঠি, সুলতার বন্ধু—এক তরুণী লিখেছে"

"পড়"

"সুলতাদি! তোমার চিঠিতে জানলাম তুমি মধুচক্র সৃষ্টি করেছ—কিন্তু এত তৃপ্তির পথ নয়, ভক্ত স্তাবকমণ্ডলীর পূজাতেই প্রকৃতি থামতে পারে না—নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সৃষ্টির তাণ্ডবে কে ডাক দেয় ? প্রকৃতি—কিন্তু সে মধুচক্রের পথ নয়। শ'র নাটক Man and Superman তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ—এ্যান যেমন করে ট্যানারকে বশীভূত করেছিল তা নিশ্চয়ই মনে আছে—বোড়া সাপের মত মরণ ফাঁস পরিয়ে তেমন করেই লাগতে হবে তোমাকে—জানিনা তোমার মন কোন মৌমাছির দিকে ঝুঁকেছে, যাকেই হোক একজনকে বেছে নাও—তারপর দুর্নিবার আবেগে তাকে নিঃশেষে পদানত কর—হও বিজয়িনী—স্পর্দ্ধোদ্ধতা, স্বয়ংসিদ্ধা"

"হয়েছে, আর পড়তে হবে না—"

"কেন ?"

"লেখিকা রিয়ালিষ্ট—সে জানে সত্য, প্রেম বাজে কথা—আসলে চলছে এই দুর্নিবার প্রাকৃতিক আকর্ষণ—অন্ধ নিয়তির অন্ধ ক্রীড়া—আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা তার যূপকাষ্ঠে বলি যাচ্ছি—"

সুবোধ হাসিয়া বলে—"অথচ তুমি সেই ফাঁদেই পড়েছ—"

"না পড়ে উপায় নেই—এটাত আমার ইচ্ছায় নয়—এ হল সেই মূঢ়া প্রাণ—শক্তির খেলা—কিন্তু এ আলোচনা যাক, তুমি কোনও কাজের কথা পাও কিনা দেখ"

"দেখছি কিন্তু তাহলে আজ মকরকেতন তোমার চক্ষুশূল নয়—"

"নয়ই ত—এমন কি সুলতাকে বিয়ে করতেও আমি রাজি—"

"তার জলজ্যান্ত স্বামীকে উপেক্ষা করে—"

যে স্বামীকে সে ত্যাগ করেছে—তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি—?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"হায় বন্ধু, একি শোচনীয় পরাজয়, রোমাঞ্চকর

অদ্ভুত বলতেই হবে—তোমার দুর্জ্জয় ব্রহ্মচর্য্যের দুর্গ যে ভাঙল তাকে একবার দেখতে লোভ হচ্ছে—ভাল কথা, মিস চৌধুরীর ছবি কি নেই এখানে—"

"জানিনা, দেখ খুঁজে, পেলে খবরের কাগজে ছেপে তার সন্ধান করব —সুবোধ চিঠির তাড়া রাখিয়া ড্রয়ার ঘাঁটিতে লাগিল। খানিক পরে অনুসন্ধান সার্থক হইল—সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ইউরেকা ইউরেকা—"

সরোজ ঝুঁকিয়া দেখিল—সুলতার একটি ছোট ফটো। কোনও যুবতী সুন্দরী কি অসুন্দরী, তাহা দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। সরোজের নিকট সুলতার ছবি দিব্যাঙ্গনার দ্যুতি নিয়া আবির্ভূত হইল। তাহার মনে হইল জীবন্ত সুলতার কটাক্ষ যেন সেই ছবিতে ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই দৃষ্টিতে যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত রহস্য—যে রহস্য প্রথম মানবী প্রথম মানবের চোখে জাগাইয়াছিল। সে পুলকিত বিস্ময়ে বলিল—"কেমন চমৎকার নয় কি? ঐ যে কবিতায় বলে—মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল—তেমনই নয় কি?"

"তাহলে একেবারে গোল্লায় গিয়েছ ভট্টাচার্য্য—" সুবোধ কৌতুকোচ্ছসিত স্বরে বলে। সরোজ ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়। সমস্ত প্রেমলীলার রঙ্গিনীর মত যে অনন্যা, যে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন, নয়নের নন্দন, যাহার সংস্পর্শ দেশ, কাল, পাত্র সমস্ত ভুলাইয়া মানুষকে নিঃসীম আনন্দ-সাগরে ডুবায়, তাহার সম্মুখে সুবোধ এমন বিদ্রূপ কিভাবে করে, সরোজ ভাবিয়া পায় না! সরোজ আত্মসংবরণ করিয়া বলে—"এই ছবিটা আমায় দাও, আমি আজই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপবার ব্যবস্থা করব।"

"শুধু বিজ্ঞাপনে ত চলবে না—তুমি ত অশরীরি নিয়ে কাল কাটাতে পারবে না, শরীরির খোঁজ করবার বিশেষ দরকার দেখছি—"

সরোজ উত্তর দিল না—সুবোধ পুনরায় কাগজের তাড়া নিয়া বসিল। সরোজ অন্য ড্রয়ার দেখিতেছিল—কিন্তু সে তাহার ড্রয়ারের মধ্যে সুলতার ছবি রাখিয়া নির্ণিমেষদৃষ্টিতে সুলতার ধ্যান করিতে বসিল। তাহার সমস্ত রক্ত আজ যৌবনের চঞ্চল আবেগে নৃত্য করে—ছায়াময়ীর মাঝে সে পায় বিশ্বের নিভৃততম মাধুর্য্য।

সুবোধ তাড়া হাতে অন্য একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"এটা আরও মজার ভট্টাচার্য্য—"

উত্তর না পাইয়া ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কি করছ ?"

চমকিত হইয়া সরোজ বলিল—"কি বলছ ?"

"এটা শোন, সুলতাদি,—তোমার ডাক্তারের বর্ণনা পড়ে আমি খুসি হয়েছি—তার কাছে তুমি প্রেম-ব্যাধির নিদান পাও এই কামনা করি, ভব-ব্যাধি সারাতে তারা পারবে না, তা বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন—The Doctor's Dilemma পড়েছ ত? বানার্ডশ'র মত আমিও বলতে চাই Private doctors are ignorant licensed murderers. আসলে তোমার কোনও ব্যাধি হয়নি—এই যে উদাস আকুলতা—যে কোনও মহৎ প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণের কামনা—এটা আর কিছু নয় প্রেম। যাক তোমার প্রেমিক এবার ঠিক মুহূর্ত্তে দেখা দিয়েছেন—তবে একটু বোকা—তা আর কি করবে সুলতাদি? বোকাদের নিয়ে আমরা ঘর করি। কিন্তু তুমি যে এমন ছবি আঁকতে পার, আগে তা জানতাম না—তোমার নূতন ডাক্তারের রেখাচিত্র আমার মনে খুব লেগেছে—অতএব বলি শুভস্য শীঘ্রম্।"

সরোজ খুব আনন্দলাভ করিল। সুলতা তাহাকে সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করিয়াছে, ইহাতে তাহার অনুরাগ সুস্পষ্ট। তাহার মুখে লজ্জারুণ আভা জাগিল। নিরুত্তর তাহাকে সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কেমন ভাল লাগল না?"

"না, এসব চিঠিতে আমাদের কি লাভ ভাই—একজন মহিলার অবর্ত্তমানে তার গোপন চিঠিপত্র নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়—"

"নয়ই ত—ভায়া এ যে দরদ্—যাক বাকিগুলির উপর চোখ উল্টে নিচ্ছি। সেগুলি পড়ে তোমার অনুরক্ত হৃদয়ে বেদনা দেব না—"

"বেদনার কথা নয় ভব্যতার কথা—"

সুবোধ হাসিয়া বলে—"যার নাম লঙ্কা তার নাম মরিচ—ঝাল না দিলেও আমরা বুঝতে পারি ভায়া—"

সরোজ উত্তর করিল না।

এমন সময় মোক্ষদা সেখানে আসিল।

মোক্ষদার সুপরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ আজ আর নাই। সুরুচিসম্পন্না প্রভুর অনুপস্থিতি তাহাকে তাহার স্বভাবজ নোংরা পরিবেশের মধ্যে ফিরাইয়া নিয়াছে। সে সরোজের হাতে একখানি চিঠির টুকরা দিল। সরোজ পড়িয়া বলিল—"কোথায় পেলে এটা মোক্ষদা?"

"সেদিন আপনারা চলে গেলে ঝাঁট দিতে পেয়েছিলাম—আপনাকে দেব

বলে বিছানার তলায় রেখেছিলাম—তা এতদিন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বাবু—।"

সুবোধ কৌতূহলী হইয়া বলিল—"কি ?"

সরোজ তাহাকে টুকরাটি দিল—তাহাতে লেখা ছিল—

"Dear Sue,

Yes, I shall come in due time,

—Zaman"

পড়িয়া সুবোধ বলিল :—

"তাহলে সমাধান ত হল—রাত্রের গাড়ী ছিল জামানের—আর সে এসেছে তার প্রমাণ এই চিঠি—অতএব আর বিড়ম্বনা কেন—চল জামানকে ধরতে হবে—তাহলে রহস্য সরল হবে—"

"তুমি যাবে ?"

সুবোধ বলিল—"কেন যাব না ?"

"বিপদ আছে ত—তুমি বিবাহিত—তোমাকে নিয়ে যেতে আমি চাই না—"

"না, না, আচারিয়ার জিপ গাড়ীতে গেলে ভয় নেই—তাছাড়া সব সময় ভয় ভয় করে আমরা ক্লীব হয়ে পড়ছি—বাঁচতে হলে আমাদের অভয়মন্ত্র জপতে হবে—যে মন্ত্র আমাদের পিতৃপিতামহেরা পেয়েছিলেন বহু হাজার বৎসর আগে—"

মোক্ষদা দাঁড়াইয়াছিল, সে সব শুনিয়া বলিল—"বাবু ঐ লোকটি খুব দুষমন, আমার মনে হয়—"

"ওর সঙ্গে বুঝি মাখামাখি ছিল মোক্ষদা ?"

মোক্ষদা জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল—"মায়ের আমার দিলখোলা ভাব—তবে ঐ জামান সাহেব যখন তখন এসে মাকে জ্বালাতন করত—"

সরোজ বলিল—"আচ্ছা হয়েছে—আমরা সব ব্যবস্থা করব—"

মোক্ষদা চলিয়া গেলে সুবোধ বলিল—"কি চিরন্তন ত্রিভুজ—"

সরোজ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—সুবোধ বলিল—"প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমের ক্ষেত্রে—তাই মুষড়ে পড়ছ—এই আর কি—"

সরোজ রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল—"না ভাই সব জিনিষের একটা সীমা আছে—"

"অবশ্য।"

সরোজ প্রসঙ্গান্তর তুলিয়া বলিল—"আচারিয়ার গাড়ী নিয়ে কাল বেলা নয়টায় যেতে চাই—তুমি তাহলে যাবে—?"

"নিশ্চয়ই—কাল রবিবার কোনও অসুবিধা হবে না—"

সরোজ বলিল—"না ঘরে পরামর্শ করে বলবে—?"

"হে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী—প্রেম তোমায় দিয়েছে অমোঘ বীর্য্য—আর আমরা সাথে সাথে গিয়ে পেতে চাই সেই অমৃতের কণিকাস্বাদন—তাতেও আপত্তি— ?"

"আপত্তি নয়—তবে বিপদ আছে ত।"

"আছেই ত—যৌবন কি খাঁচায় বদ্ধ হয়ে থাকবে—সে চায় সাগরগিরি লঙ্ঘন করে দুর্গম অভিযানে যেতে—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"সাবাস—কিন্তু এই নবোল্লাসের হেতু কি— ?"

"প্রেম ভায়া, প্রেম, জান না—আমার এক শিক্ষিতা তরুণী রসিকা শ্যালিকা এসেছেন—কাজেই তোমার মতই আমি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি—"

"নিরাপদে ত ?"

"বলতে পারি না—তবে তিনি উদাসীন হলে দেখে হাসবেন অথবা—"

"অথবা !"

"অথবা চানাচুর বাদাম কিনে খাবেন ?"

সরোজ গম্ভীর হইয়া বলিল "কিন্তু এসব নিয়ে পরিহাস সঙ্গত নয়—

"পরিহাস নয়—তবে ক্ষুরের ধারের মত পথটা বিপজ্জনক—কিন্তু বিপদ আছে বলেই এত ভাল লাগে—আর জানই ত পরকীয়া রস—রসের শিরোমণি—"

সরোজ আশ্বস্ত হইয়া বলে—"তোমার মধ্যে এত ছিল তা ত আমি জানিনি—"

সুবোধ হাসিয়া বলে—"কাকেই বা আমরা সত্যি করে জানি—কয়টি মানুষকে আর বিশ্লেষণ করে দেখেছ ?"

"তা বটে—"

তাহারা বাহির হইবে এমন সময় ত্রিবিক্রম বাবু আসিয়া বলিল—"কি কিছু খোঁজ পেলেন—"

সরোজ সুবোধের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"না একেবারেই কিছুই না।"

"কিন্তু এই মোটরটার খোঁজ করা দরকার—পাড়ায় শুনলাম মোটরটি জামানের—আর ঐ লোকটা বড় খারাপ লোক—"

"মনে করছি তার কাছে একবার খোঁজ নেব—"

"খোঁজ নেবেন, সাবধানে নেবেন—ওরা যা কিছু করতে পারে—"

"হাঁ সাবধানেই যাব—"

ত্রিবিক্রম একটু সন্নিকট হইয়া বলিল—"লোকটি ঘুঘু, প্রায়ই এখানে আসত—আমার মনে হয় ওই-ই মিস চৌধুরীকে গুম করেছে—"

সুবোধ বলিল—"একথা কিন্তু আপনি বলে বেড়াবেন না—"

"রামঃ তাও কি বলি—" দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া হাসিয়া ত্রিবিক্রম আশ্বাস দিল।

বন্ধুদ্বয় কিন্তু আশ্বস্ত না হইয়া যাত্রা সুরু করিয়া বলিল—"আসি নমস্কার।"

দশ

সুবোধ বাসায় ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়া গেছে। তাহার বাসা সদর রাস্তা হইতে একটু দূরে—সেখানে রাস্তার বিজলী আলো পড়ে না। সে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—অনীতা বসিয়া বসিয়া একটী ছবি আঁকিতেছে। সুবোধকে দেখিয়া সে আপন চিত্র ঢাকিয়া ফেলিল।

কৌতুক করিবার জন্য সুবোধ অনীতার হাত টানিয়া ছবি দেখিল। অনীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—"আমায় ছুঁয়ে ফেললেন?"

সুবোধ খানিক অবাক হইয়া বলিল—"কেন কি অন্যায় হল?"

"পরস্ত্রী অস্পৃশ্যা—নয় কি?"

"কিন্তু তুমি ত পরস্ত্রী নও—তুমি যে মধুরা—"

"যান, আমি দিদিকে আপনার নষ্টামির কথা বলে দেব—"

সুবোধ সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া বলিল—"তিনি কোথায়?"

"রান্নাঘরে—নিজেই রান্না করছেন—"

"যাক্ বাঁচা গেল।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ প্রেমালাপ নির্ব্বিঘ্নে চলবে—"

অনীতা ভ্রূকুটি করিয়া বলে—"প্রেমালাপ! বলেন কি?"

"সত্যি বলছি।"

অনীতা হাসিয়া বলিল—"আমাদের বইয়ের একটা কবিতা মনে পড়ল—"

"কি পড়ার—বইয়ের—"

"সে ত অপাঠ্য—কারণ অপাঠ্য কবিতা ছাড়া পাঠ্য হয় না—"

'না মশায়, শুনুন না—ইংরেজী কবিতা এটা, লেখক খুব নামকরা নয়, তবু কবিতাটি ভাল খুব—

অনীতা সুন্দর আবৃত্তি করিল। ইংরেজী উচ্চারণ ও ছন্দ তাহার কণ্ঠে সুন্দর শোনায়—

A woman is a branchy tree
And man a singing wind ;
And from her branches carelessly
He takes what he can find.
Then wind and man go far away,
While winter comes with loneliness
With cold, and rain, and slow decay,
On woman and on tree, till they
Droop to the earth again, and be
A withered woman, a withered tree,
While wind and man woo in the glade
Another tree, another maid.

সুবোধ গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল—"কবিতাটি মন্দ নয়, কার লেখা?"

"জেমস ষ্টীফেন—"

"নাম শুনিনি কিন্তু এত চিরন্তন লীলা—পুরুষ ত এক প্রেমে কখনও সন্তুষ্ট নয়—সে চায় বহুমুখী বহুগামী প্রেম—"

অনীতা হাসিয়া বলে—"আর নারীর হবে একনিষ্ঠ সতীত্ব, এই ত চান আপনারা?"

"না, না, আমি ওসব তর্কের ধূম্রজালে নিজেকে আচ্ছন্ন করতে চাইনে—তার চেয়ে তোমার ছবি দেখি—"

সুবোধের চোখে মুখে অনুরাগের অগ্নিশিখা দীপ্ত হইয়া ওঠে। অনীতা

মনে করে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া যায়। সে ক্ষণিকের অতিথি—এই সুখের সংসারে সে ঝটিকাহত পাখীর মত এক রাত্রির আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। তাই সে যাওয়ার কথা ভাবে না—তার যাওয়ার স্থানও অধিক নাই। এই বিদ্যুৎ-শিহরণ কোন ইঙ্গিত জানায়—সত্যই কি সুবোধ ভালব'সে অথবা ইহা শ্যালিকার সহিত রঙ্গরস?

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলে—"না, না আপনি আমার ছবি দেখবেন না—গোপন—"

"তাহলে ত লোভ আরও বাড়ালে।"

অনীতা শক্ত হইয়া বলে—"না, না এসব আপনার অন্যায় হচ্ছে?"

"কি?"

"শুনলেন না কবিতাটি—

মেয়ে সে শাখাময় বিটপী হায়,
পুরুষ বাতাস তায় গান যে গায়।

সুবোধ তাহার কথায় উত্তর না দিয়া যেন নিজের মনেই বলিল—"আশ্চর্য্য পৃথিবী!"

অনীতা কুটিল ভ্রুভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করে—"কেন?"

সুবোধ তাহার দিকে তাকায় না—সে আপন মনেই যেন বলে—"জীবন এক সমস্যা, মহা সমস্যা—"

ঘুল-ঘুলিতে চড়ুই বাসা করিয়াছিল—সে কেমন করিয়া আজ ভিতরে আসিয়াছিল, সে ঝটপট করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। অনীতা তাহার দিকে সুবোধের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—"সমস্যা বই কি—চড়ুইটা বাসায় কেমন করে ফিরবে তাত সে বুঝতেই পারছে না—"

সুবোধের রাগ হইল—"তুমি উপহাস করছ অনীতা?"

"যদি করি তাতে ক্ষতি কি? আপনিও আমায় নিয়ে রসিকতা করছেন?"

"রসিকতা—না আদৌ নয়—"

"তবে কি বলতে চান, আপনি আমায় শ্রদ্ধা করছেন—"

"শ্রদ্ধার অধিক, অন্তরের নিভৃত আকুতি—"

"না না রায় মহাশয়, শ্যালিকাও এতদূর রসিকতা বরদাস্ত করতে পারে না—"

সুবোধ গম্ভীর হইয়া ওঠে। সে কি আপন প্রমত্ততায় মাত্রা ছাড়াইয়া

ফেলিয়া অপরাধ করিয়া বসিল। সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"এসব বাজে কথা যাক, তোমার ছবি দেখি?"

অনীতাও আপন প্রগল্‌ভতা দমন করিয়া কহিল—"ছবিটা একদম বাজে—"

"স্রষ্টার চেয়ে এখানে দ্রষ্টার মত মূল্যবান।"

সুবোধ ছবিটি দেখিতে বসিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল, অমিতা আসিয়া বলিল—"চা দেব, না ভাত খাবে এখনই?"

সুবোধ বলিল—"অনীতা কেমন সুন্দর ছবি এঁকেছে দেখ না?"

"সে ছবি দেখবার সময় আমার নেই—"

সুবোধ বলিল—"তাহলে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দাও"

অমিতা চলিয়া গেল।

সে কথা কহিল না, সমস্ত ঘরখানি মুখর হইয়া সুবোধকে ধিক্কার দিতে লাগিল—"এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়।" রঙ্গরস কখন পতনের গভীরতম গহ্বরে নিয়া যায় কে জানে। অনীতার মনে কবিতাটি জাগিল—

শুকিয়ে গেছে নারী, শুকালো বনস্পতি,
আজকে তারা চাহে ধূলাতে শেষ গতি।

কিন্তু সুবোধ শুনিতে পাইল না। সাধ্বী পত্নীর প্রেম ত আরাধনার ধন নয়, তাহাকে জয় করিতে হয় নাই, তাই তাহার গভীরতায় উত্তেজনা নাই। কিন্তু প্রেম যেখানে জয় করিতে হয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষ জাগে—সেখানে অসহ উত্তেজনা, দুর্বার উন্মাদনা। সুবোধের হৃদয়ে আজ সেই দুর্দম আকাঙ্খা, কে তাহাকে প্রতিরোধ করিবে?

চড়ুই পাখীটি পুনরায় ঝটফট করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। অমিতার অন্তরের দীর্ঘশ্বাস যেন ঘরকে ধ্বনিমুখর করিয়া তোলে। কিন্তু সুবোধ তাহা শুনিতে পায় না—কারণ তখন সে বাতাসের মত শুষ্ক বনস্পতির শাখাকে ভুলিয়া নব বঁধুকে প্রণয়ের অর্ঘ্য দিতে ব্যস্ত।

ছবিটি রেখাচিত্র—সামান্য পেন্সিলে আঁকা, অথচ শিল্পীর প্রতিভা তাহাতে আপন ছায়া রাখিয়া গিয়াছে। নদী বহিয়া চলিয়াছে—দূরে পাহাড়—নদীর উপর একটি পাখী ডাকিয়া চলিয়াছে। সুবোধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বলিল—"চমৎকার, কিন্তু এর অর্থ কি?"

"শিল্প অর্থ বলে না—সে ব্যঞ্জনা জাগায়—আপনার মনে যে রসলোক জাগছে সেইটাই এর অর্থ—"

সুবোধ উত্তর না দিয়া ছবিতে মনোনিবেশ করিল। সে অবাঞ্ছিত অতিথি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার বর্দ্ধমান নারীচিত্ত এই ধরনের অভিজ্ঞতা আজ পর্য্যন্ত পায় নাই, তাই কতক অনিচ্ছায় আর কতক অজ্ঞাত ইচ্ছায় সে স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে।

অনীতা নারী, যুবতী, সুন্দরী, কিন্তু একথা সত্য, এতদিন সে আপন রূপের প্রভাব অনুভব করে নাই। আজ এই বিস্ময়কর অভিযান তাহাকে রূপের অধিকার ও বেদনা উভয়ই তাহাকে বুঝাইয়া দিল। সে তাহার সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে—কিন্তু এক জন রূপবান্ গুণবান্ বিবাহিত যুবকের ক্ষণিকের সপ্রশংস স্তুতি গ্রহণ করিলে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হইবে না। সুবোধের ভাষণে চাটুতা নাই, তাহাতে আছে অনুরাগীর আনন্দ-মুগ্ধ আবেদন—তাহার কথায় তাহার সর্ব্বদেহে পুলক সঞ্চারিত হয়। মনে হয় যেন মধু বাত বহে, যেন মধুর বিহঙ্গ গান গায়, যেন ফুল ফোটে, যেন নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙ্গে। এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষ—এক অনাস্বাদিত অমৃতরস।

সুবোধের প্রেম-নিবেদন তাহাকে মোহময় করে। সে তাহা পরিগ্রহ করে না, কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে পায় অহেতুক আনন্দ। অমিতা চা পাঠাইয়া দিয়াছে, সুবোধ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—"তুমি এনেছ আমাদের জরদ্গব গৃহে জীবনের স্রোত—"

"এটা আপনার অত্যুক্তি, রায় মহাশয়, দিদি শুনলে নিশ্চই আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন না—"

"তা কেন, তোমরা আধুনিকী—তোমাদের যৌবনের জলতরঙ্গে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে কলধ্বনি জাগায়—আমার গান গাইতে ইচ্ছা করছে কিন্তু বড় দুঃখ আমি গান গাইতে পারি না—"

"হাঁ আরও অনেক কিছু পারেন না—"

"তা ঠিক কবিতা লিখতে পারিনা, তবে—"

"তবে কি?"

"কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, বিশেষতঃ মতিদার কবিতা আমার সব মুখস্থ—"

"কিন্তু আমাদের যদি শুনতে ভাল না লাগে—"

"লাগবেই—শোন—"

"তুমি যদি হতে আমার সত্যিকারের রাণী!
পারতে দিতে খুসি হলে কণ্ঠ হতে মণির মালা,
ভুলে তবে বর্ত্তমানের দুঃখ-কঠোর বাণী,
মালঞ্চেরি হতেম মালী, দিতেম নিতি ফুলের ডালা।"

"হয়েছে, আমি রাণী নই, আমার মালঞ্চের মালীর প্রয়োজন নেই—"

সুবোধ উত্তর না দিয়া আবৃত্তি করিল—

"সাতনরী হার দিতেম গেঁথে, গোপন চোখের জলে,
পরতে গলে পরতে রাণী, হাসতে তুমি মধুর হাসি,
জাগত তখন পুলক ধারা, জাগত বুকের তলে,
বনের পাখী জানত শুধু, তোমায় ভালবাসি।
তুমি যদি হতে আমার সত্যিকারের রাণী!
শিল্পী হতেম তোমার সভায়, নিতেম হাতে রঙের তুলি,
নিতেম জেনে সাধনাতে ছবির গোপন বাণী
যেথায় রঙের কল্পলোকে যেতেম ছুটি সকল ভুলি।"

অনীতা এবার হাসিয়া বলিল—"রসশিল্পীকে অবশ্য আমি আদর করি, কিন্তু আপনি সাতজন্ম তপস্যা করলেও শিল্পী হতে পারবেন না—"

"কেন?"

"কারণ রসবোধ বিধাতৃদত্ত শক্তি—"

"অর্থাৎ আমি বেরসিক—থাক এ কবিতাটি চমৎকার, এর শেষটা শোন লক্ষ্মী!"

"দিতেম আঁকি ছবি খানি, সকল ছবির সেরা,
রংমহলে রাখতে তুমি, চাইতে কভু করুণ চাউনি,
শুনে বুকে জাগত প্রীতি, গোপনতায় ঘেরা,
ভালবাসার রংমশালে পুড়ত আমার পুড়ত ছাউনি—"

"কিন্তু এখানে কবি অসংলগ্ন বলে মনে হয়—"

"কাব্য পড়তে হয় দরদ দিয়ে, শুনতে হয় সরস হয়ে—

"তুমি যদি হতে আমার সত্যিকারের রাণী!
আমি হতেম সভাকবি তোমার রাজসভার কবি।
ছন্দে গানে রসের থালা, নিত্য দিতেম আনি,
মনে তোমার জাগত পুলক, মুখে জ্যোতি-রঙীন ছবি।

যদি কভু হাসতে চেয়ে বৈতালিকের পানে,
তৃপ্তি তোমার জানাতে হায়, কাজল-পরা নয়ন মেলে
উঠত পরাণ উঠত নাচি, উঠত গানে গানে,
ডুবে যেতেম প্রেমের রসে, ভেসে যেতাম সকল ফেলে।"

"আমার চোখে কাজল নেই দাদাবাবু, কিন্তু আমি হাসিমুখে চাইছি, তাইতে যদি আপনি কৃতার্থ হন।"

"হাসি-ভরা চাউনি হবে ভালবাসার, কৌতুকের আর ব্যঙ্গের নয় অনীতা—"

"ওঃ তাহলে নাচার"—

সুবোধ আবার আবৃত্তি করে :—

"তুমি যদি হতে আমার, সত্যি কারের রাণী!
তোমার গুণিসভায় আমি হতেম সখি! হতেম নায়ক,
ছন্দ-লয়ের সুরের তালের মর্ম্মকথা জানি
নিশীথরাতের জ্যোৎস্নালোকে জলসা গানের হতেম গায়ক।
বীণার তারে বন্দনা তোর যেতেম গেয়ে গেয়ে,
আধেক ফোটা আধ অফোটা সুরের ফুলের দিতেম তোড়া,
চন্দ্রগৌর তোমার মুখের পানেই চেয়ে চেয়ে
অলক্ষিতে প্রাণের সুরে প্রাণের সুরই হত জোড়া।

"অসম্ভব রায় মহাশয়—প্রাণের সুর যখন জুড়ে গেছে, তখন এ ব্যর্থ হাহুতাশ আদৌ শোভন নয়—"

"তোমার বুদ্ধি খড়্গের মত কাটে, কিন্তু তবু তুমি একে বুঝবে না, বুঝতে পারবে না—"

"কেন"

"মানুষের আশা ও প্রেম অনন্ত—সীমার বাঁধন তাকে বাঁধে না—"

"তাই তাকে অপথে কুপথে পাঠাতে হবে—"

"না না, তুমি এটা উপহাস করছ অনীতা, তোমার প্রতিভা, তোমার বুদ্ধিকে অপমান করোনা—কোনটাই যথেষ্ট নয়। প্রাপ্তি শেষ হয় না—অনন্ত সম্ভাবনা—হৃদয়ের গভীরতম প্রেম, অন্তরের সর্ব্বোচ্চ উদ্যম, সব ছাড়িয়ে, সব পেরিয়ে চলেছে মানুষের আশা নিঃসীম নীল আকাশে—চিরন্তন যাত্রী—আমরা মরতে পারি, মরব, কিন্তু এই আশা অনির্ব্বাণ—

জন্ম থেকে জাগবে নূতন আশার বাণী, নূতন কামনার বহ্নি—নব আকূতির দ্যোতনা—'

"থাক হয়েছে, রাত হল খেতে চলুন—"

"যাব—মোটে ত সাড়ে নয়টা—এই যে ক্ষণ, এ কি আর ফিরবে, কাল-সমুদ্রের তরঙ্গদোলা নিত্য দিন বইবে, কিন্তু তার বালুতীরে আজ এই অন্ধকার রাত্রি—আমরা দুজন—এমন একটা মিলন, কত লক্ষ কোটি পরার্দ্ধ যুগে ঘটবে কে জানে?"

"কিন্তু নাইবা ঘটল, তার জন্য দুঃখ কিসের?"

"দুঃখ করিনা ভবিষ্যতের জন্যে, কিন্তু বর্ত্তমানকে ছাড়তে পারি না, কল্পনার চেয়ে কত সুন্দরতম এই ক্ষণটি—হাঁ কাল হয়ত এই রাত্রি থাকবে না—তুমি হয়ত নব প্রিয়ের হাতে হাত মিলাবে—কিন্তু আজিকার এই অনুভূতি—তা রবে শাশ্বত সঞ্চয়—"

অনীতা তাহার ভৎর্সনাকে সংহত করিয়া বলিল—"থামুন নিশ্চয়ই এটা পাগলামি হয়েছে—আর দিদি যদি আসেন—"

সুবোধ খানিক থামিয়া প্রশ্ন করিল—"আমায় ক্ষমা করো, আমি বোধ হয় তোমায় বিরক্ত করছি—"

"বিরক্তি নয় সুবোধ দা—"

"তবে—?"

কিন্তু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আহারের আহ্বান আসিল।

আহারের টেবিলে অমিতা বলিল—"অনীতা কালই যাবে—"

সুবোধ মুখ গুঁজিয়া খাইতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—"কেন?"

"যাওয়ার ওর ইচ্ছে বলেই যাবে—"

"কিন্তু এই গুণ্ডামির মধ্যে যেতে চাইলেও আমরা যেতে দিতে পারি কি?"

অমিতা বলিল—"গুণ্ডামির মধ্যেই সব কাজ চলছে—কত লোক ত যাচ্ছে—"

"না, অনীতা তা হয় না, তোমায় আমরা এ বিপদের মধ্যে যেতে দিতে পারি না—"

অনীতা কথা কহিল না, নীরবে মুখ নীচু করিয়া রহিল।

সুবোধ বলিল—"ভাবছ, বুঝি দাম্পত্য কলহ হবে—কি বল?"

অনীতা বলিল—"তাই ঠিক দাদাবাবু, আমি কালই যাব, ঝড়ের রাতের পাখী ঝড় উঠাতে চায় না।"

"কিন্তু এ হেঁয়ালির অর্থ আমি বুঝতে চাই না, তুমি কিছু বুঝেছ ?"

অমিতা স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিল না— ।

অনীতা বলিল—"সব জিনিষ কেন জানতে চান ? জীবনে সবই কি বোঝা যায় ?"

অমিতা বলিল— 'থাক অনীতা, তুমি হেঁয়ালী রচনা কর না ।"

"না আর করব না দিদি !"

সুবোধ সব বুঝিল না—অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনীতা আর কথা বলিল না—নীরবে ভোজন করিয়া চলিল।

সুবোধ অমিতার দিকে চাহিয়া বলিল—"এ তোমার উচিত নয় অমিতা, অনীতা ত কচি খুকি নয়—"

"নয়ই ত ! অমিতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। "কিন্তু তুমি তিলকে তাল করে তুলছ কেন ?"

"সে সৌজন্যের খাতিরে—গৃহাগত আত্মীয়কে সন্মান করা ভদ্র সমাজের রীতি—"

"কিন্তু তোমার বেশী দরদ দেখাতে হবে না—সে আমারই বোন।"

সুবোধ অনীতার লজ্জারুণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার বোন বলেই ত আমার এত দরদ—"

"হয়েছে বাক্য-বাগীশ—উপহাস আর ব্যঙ্গ সব সময় উপহাস নয়।"

অনীতা এবার উঠিয়া বলিল—"এই কথাটাই জীবনে মনে রাখবেন দাদাবাবু, উপহাস হয়ত উপহাসই নয়—"

অনীতা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

স্বামী ও স্ত্রী নীরবে বসিয়া রহিল।

সুবোধ ভাবিতে বসিল—কোথাও কিছু গোল হইয়াছে। প্রগল্‌ভতা বোধ হয় অমিতার মনে সন্দেহের বীজ ঢুকাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য অমিতার এই রূঢ় অভদ্রাচরণ কোন ভাবেই সঙ্গত নয়।

সুবোধ কথা না বলিয়া শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

সে প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অমিতা তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল—"ঘুমিয়ে পড়েছ ?"

"'না কেন ?"

"না রাগ করোনা—অনীতা আমার বোন নয়—"

সুবোধ উঠিয়া বসিল—"বোন নয়, তুমি উপহাস করছ ?"

"না আদৌ নয়"

"তবে ?"

"অনীতার আসল নাম লায়লা—ওপাড়ার মুসলমান মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকত, সেদিন রাত্রে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে এসেছিল।"

"আমায় এতদিন বলনি কেন ?"

'এ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চাইনি আমি—কিন্তু ওকে আর রাখা উচিত নয়, কি বল ?"

সুবোধ বলিল—"নয়ই, কিন্তু ও যাচ্ছেনা কেন ? শেষে আবার ফ্যাসাদে না পড়ি—"

"তা জানি না।"

"ওর খোঁজ খবর কিছু নিয়েছ ?"

"না, দরকার কি ? মেয়ে মানুষ আশ্রয় চেয়েছে, ভেবেছিলাম পর দিন সকালেই যাবে, কিন্তু ও ultra-modern, অভিনয়ে আমাকে ও চমক দিয়ে দিয়েছে—"

"কিন্তু সত্যই ত মুসলমান—?"

অমিতা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"সে সন্দেহ করছ কেন ?"

"ও তোমার সুলতাদি নয়ত ?"

অমিতা হাসিয়া বলিল—"না, আমি সুলতাদিকে চিনি—"

"ওর এ যায়গায় থাকা ঠিক নয়, যে রকম ঘনিষ্ঠতা করে তুলছে, সেটাও দোষের নয় কি ?"

মুসলমান জানিয়া সুবোধের সমস্ত অনুরাগ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—' নিশ্চয়, ও তোমার বোন নয় জানলে আমি কি এতটা মাথামাথি করি—তুমি আমার—"

অমিতা বলিল—"থাক, ঘৃত আর আগুন বিশ্বাসের নয় একথা ত জান ?"

"তুমি আমায় তাহলে বিশ্বাস করতে পার না অমিতা ?"

অমিতা কথা কহে না—স্বামীর চুলে হাত বুলায়—বুকের উপর হেলিয়া বলে—"অবিশ্বাস করতে পারি কি ? তবু—"

"সাবধানের মার নেই—এই ত— ?"

"তা বই কি"

সুবোধ পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলে—"বেশ করেছ, ও চলে গেলেই ভাল, শেষে আবার একটা মামলা মোকদ্দমায় পড়ে যাব—"

অমিতা নির্ভর আলিঙ্গনের মধ্যে খুসি হইয়া ওঠে, প্রশ্ন করে—"তুমি ওকে ভাল বেসেছ ?"

সুবোধ উত্তর দেয় না—তরুণী পত্নীর সুরক্ত ওষ্ঠাধরে আদরের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দেয়।

অমিতা তথাপি নাছোড়বান্দা, বলে—"সত্য বল না ?"

'হাঁ শ্যালিকার মত ভাল বেসেছিলাম—'

'আর কিছু নয়—?'

সুবোধ রাগ করিয়া বলে—'আর কি, অবশ্য লেখাপড়া জানে, চমৎকার কথা কইতে পারে, তার জন্য একটু শ্রদ্ধার ভাব ছিল বই কি ?'

'থাক, আমি অন্য ভেবেছিলাম—আমায় ক্ষমা কর ?'

বলিষ্ঠ স্বামীর আলিঙ্গনে অমিতা সে প্রশ্নের উত্তর পায়।

নীরব পৃথিবী।

বাহিরে বিজলী বাতি জ্বলে—তাহার পাশে একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তাহার শাখাগুলি বাতাসে দোলে আর এক একবার বাতিটিকে ঢাকিয়া ফেলে। যখন আলো আসে তখন সুবোধের দ্বিতলের শয়ন কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সেই আলোকে স্বামীর শান্ত সুগম্ভীর মুখ দেখিয়া অমিতা শান্তি লাভ করে।

কিন্তু সুবোধ সে শান্তি পায় না। সত্যই লায়লাকে সে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে। একথা নিজের কাছে বলিতেও সে সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু যাহা সত্য তাহাকে অস্বীকার করিলেই সে ত নিভিয়া যায় না।

সুবোধ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে।

অন্ধকার জগতে একি সুতীব্র বেদন। বন্য ঘুঘুর আস্ফালনের মত শব্দ যেন কানে আসে অথবা বাহিরে কি বৃষ্টি পড়ে? কদম্বগন্ধ যেন বাহিয়া আসে। সুবোধ অভিসারে চলে। মেঘমেদুর অম্বর—অনীতাকে আজ কে সঙ্কেত-কুঞ্জে নেবে? তমাল বনবীথি ডাকে। সুবোধ যেন বাহির হইয়া পড়ে।

তন্দ্রালস চোখে সে দেখে অনীতার হীরকোজ্জ্বল চোখ—তারপর তাহাকে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরে। অনীতা ঘুম হইতে জাগিয়া প্রশ্ন করে—কে?

সুবোধ বলে—"আমি প্রিয়, আমি"

আনন্দে তাহার নয়নপল্লব মুদিয়া আসে। সুবোধ অজস্র চুম্বনের ধারায় তাহাকে বিব্রত ও চঞ্চল করিয়া তোলে।

উপরে যেন লক্ষচন্দ্রের আলো ঠিকরিয়া পড়িতেছে—তাহার তলে তাহারা দুইজন—প্রিয় ও প্রিয়া।

নিঃশব্দ কাল ছন্দের তালে চলে। অদৃশ্য দেশ যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে ঘুমায় তাহার মাঝে তাহারা দুইজন—চিরকালের লায়লা ও মজনু।

তাহারা নির্ভীক।

জীবনের পথে তাহারা চলে নিঃশঙ্ক—প্রেম তাহাদের দিয়াছে বীর্য, ও বিশ্বাস।

লায়লা যেন প্রশ্ন করে—তুমি আমায় ভালবাস?

"ভালবাসা ত তুচ্ছ—আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, পূজা করি, ধ্যান করি, —তুমি আমার সাধনার সম্পদ, আমার কামনার ধন—"

তাহার কণ্ঠ মুখর হইয়া ওঠে—তাহার হৃদয় গলিয়া ওঠে।

"কিন্তু?"

"কি?"

"তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?"

"তোমায় করব আমার ধ্যানের লক্ষ্মী—আমার অন্তরের মহিমাময়ী সম্রাজ্ঞী—"

আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলে।

সপ্তর্ষির লাঙ্গুলে যেন হীরক জ্বলে। কাশ্যপ নক্ষত্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহে।

এই নিঃশব্দ কালের প্রহরী কি কথা বলে?

চিরকালের নায়ক নায়িকা, চিরযুগের প্রেমিক প্রেমিকা নক্ষত্রের অক্ষরে তাহা পড়িতে চায়।

রহস্যসঙ্কেত?—না, বুদ্ধি ফিরিয়া আসে—কি তাহাদের গোপন বাণী কে জানে?

সুবোধ বলে—"অনীতা?"

লায়লা বলে—"আমায় লায়লা বল"

"লায়লা"

"তুমি আমায় ঘৃণা কর না?"

"না"

"আমার ধর্ম্ম, আমার সংস্কৃতি—সে যে ভিন্ন, সে ত তোমার নয়—"

সুবোধ চুপ করে।

"উত্তর দাও"

"প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী—সে মানে না জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, ভাষা, রাষ্ট্র—"

লায়লা তাহার উত্তপ্ত বক্ষ লইয়া সুবোধকে যেন চাপিয়া ধরে। তার পর পরিতৃপ্তির উন্মাদনায় বলে—"সত্যি" ?

"এত ভালবাসা নয়—এ যে অতীন্দ্রিয়, এ যে মর্ম্মের পরম মর্ম্ম, এ যে ধর্ম্মের ধর্ম্ম—এ যে বিশ্বের শক্তি—জ্বলন্ত আনুরক্তি—"

রাত্রির অন্ধকার তাহাদের যেন ঢাকিয়া ফেলে।

অবসন্ন নিদ্রায় যেন উভয়ে ঢলিয়া পড়ে।

হঠাৎ চোখে জাগে প্রভাতের রক্ত রশ্মি। সেই রূপময়ী উষা, যাহা প্রত্যহ আনে মর্ত্ত্যে অমৃতের স্বপ্ন—মৃত্যু হইতে যাহা প্রত্যহ দেয় নব জন্ম।

সুবোধ জাগিয়া বলে—"লায়লা"

"মজনু"

"বিদায়ের সময় যে এল, বিচ্ছেদের অনলে কি করবে ?"

"আমি মরব—"

লায়লা বলে—"মজনু, এ স্বপ্ন না সত্য ?"

সুবোধ ঘুম-ঘোরে উত্তর দেয়—"এ কি স্বর্গ নয় ? এ কি অনন্ত মুক্তি নয় ?"

"আমি তোমায় ভালবাসি—"

"তা আর বলতে ? সে জানি যে দিন তুমি এলে—সে দিন নিয়ে এলে বসন্তের মলয়, পারিজাত কিশলয়—"

"কিন্তু মজনু ?"

"কি লায়লা !"

কিন্তু স্বপ্ন কাটিয়া গেল। সুবোধ ধড়মড় করিয়া উঠিল—আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে, সুরেশ্বর ডাকিতেছে—'বাবা, বাবা—"

স্বপ্নের জগৎ আর বাস্তব জগৎ এক নয়। তাহার মনে পড়িল আজই সরোজের সঙ্গে তাহাকে জামানের ওখানে যাইতে হইবে। সে সুরেশ্বরকে কোলে করিয়া বলিল—"কি বাবা ?"

"বাবা, মাসী কাঁদছে ?"

"কাঁদছে ?"

"হাঁ আমি বললাম ,মাসী গান কর, মাসী গান না করে কাঁদল—"

"আচ্ছা আমি ধমকে দেব—"

প্রাতরাশের টেবিলে সুবোধ কাহারও দেখা পাইল না। অমিতা বা অনীতা কোথায়, তাহা খোঁজ করিতে তাহার সুযোগ হইল না। সে চা পান শেষ করিয়া যখন উঠিবে, তখন অনীতা আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু! আমি আজ যাচ্ছি—"

"কখন ?"

"এখনই"

"কিন্তু কোথায় যাবে লায়লা ?"

"ও: আপনি সব জেনেছেন—"

"জেনেছি, তোমার দিদি বলেছেন—"

"তাহলে আমার থাকা ঠিক নয়, তা ত বোঝেন—?"

"তোমার বাড়ী কোথায় লায়লা ?"

"দুঃখের ইতিহাস নাইবা শুনলেন—"

"কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, তোমার বাড়ী ?"

"আমার বাড়ী নেই দাদাবাবু!"

এমন সময় অমিতা আসিল। সুবোধ প্রশ্ন করিল—"তবে কোথায় যাবে ?"

"তা ভাবিনি—"

"কিন্তু এখনত আমার সময় নেই তোমার সব কথা শোনার, শুনছ অমিতা! লায়লার বাড়ী নেই—ও তাহলে কয়েক দিন থাক, কি বল ?—আমায় আবার বার হতেই হবে—"

অমিতা কাল তাহার পত্নীর গৌরব ও অধিকার ভাল করিয়া পাইয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক সৌজন্য ও অনুকম্পা ফিরিয়া আসিল—"আমি ত তা জানিনি বোন ?"

"তোমার ত কোনও দোষ নেই দিদি, তুমি সত্যই বোনের মত ভালবাস—"

"তাই যদি তোমার সত্য কথা হয়, তবে দিদির আদেশ মানতে হবে, তোমার কয়দিন যাওয়া হবে না।"

সুবোধ নিষ্কৃতি পাইল। সে সহাস্যে একবার পত্নীর দিকে আর একবার লায়লার দিকে তাকাইয়া বলিল—"তাহলে তাই ঠিক হল অনীতা—"

অনীতা কথা কহিল না।

অমিতা গৃহিণীর গুরু গম্ভীর ভাষণে বলিল—"সে কথা আর বলতে—"

"তুমি যাও—বাইরে সরোজ ডাক্তারের গলা শুনছি—"

সুবোধ অনীতার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অবসর মত তোমার কথা শুনব—তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে নিজের বাড়ীর মত থাক—"

অমিতা ভাবিয়াছিল এক, ঘটিল অন্য। ইহাই ভবিতব্যতা—ইহাই নির্বন্ধ—ইহাই নিয়তি।

এগার

ডাঃ জামানের ড্রয়িং রুম—সুন্দর ও সুদৃশ্য। দেওয়ালে কিছু ছবি টানানো আছে—মাঝে ফুলদানীতে সজ্জিত ফুল সৌরভ ছড়াইতেছে। মজলিসে জামানের অনেক বন্ধু আসিয়াছে—তাহাদের সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু জামান বাংলা ভাল বলিতে পারে না এবং যাহা পারে তাহাও বলে না। উর্দ্দুতে তাহাদের আলাপ চলিতেছিল। জামান বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিল—"মুসলিম সংঘকে শক্ত হতে হবে, দুনিয়াটা কার বশ? তোমরা বলবে টাকার বশ—এটা আধা সত্য। দুনিয়া জবরদস্তির বশ। দুনিয়াতে জবরদস্ত হতে হবে। যাকে ওরা বলে Efficiency."

একজন উকিল-বন্ধু বলিল—"পাকিস্থানের সভায় আপনাকে সভাপতি করা হয়েছে, আপনি পাকিস্থানের কথা বলবেন।"

"আরে তা'ত বলব—" জামান হাসে—"কিন্তু পাকিস্থান ত হাওয়ায় আসবে না—তার জন্য চাই বুদ্ধি—তার জন্য চাই জাগতিক বিদ্যা—চাই Efficiency."

মৌলভী বলিল—"শোভনাল্লা, আপনি মুসলিম ধর্ম্মের দিকে ত যাচ্ছেন না—?"

"ধর্ম্ম—ওসব ক্যাসাদের কথা। আমি জানি শক্তির কেতাব, দুনিয়ায় দুজাত আছে, এক জবরদস্ত আর এক বোকা—জবরদস্ত যায়গা করে নেবে আর বোকা দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খাবে—তার ধর্ম্ম যাই হোক—পাকিস্থান তারাই নেবে যারাই জবরদস্ত—আমি এই জবরদস্তির জয়গান করব—"

ডাঃ জামান প্রসন্নচিত্তে তাহার ভক্তমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পাঞ্জাবের এক অখ্যাত যুবক বাংলার মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রীতির সুযোগে আজ আশাতীত সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সে একজন নেতা, মুসলমান বন্ধুরা তাহার কথায় নাচে। সে নিজের অবাধ শক্তির মোহে বিভ্রান্ত ও মোহান্ধ হইয়া ওঠে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাহার বুদ্ধিতে কোনও আলো দেয় না। ডাঃ জামান বর্ত্তমানের কালস্রোতকে ডুবাইয়া অতীত বর্ব্বরতার পানে চাহে—অবশ্য তাহাকে সমর্থন করিয়া অতীতের বুলিকে শুধু আশ্রয় করে না, বর্ত্তমানের বুলিকেও কাজে লাগায়। কিন্তু তাহার নিদ্রিত মনে মাঝে মাঝে বেদনা জাগে—সভ্যতার যে সুন্দর আহ্বান তাহার মগ্ন চৈতন্যে আঘাত করে, তাহাকে সে একেবারে এড়াইতে পারে না।

সভ্যতা অভ্যুদয়ের সোপান। কিন্তু ডাঃ জামান যে ধর্ম্মান্ধতা প্রচার করে, তাহাই কি অভ্যুদয়ের দিকে লইবে? সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে সভ্য ও ভব্য মানুষ। কিন্তু তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল, উকিল ফজলুর রহমান বলিল—"যা বলেছেন, আমরা তার জন্য তৈরি হচ্ছি, আমরা শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর কথা আদৌ শুনব না—আমরা জানি লড়াই, জানি পৃথিবীকে জয় করতে হলে মায়াকান্না কাঁদলে চলবে না—হতে হবে নৃশংস, হতে হবে বর্ব্বর, হতে হবে উন্মাদ—"

মৌলভী বলিল—"তার যথেষ্ট আয়োজন হয়েছে—সেবার মুসলমান এসেছিল পশ্চিম থেকে তার বিজয় বাহিনী নিয়ে—সারা হিন্দুস্থান তার পদানত হয়েছিল—এবার চলবে অভিযান পূব থেকে।"

ডাঃ জামান মৌলভীর দিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিল। মৌলভী লজ্জিত না হইয়া বলিল—"না জনাব, এখন কেবল মুখের কথা নয়, আমাদের আয়োজন চলছে বিরাট, আমরা জবরদস্তির জয় দেখাবই দেখাব—"

ফজলুর রহমান বলিল—"একদিন ইসলাম ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থান জয় করেছিল—বৃটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষ তাই ইসলামকেই নিতে হবে—তার জন্য আমরা প্রাণপণ লড়ব—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হিন্দুদের সঙ্গেই।"

পাশে একটি ছাত্র চুপ করিয়া বসিয়াছিল—"হাঁ হিন্দুরা বোকা, চিরদিন ধর্ম্ম আর নীতির প্রশ্ন নিয়ে ওরা মরেছে। বৃটিশের সঙ্গে ওরা এতকাল লড়াই করে যে ফল পেল, আমরা ছেলের হাতের মোয়ার মতন তা কেড়েই

নেব। ডাঃ জামানের সংস্কৃতি-সম্ভ্রান্ত মন ক্ষুব্ধ হয়, সে বলিয়া ওঠে—
"কিন্তু—"

ছেলেটি বাধা দিয়া বলে—"না এতে কিন্তু নেই, প্রেমে আর রণে অন্যায় কিছু নেই—সব রকমে ওদের কাবু করতে হবে—অর্থনৈতিক যুদ্ধে, শারীরিক, মানসিক ও রাজনৈতিক রণে—এখানে আমরা কোনও দিনই সঙ্কোচ নিয়ে কাজ করিনি, আজও করব না।"

মৌলভীর চোখ দুটি প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। আগুনের ফুলকি বাহির হইয়া আসে। "পাকিস্থান—বাংলায় পাকিস্থান করতে এক মাসের বেশী সময় লাগবে না—একবার আমরা বার হয়ে পড়ব—তখন সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। আর তাছাড়া ভবিষ্যৎ ভারতের মঙ্গলের জন্য ইসলামই সেরা ধর্ম্ম—ছত্রিশ-জাতে ভাঙ্গা হিন্দু সমাজের পঙ্গুতা নিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দাঁড়াতে পারে না; —ভারতবর্ষকে দাঁড়াতে হবে ইসলামেরই বলদৃপ্ত ঐক্যের উপর—একহাতে কোরাণ অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম চলেছিল অতীতে—আজও চলবে। মৌলভী যেন বক্তৃতার উন্মাদনায় মাতিয়া ওঠে। ডাঃ জামান চুপ করিয়া যায়। কয়েকদিন আগেই গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে একটি বই সে পড়িয়াছিল। মানুষের বিশ্বজনীন রূপ—সক্রেটিস তার দিব্য কল্পনায় অনুভব করেছিলেন। মানুষের শ্রেয় তার ব্যক্তির মঙ্গল নয়, তার বিশ্বসত্তার কল্যাণ। জ্ঞানই পুণ্য। পুণ্যকে যদি জানি, তবে আর অন্যায় ও অকল্যাণ আমাদের বিভ্রান্ত করিতে পারে না। ডাঃ জামান অস্বস্তি অনুভব করে। সক্রেটিসের বাণী তাহাদের মনে বেদনা দেয়—মানুষের ব্যক্তি জীবনকে বিশ্বজনীন জীবনের সঙ্গে মিলানোর মধ্যেই আছে মানুষের চরম কল্যাণ। এই যে অন্তর্বিদ্রোহের পরিকল্পনা তাহা সেই দার্শনিকতার মূলোৎপাটন করে।

কিন্তু নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষ ভুলিতে পারে না। ডাঃ জামান তাহার মহৎ প্রেরণাকে ছাপাইয়া পুনরায় অনুচরগণের কথার দিকে মনোনিবেশ করিল। সঙ্গে একজন ডাক্তার ছিল। ডাক্তারের পসার যথেষ্ট—তাহার রোগীরা অনেকেই হিন্দু। সে তাই এই বিরোধের আয়োজন মনে মনে সমর্থন করে না। সে প্রশ্ন করে—"ডাঃ জামান, এটা সম্ভব নয়, হিন্দুস্থান থেকে আমরা কোনও দিন হিন্দুকে নির্ব্বংশ করতে পারব না, কাজেই এই নিষ্ঠুরতার পথ সত্য নয়—আমাদের বার করতে হবে একটা মিলনের পথ—" ছোকরাটি এই-বার প্রশ্ন করিল—"আপনি লীগের না ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম?" তাহার চোখে

বহ্নি-শিখা। ডাক্তার সভয়ে বলিল—"আমি মুসলিম লীগের, কিন্তু লীগের এই অন্যায়কে আদৌ সমর্থন করি না—অমঙ্গলের পথে কোনও দিন মঙ্গল আসে না। অত্যাচার করে বিজয় হয় না, তাই যখন ভারতবর্ষে মোসলেম রাজত্ব ছিল, তখনও সারা হিন্দুস্থান মুসলমান হয়ে যায় নি—"

ডাঃ জামান বলিল—"না, আপনারা ঝগড়া করবেন না, পাকিস্থান আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য—সে জিনিষ আমরা মিলনের পথে পাই নেব—নচেৎ লড়াই করে নেব।" সতেজ প্রাণবান্ প্রদীপ্ত নির্ভীক বীরের জয়যাত্রার কথা কি জামান বলিতেছে? না তাহার নিজেরই সংশয় লাগে। কিন্তু শ্রোতাদের সকলের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি বিহ্বল আনন্দে বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত ঘরখানিকে যেন প্রদীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষসংগ্রাম কি সত্যই সংগ্রাম? কিসের জন্য কাহার সঙ্গে সংগ্রাম?

বাহিরে নির্ম্মল ধরণী সূর্য্যালোক স্পর্শে মহিমাময়। তাহার কোথাও সংগ্রামের চিহ্ন নাই। উদ্যানে শীতের প্রথম ডালিয়াগুলি আপনাদের তনিমা ও লালিমা ছড়াইয়া যাদু বিস্তার করিয়া চলে, তাহার মধ্যেও কোথাও বিদ্রোহের সুর নাই। জামান বিব্রত হইয়া ভাবিতে বসে।

মন্ত্রণাকক্ষ নীরব। কেহই কথা বলে না—স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি পৃথিবীকে চিরদিন এমনই রক্তাক্ত করিয়াছে। এই ঘাত প্রতিঘাতে কিন্তু মানুষের অজেয় আত্মা কোনও দিন বশীভূত হয় নাই। আজ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তাহারা কি বর্ব্বরতার যুগে ফিরিয়া যাইবে। যে বর্ব্বরতা আদিম—মানুষের সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাহা একান্ত প্রতিরোধ, জামান চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। দেওয়ালের ঘড়িটা তাহার ভাবনাকে তুচ্ছ করিয়া টিক টিক করিয়া শব্দ করে।

ডাঃ দিলওয়ার মহম্মদ বলিল—"আমি আপনাদের পুনরায় ভাবতে বলি—হিন্দু আর মুসলিম দুই জাতি নয়, আমরা মূলতঃ ভারতবাসী, তারপর হিন্দু কি মুসলমান—এই যে পৃথক নেশনের স্বপ্ন, এটা কোনও অংশে সত্য নয়—"

ছোকরাটির নাম মফিজদ্দি। সে বলিল উদ্রগ্র স্বরে—"কায়েদ-ই-আজম জিন্নার বাণী কি আপনার মনে নেই? মুসলমানেরা পৃথক নেশন, তারা চায় তাদের বাসভূমি, তাদের রাষ্ট্র, তাদের শক্তি।

ফজলুর রহমান ইংরেজীতে বলিল—"হাঁ জিন্নার জবান মানবেন দিলওয়ার সাহেব—

It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve

a common nationality, and this misconception of one Indian Nation has gone far beyond the limits and is the cause of most of our troubles and will lead India to destruction if we fail to raise our nations in time. The Hindus and Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed, they belong to two different civilizations which are based on conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different ethics, different heroes, and different episodes."

"কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া এই সব সমস্যার সমাধান করেনি ?"

দিলওয়ারের প্রশ্ন সকলকে অবাক করিয়া ফেলিল। তাহারা ভাবে নাই—দিলওয়ার এইভাবে তাহাদের ঐক্যের মূলসূত্রকে আক্রমণ করিবে। কায়েদ-ই-আজমের বাণীকে এইভাবে অবজ্ঞা করায় মফিজুদ্দি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিল "আপনি কি কায়েদ-ই-আজমের চেয়ে বেশী জানেন ?"

যুক্তি দিয়া যুক্তিকে প্রতিহত করা চলে, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামির সহিত তর্ক বিপজ্জনক। কিন্তু দিলওয়ার অসম সাহসী। সে সত্যকে জানে—সে সোৎসাহে বলিল—'ভক্ত মুসলিম মোহম্মদ ছাড়া আর কাউকে পয়গম্বর বলে মানে না—"

ডাঃ জামান বলিল—"এসব অপ্রিয় কথা আলোচনার দরকার নেই—জিন্না ভারতের মুসলমানের অবিসংবাদিত নেতা, তার কথা আমাদের মানতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়াকে ভারতের অনুকরণ করা চলবে না—কারণ সেখানকার জীবন-তত্ত্ব অন্যরূপ—যে ভিত্তির উপর সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, জাতির ও ভাষার সমাধান হয়েছে, সে ভিত্তি ভারতবর্ষের নেই—"

"ডাঃ জামান ! আপনি সুধী ও পণ্ডিত, আপনাকে একথা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ি, সেটা কি আজ এই আন্তর্জ্জাতিকতার দিনে সম্ভবপর ?—তাছাড়া ভারতের যে ভৌগলিক ঐক্য সেটা উপেক্ষার নয়—আমি আপনাদের বারণ করি, অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে হিন্দু হয়ত মরবে,

কিন্তু মুসলমানকেও মরতে হবে—তাছাড়া অন্যায়ের পথে—বড় কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।”

মৌলভী এবার তন্ময়তা রক্ষা করিতে পারিল না। একটু অধৈর্য্য ভাবে সে বলিয়া উঠিল—“বেশ আপনি আমাদের কমিটিতে থাকবেন না, তবে এর বিন্দু বিসর্গ যদি আপনি কাফেরদের বলে দেন—তাহলেই আপনি মরবেন, মনে রাখবেন—”

ডাঃ দিলওয়ার বুঝিল তর্ক নিস্ফল। যেখানে পাশবিকতা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেখানে মনুষ্যত্ব আশা করা চলে না। নির্ব্বিকার ভাবে সে বসিয়া রহিল—কোনও কথাই বলিল না। ডাঃ জামান আপন মহত্ত্বে সমুদ্রের স্থির আলোক-স্তম্ভের মত সভায় আপন আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া বলিতে লাগিল—“নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঠিক নয়—দিলওয়ার সাহেব যা বলছেন তা মিথ্যা নয়, কিন্তু হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ আমরা লঘিষ্ঠ—আমাদের প্রভাব আগে প্রতিপন্ন করে নেই, তাহলে দুষমন সন্ধি না করে পারবে না—”

“দুষমন—একথা বলতে আপনার সঙ্কোচ হল না—আমাদের সকলের চেয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব বেশী—তাদের নুন সবার চেয়ে বেশী আপনি খেয়েছেন—আর আপনি এই কথা বলতে চান—”

অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই, অপ্রিয় সত্যের রূঢ় আঘাতে জামানের ভদ্রতার মুখোস খসিয়া পড়িল। সে বলিল—“তাহলে আসুন ডাক্তার সাহেব—আপনার সঙ্গে যখন কারও মতের মিল হবে না—তখন আমরা নিরুপায়—”

দিলওয়ার উঠিয়া সবাইকে সেলাম দিয়া বলিল—“চললাম, কিন্তু বলে যাচ্ছি আজ ধ্বংসের পথ আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে, আনন্দিত করছে, কিন্তু এ পথ সত্যের নয়—আপনাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন করতে হবে—সেটা জানবেন অনিবার্য্য—”

ঘরের কেহ উত্তর দিল না। সবাই চুপ করিয়া স্থাণুর মত বসিয়া রহিল। চারিদিকের আলোকভরা পৃথিবী স্তব্ধ ডাঃ জামান আপন অভদ্র আচরণের কথা বুঝিল, কিন্তু নেতৃত্বের মোহ মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। সে কথা কহিতে পারিল না—চুপ করিয়া অন্য দিক মুখ ফিরাইয়া রাখিল। গৃহের মন্ত্রণাকক্ষ স্তব্ধ বিস্ময়ে ও বিহ্বলতায় বিমূঢ়। প্রত্যেকেই আপনার অন্তরের অবগুণ্ঠনহীন নগ্নরূপ দেখিতে পাইল, কিন্তু আতঙ্কেই যেন চোখ বুজিয়া রহিল। অভিভূত নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফজলুর রহমান বলিল—“এই সব লোকের শাস্তি হওয়া দরকার—”

মফিজদ্দি বলিল—"বলেন ত শেষ করে দিতে পারি, তাছাড়া দিলওয়ার সাহেবের বাড়ী হিন্দু পল্লীর মুখে—এমনভাবে কাজ হাসিল করব, যাতে জরিমানা ও সান্ধ্য আইন পড়বে কাফেরদের উপর—"

ডাঃ জামান এতখানি সহ্য ক'রিতে পারিল না—"না—এসব চলবে না—"

ফজলুর রহমান বলিল—"তা ছাড়া খবর যদি ওরা পায়—"

মৌলভী সজোরে মাথা নাড়াইয়া বলিল—"পেলেও ক্ষতি নেই—রহমান দারোগা যতদিন রয়েছেন, ততদিন কোনও ভয়ের কারণ নেই—"

ডাঃ জামান এবার খানিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল—"আপনাদের মন সুস্থির নয়, পরিকল্পনায় অবশ্য আমার মত আছে—তবে আপনারা যদি বাণ নিজেদের মধ্যে ছোঁড়েন, তাহলে কিন্তু আমি এতে নেই—"

ফজলুর রহমান চালাক লোক। সে বুঝিল—ডাঃ জামান হয়ত বিগড়াইয়া যাইবে—তাই বলিল—"তাহলে থাক, আপনি যখন বারণ করছেন"

এমন সময় বাহিরে জিপ গাড়ীর শব্দ হইল। ডাঃ জামানের চাপরাশি গেট খুলিতে গেল। মন্ত্রণা কর্ম্মে বিশেষ দুর্ভাবনা লাগিল। ফজলুর রহমান বলিল—"আমরা বরং খিড়কি দিয়ে বার হয়ে যাই—"

"না, আপনারা কোনও অন্যায় করছেন না। আজকের সভা ভঙ্গ হোক—আপনারা সম্মুখ পথেই যান—আবেদিন—"

চাপরাশি দূর হইতে উত্তর দিল—"হুজুর"

ফজলুর রহমান উদ্বিগ্ন চিত্তে সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সহকর্ম্মীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ডাঃ জামান বাহির হইয়া আসিয়া কুর্নিশ করিয়া বলিল—"আইয়ে"

সরোজ ও সুবোধ প্রতি নমস্কার করিয়া ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। ফজলুর রহমান বিশেষ ভাবিত হইল। সুবোধের সম্মুখে তাহাকে মামলা মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে হয়, কাজেই সুবোধ হয়ত তাহাকে চিনিয়াছে, ভাবিয়া সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায়ান্তর নাই—তাহা ছাড়া একটি সেলাম জানাইয়াও আত্মীয়তা করিতে পারিল না বলিয়াও ফজলুর রহমান বেদনা অনুভব করিল।

মফিজ প্রশ্ন করিল—কি ভাবছেন ?

অন্যমনস্ক রহমান বলিল—"কিছু না"

বার

ডাঃ জামানের মুখে সহসা পরিবর্ত্তন আসিল। প্রভুত্বের যে মহিমা এতক্ষণ তাহাকে অনমনীয় দৃঢ়তায় কর্কশ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা যেন নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল। ভব্যতার প্রকৃত প্রশান্তি তাহার সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ জ্যোতি আনিয়া দিল। সামাজিক পরিবেশে ডাঃ জামানের অতুলনীয় সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করে।

সরোজ বলিল—"আমায় বোধ হয় চিনেছেন—সেদিন মিস চৌধুরীর আসরে দেখা হয়েছিল, আর ইনি শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার রায়, এখানকার সাবডিভিসানাল মুনসেফ—"

সুবোধ শিকারীর দৃষ্টিতে ডাঃ জামানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিস চৌধুরীর নামে তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে কিনা, তাহাই লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্য তাহার। কিন্তু সে কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। হয় জামান একান্ত নিরীহ, নচেৎ সে অগাধ জলের মাছ। সুবোধের অবশ্য মনে হইল যে জামান সহজ নহে। তাহার সমস্ত সৌজন্য ও মাধুর্য্যের অন্তরালে যেন কোথাও লুকানো আছে নিষ্ঠুর নির্দ্দয়তা। ইহা সুবোধের অনুমান। কিন্তু মানুষের জীবনে হঠাৎ এমনই ভাবে এক একটি চেতনা জাগে।

সুবোধ প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিল—স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হাসি। কোনও কথা কহিল না।

ডাঃ জামান আপ্যায়নের স্বরে প্রশ্ন করিল—"কতদিন আছেন এখানে?"

"এক বছরের উপর হ'ল।"

"কেমন লাগছে ঢাকা?"

সুবোধ বলিল—"তা ত বুঝতেই পারছেন—এই নারকীয় পরিবেশে কেউই সুস্থ নয়—"

"তা বটে—" অপ্রসন্ন উত্তর।

সুবোধ শ্লেষের স্বরে প্রশ্ন করিল—"এই অকল্যাণের ধ্বংসস্তূপে কল্যাণের

রাজত্ব আনা প্রত্যেক ভদ্র মানুষের কর্ত্তব্য, আপনি কি তা অনুভব করেন না ?"

ডাঃ জামান সুবোধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—"আপনারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, আপনারা ভারতবর্ষের মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারেন না ?"

সরোজ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

ডাঃ জামান চেয়ারে সোজা হইয়া বলিল—"ভারতের সমস্যা সমাধনের একমাত্র উপায় পাকিস্তান, আপনারা চান আর্য্যগৌরব পুনরুদ্ধার করতে, তা কখনই সম্ভব নয়। মুসলমান হিন্দুপ্রাধান্যকে কখনই মানবে না—মানতে পারে না।"

সুবোধ বলিল—"প্রাধান্য কিসের ? আপনি ত অর্থনীতির অধ্যাপক! আপনি নিশ্চয়ই জানেন, দুনিয়া চলেছে অর্থনীতির জোরে। ধর্ম্মের সেখানে স্থান কোথায় ? যে নবরাষ্ট্র আমরা গড়তে চাই, সে রাষ্ট্র হবে আশাদীপ্ত মানুষের রাষ্ট্র, তারা পাবে বিকাশের সব সুযোগ। সবাই স্বাস্থ্য ও সম্পদে হবে সমৃদ্ধ—"

"ওসব স্রেফ কল্পনা। হয়নি জগতে কোনও দিন, হবে না কোনও কালে—"

সরোজ বলিল—"কেন সোভিয়েট রাশিয়া ?"

ডাঃ জামান ধীরে ধীরে বলিল—"আমি কমিউনিষ্ট নই—"

সুবোধ বলিল—"ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার যে কল্পনা, সে হতাশার নয় কি ? ভারতবর্ষের যে মাতৃরূপ কবির কল্পনায় ফুটেছে, সে রূপ কি আপনি কখনও অনুভব করেননি ? উত্তরে তুষারমৌলি নগাধিরাজ হিমালয়, পদে নীলাম্বুচুম্বিত কন্যাকুমারিকা, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, পূর্ব্বে ব্রহ্ম—এই চতুঃসীমার মাঝে ফুটে উঠেছে যে ভারতভূমি—শস্যশ্যামলা, কানন-কুন্তলা, নদীজপমালাধৃত মা ভূমি—"

"থামুন, পৌত্তলিকতা আমরা মানি না, তা বোধহয় আপনি জানেন !"

সুবোধ অপ্রস্তুত হইল, কহিল—"পৌত্তলিকতা আর কাব্য দুটো আলাদা জিনিষ, একথা কি আপনি বোঝেন না ?"

"না, এসব আর্টের সমালোচনা নিরর্থক—আমরা বীরের জাতি, আমরা স্বপ্ন দেখি না, অলস কল্পনা করি না—"

"বীরের জাতি ! লজ্জা করে না মিঃ জামান ?—চল্লিশ কোটি লোকের

বাস যে দেশে, সে দেশ মুষ্টিমেয় ইংরাজের হাতের ক্রীড়নক—এর পরেও কি বলতে চান আপনারা বীরের জাতি? তারপর পাঠান, মোগল, তুরক ও তাতার যে কয়জন ভারতবর্ষ জয় করতে এসেছিল, তাদের বংশধর কয়জন? ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ভারতীয় সে কথা আপনার অন্ততঃ জানা উচিত—"

"বিদেশীর তর্ক থাক, আপনি কি লালা হরদয়ালের কথা জানেন না—সাভারকরের বক্তৃতা পড়েননি, তারা কি চান? তারা চান হিন্দু সংগঠন, হিন্দু-রাজত্ব, শুদ্ধি, পাঠানদের শুদ্ধি ও আফগান বিজয়। এই হিন্দু রাজত্ব আমরা গড়তে দেব না—ভারতের একতৃতীয়াংশ মুসলমান তারা হিন্দুর এই প্রাধান্য মানবে না। এই জন্যই বলছি হিন্দু ও মুসলমানে কোনও চুক্তি সম্ভব নয়,—"

"তাহলে আপনি কি সম্ভব মনে করেন?"

"হয় হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করবে, নয় মুসলমান হিন্দুকে গ্রাস করবে—ছলে বলে কৌশলে। আমি মনে করি হিন্দুধর্ম্ম তার পৌত্তলিকতা, তার জাতিভেদ, তার শত সহস্র কুসংস্কার নিয়ে ইসলামকে গ্রাস করতে পারবে না। কাজেই ভারতের মুক্তির জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে বলব—"

"আপনি শিক্ষিত—আপনি নিশ্চয়ই আধুনিক মতবাদের বই পড়েছেন। লর্ড এক্টন এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা আপনার জানা আছে নিশ্চয়। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনের জন্য স্বাধীনতা স্থাপন,—সেটা multinational রাষ্ট্রেই সম্ভব। A state which is incompetent to satisfy different races condemns itself; a state which labours to neutralise, to absorb, or to expel them, destroys its own vitality, a state which does not include them is destitute of the chief basis of self-government. আপনার কাছে এ কথা বলতে আমার সঙ্কোচ, কিন্তু ভাল জিনিষের পুনরুক্তিতে দোষ নেই—তাই তার কথা তার ভাষাতেই বললাম—"

ডাঃ জামান বিব্রত হইয়া পড়িল। সুবোধের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলে, তাহার লজ্জার পরিসীমা থাকিবে না, অথচ তাহার চোখা চোখা বাক্যগুলির প্রত্যুত্তর দেওয়াও একান্ত কষ্টকর।"

"ভারতবর্ষে হিন্দু-প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে এই ধরণের সজীব রাষ্ট্র সম্ভব বলে মনে করি না—আমাদের ধর্ম্ম— আমাদের কৃষ্টি—"

"ধর্ম্ম—ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সন্ত ও সাধুরা কি করেছেন, তাকি কখনও খোঁজ করেছেন, তারা হিন্দু ও মুসলিম দুই সভ্যতার মহৎ প্রেরণাগুলিকে বাস্তব সমন্বয়ে জুড়েছিলেন, সে কথা স্মরণ করবেন—"

"থাক, অনর্থক এ সব করে কি লাভ? আপনারা কেন এসেছেন?"

"বলছি, কিন্তু এ সব নিরর্থক নয়। আপনি এখানে মুসলিম লীগের নানা কাজে সভাপতিত্ব করেন, মুসলমানেরা আপনাকে নেতা মনে করে, আপনি যথেষ্ট শিক্ষিত, অথচ আপনি জ্ঞানের আলো না দিয়ে, যদি তাদের বিপথে চালান, তাহলে কি ক্ষতি হবে না? ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলিম শাসনের কথা স্মরণ করুন, সে সময় দুটি সভ্যতার পরস্পর সংযোগ ও সমন্বয় হয়েছে—সেই শুভ সংযোগ আমরা দেখি তখনকার শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে।"

সুবোধ থামিলে সরোজ আরম্ভ করল— "আপনার পাকিস্থানের স্বপ্ন—বাইরের তৃতীয় পক্ষের দেওয়া একটা প্রতিবন্ধক—ইংরেজ বড় কূটনীতিক, ওরা জানে দণ্ডনীতি—সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চার নীতির ভেদনীতি ওরা বেশ সুকৌশলে প্রয়োগ করে দেশে এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে—আপনিও কি এই রাজনীতিক খেলা ধরতে পারেন না—?"

ডাঃ জামান অস্বস্তি অনুভব করিল। সে বলিল—"আপনাদের চা দিতে বলব—"

"না, ধন্যবাদ, আমারা এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি"

"তবে বলুন, কি করতে পারি?"

সরোজ বলিল—"আপনার কাছে মিস চৌধুরীর সন্ধানে এসেছি?"

ডাঃ জামান যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল—"মিস চৌধুরী—তার সন্ধান আমি জানব—তার মানে?"

"কেন, শোনেননি, আজ কয়দিন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?"

"না।"

সরোজ যথাসম্ভব স্থূলতার অন্তর্ধানের বৃত্তান্ত জামানকে জানাইল। জামান কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। দীর্ঘ বর্ণনা শেষ করিয়া প্রশ্ন করিয়া সরোজ জামানের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল।

জামান যেন বিব্রত হইয়া বলিল—"এসব আমাকে বলতে এসেছেন কেন?"

"তার কি কোনও কারণ নেই?"—সুবোধের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

প্রশ্নবাণ জর্জ্জরিত জামান আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"আমি ত কোনও কারণ বুঝতে পারি না।"

"আপনি মিস চৌধুরীকে জানতেন?"

"হাঁ, তাতে দোষের কিছু আছে?"

"না তা নেই, তিনি ছিলেন নবজীবনের অগ্রদূত—তার কাছে স্বপ্ন ছিল সত্য। তার আধুনিকতা, তার অসম্প্রদায়িক মনোভাব, তার উদারতা—"

বাধা দিয়া জামান বলিল—"হাঁ তা জানি, কিন্তু তার মজলিসে আমি যেতাম বলে আমি তার ব্যক্তিগত জীবনের যাতায়াত জানব, একথা কেন মনে করছেন?"

সুবোধ জামানের ভণ্ডামিতে বিরক্ত হইয়া বলিল—"কিছু কি মনে করবার নেই?"

তাহার তীব্র ভৎর্সনাময় বাক্যে জামান বিরক্ত হইয়া বলিল—"আমি সৌন্দর্য্যের উপাসক, আপনাদের বাংলাদেশ আমার ভাল লাগেনা—এর মানুষগুলি প্রাণহীন—তাই মিস চৌধুরীর মজলিসে আমি মাঝে মাঝে যেতাম—"

সরোজ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—"যার নুন খান, তার গুণ গাওয়া আপনার উচিত—"

"নুন খাই আমি আমার প্রতিভার—"

"আপনি সত্য তাই বিশ্বাস করেন?" সুবোধের শ্লেষ অসহ্য এবং অতৃপ্তিকর।

অপমান-জর্জ্জর জামান বলিল—"আপনি কি অপমান করছেন?"

"অপমান নয়, কিন্তু সত্য সত্য, আপনি জানেন বাংলার সাম্প্রদায়িকতার নুন আপনি খাচ্ছেন—আপনার প্রতিভার মহিমা সবার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন—!"

জামান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিল—"আমার বাড়ীতে বসে অপমান করলেন—অন্যত্র হলে আমি একহাত নিতাম—"

সুবোধ আপন বাক্যের রূঢ়তা বুঝিল। সে নম্রস্বরে বলিল—'আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু নারীর অপমান আমরা কোনও মতে সহ্য করতে পারিনা—"

"না তা পারিনা, আর একথা মনে রাখবেন ডাঃ জামান, দ্রৌপদীর

অপমানে কুরুক্ষেত্র শ্মশান হয়েছিল, সীতার অভিশাপে সোনার লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল ?''—সরোজ আবেগে বলিয়া চলে।

জামান বলিল—"কিন্তু এত কথা বলছেন কেন ?"

সরোজ উষ্ণ হইয়া বলিল—"আমরা প্রমাণ পেয়েছি অন্তর্ধানের রাত্রে আপনার মোটর মিস চৌধুরীর ওখানে সর্ব্বশেষ গিয়েছে ?"

"ওঃ আপনারা বুঝি ডিটেকটিভের কাজে নেমেছেন ?"

"পরিহাস করবেন না—মিস চৌধুরী প্রতিবেশিনী, তার মঙ্গলামঙ্গল আমাদের দেখবার বিষয়—"

"নিশ্চয় তার সন্দেহ নেই—কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যদি আমি আলোচনা না করতে চাই, আমায় নিশ্চয় ক্ষমা করবেন—"

"ক্ষমা করবার কথা নয়, আপনি সমস্যা সমাধানে নিশ্চই সাহায্য করবেন এ আশা সর্ব্বতোভাবে সকলে করতে পারে—"

সুবোধ বুঝিল ডাঃ জামানের মনোবৃত্তি সুবিধাজনক নয়, তাহাকে প্রীত না করিয়া চটাইলে লাভ হইবে না। কিন্তু ডাঃ জামান নম্রতায় ভুলিবার পাত্র নহে। সে দৃঢ় কঠোর স্বরে বলিল :—

"না, রহস্য সমাধান আপনাদের কর্ত্তব্য নয় এবং আমি আমার গতিবিধির কৈফিয়ৎ আপনাদের কাছে দিতে রাজী নই—"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"শুধু মোটর নয়, আপনার চিঠিও আমরা মিস চৌধুরীর ওখানে পেয়েছি—"

"বেশ ত, তাহলে পুলিসে খবর দিন—"

"পুলিসে খবর দিয়েছি"—সরোজ বলিল—"কিন্তু আপনার লীগ ত বাংলা দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেনি—পুলিশ তাদের কর্ত্তব্য করছে না একথা আপনিই সবচেয়ে বেশী জানেন—"

"কংগ্রেসের অত্যাচার কি কম ?"

সুবোধ বলিল—"এসব রাজনৈতিক তর্ক বৃথা ডাঃ জামান, আপনি নিঃসন্দেহে কোনও অন্যায় কাজ করতে পারেন না—আপনি নিজেকে অনর্থক কেন সন্দেহের মধ্যে ফেলছেন ?"

"আপনি নিজেই নিজের কথার বিরোধিতা করছেন—আমি মুসলমান তাই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না—আপনারা মনে করছেন আমি

একজন ব্যভিচারী, আমি একজন ভদ্র মহিলাকে গুম করেছি, কিংবা হয়ত ভাবছেন আমি তাকে খুন করেছি—বলুন সত্য কিনা ?”

সরোজ ও সুবোধ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে সুবোধ বলিল—“দেখুন আপনাকে যদি এমনই একজন অভদ্র পশু মনে করতাম, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসতাম না—দেশে যে বিরোধ চলছে—তাতে সবই সম্ভবপর, কিন্তু আপনি এতদূর অধঃপতিত হয়েছেন এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না—”

“তাহলে আমায় বিশ্বাস করুন, মিস চৌধুরীর অন্তর্ধানের কোনও কথাই আমি বলতে পারি না—”

“অর্থাৎ আপনি বলবেন না”—সরোজের স্বর বেদনাবদ্ধ অথচ তীব্র।

“যা মনে করেন—”

নীরব নিস্তব্ধ কক্ষ। সরোজ ও সুবোধ ঘুণাক্ষরে ভাবিতে পারে নাই যে ডাঃ জামান এমনই দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংশয়িত অপরাধীর স্থানে ফেলিয়া নিরুত্তর রহিবে, তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিল।

সুবোধ বলিল—“তাহলে আমরা উঠি”

নমস্কারের উত্তরে প্রতি নমস্কার করিয়া ডাঃ জামান বলিল—“চলুন”

বাহির হইয়া সুবোধ বলিল—“আপনি চমৎকার বাগান করেছেন—”

“হাঁ আমি ফুল ভালবাসি—দাঁড়ান আপনাদের দুটি ফুলের তোড়া করে দেই—”

সরোজ বলিল—“না তার দরকার নেই—”

জামান হাসিতে হাসিতে বলিল—“ডাঃ ভট্টাচার্য্য, ধৈর্য্য ডিটেকটিভের সবচেয়ে বড় গুণ—”

ডাঃ জামান তাহার মালিকে ডাকিয়া দুটি তোড়া করিতে বলিল।

তোড়া হাতে দিয়া জামান সুবোধকে বলিল—“আমাদের পরিচয় রূঢ়তার মাঝে হল, এজন্য আমি একান্ত দুঃখিত মিঃ রায়—আমায় ক্ষমা করবেন—”

মুসলিম সৌজন্যের সৌন্দর্য্যের কথা সুবোধ জানিত, তাই ডাঃ জামানের আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ তাহাকে মুগ্ধ না করিয়া পারিল না।

“আমরাও অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমাদের মনোভাব আপনি বুঝবেন, একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা—যিনি আপনার বন্ধু—তার কোনও সন্ধান নেই

পুলিস কিছু করছে না—এ অবস্থায় আমরা বিচলিত হয়েছি, এ নিশ্চয়ই আপনি বুঝবেন—"

ডাঃ জামান কৌতুকের স্বরে বলিল—"তা নিশ্চয়ই বুঝব ডাঃ ভট্টাচার্য্য—আর তাছাড়া মিস চৌধুরীকে নুরজাহান বললেও বলতে পারেন, কাজেই আপনার তীব্রতায় অনুরাগের আসক্তি হয়ত আছে—"

সুবোধ ও হাসিল—"আমাকে এসব বলবেন না নিশ্চয়ই, কারণ আমি বিবাহিত—"

"তা কি বলা যায়? আপনাদের কবিই ত বলেছেন প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—"

সকলেই হাসিল।

গেটের দরজায় আসিয়া জামান বলিল—"মিস চৌধুরীর কথা আমি বলতে পারি না, কারণ তিনি গোপনতা চান—একদিন তিনিই তার কার্য্যের ব্যাখ্যা করবেন, আচ্ছা নমস্কার—"

জিপ চলিল। চারিদিকে সংশয় ও অবিশ্বাসের ধূলি—গোলাপের তোড়ার সহিত তাহার একান্ত বিরোধ।

তের

অনেকখানি ক্ষোভ গ্লানি নিয়া সরোজ বাসায় ফিরিল। ডাঃ জামানের আচরণ অসঙ্গত হইলেও সরোজ বুঝিল তাহার ভিতর নিশ্চয়ই রহস্য আছে। সেই রহস্য তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

বাড়ী ফিরিতেই কিন্তু তাহার সমস্ত গ্লানি দূর হইল। সে দেখিল সদানন্দ স্বামী শিবানন্দ তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সরোজ নমস্কার করিয়া বলিল—"কতক্ষণ এসেছেন?"

"এইমাত্র; কি খবর তারপর?"

"খবর ত সব জানেন; ভারতবর্ষ আজ ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির মুখে, সম্মুখে দেখি মৃত্যুর মহামারী, দানবিকতা ও পাশবিকতা—এর পথ কোথায়?"

স্বামী শিবানন্দের সম্মুখে ভৃত্য সুরভি ধূপদানি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। স্বামিজী তাহাতে অগুরু নিক্ষেপ করিয়া কতক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিল—"স্বাধীনতা ভারতবর্ষে আসবেই আসবে—এই রক্তমোক্ষণ তারই অভ্যুদয়ের সোপান।"

"কিন্তু আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? আমাদের কি কর্ত্তব্য কিছু নেই? শুনছি নোয়াখালিতে ভয়ঙ্কর অরাজকতা শুরু হয়েছে, অবশ্য সমস্ত খবর আসেনি, কিন্তু নোয়াখালিতে হিন্দুনির্য্যাতন হয়ত সবচেয়ে পাশবিক হয়ে উঠবে।"

"আপনি অরবিন্দের বই পড়েছেন?"

সরোজ বলিল—"না"

শিবানন্দ বলিল—"এই মহাযোগী একদিন ভারতবর্ষে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে সাগ্নিক হোতা ছিলেন, কিন্তু তিনি তার সাধনায় বুঝেছেন সে পথ মুক্তির পথ নয়, ভারতবর্ষে যে যোগসাধনা, বৈদিক যুগে আরম্ভ হয়েছিল তিনি তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ এই দুঃখদুর্ব্বিহ বর্ত্তমানেই করতে চান—"

সরোজ বলিল—"স্বামীজি। এই সব যোগতত্ত্ব এখন কিছুতেই ভাল লাগবে না। ঘর যখন পুড়ছে, তখন তা পরিনির্ব্বাণের দরকার। তখন নির্ব্বাণের আলোচনা আদৌ শান্তি দেবে না—"

"কি চান আপনারা?"

"আমরা এখন যুদ্ধ করব, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ক্লৈব্যের মন্ত্র শোনাননি, তিনি শুনিয়েছেন যুদ্ধের শাস্ত্র। আততায়ীকে ক্ষমা করা কাপুরুষতা। মুসলিম লীগ যে ষড়যন্ত্র করছে আর বৃটিশ শাসকেরা যে চক্রান্তে উস্কানি দিচ্ছে, তাতে বাঁচতে হলে আমাদের চাই জিগীষা। শান্তি, ধ্যান এসব চলবে না—"

শিবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"হিংসা ও বিরোধের পথ শাশ্বত সমাধান দিতে পারে না। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে হলে চাই আদ্যাশক্তির জাগরণ, জ্ঞান ও প্রেমের তীক্ষ্ণশায়ক—অক্রোধ ও অহিংসায় ক্রোধ ও হিংসা জয় করতে হবে—"

"মহাত্মা তাই বলেন, কিন্তু তার কথা বাংলা যদি শোনে, তাহ'লে বাংলায় হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—"

"ভুল কথা, কুরুক্ষেত্রে যে বিরাট শোণিতপাত হয়েছিল, সেই পাপের

প্রায়শ্চিত্ত ভারতবর্ষকে এতদিন ধরে করতে হয়েছে। কুরুক্ষেত্র ভারতবর্ষকে নির্বীর্য্য এবং শক্তিহীন এমনভাবে করেছিল যে ভারত আর কোনও দিন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি—সংগ্রামের পথ শান্তির পথ নয়। সর্বগ্রাসী ধ্বংসের পথে যদি ভারতবর্ষ যেতে না চায়, তবে হিংস্রতা, রক্তলোলুপতা ঈর্ষ্যা ও অসূয়া ত্যাগ করে প্রেমের পথেই ভারতবর্ষকে মুক্তি চাইতে হবে—"

এমন সময় পাড়ার যুবসমিতির নিশাকর আসিল। স্বামীজিকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিল—"আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে—আমাদের সংগঠন সভায় আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে, সমস্ত হিন্দুকে এক করতে হবে, নইলে উদ্ধার নেই—হিন্দুর এই যে ছত্রিশ জাতি আর তার প্রত্যেকের ত্রিশ ভাগ এ আদৌ বরদাস্ত করা চলবে না—সরোজদা গান্ধীর ভক্ত, কাজেই আমরা মহামুস্কিলে পড়েছি—"

শিবানন্দ জিজ্ঞাসুর বিস্ময়ে সরোজের দিকে চাহিল। অর্থ—'অথচ তুমি এমনভাবে হিংসার জয়গান করছ কেন?'

সরোজ বুঝিয়া বলিল—"গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রের উপাসক বরাবর ছিলাম আমি, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, এ পথে উদ্ধারের উপায় নেই, অসহযোগ চলে ভদ্র ও সভ্য মানুষের সঙ্গে, গুণ্ডা ও হত্যাকারীর সঙ্গে নিরস্ত্র অসহযোগ অসম্ভব—"

নিশাকর বলিল—"ঠিক কথা, আজ সকালের রেডিও খবর দিয়েছে নোয়াখালিতে হিন্দুর উপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে, ঘরবাড়ী জ্বলছে জোর করে মুসলমান করছে, মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে বিয়ে করছে—"

"এটা খবর না ভাষ্য—?

নিশাকর বলিল—"ভাষ্য নয়, তবে খবরের নির্গলিত অর্থ—"

"তবেই দেখুন স্বামীজি, এখনও কি বলবেন তোমরা নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন দাও?"

শিবানন্দের চোখ সজল হইয়া উঠিল—"সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর কি আমরা জানি ভাই? তবে আমি মনে করি আজ এই ক্ষোভের মধ্যে সত্যকে যেন আমরা গভীরভাবে আঁকড়ে ধরি, আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই।"

নিশাকর দৃপ্তবেগে কহিল—"না—না, নিশ্চল ধ্যান ধারণার কথা আজ অচল—"

"এইখানেই তোমাদের ভুল হচ্ছে, বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবী বিশ্বনাথের

ছন্দোময় অভিব্যক্তি, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও অখণ্ড যোগসাধনা তাই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়, ভাগবত জীবনকে করতে হবে পার্থিব জীবনের প্রতীক্ষা, মানুষের চেতনায় আনতে হবে দিব্য চেতনা সুষমা—মুক্তি ও ভুক্তির সমন্বয়।"

"এইসব অর্থহীন পাগলামি—একথা আমরা শুনতে চাই না—আপনি চলুন, উদারস্বরে বলবেন যুদ্ধ করতে, যুদ্ধ জয় করে অসপত্ন মহী ভোগ করতে—"

নিশাকর গীতার শ্লোক আওড়াইতে সুরু করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় স্বামী শিবানন্দ বলিল— "মানুষের দেবজন্ম জাগতিক বিবর্ত্তনের চরম পরিণতি—এ কল্পনাবিলাস নয়। যোগীবর অরবিন্দ এই নব সাধনার ঋষি, ভারতবর্ষকে, কেবল ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র বিশ্বকে এই ভাবধারা গ্রহণ করতে হবে—"

নিশাকর ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"স্বপ্ন স্বামীজি, ইহা স্বপ্ন, পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য শুধু তপস্বীর কল্পনা—যীশু স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন বলে যুদ্ধে নেমেছিলেন, বুদ্ধ মৈত্রী ও করুণায় জগৎ প্লাবিত করবেন বলেছিলেন, সবই শুধু অলীক কল্পনা হয়ে রয়েছে—"

"না, না—এই যাতনার মধ্যেই নবসৃষ্টির প্রয়াস—বেদে ঋষি বলেছিলেন উদাত্ত স্বরে অমৃতের পুত্রকে অমৃতত্বে উজ্জীবিত হতে, সে স্বপ্ন এতদিন পরে সফল হবে, এই আসুরিকতা নিরর্থক নয়। শারীর ও মানস অভ্যুদয় যথেষ্ট নয়, আজ অতিমানস রাজ্যের মহতী শক্তিকে জীবনের প্রতি স্তরে কার্যকরী করে তোলা হবে—আমি আপনাদের সেই দিব্যশক্তির আহ্বানে ব্রতী হতে বলি—"

"অর্থাৎ আমরা ক্লীব, জড়, পঙ্গু হয়ে নির্বংশ হয়ে যাই, এই ত আপনি চান?"

"না, তা কেন হবে। পশু হতে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের জন্ম, এই মানুষকে আজ দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হবে—মনে হবে অসাধ্য এই সাধন। কিন্তু সেই অসাধ্যকে আয়ত্ত করতে হবে—প্রত্যেক জীবের মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ফুটিয়ে তুলতে হবে; সে ত ধ্বংসের ও বিনষ্টির কথা নয়—সে পরম অভ্যুদয় এবং পরম অভিব্যক্তি—"

সরোজ বলিল—"আপনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত, তার বাণীর মধ্যে আপনি পেয়েছেন মুক্তির আলো। কিন্তু আমরা ভয়ত্রস্ত, আমরা বুঝি না কেমন করে এই সংঘর্ষময়, সংসারে এইসব যোগজীবন সম্ভব হবে?"

"মানুষের চেতনার প্রকাশ আজ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—কিন্তু এই প্রকাশকে দিব্যজীবনের মহিমায় ভাস্বর ক'রে তুলতে হবে—আজ সংসারে যে সব দানবীয় ও আসুরিক সমস্যা, তার পৈশাচিক বীভৎসতা আমাদের মনকে কাতর করছে, তাকে আর কোনও অস্ত্রে নিবারণ করা সম্ভব নয়, মানুষের জীবনে—ব্যক্তিমানবের নয়, সমষ্টি মানবের মনে যদি অপরূপ ভাগবত ছন্দ বহাতে পারি, তবেই তা সম্ভব—অন্যথা নয়। সেই রূপান্তরের, সেই নবজন্মের যাজ্ঞিক হতে হবে আপনাদের—"

নিশাকর বলিল—"এত কোনও কাজের কথা নয়, কেবল হেঁয়ালি—"

শিবানন্দ বলিল—"হাঁ হেঁয়ালির মত মনে হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবিচলিত অটল বিশ্বাসে—সে সাধনা সফল হওয়ার মুখে—উর্দ্ধলোক হতে দিব্যশক্তি নেমে আসছে, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জাড্য, সমস্ত অবিদ্যা নিঃশেষিত হবে—পৃথিবীতে আসবে স্থায়ী দেবরাজ্য এ নহে স্বপন, এ নহে কাহিনী—"

বক্তার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা চারিদিকের পরিমণ্ডলটিকে যেন সফল ও সুন্দর করিয়া তোলে। সরোজ ও নিশাকর মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বুঝিতে চাহিয়াও যেন সমস্ত কিছু অনুভব করিতে পারে না। তাহারা অবাক হইয়া শিবানন্দের বিশ্বাসদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

শিবানন্দ বলিতে লাগিল—"অবিশ্বাস নয়, বিশ্বাস করুন, শ্রদ্ধালুচিত্তে সেই নব যুগের, সেই নব জন্মের প্রতীক্ষা করুন—কারণ এত মানুষের সাধনা নয়—এ যে লীলাময়ের লীলা। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি এই সাধনাই করছে—বিশ্বেশ্বর নিজেও এই সাধনায় তৎপর—আসিবে—সে দিন আসিবে—"

নিশাকর বলিল—"আপনার বাক্যে যাদু আছে, ঝঙ্কার আছে, ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু এত দেখায় না আজ কোনও কাজের পথ—আমরা ভাবালুতা চাই না—আমরা আজ চাই নির্দ্দেশ—পথের নির্দ্দেশ—যে পথ আমাদের দেবে অধিক কিছু নয়—কেবল সুস্থ ও সবল হ'য়ে বাঁচবার অধিকার—"

শিবানন্দ সস্নেহ মাধুর্য্যে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"এ ঠিক তেমনই কথা, আমি সারে গামা সাধন করব না—আমায় দু'চার খান গান শিখিয়ে দিন—এতে হয় না বাবা,"

"তবে কিসে হবে ?"

"চাই ব্রাহ্মী স্থিতি—পূর্ণ পরাৎপরের চরণে আত্ম নিবেদনে যখন জাগে

পূর্ণ জ্ঞান ও সত্যচেতনা, তখন সাধক পান পরম প্রশান্তি—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত তখন তিনি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়—কিন্তু তার প্রশান্তি মৃত্যুর সমাধি নয়—তখনই তার বাহ্যসত্তা সহস্রমুখী কর্ম্মগোমুখীর ধারায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—গীতায় এই কথাই পার্থসারথি বলেছেন—''

সরোজ বলিল—"নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করতে চান? তা ত আমরা জানি—"

"জানি বললেই জানা হয় না। যোগ সুকৌশল কর্ম্ম। অন্তরে নিশ্চল নীরবতা—আসক্তিহীন নির্ব্বাসনা—কিন্তু বাহিরে চলবে প্লাবন—কর্ম্মের শতমুখী প্লাবন। তার কাজ হবে না তাতে নিজের, তার কাজ হবে পুরুষোত্তম ভগবানের কাজ—"

নিশাকর বলিল—"তত্ত্ব কথার জটিল দুরবগাহ গর্ত্তে আমাদের না ফেলে আমাদের সুস্পষ্ট উপদেশ দিন, আমরা কি করব—?"

"অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে—কিন্তু তাতে থাকবে না অস্বচ্ছতা, থাকবে না হিংসার বুদ্ধি—তাহলেই সত্য আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে—সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত অনুশাসন, সমস্ত নীতি ত্যাগ করে আমরা হব লীলাময়ের নাটের সঙ্গী—আমাদের মাঝ দিয়ে তিনি যেন লীলা অব্যাহতভাবে প্রকাশ করতে পারেন—"

"তাহলে আমাদের রক্ষিদল গঠন করতে বলেন আপনি?" সরোজ প্রশ্ন করিল।

"গড়ুন তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু গড়তে হবে প্রেমের অবিচলিত প্রত্যয়ে—"

নিশাকর বলিল—"তা সম্ভব নয় স্বামীজি।"

শিবানন্দ বেদনাভরা চোখ দুটি মেলিয়া নিশাকরের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে স্নিগ্ধ হাসিতে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া বলিল—"অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। জয়ী হতে হবে—বেদনার অগ্নিহোত্রে তোমাদের দীক্ষা নিতে হবে ভাই—"

সরোজ বলিল—"আমরা সব করতে রাজি, কিন্তু হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছতে আমরা দেব না, হিন্দু মরলে ভারতবর্ষে তার যুগ যুগান্তের সাধনা নিয়ে মরবে—"

শিবানন্দের উজ্জ্বল নয়নে এল বিদ্যুতের দীপ্তি। খানিক থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"যা মহৎ, যা সত্য তা যে বিশ্ব মানবের প্রাণশক্তি—তা হারায় না। হিন্দুত্বের যা কলঙ্ক তা কালের চক্রপেষণে পিষ্ট হয়ে মুছে যাবে, কিন্তু তার

যা গৌরবের তা বেঁচে থাকবে, সেজন্য দুঃখ করবার কিছু নেই—আজ বিপদ যখন প্রবল, তখনই বুঝতে পারছি সময় হয়েছে, তিনি আসছেন—বার বার মানুষের অন্ধকার নীড়ে এসেছেন সেই মহামানুষ—আবার আসছেন তিনি—এবার আসতে হবে—এবারই গড়া হবে সেই যুগযুগান্তের কল্পনার রামরাজ্য—"

"আপনি সত্যি এসব বিশ্বাস করেন ?"—নিশাকরের সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের উৎসুক প্রশ্ন।

শিবানন্দের হাসি মণির রশ্মির মত সমস্ত গৃহে ছড়াইয়া পড়ে। শিবানন্দ সজোরে বলিতে আরম্ভ করে—"

"হাঁ, আমি আশাতুর চোখে দেখতে পাচ্ছি—সেদিন আসছে, যেদিন আমরা গড়তে পারব বিরাট প্রেমের জগৎ, সেখানে মানুষের চেষ্টা হবে অবাধ, সৃজনী প্রতিভা হবে চিরক্রিয়মান, জীবন হবে আশা ও আনন্দের জয়যাত্রা। পৃথিবীতে এতদিন চলেছে কাড়াকাড়ি, হানাহানি, তা আর রইবে না—সেখানে মানুষ কেবলই গড়বে নিত্য নূতন আশার তাজমহল অল্পকে নিয়ে সে আঁকড়ে রইবে না, সে চাইবে ভূমাকে—সেখানে ভোগ হবে ত্যাগ-সমৃদ্ধ, অন্যের ধন ও অধিকার কেড়ে নিতে থাকবে না কারও কোনও আগ্রহ। আধিপত্য, জিগীষা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ সব শেষ হয়ে যাবে—মানুষের জীবন উজ্জ্বল হবে আনন্দে, সত্যে, প্রেমে—"

সরোজ বলিল—"আপনার ভাষণ সুন্দর, আশা ও আদর্শও উচ্চ, কিন্তু তা বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে একেবারে মনে রাখছে না। স্বাধীন—ভারতবর্ষের স্বপ্ন আজ প্রাণে জাগায় না কোনও সাড়া—আজ এই দ্বন্দ্বে আমরা একান্তভাবে নিপীড়িত; আমাদের সেই নিপীড়নের উদ্ধারকথাই আপনি বলুন—"

নিশাকর সরোজ থামিতেই আরম্ভ করিল—"অস্ত্রের প্রতিরোধ, অস্ত্রেই সম্ভবপর, অহিংসায় বর্বরতা থামবে না—"

শিবানন্দ বলিল—"প্রাচীন কাল সেই কথাই বলেছে, কিন্তু যুগাবতার গান্ধী যে আদর্শ সারা জীবন পালন করেছেন, তার কথা আপনাদের স্মরণ করতে বলি। তার অহিংসার মন্ত্রেই তিনি ভারতবর্ষকে আজ স্বাধীনতার দ্বারে এনেছেন। ভ্রাতৃবিরোধের পন্থা শ্রেয়ও নয়, প্রেয়ও নয়—"

"কিন্তু এই উচ্চ অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ছাড়া কি আপনার কিছু বলবার নেই—"

"আছে বৈকি, সে হল সংগঠন, হিন্দু আজ শতধা বিচ্ছিন্ন—এই শতধা

বিচ্ছিন্ন পঙ্গু জাতিকে সবল করবে ঐক্য—সমস্ত হিন্দু এক, সমস্ত হিন্দুর সমান অধিকার, এই আদর্শ নিয়ে কেবল বক্তৃতা নয়, কাজ আরম্ভ করে দিন—"

"হ্যাঁ,, এটার দিকে মন দেওয়া খুবই উচিত—"

"শুধু উচিত বললেই চলবে না—আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ জাতির অহঙ্কারের নিন্দা করেছেন—সকলকে এক করতে চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টা এতকাল ব্যর্থ হয়েছে, আবার এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় যদি আমরা এক হতে পারি, তবে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এক অপূর্ব অভ্যুদয় হবে—"

"সেই অভ্যুদয়ের পথেই আমাদের দীক্ষা দিন—" নিশাকর সাগ্রহে বলিল।

"দীক্ষা দেওয়ার চাপরাস আমার নেই—হয়ত সম্মুখের রজনীতে তিনি আপনাকে ব্যক্ত করবেন। কিন্তু ততক্ষণ আমরা অলস হয়ে যেন বসে না থাকি—"

"কি করব তাহলে ?"

"স্বাধীন উন্নত ভারতের সংস্কৃতি হবে শক্তির লীলা, সেখানে ছিন্নবিছিন্ন শতধাবিভক্ত জাতির ভেদ আমাদিগকে ক্লীব করবে। আজ হোক ঐক্যের জন্য দুর্জ্জয় তপস্যা—ভারতবর্ষ ঋষির ধ্যানে পেয়েছিল দুটি বাণী—ব্রহ্ম ও যজ্ঞ, ব্রহ্ম তার পরম জ্ঞান, যজ্ঞ তার নিবেদিত কর্ম্ম। তারই সমন্বয়ে গড়ে উঠুক এক শক্তিশালী জাতি—যার অবদান বিশ্বজগতকে করবে বলীয়ান ও গরীয়ান।"

সরোজ বলিল—"আমাদের দৃষ্টি অদূরে প্রসারিত নয়, আজকার অভয় মন্ত্র দিন আমাদের—"

"যে রক্তস্নান বাংলায় ঘটছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে, তখনও আমাদের অহিংসায় বিশ্বাসী থাকতে হবে। আততায়ী ও গুপ্তঘাতক সর্বনাশ করবে, গৃহে আগুন জ্বালাবে, সতীর সতীত্ব নাশ করবে—কিন্তু তথাপি আমরা যেন বিদ্বেষ পোষণ না করি। আত্মরক্ষার জন্য আমরা যেন সকলেই দৃঢ় ও বীর্যবান্ হই—"

"না স্বামীজি, মহাত্মার কথা আমরা এখানে মানতে পারি না, নারীর সতীত্বধন যখন অবলুণ্ঠিত হয়, তখন আমরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না—তখন হিংসার বদলে আমরা হিংসা দিয়েই প্রতিশোধ নেব—"

শিবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল—"এটা স্বাভাবিক কিন্তু মহাত্মা যে নবযুগের সূচনা করেছেন তার আদর্শ নয়। অহিংসার আদর্শে আমাদের মানব সমাজকে দেবসমাজে পরিণত করতে হবে—কিন্তু আজ আর নয়, আমাকে যেতে হবে ডাক্তার, আপনি একটা রিক্সা ডেকে আনুন।"

নিশাকর বলিল—"আমিই ডাকছি।"

চৌদ্দ

সুবোধ বাসায় ফিরিতেই অনীতা বলিল—"নোয়াখালিতে দাঙ্গা লেগেছে, রেডিয়োতে খবর দিয়েছে?"

সুবোধ জনরব শুনিয়াছিল, প্রশ্ন করিল—"কি খবর দিল?"

নোয়াখালির অরাজক বিশৃঙ্খলার কথা শুনিয়া সুবোধ বলিল—"এই আত্ম-হত্যার পথে ভারতবর্ষ এগোতে পারবে না, মুসলিম জাতি ও ধর্ম্মের গৌরব বাড়বে না—"

"কিন্তু উপায় কি দাদা?"

"দেখি না আলো, তবে আলো নিশ্চয়ই আছে, যে স্বজাত্যবোধ মানুষকে অন্যায়কারী করে, তা কখনই প্রশংসনীয় নয়—ধর্ম্ম যখন অন্তরের সত্য তখন তা মানুষকে বর্ব্বর করে না—"

"সে কথাই আমি বলি সুবোধ দা! আমার জীবনে মানুষের এই মহিমার পরিচয় আমি পেয়েছি…"

সুবোধ অনীতার ভাবমুগ্ধ আয়ত চোখ দুটির দিকে চাহিয়া বলিল—"কোথায়?"

"পেয়েছি কত স্থানে…এখানেই ত পেলাম সেদিন রাতে যখন অজানা অতিথি হয়ে এলাম, দিদি আমায় তাড়ায় নি, মুসলমানি বলে ঘৃণা করেনি, দাঙ্গার দিনেও দ্বার বন্ধ করে নি, একি মানুষের মহিমা নয়…?"

"না আমাদের কথা নয়, তোমার কথাই বল, তোমার অতীত জীবনের কথা বলবে বলেছিলে…"

"কিন্তু এখন কি তার সময় ? পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"আজ রবিবার আজ একটু অনিয়ম করব, প্রতিদিন চলি কলে বাঁধা পুতুলের মত, ভোর হতে না হতে মন পড়ে থাকে অফিসে, কখন সময় চলে যাবে, আজ আছে ভাবনাহীন অবসর, আজ তোমার কথা শুনব লায়লা—"

"তবে শুনুন,"

লায়লার সুন্দর কণ্ঠস্বর যেন আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মধুর নয়নে যেন এক সুগোপন ব্যথার রাগিনী বাজে। ভালবাসা অনেক জিনিষ দেখে যাহা সহজে ধরা পড়ে না, সুবোধ তাই বলিল—"যদি কষ্ট হয় তাহলে নাইবা বললে"

"একদিন ত বলতে হবে, তাই আজই শুনুন—"

লায়লা চুপ করিল।

সুবোধ অস্বস্তি অনুভব করিল। তন্বী যুবতীর জীবনে যদি ব্যথা থাকে তবে তাহার জানা হয়ত উচিত নহে। একটি চড়ুই আসিয়া জানালায় বসিয়া কিচিরমিচির আরম্ভ করিল। লায়লা বলিল—"হেরিকের ড্যাফোডিল কবিতাটি আমার বড় ভাল লাগে, মানুষের জীবন শুধু ক্ষণিকের বিভ্রম বই ত নয়। এই ক্ষণিকের খেলা-ঘরের জন্য এত মায়া অকারণ—"

চড়ুই জোরে জোরে কিচির-মিচির আরম্ভ করিল।

সুবোধের মনে বন্যা জাগিয়া উঠিল—"না, না অনীতা, এই ভাবালুতা জীবনের চিহ্ন নয়, তোমরা আধুনিকা, তোমরা গাইবে জীবনের জয়গান, পরাজয়ের গ্লানি তোমাদের নয়, গোপনতার লজ্জা তোমাদের নয়, তোমরা অত্যাগ্র, তোমরা এগিয়ে যাবে নূতন নূতন জয়যাত্রায়—"

লায়লা চুপ করিয়া সুবোধের উচ্ছাস শুনিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"আমার মা ছিলেন ইরাণী, দিল্লীর এক বণিক তাকে বিয়ে করেন, তারপর তিনি বাংলা দেশে এসে উত্তর বাংলার একটী সহরে বড় ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু অকালে তাকে প্রাণ হারাতে হয়, আমাদের বাড়ীর পাশে ছিলেন অন্নদা বাবু, মানুষের সৌজন্য ও ভদ্রতা যে এত মধুর হতে পারে তাকে না দেখলে কেউ হয়ত তা বিশ্বাস করবে না—তিনি এই বিপদে মাকে সাহায্য করেন এবং মায়ের ব্যবসার রক্ষার ব্যবস্থা করেন, অন্নদা বাবুর ছেলের সাথে এই সূত্রে মায়ের আলাপ ও পরিচয় হয়, সে আলাপ একদিন ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে, অন্নদা বাবুর ন্যায় বিচারে তার পুত্রকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে মাকে বিয়ে করতে হয়, কিন্তু তিনি

ইসলামকে মনে প্রাণে কখনও গ্রহণ করেননি, কাজেই আমার জন্মের এক বৎসর পরে আমার বাবা আত্মহত্যা করে মারা যান, মাও এই নিদারুণ শেল সহ্য না করতে পেরে কিছুদিন পরে মারা যান।

অন্নদাবাবু চেয়েছিলেন আমাকে তার পরিবারে নিয়ে প্রতিপালন করতে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর গোঁড়ামির জন্য তা সম্ভব হয়নি—তাই আমি আজ নির্বান্ধব—জীবনসমুদ্রে তরঙ্গদোলায় আমাকে যেখানে নেয়, সেই আমার আশ্রয়—"

লায়লা চুপ করিল। সুবোধ ধীরগম্ভীর-চিত্তে তাহার আখ্যান শুনিল। তাহার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, সে সান্ত্বনার স্বরে কহিল—"তোমার মায়ের ধর্ম্মবোধকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমার বাপের মনের ব্যথাও ভুলবার নয়, পৃথিবীর নূতন যুগ আসছে, সেদিন মানুষের অধিকার এমন ভাবে বেড়া দেওয়া থাকবে না, যেদিন সে স্বাধিকারের আনন্দে যা তার সত্য, যা তার কল্যাণ, তাকেই সে সহজে গ্রহণ করতে পারবে—তোমার সম্পত্তির আয় পাচ্ছ ত অনীতা?"

"হাঁ, দাদামহাশয় যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তার শেষ পাইটি পর্য্যন্ত আমি পাব, কিন্তু—"

এই প্রশ্ন তন্বীর জীবনে ভবিষ্যতের সমস্যা। এই অপরিচিতাকে সে কি বলিবে বুঝিয়া পায় না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সে বলিল—"অনীতা, তুমি যদি আপন মনে করে এখানে থাক, তাহলে আমার কুঁড়ে ঘরে—"

"আমার মত নবাবনন্দিনার স্থান হবে এই ত?

সুবোধ চমৎকৃত হইয়া গেল। দুঃখের গভীর অন্ধকারে এমন করিয়া লঘুহাস্যের বিজলী-আলো জ্বালা একা লায়লার পক্ষে সম্ভব। সুবোধ হাসিয়া বলিল—"না, এ আমার উপহাস নয় এ আমার আন্তরিক আবেদন"

লায়লার হাসি উচ্ছল হইয়া ওঠে—"কিন্তু আমি কোন অধিকারে থাকব—আমি ত আপনার কেউ নই—"

"শুধু রক্তের দাবীই কি সব—বন্ধুত্বের দাবী কিছু নয়?"

লায়লার চোখ নীচু হইল। সে আপন শাড়ীর আঁচল নখে খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"তা নয়, সুবোধ দাদা, আপনাদের স্নেহ আমার ভাগ্যহীন জীবনে রইবে চিরদিনের মাণিক, সে রইবে আমার গোপন হীরে, কিন্তু

রোজকার বাজারে তা নিয়ে ত কেনাবেচা চলে না, কাজেই আমায় যেতে হবে—"

"তোমার দিদি তোমায় বোন বলে ডেকেছেন, সেই বোনের অধিকারে তুমি থাক, তুমি হও আমার সত্যিকার শ্যালিকা—"

"তা ত হয়েছি, কিন্তু দিদির সাজানো সংসারে আমি উল্কা হয়ে থাকতে চাই না—"

সুবোধের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার গোপন ভালবাসা অশেষ বুদ্ধিশালিনী চতুরা অনীতা ধরিয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে তাহার যুগপৎ আনন্দ ও ক্রোধ হইল। সে বলিল—"তুমি কি আমাদের ভালবাসাকে এত হাল্কা মনে কর, স্নেহ আর প্রেম এক নয়"

লায়লা উঠিয়া বলিল—"সে তর্ক এত বেলায় সমাধান করবার নয়, আমি যাই, আপনি স্নান করতে যান—"

লায়লা চলিয়া গেল। সুবোধ উঠিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। পৃথিবীর এই যে রূপ চোখে ভাসে, ইহা ত তাহার সত্যরূপ নয়। যে লায়লা এমন করিয়া তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া গেল, সেই কি তাহার সত্যকার অন্তরের কথা? কিন্তু সে বিবাহিত, যুবতী তরুণীর প্রতি তাহার স্নেহ মমতা বা প্রীতি থাকা উচিত নয় একথা সুবোধের বার বার মনে হইল। কিন্তু মানুষের নৈতিক বোধ তাহার হৃদয়ের দুর্দ্দম আবেগকে কখনও শান্ত করিতে পারে না। সে নানা জল্পনা ও কল্পনা করিয়া চলিল।

যদি সে অনীতাকে বিবাহ করে? যদি, না তাহা সম্ভব নয়। তাহার সমস্ত বন্ধু বান্ধব নিশ্চই তাহাকে ঘৃণা করিবে। তাহা ছাড়া প্রেমানুরাগিণী অমিতা তাহাকে কি বলিবে? সে নিশ্চয়ই তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। লায়লার ইতিহাস শুনিলে সে কখনই এই বিবাহে সম্মত হইবে না। বিবাহ অসম্ভব, তবে সে তাহার ভালবাসাকে রাখিবে কামগন্ধহীন দিব্য সৌরভে সুরভিত। সে লায়লাকে মনোমত পাত্র খুঁজিয়া বিবাহ দিবে।

তাহার ভাবনায় বাধা দিয়া অমিতা আসিয়া বলিল—"কি হয়েছে তোমার? বেলা কটা বাজে, তার খেয়াল নেই?"

অমিতার যে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় রূপ সে প্রত্যহ দেখিয়া আসিয়াছে, এ সে রূপ নয়। তাহার অপ্রসন্ন কটু ভাষণের মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের বিরক্তি ধরা

পড়ে। বেলা সত্যই অধিক হইয়াছিল, মনে মনে সে আপন অপরাধ অনুভব করিল। কাজেই তর্কের যুদ্ধ সুরু না করিয়া সে নীরবে বলিল—"যাই"

তাহার আড়ষ্ট কণ্ঠ অমিতাকে প্রসন্ন করিয়া দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"শরীরটা কি ভাল নেই?"

সুবোধ তাহার উত্তর দিল না।

শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। অমিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। স্নান করিয়া সে খাওয়ার টেবিলে চুপচাপ করিয়া আহার করিতে লাগিল। সঙ্গে অমিতা ও অনীতা বসিয়াছিল।

অমিতা বলিল—"তোমার কি হয়েছে আজ?"

অনীতা চাহিয়া দেখিল, সুবোধের মুখে শ্রাবণ-মেঘের মত কালিমা। সে ব্যাপারটিকে লঘু করিবার জন্য বলিল—"দাদা বাবুর অভিযানে আজ কি হল? যাই হোক, তার ব্যর্থতায় আমাদের বিড়ম্বনা দেবেন কেন?"

সুবোধ বলিল—"না, তবে—"

অর্দ্ধসমাপ্ত কথায় থামিয়া সুবোধ পুনরায় চুপে চুপে আহার করিতে লাগিল।

অমিতা প্রশ্ন করিল—"সুলতাদির খবর পেলে?"

মুখ না তুলিয়াই সুবোধ বলিল—"না"

অনীতা হাসিয়া বলিল—"বাইরের লোকের শত্রুতার ঝাল ঘরের লোকের গায়ে ঝাড়লে ঘরের লোকের বাঁচাই দায়—"

"তা ঠিক, তবে—"

অমিতা বলিল—"কি ঠিক বলছ?"

"তোমার সুলতাদির খোঁজে আমার দরকার কি?"

"সে ত তুমিই জান, তুমি বীর, তুমি দিগ্বিজয়ী, তুমি চাও আর্ত্তের পরিত্রাণ—"

"না"

অনীতা হাসিয়া বলিল—"মেটারলিঙ্কের কথা আপনার জানাই আছে সুবোধদা, বাইরের বিশ্বে থাকে শক্তির তাণ্ডব, হৃদয়ে থাকে পুণ্যের গৌরব—"

"ওসব বড় কথা নয়, আমি যাই সরোজের পাল্লায়—আমায় নিয়ে এসব বড় বড় কথা ভাল নয়—"

অমিতা বলিল—"তাহলে ছোট ছোট কথাই কও"

"কিন্তু মানুষের মন কি সব দিন ভাল থাকে"

"ভাল না থাকবার কোনও কারণ নেই—"

সুবোধ বিষম খাইয়া বলিল—"থামো বিরক্ত করো না—আমি সত্যই অসুস্থ—"

অনীতা বলিল—"আবার মেটারলিঙ্কের কথা বলি, মানুষের স্বভাব ও চরিত্র মানুষের যা কিছু ব্যক্তিত্ব, যা কিছু মহৎ, সে তার ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করে। দিদির সঙ্গে আপনি যে ব্যবহার করছেন, তা আদৌ ন্যায়পর নয়"

সুবোধ বিরক্ত হইয়া বলিল—"আমি তর্ক করতে পারব না—"

"কিন্তু Table-manners ?"

"ওসব বিলেতি আদব কায়দা আমাদের পোষায় না।—"

অমিতা বাধা দিয়া বলিল—"এই হল ভারতবর্ষের আদর্শ স্বামী—পারিস ত বোন বিয়ে করিস না—স্ত্রীকে মর্য্যাদা দেওয়া আমাদের দেশের ধাতে নেই—"

"কিন্তু হাল ছাড়লেও চলে না দিদি, অধিকার অর্জ্জন করতে হয়, শক্তি দিয়ে রক্ষণ করতে হয়—"

সুবোধ এবার আত্মস্থ হইয়া পত্নীর দিকে চা'হয়া বলিল—"তুমি রাগ করো না, আমার মনটা ক্লান্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের কথায় একটা কথা মনে পড়ল, অনীতা এখানেই থাক, তুমি তার দিদি, তুমি ওর বিয়ের একটা যোগাড় করে দাও—"

"খরচপত্র তুমি দেবে এই ত ?"

"নাগো না, অত হিসেবী হয়ো না—লায়লার নিজেরই টাকা আছে, তবে ওর আপনার মানুষ কেউ নেই, তাই তোমাকেই এই কাজটা করতে বলছি—"

অনীতা হাসিয়া বলিল—"সুবোধ দা, তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাই, কিন্তু বিয়ে ত আধুনিকী আমাদের কেবল যোগাড়ের বস্তু নয়, সেটা মন দেওয়া নেওয়ার খেলা, সে ভার দিদি কেমন করে বইবেন ?"

"বইবেন যেমন করে সভ্য সমাজে বয়, যোগ্য পাত্রদের সাথে তোমার দেখাশোনার ব্যবস্থা করে, তাই বলছি তুমি এখানেই থাক, আমাদের এখান থেকেই পরীক্ষাটা দেবে, যতদিন তোমার বিয়ের একটা ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তুমি এখানে থাকো—"

অমিতার মনে যে সন্দেহ জাল জড়াইয়া আসিয়াছিল, সুবোধের এই প্রস্তাবে তাহা উড়িয়া গেল। বিবাহ চিরদিন আনে কৌতূহল। আনন্দহীন দৈনন্দিন জীবনে একটি নারীর মনকে লইয়া খেলা করিতে প্রত্যেক নারী চিত্তেই থাকে

অদম্য কৌতূহল। তাই সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"তা মন্দ নয়, তাই থাকো বোন"

অনীতা উত্তর দিল না, সে গুন গুন করিয়া গাহিল—"বনের হরিণী ছিল গোপন গহনে—"

সুবোধ খুসি হইয়া বলিল—"এ কথার কি উত্তর দেওয়া চলে, তুমি দিদি, এ ভার তোমারই, সরোজ ডাক্তার তোমার সুলতাদির জন্য ব্যাকুল, নচেৎ—"

বাধা দিয়া লায়লা বলিল—"আমি যে মুসলমানী দাদা বাবু—"

"অর্থাৎ তুমি মুসলমান ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবে না—"

"মুসলমান ধর্ম্ম ও আইনে তাইই বলে"

"না, না তুমি শুধু মুসলমানী নও, তুমি— "

"বলুন একটা বিরাট কবিতা—"

অমিতা হাসিয়া বলিল—"সে গুড়ে বালি, ওঁর মতিদার লেখা কবিতা দুএকটি আবৃত্তি করেন মাঝে মাঝে—"

"বেশ তারই ধার করা কিছু বলুন না সুবোধদা—"

"না, ধার করা কবিতা নয়, তোমরা হবে ভারতবাসিনী—হিন্দু নও মুসলমানীও নও, নব মহাভারতের যে পত্তন হচ্ছে তা দাঁড়াতে পারে সবল, সুস্থ, কুসংস্কারমুক্ত জীবন্ত নর ও নারীর সাধনার উপর—তোমরা কি আজও থাকবে মধ্য যুগে—"

কথা না শেষ করিয়া সুবোধ অনীতার লাবণ্য-পেলব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার স্বপ্নাতুর নয়নে ভাসিল ভাবীকালের ভারতবাসিনীর রূপ। পরণে তার রক্ত-কোকনদের মত রেশমী শাড়ী, হাতে তাহার দুইগাছি সরু গলার জরি-জড়ানো চুড়ি, কানে ও গলায় লাল প্রবালের গহনা। জ্বলন্ত বহ্নি-শিখার মত দীপ্তিময়ী তরুণী তাহার আয়ত চোখ মেলিয়া তাহাকে যেন অজানা সমুদ্রের তীরে তীরে বনবীথিতে সঙ্কেতে নিমন্ত্রণ করে। এ তাহার বুভুক্ষু পৌরুষকে ডাক নয়, এ ডাক তার অন্তরের সুপ্তিমগ্ন দেবতাকে।

সুবোধ একবার মনে করে তাহার ভালবাসা নারীদেহের প্রতি পুরুষের চিরন্তন দুর্ব্বার লোভের ফল। তরুণীর বিম্বাধরের তি অন্ধ আকর্ষণ, না সুবোধ সম্বিৎ হারা হয় নাই। সে অনীতাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা লালসায় পঙ্কিল নহে, হৃদয়হীন কামুকের শরসন্ধান তাহার নয়। সে জ্বালিয়াছে আরতি, মন্দির অঙ্গনে সুন্দরের ও মধুরের প্রতি পুণ্যারতি। তাহার প্রতিটি

রক্ত কণিকায় যে স্পন্দন, তাহা কলুষ কলঙ্কিত নয়। প্রতিটি কটাক্ষে সে তরুণীর রূপসুধাকে চুম্বন করে না। সে বীর, সে কবি, সে স্তাবক, কিন্তু সে হীন নয়, অন্ধ নয়, পাগল নয়।

অনীতা হাসিয়া বলিল—"কি বক্তৃতা থামালেন যে, অভ্যাস করলে আপনি বাগ্মী বলে নাম কিনতে পারতেন সুবোধদা।"

বঙ্কিম অধরোষ্ঠে শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণ ও তীব্র কৌতুকের হাস্য। তবে তাহা জ্বালা দেয় না, যেন প্রেমজড়িত আদরের দৃষ্টি দিয়া আলিঙ্গন করে।

অমিতা বাধা দিয়া বলিল—"ওসব পাগলামি থাক, তুমি যদি মুসলমানকেই বিয়ে করতে চাও, তাতেও আমাদের আপত্তি করবার কি?"

"তারও ব্যবস্থা করবেন?"

অমিতার কানে এই ব্যঙ্গ ভাল লাগিল না। নিখিল নারীচিত্তে প্রেমের জন্য যে ঈর্ষ্যা তাহার চিত্তে তাহা জাগিয়া উঠিল। অনীতার এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা তাহার অন্তরে জাগায় উন্মাদ, আদিম, বন্য ও বর্ব্বর প্রতিশোধপিপাসা। অনীতা তাহা হইলে সত্যই সুবোধকে ভাল বাসিয়াছে, না এই দীপ্ত আলোক-শিখাকে লইয়া ঘর করা চলে না। সে তাহার ভাবদীপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখে হীরকের জ্যোতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ক্রোধের চড়া স্বরে বলিল—"আমরা ত ন্যাকামি করছি না।"

অমিতার সম্মুখে অনীতার যৌবনপুষ্পিত লাবণ্যাভিরাম দেহ, পূর্ণ যৌবনের মদিরায় তাহা কানায় কানায় উদ্ভাসিত। তাহার পরিপুষ্ট অধরে যেন যুগযুগান্তের আহ্বান, তাহার হ্রস্ব চিবুকে যেন অসীম রহস্যের আকৃতি, তাহার রজনীগন্ধার মত সরল দীর্ঘ গ্রীবায় যেন স্পর্দ্ধিত বিজয়িনীর গরিমা।

কিন্তু পলকেই তাহার পরিবর্ত্তন হইল। ছল ছল আঁখি করিয়া অনীতা উত্তর দিল—"আমায় ক্ষমা করবেন দিদি, আপনাদের ভালবাসাকে অপমান করব, এতখানি হীন আমি নই—"

"তবে"

"আমি ঝড়ের রাতে ভেসে এসেছি পথের কুটা। চলে গিয়েই আপনাদের স্নেহের মর্যাদা দেব।"

সুবোধ ধীরে ধীরে কহিল। তাহার স্বরে নিরুদ্ধ অভিমান ও বিস্ময়ের উত্তাপ—"তুমি কি রাগ করছ?"

"না রাগ নয়, আমার চাপল্য…"

সুবোধ তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই বলিল—"অবশ্য তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিত নয়…"

অনীতা কথা কহিল না। অমিতা তাহার আহত শুষ্ক দৃষ্টির দিকে চাহিয়া কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। হাস্যলাস্যমুখরা অনীতাকে এমন ভাবে বিহ্বলা হইতে সে পূর্ব্বে আর দেখে নাই। তাই নিজের কণ্ঠকে যথা-সাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল—"এসব কথা এখন থাক না হয়!"

সুবোধ উত্তর দিল না। সে বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের নীলাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নারী জীবনের রহস্য কোনও দিন মুক্ত হয় নাই। বোধ হয় হইবে না। অনীতার আঁখিতলে যে বিপুল শ্রান্তি, তাহার হেতু কি, সুবোধ কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিল না। যে পদ্মপলাশনেত্রে সর্ব্বদা আগ্রহ ও কৌতুক ঝলিয়া ওঠে, তাহার এই অস্বাভাবিক শ্রান্তি অহেতুক নয়।

তাহার ভাবনায় বাধা পড়িল। সুরজিৎ বাহিরে গিয়াছিল। চাপরাসির কোলে সে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই প্রশ্নবাণ—"বাবা, ঘোড়া বানায় কি করে?"

জীব-বিজ্ঞান প্রাণি-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া উৎসুক পুত্রের কৌতুহল মিটাইবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়। সে রাগ করিয়া বলিল—"ঘোড়া তার মায়ের পেটে হয়!"

সুরজিৎ বাপের ক্রোধের হেতু বুঝিল না, কাজেই তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রশ্ন অগ্রসর হইল না। সে খানিক থামিয়া বলিল—"বাবা একটা ঘোড়া কিনবে।"

সুবোধ উত্তর দিল না। অমিতা তাহাকে কোলে নিয়া বলিল—"তুমি বড় হও, তখন বড় দেখে একটা ঘোড়া কিনে তুমি যুদ্ধে যাবে…"

"ভারত জয় করবো না মা…"

"হুঁ।"

চাপরাশি বলিল—"বাহিরে এক বাবু এসেছেন"

আহার শেষ হইয়াছিল, সুবোধ উঠিয়া গেল।

পনর

পরদিন ডাকে সরোজ পত্র পাইল।

সুলতার চিঠি।

সরোজের কাছে সে এক অদ্ভুত বিস্ময়। সুলতা তাহাকে চিঠি দিয়াছে। তাহার তারুণ্য আপন ভাস্বর প্রদীপ্ত প্রভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গৃহ ছিল নির্জ্জন, সেখানে আজ রৈ রৈ কাণ্ড। ভাগ্যের এই অপ্রার্থিত যৌতুকে সে যতখানি কৌতুক অনুভব করিল, তাহার চেয়ে আনন্দ অনুভব করিল অনেক অধিক।

সে চোখ মুছিয়া পড়িতে বসিল।

"প্রিয়বরেষু,

আমার এই বন্দী জীবনে আপনার কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল। অথচ জানি আমার পরিচিত সকলের মধ্যে আপনিই আমায় সবচেয়ে অপ্রীতির চোখে দেখেন, ভাগ্যের তবু এমনই নির্ম্মম খেলা যে আজ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমার স্মরণে আসছে না। আপনাকে এ কেবল বাঁশীর আহ্বান নয়, কুলবতী শ্যামের বাঁশী শুনে যৌবন যাচিয়েছিল বৈষ্ণব কবিদের কাব্যরসে তা অমর হয়েছে এ সেই আত্মসমর্পিতা নারীর আহ্বান নয়।

আপনি বীর, আপনি সাহসী, তাই আজ বিপদসাগরে নিমজ্জিত অভাগিনী নারীর এই আবেদন আপনার বীরত্বের নিকট। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য নারীর দুঃখকে কোনও দিন অবহেলা করে নাই। সীতার অশ্রুজলে সোনার লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কুরুকুল নির্ব্বংশ। আজ আমিও বিপন্না, সেই দুর্ভাগিনীকে উদ্ধার করিতে আপনার পৌরুষ জয়যুক্ত হবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে তাই আপনাকে লিখছি।

আমার সমস্ত ইতিহাস আপনাকে জানানোর দরকার নেই। কিছু ত আপনি জানেন, যে ব্যাধি আমায় আক্রমণ করেছিল, সে ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। আপনার দূরদৃষ্টি থাকলে হয়ত ধরতে পারতেন তার মূল নিরুদ্ধ

কামনায় দাবদাহ। যে নারী জীবনে ভোগের সন্ধান পেয়েছে, সে ভোগায়তনে বাস করে, চারিদিকে লালসার পরিবেশ সৃষ্টি করে তপশ্চারিণী থাকতে পারে না, তাই আমি দুষ্প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিলাম। জামান সুপুরুষ, সুবক্তা। আমার মনে হয়েছিল সে উদার মতাবলম্বী। তা ছাড়া আমি সত্য সত্যই ভেবেছিলাম যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরিণয়ের পথেই সুদৃঢ় মিলন সংঘটিত হবে। তাই জামানের প্রেম নিবেদনে আমি সাড়া দিয়েছিলাম।

তার অন্য কারণ ছিল। আমার ইতিহাস জেনে পতিত্যাগিণী আমাকে কোনও হিন্দু বিয়ে করবে এ সম্ভাবনা ছিল না, তাই আমি জামানের আহ্বানে অসতর্ক মুহূর্ত্তে চলে আসি। সে আমায় বলেছিল সে অবিবাহিত কিন্তু তাঁর বাসায় এসে দেখি সে বিবাহিত। সে আমাকে মুসলমানী করে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আমি তাতে সম্মত হইনি। তাই সে আমাকে তার এক বন্ধুর সাথে আগামী সোমবার মেলে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেবে। আমাকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে যাবে—আপনি যেভাবে পারেন, ষ্টেশনে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করবেন। পুলিশে জানিয়ে লাভ হবে না, পুলিশ সুপার জামানের করতলে—এই লোকটি আপন পদাধিকার বলে হিন্দুর অনেক সর্ব্বনাশ করেছে।

জানি আমাকে উদ্ধারের পথে বিপদ আছে, দুঃখ আছে, লাঞ্ছনা আছে। আমার মত পাপীয়সী আপনাদের আত্মবলি চাইতে পারে না, তবু আপনার উদার মনুষ্যত্বে আমার বিশ্বাস আছে বলেই এই চিঠি দিলাম। ঢাকায় যে সব অনাচার চলছে তার মূলে আছে জামানের ইঙ্গিত, তার চক্রান্ত অসীম। কাজেই আপনাকে বিশেষ সাবধানে কাজ করতে হবে। এই চিঠি আমি অনেক কৌশলে ডাকে দিতে পাঠাচ্ছি—আমার বিশ্বাস এটা আপনি পাবেন। যদি না পান, তবে শেষ পর্য্যন্ত আশা করে থাকব, তারপর চিরদিন যে জহরব্রত নারীদের আশ্রয় আমারও তাই হবে।

মরীচিকার পানে চেয়ে চেয়ে আমি দিনক্ষণ গণনা করছি। জামানের গৃহে আমার উদ্ধারের চেষ্টা করবেন না—তা ব্যর্থ হবে। ময়াল সাপের বেষ্টনে বেষ্টিত হবেন না। সদানন্দ আপনার জীবনে ধূমকেতুর মত আমি উদয় হলাম। জানি সদাশয় সদাশিব আপনি প্রগল্‌ভার প্রলাপোক্তি ক্ষমা করবেন, তথাপি পুনরায় ক্ষমা চাইছি। আমাকে হয়ত সতীসাধ্বী বলবেন না, কিন্তু

নারীর প্রতি অনিচ্ছায় যে অত্যাচার তাহাও ত ব্যভিচার। সেই ব্যভিচার দমনে কি হিন্দু-বীর্য্য নিস্তব্ধ হবে ?

আর লিখব না। প্রতিদানে দেওয়ার কিছু আমার নেই—আমার কৃতজ্ঞতাকেও আপনি হয় ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মই ত হিন্দুর সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম আপনাকে প্রেরণা দিক। আপনি সব্যসাচীর মত দুর্দ্দম ও দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠুন। ইতি—

অভাগিনী

সুলতা

সুলতার চিঠি সরোজ বার বার পড়িল। চিঠির বহ্নিশিখা তাহার অন্তরে আগুন ধরাইয়া দিল। সে নিজের অজ্ঞাতসারে যেন এক নব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তবু সে ভাবিতে বসিল কিংকর্ত্তব্য। তাহা লইয়া সে সত্যই সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল।

জীবনে সাধুতা ও সত্য জীবনের পন্থা নিয়া সে খুব মাথা ঘামায়নি। তাহা নিয়া পণ্ডিত ও ভক্তের নানা মতদ্বৈধের কথা সে অল্পবিস্তর পড়িয়াছে সে মত সমাধান করিবার চেষ্টা সে কখনও করে নাই। কিন্তু প্রতি মানুষের জীবনে এমন একদিন আসে, যেদিন শ্রেয়ের ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব তাহাকে ব্যথিত করিয়া তোলে, যখন সংশয়তার দোলায় দুলিয়া সে চায় নির্ভর আশ্রয় ও পথ নির্দ্দেশ। আজ সরোজের জীবনে সেই গভীর সঙ্কট।

জ্ঞান পরিচালিত ও প্রেমে উদ্দীপ্ত জীবনই বাঞ্ছনীয়, এমনই একটি কথা সরোজ কোথায় যেন পড়িয়াছিল। মানুষের জ্ঞান অনন্ত ও অসীম। প্রেমও অনন্ত ও অসীম, তাই উভয়ের পরিধি যত বাড়ে মানুষের কর্ম্ম ও জীবন ততই শুদ্ধ, পুণ্য ও দীপ্ত হয়। যে ভালবাসা অন্ধ, তাহা ক্ষতি করে। সন্তান-স্নেহ-মুগ্ধা জননীর মমতা সর্ব্বত্র শুভকর হয় না। তাই জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়েই পবিত্র ও শিবময় জীবন যাপন সম্ভবপর।

সরোজ এখন কি করিবে, সুলতার উদ্ধারে আছে আনন্দ ও কল্যাণ। কিন্তু কেবল অনুকম্পা, কেবল দয়া, কেবল পরোপকারপ্রবৃত্তি ত তাহাকে এত অধীর ব্যস্ত উত্তেজনা দিতে পারিত না। অন্তরকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সরোজ বুঝিল সে সুলতাকে ভালবাসিয়াছে। সুলতা রূপসী নয়, যৌবনের ললাম তারুণ্যে সে মহিমাময়ী নয়, তথাপি তাহার মাঝে স্নিগ্ধ

পেলব মাধুরী। পৃথিবীতে কত দুঃখ আছে। পৃথিবীর কথা কেন, ঢাকা সহরেই ত কত নিরীহ পথচারী অকারণে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে।

এই যে তাহার পাশব আদিম মদিরতা ইহা কি প্রাণবত্তার চিহ্ন অথবা ইহা প্রেমের যাদু?

আনন্দময় রসময় মধুময় ব্রহ্মের লীলাই ত এই বিশ্ব। সুলতার উদ্ধারে সে যদি আনন্দ অনুভব করে, তাহাতে কোথাও কাহারও ক্ষতি নাই। এই আনন্দে বিপদ আছে, সেই জন্যই ত ইহার আনন্দ অধিকতর উষ্ণ, অধিকতর হৃদয়ারাম।

কিন্তু যে নারী পতিত্যাগিনী, যে স্বেচ্ছায় মুসলমানকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া লাভ কি? তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তাহার জীবনের আলো চিরতরে নিভিয়াছে, কাজেই তাহার জন্য জীবনপণ, আত্মবলি উচিত নয়।

তারপর তাহাকে উদ্ধার করিতে যাওয়া তাহার একার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহাকে ডাকিতে হইবে নিঃশঙ্ক তরুণদের। এমনই একজন নীতি-জ্ঞানহীন ব্যভিচারিণী নারীর জন্য তরুণদের তাজা প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া কি তার কর্ত্তব্য?

সরোজ ভাবিয়া পায় না, চিন্তার গোলকধাঁধাঁয় সে ঘুরিয়া মরে।

কিন্তু পাপ পুণ্য বিচারের মাপ কাঠি এত সহজ নয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি কথা তাহার মনে পড়িল যে নারীদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ক্ষতিকারক, ইহাতে তাহাদের মনে নানা ব্যাধি জন্মে।

কাজেই সুলতা, যে যৌন জীবনের স্বাদ পাইয়াছিল, সে যদি আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় পতিবরণ করে তাহাতে কোথাও অন্যায় হয় নাই। সুলতার মানস ব্যাধির উৎকট যন্ত্রণার পরিচয় ত সরোজ ডাক্তার হিসাবে পাইয়াছিল। না পতি বর্ত্তমানেও পুনরায় বিবাহের চেষ্টা তাহার পক্ষে আদৌ দোষের হয় না।

তাহার পর জামানকে নির্ব্বাচন। জামান হিন্দু নয়, মুসলমান, কিন্তু তাহার রাজপুত্রের মত চেহারা। তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য মোহকর। সে যদি বিবাহ করিতে চাহিয়া থাকে, তবে সুলতার পক্ষে তাহাকে নির্ব্বাচনে এমন কোনও বিশেষ অপরাধ হয় নাই।

মুসলমানেরা হিন্দু নারী অপহরণ করে, জোর করিয়া তাহাদিগকে

ধর্ম্মান্তরিত করে, ইহা নিশ্চয়ই অন্যায়, কিন্তু কেবল মুসলমান এই অজুহাতে সুলতার নির্ব্বাচনকে নিন্দা করা চলে না।

সরোজের গোপন মনে একটি কাঁটা যেন বিঁধিতেছিল, সুলতার জামানকে নির্ব্বাচনে তাহাকেই যেন অবজ্ঞা করা হইয়াছে এমনই তাহার মনে হইতেছিল।

কিন্তু তাহার সাধুমন তাহার এই গোপন ঈর্ষ্যাকে অবচেতন মনে লুকাইয়া রাখিল। সে বিচার করিতে বসিল। নব মহাভারতে যে স্বাধীন ও স্ববশ জাতি জাগিবে, তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও মিলনের বাণীকেই অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিবেন।

ইসলাম ভারতে আসিয়া ভারতীয় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের যুগপৎ অবদানেই ভারতের সভ্যতা আজ সমৃদ্ধ, এই কথাটি তাহাদের ভুলিলে চলিবে না।

ভারতের সভ্যতা অক্ষুণ্ণ প্রগতির ইতিহাস। এই মহাসাগরের তীরে নানা মানব জাতি নানা কালে নানা ভাব নিয়া আসিয়া সকলেই এক দেহে লীন হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এই অদ্ভুতকে ও বহুকে মিলাইয়া এক পরম সমন্বয়ে বাজিয়া উঠিয়াছে। দিনে দিনে প্রবৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্ববৈদিক ও অতিবৈদিক যুগে নানা সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় স্বদেশাত্মা বিচিত্রের এক সমবায় গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ইসলামের আগমনেও সেই বিরোধ জাগিল। ভারতীয় সাধনার ইহ-বিমুখতা এবং পারলৌকিক দৃষ্টিতে ইসলাম আনিল জীবনের বাণী। ইসলাম এই সুন্দর ভুবনে মরিতে চাহে না, সে মানুষের মাঝে বাঁচিতে চায়। এই দুই বিরোধীয় সভ্যতার পরিচয়ে ভারতাত্মা ক্ষণিকের জন্য বিকল হইল। কিন্তু এক অপূর্ব্ব জীবনী শক্তিতে তাহা উভয়কে গ্রাস করিয়া এক আশ্চর্য্য কৃষ্টিকে গড়িয়া তুলিল।

হিন্দু ও মুসলমানের পরিপুর্ণ মিলন হয় নাই একথা সত্য, রাজনীতি এবং ভেদনীতি তাহাদিগকে বিবদমান করিয়াছে, কিন্তু বাহিরের এই বিচ্ছিন্ন কুশ্রীতা ভুলিলে যে সমন্বয় ও ঐক্যের পরিচয় ভারতীয় শিল্পে, সাহিত্যে ও জীবনে ঘটিয়াছে—তাহার জন্য আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না।

ভারতের সভ্যতা সৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমানের এই অবদানকে স্বীকার করিলে

হয়ত বর্ত্তমানের এই বিরোধ অনেকখানি কমিতে পারিত। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের সাধনার কথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব ইসলাম ও হিন্দু সভ্যতার সংঘাত কেবল বিরোধেই শেষ হয় নাই, তাহা এক রাসায়নিক মিলনে নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাই হিন্দু সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া আমরা যদি কেবল অতীতেই মুখ ফিরাই তবে আমরা ভুল করিব। স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাষা, জীবন যাত্রার প্রণালী সর্ব্বত্রই ইসলামের সংঘাতের চিহ্ন আছে।

এই সংঘাত আজ তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে কটু ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে সেই দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচাইয়া মহাভারত গড়িতে হইবে।

সে মহাভারতবর্ষই কেবল হিন্দুর নয়, কেবল আর্য্যের নয়, তাহা সর্ব্বজাতির। তাহা, দ্রাবিড়ের প্রাক্-দ্রাবিড়ের, তাহা আর্য্যের, তাহা ইসলামের। কাজেই সুলতার নির্ব্বাচনকে স আদৌ অন্যায় বলিতে পারে না।

সুলতাকে উদ্ধার করা তাই কর্ত্তব্য। জামান যদি কেবল নারীদেহের প্রতি কামাতুর লোভে সুলতাকে আটকাইয়া এখন পণ্যের মত বিলাইয়া দিতে চাহে, তবে তাহার শিক্ষা ও দীক্ষাকে ঘৃণা না করিয়া উপায় নাই। সুলতাকে বাঁচাইতে হইবে।

নারীর চোখের জলে ট্রয় ধ্বংস হইয়াছে, স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়াছে, কুরুক্ষেত্র শ্মশান হইয়াছে, যদি প্রয়োজন হয় তবে ঢাকাকে শ্মশান করিতে হইবে। সরোজের উত্তেজিত মস্তিষ্কে উত্তেজিত নানা চিন্তা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রথমে মনে করিল সে সুবোধের কাছে যাইবে। সুবোধের সাহায্য লইবে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া সে চিন্তা পরিত্যাগ করিল। সুলতা তাহার কপালেই জয়টীকা পরাইয়াছে, সুলতাকে সেই বাঁচাইবে। তাহা ছাড়া সুবোধ সরকারী চাকুরিয়া। এই সব বিপজ্জনক কাজে তাহাকে ডাকা সম্ভবপর নয়। তরুণদের সাহায্য চাই—তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। বিপন্না হিন্দু নারীকে উদ্ধার করিতে হইবে, এই জন্য তাহারা সরোজ যাহা বলিবে তাহারা নিশ্চয়ই তাহা করিবে।

সরোজ সুলতার চিঠি পুনরায় পড়িতে বসিল। আজ সোমবার আগামী সোমবার সুলতাকে নিয়া যাইবে, মাঝে সাতদিন সময় আছে। এই সাতদিন কি সরোজ নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া রহিবে। না, সে সুলতার উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। সুলতাকে উদ্ধার করিয়াই সে তাহাকে বিবাহ করিবে। এতখানি

মণীষা, এত মধুর হৃদয়ের ধ্বংস সে কিছুতেই হইতে দিবে না—সরোজের চিন্তা বিশৃঙ্খল, দ্রুত ও সম্বন্ধহীন।

সরোজের চিন্তায় বাধা পড়িল। যুব-সমিতির নিশাকর আসিয়া জানাইল—"আমাদের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, নোয়াখালিতে আমরা একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠাচ্ছি?"

সরোজ প্রশ্ন করিল—"কে তার নেতৃত্ব করবে? তুমি নও ত?"

"না আমি না, অজয়কে ত চেনেন? আমাদের দলের নামকরা খেলোয়াড়, সেই যাচ্ছে, আমাদের কয়জনকে এখানে থাকতে হবে?"

"বেশ, তোমাদের সঙ্গে আমার একটু পরামর্শ করবার আছে।"

সরোজকে তাহারা এতদিন শ্রদ্ধা করিয়া সম্মান দিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে এত অন্তরঙ্গ আহ্বান তাহারা কোনওদিন পায় নাই, তাই আনন্দোৎফুল্ল নিশাকর বলিল—"কখন করতে চান?"

সরোজের মুখ চিন্তাকুল। যাহা তাহার একান্ত গোপন-ধন তাহাকে কি সে সকলের খেলার ও উপহাসের সামগ্রী করিয়া তুলিবে? অথচ একক সুলতার উদ্ধারে ব্রতী হওয়া সম্ভবপর নয়—তাহার ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া নিশাকর বলিল—"কোনও গোপন কথা কি?"

"হাঁ একান্ত গোপন, এবং অতিশয় বিপজ্জনক, তোমাদের মধ্যে যে সব কর্মী মন্ত্রশক্তি জানে, যারা দুর্ব্বার ও দুঃসাহসিক, এমন পাঁচ জনকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করবে?"

নিশাকর সম্মতি জানাইয়া বলিল—"তা করব, তবে আমাকে যদি এখন বলেন, তবে কর্ম্মী নির্ব্বাচন আমার পক্ষে সহজ হবে।"

সরোজ তার কথার যৌক্তিকতা অনুভব করিল। হাসি ও আনন্দে নিশাকরের মুখে জ্যোতি ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। যৌবনের আশাময়ী কুহক তাহারা জীবনে অনুভব করে, তাই এইসব ত্যাগীদের বিশ্বাস করা চলে। সরোজ তাহাকে চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল—"বসো"।

সরোজ কিন্তু তৎক্ষণাৎ কথা বলিতে আরম্ভ করিল না, খানিক চুপ করিয়া রহিল, তারপর অবান্তর কথা সুরু করিল—"পৃথিবীতে মানুষ যখন জগৎ-মৈত্রী স্থাপনের কথা ভাবছে—আমরা ভারতবর্ষে কি তখন গৃহযুদ্ধ সুরু করব?"

নিশাকর অবাক হইল, কিন্তু সরোজকে ত্যক্ত না করিয়া উত্তর দিল—"মৈত্রী ত স্বপ্নের ধন নয়, তার জন্য চাই আত্মবলি, সাহস, প্রতিজ্ঞা ও

দুরদৃষ্টি। আজ যে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়েছে, তাকে আমি মনে করি মৈত্রীর সোপান, এই কলহের মাঝে গড়ে উঠবে হিন্দু ও মুসলিমের সত্যকার মিলন।”

শীতের আমেজ আসিয়াছে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে আনন্দের ঝলক—বাহিরে মাঠের দিকে একটি বনস্পতি তাহার শাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরোজ নিশাকরের কথা যেন শুনিতে পায় না।

সে দেখে কল্পনার নেত্রে সুলতার ছবি। বনস্পতির ছায়ায় যেন সুলতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রক্তপদ্মের স্পর্শ যেন তাহাতে লাগিয়াছে। আত্মস্থ হইয়া সরোজ বলিল—“এসব তর্ক নয়, এর চেয়ে একটা কঠিন সমস্যা আমার মনকে এখন ব্যাকুল করেছে—মিস চৌধুরীকে তুমি চিনতে নিশাকর?”

“চিনব না। তিনি যে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক—এমন মানুষ আর হয় না—যেমন অমায়িক ব্যবহার তেমনই অসাধারণ জ্ঞান। ইতিহাসকে তিনি একাধারে কাব্যে ও বিজ্ঞানে পরিণত করে তোলেন”

“সত্যি খুব ভাল পড়ান?”

“হাঁ, তিনি বলেন—গল্প ও উপন্যাসের চেয়ে ইতিহাস অনেক আনন্দের, বাস্তবের পটভূমিকায় মানুষের যে নাট্য-কৌতুক সৃজিত হয়ে চলেছে, তার রস ও রূপকে যে গ্রহণ করতে পারে না, সে সত্যই রসগ্রাহী নয়—তাই ইতিহাসেই পাওয়া যাবে। আর এত শুধু অলস বিলাস নয়, মানুষের জয়-যাত্রার বিবরণকে ভিত্তি করেই গড়তে হবে ভবিষ্যতের সমাজ-জীবন—আমাদের সমাজ-বিজ্ঞান ইতিহাসেরই বৈজ্ঞানিক রূপ···না আমি বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করছি সরোজ দা?”

“তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, তা শুনেছ বোধহয়—”

“শুনেছি”

“তাঁকেই উদ্ধার করতে হবে নিশাকর, তিনি আজ পিশাচের হস্তে বন্দী—”

“এতে প্রাণ দিতে হলেও আমরা রাজি—বেশ আমি, যোগেশ, সত্যেন, সুবোধ আর প্রমথকে নিয়ে আসব—এরা জীবনকে একান্ত তুচ্ছ মনে করে,—এদের যা করতে বলবেন—এরা অনায়াসেই তা করতে পারবে···

“আগামী সোমবারের মেলে তাকে বোরখা পরিয়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে পাঠাবার ব্যবস্থা হবে···আমরা ষ্টেশনে তার উদ্ধারের চেষ্টা করব, তাতে যদি সফলকাম না হই তবে আমরা ঐ মেলে কলকাতা পর্য্যন্ত যাব—যেখানেই হোক তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে—”

"হাঁ তাই আমরা করব—"

"কোথায় তিনি আছেন—বলেন ত সেখান থেকেই তার উদ্ধারের চেষ্টা আমরা করব—"

"না, সব কথা এখন নয়, সন্ধ্যার সময় তোমরা আসবে, সেই সময় তোমাদের সব বলব—"

"আচ্ছা তাহলে আসি সরোজদা।"

নিশাকর চলিয়া গেল।

রৌদ্র ঝলসিত পৃথিবী। চারিদিকে নানা কোলাহল—কোথায় যেন একটি অশান্ত কাক কা কা করিয়া ডাকিতেছে। পুষ্পধম্বা তার ধনুকে শরসন্ধানের জন্য এসময় নিশ্চয় নির্ব্বাচন করিতেন না, কিন্তু সরোজের ভাবমদির চোখে জাগিল কল্পনার চলচ্চিত্র।

সে যেন উপকথার রাজপুত্র। চলিয়াছে পক্ষীরাজে চড়িয়া তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া, কত পাহাড় পার হইয়া, কত সাগর ডিঙ্গাইয়া কুঁচবরণ কন্যার দেশে। দৈত্যদের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া যখন সে তাহার চোখের দিকে চাহিবে, তখন কি সেই অচিন দেশের রাজনন্দিনী তাহার রক্তগোলাপের ওড়না উড়াইয়া তাহার দিকে প্রেমমদির দৃষ্টিতে চাহিবে না?

ছবি চলে—তাহার চোখে জাগে সুলতার বিম্বাধর। চূর্ণ কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে তাহার প্রশস্ত ললাটে—সমস্ত দেহের রেখায় এক অপরূপ লীলায়িত ছন্দ,—সমস্ত অঙ্গে যেন স্বর্গের পারিজাতসৌরভ।

সে আত্মবিহ্বল হইয়া যেন ডাকিল—"সুলতা!"

সুলতা তাহার বঙ্কিম ভুরু নাচাইয়া বলিল—"কি?"

ওষ্ঠাধরে তাহার আবেগ-বিহ্বল প্রেমচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া সে প্রশ্ন করে—"তুমি কি আমায় ভালবাস?"

ছবির সুলতা রাগিয়া ওঠে—মুখ ফিরাইয়া গৰ্জ্জিয়া ওঠে,—'ছেড়ে দেও আমার হাত।'

চোখ দুটি যেন জ্বলিতেছে—তাহা হইতে যেন বজ্রদাহ বাহির হইতেছে। একি বিপ্লব, একি অভিমান, একি ক্রোধ?

একজন রোগী আসিয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু, আমার বাড়ীতে একবার যেতে হবে—"

কল্পনার সুরলোক মুছিয়া যায়। ধূলিধূসর পৃথিবীর দুঃসহ বাস্তবতা

—তাহার একবার মনে হইল, সে যাইবে না। কিন্তু যে প্রেম কর্ত্তব্যহীন করে, তাহাকে সে গ্রহণ করিবে না, যে প্রেম বলিষ্ঠ, যে প্রেম উজ্জ্বল, তাহাকেই সে গ্রহণ করিবে। সাইকেল বাহির করিয়া বলিল—"কোথায় তোমার বাড়ী ?" তাহার উত্তর শুনিয়া সে যাত্রা করিল।

ষোল

পাড়াতেই থাকে বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—ডি, আই, বি অফিসের ইনস্পেকটার। পুলিসের চাকুরীর সহিত যে অবাঞ্ছনীয় মনোভাব পোষণ করি, বীরেন বাবুর আকৃতিতে ও আচরণে তাহা আদৌ ছিল না। বীরভূমের এক জমিদার বংশে জন্ম—সাহিত্যিক রুচি ও অনুরাগ তাহার মনটিকে সর্ব্বদা তাজা রাখিয়াছে। চেহারাখানি নাদুস নুদুস—চোখ দুটি বড় বড়। গোঁফটি বাটার ফ্লাই করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। চোখে পাঁসনে। সুবোধকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"অসময়ে বিরক্ত করছি—"

"বিরক্ত কি, বলুন !"

বীরেন্দ্রের সহিত সুবোধের পরিচয় ছিল না, বীরেন্দ্র তাই খোলাখুলি বলিল —"আমার নাম বীরেন্দ্র বন্দ্যো—এম, এ পাশ করেছিলাম সংস্কৃতে—তারপর পুলিশের চাকুরি—আমি এখানেই এখন ইন্সপেক্টর—Intelligence branch—"

"ওঃ"—সুবোধ নমস্কার করে। স্বর আন্তরিকতাময় নয়।

"বলুন আপনার কি করতে পারি ?"

বীরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিল—"আমার আর কি করবেন, এই এলুম একটু দরকারি কাজে—"

দরকারি কাজ—সুবোধের ভাল লাগিল না। পুলিসের এই সব লোকের কাজকে সে বিশেষ পছন্দ করে না। কেবল ভদ্রতার খাতিরে বলিল—"বলুন, আপনি সিগারেট খান ত ?"

"তা পেলে একটা আধটা খাই"

সুবোধ টেবিলের ড্রয়ার হইতে গোল্ডফ্লেকের কৌটাটি ও দেশালাই বাহির করিয়া দিল।

বীরেন্দ্র সোফায় হেলান দিয়া চুরুট ধরাইয়া বলিল—"আপনি বুঝি আধুনিক সাহিত্যকে পছন্দ করেন ?"

"কেন ?"

"না, এতক্ষণ চুপ করে আপনার টেবিলে জেমস জয়েসের বইখানি পড়ছিলাম—"

সুবোধ ওসব সাহিত্যিকদের বই পড়ে না—ইহা অনীতার কাণ্ড। সে বলিল—"না, বাসার কেউ এনেছে হয়ত ?"

"সাহিত্য পরিবর্ত্তন আনছে—সর্ব্বত্রই এক নূতন উন্মাদনা, শ, ওয়েলস ও গলস্‌ওয়ার্দ্দির যুগ আর নেই, এখন লরেন্স, জয়েস ও ভার্জ্জিনিয়া উলফের যুগ—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে, এসব হ'ল আধুনিক মনের আত্মপ্রকাশ—দিগ্বলয়ে এসেছে নূতন অনুভূতি—সেই নূতন ভাবুকের স্পর্শ পাচ্ছি যেমন ওদেশে, তেমনই এদেশে—"

সুবোধ অবাক হইয়া প্রৌঢ় আগন্তুকের দিকে চাহিয়া থাকে। সময়টি নিশ্চয়ই সাহিত্যচর্চ্চার নয়, তার উপর পরিচয় এতই সামান্য যে এই ধরণের উৎসাহকে সে আদৌ গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার অস্বস্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইনস্পেক্টরের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনি বুঝি বিরক্ত হচ্ছেন, আমি এক আধটু লিখি কিনা।"

সুবোধ অন্তরের অপ্রসন্নতাকে যথাসাধ্য মার্জ্জিতরূপ দিয়া বলিল—"না না বেশ, তবে আমি মনে করেছিলাম, আপনি কোনও দরকারি কাজে এসেছেন—"

"হাঁ তা আছে বই কি একটু, সে হবে আস্তে সুস্থে—পুলিশের লোকও যে ভদ্রমানুষ হতে পারে, সে কথা মনে রাখবেন—"

সুবোধ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না। সাহিত্যিক মানুষদের প্রত্যেকেরই বোধ হয় ছিট থাকে, ইহাও সেই ধরণের ছিট। কিন্তু ভদ্রসমাজে ভদ্রতা চাই—সুবোধ বলিল—"আপনার বইটই বার হয়েছে ?"

"না মাসিক কাগজে কখনও এক আধটু লেখা বার হয়েছে, মনে করেছি অবসর নিয়ে কলকাতায় বাসা করে সবগুলি একত্রে চলবে, সাহিত্যে যুগ পরিবর্ত্তন হচ্ছে, একমাত্র ভয় আজকের লেখা, হয়ত কাল কোনই আদর পাবে না—"

সুবোধ জবাব দিল—"সাময়িক সাহিত্যে এই ধরণের রুচি পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু শাশ্বত সাহিত্যের সমাদর সর্ব্বকালে—"

"তা বটে, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে, আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় এসেছে সত্য ও সুন্দরের নূতন রূপাবয়ব ; এটা যে ভাল তা বলতে পারি না—আধুনিকতার একটা রূপ অস্বস্তি, তার ভবিষ্যৎ সে জানে, তাই তার নব নব অভিসার। উদয়নে যে নূতন সূর্য্য জাগছে, তারই অজস্র আলো এসে ঠিকরে পড়ে তার বোধে—তাই ত তার রচনায় বেদনা ও আর্ত্তনাদ মুখর হয়ে ওঠে"

সুবোধ অনুভব করিল বক্তার ভাষার উপর জোর দখল, তাছাড়া তিনি কেবল আফিস নিয়াই ব্যস্ত নন। তার বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাইয়া সুবোধ শ্রদ্ধায় বলিল—"আপনার পড়াশোনা বেশ আছে দেখছি—"

"বেশ কি করে হবে, তবে এক আধখানা বই পড়ি, তা নইলে একেবারে গোরু হয়ে যেতাম—"

"আপনি কি আধুনিকতাকে সমর্থন করেন ?

"এত সমর্থনের কথা নয়। চিন্তাজগৎকে যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখবেন দুরকম যুগ আসে, এক এক যুগ আসে নূতন নূতন ভাবসঞ্চার, মানুষ তখন উদগ্র হয়েই কেবল গ্রহণ করে, আর এক যুগ আসে, যখন এই গৃহীত ভাবের চলে রোমন্থন, য়ুরোপীয় দেশের কথাতেই বুঝবেন, ওখানে এসেছে তিনটি ভাববন্যা—এক গ্রীকোরোমান্ সংস্কৃতি, দুই মধ্যযুগের সভ্যতা আর তৃতীয় রেনেসাঁ—তার সঞ্চরণ হয়েছে কয়েক শতাব্দীতে আর সম্প্রসারণ ও পরিপূরন হয়েছে অন্য কয়েক শতাব্দীতে—সে সব যুগ চলে গেছে, আজ আমরা নবযুগসন্ধিক্ষণে, একবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাভাস সর্ব্বত্রই—সেটা ভালো হবে কি মন্দ হবে ভগবানই জানেন, তবে সে আসছে, দিগন্তে জ্বলছে তার জ্বলদচ্চি রেখা—"

সুবোধ যেন বক্তৃতা শুনিতেছে। সে বলিল—"আপনি খুব চমৎকার বলেন, আপনার লেখা আমার পড়া দরকার ?"

পরিতৃপ্তির আনন্দে বন্দ্যোপাধ্যায় বলিল—"কোথায় পড়বেন ? মাসিক কাগজ বাংলাদেশে চলে যেভাবে, তাতে নূতনত্বের আদর সেখানে সম্ভব নয় ; কিন্তু এই নূতনকে তাদের গ্রহণ করতে হবে চোখ খুলে, তাদের শিখতে হবে—যে জগতে বাস করছি সে জগৎ একদম নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে; নর ও নারীর সম্বন্ধ, জাতির ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, নানাবিধ কর্মীর সংযোগ ও সমবায় সবই বদলে যাচ্ছে—তাই জীবনের নূতন মূল্য দিতে হবে—"

"এসব কথা কোনওদিন ত ভাবিনি—

"কেউ হয়ত ভাবেন না; কিন্তু পরিবেশ ও মূল্য দুইই বদল হচ্ছে—তাকে মেনে নিতে হবে, আর সেই নূতন কৃষ্টির মন্দির রচনা করতে হবে—"

সুবোধ চুপ করিয়া বক্তার ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিল, পরে বলিল—"তাকি কতকটা হচ্ছে না, চারিদিকেই পরিবর্ত্তন আসছে—এমন কি নিঃসাড় বাংলা দেশেও"

"তা হয়ত, বাংলা সাহিত্যে আজ বড় শিল্পী নেই, কিন্তু যারা শিল্পচর্চ্চা করছেন, তাদের প্রত্যেকের চিত্তে এসেছে একটা সংঘর্ষ—তারা উদয়ন পথে চেয়ে আছেন, তাই লেখায় নব নব নূতনত্ব এদের শৈলী, এদের আঙ্গিক, এদের বর্ণচ্ছটা সেই অনাগত অব্যক্তের রূপ দেওয়ার বিফল এবং অর্দ্ধসফল চেষ্টা"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, নূতন সাহিত্যিকদের আমরা যেভাবে অবজ্ঞা করছি—সেটা আমাদেব একান্ত অন্যায়, তাদের অন্ততঃ বুঝবার চেষ্টা করা উচিত"

বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় সিগারেট বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল। রাশীকৃত ধূমকুণ্ডলীতে ঘর ভরিয়া গেল। বন্দ্যোপাধ্যায় খানিক থামিয়া বলিতে লাগিল।—

"সাহিত্যে, জীবনবৃত্তে, ধর্ম্মে এসেছে এই নূতন কালের স্পর্শ—তাই প্রাচীন বর্ণধর্ম, প্রাচীন সমাজ নিয়ে চলবে না,—ভাঙছে, ভাঙতে হবে, ব্যক্তির সমাজের চলার নীতিতে নূতন দৃষ্টিকোণ আনতে হবে"

বীরেন্দ্র সিগারেট ভক্ত। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আত্মসমাহিত হইয়া বলিল— "হাঁ এটা আসল কথা নয়—জয়েসের বই কে পড়ছিল ? বৌমা নিশ্চয়ই নয়—"

"বোধ হয় নয়, তবে আমার এক শালী এসেছেন, তিনিই হয়ত পড়ছিলেন—"

"শালী,-চমৎকার ! রসিকা, বিদগ্ধা, আপনার সময় সুখেই কাটছে, কিন্তু শালী নিয়ে কোনও গণ্ডগোল হয়নি ত ?"

সুবোধ চমকিত হইল। তাহার মুখ পাংশু হইয়া উঠিল—লায়লাকে লইয়া নিশ্চয়ই গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। কেহ তাহার সন্ধান নিতেছে এবং সেই সূত্রে এই সন্ধান—সে আত্মস্থ হইয়া বলিল—"গণ্ডগোল কিসের ?"

"মুসলিম ছাত্রী নিবাসের একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহার জন্য খুব চেষ্টা চলছে, পুলিস সুপার আমাদের বিশেষ করে সন্ধান করতে বলেছেন। মেয়েটির নাম লায়লা, মেয়েটি খুব শিক্ষিতা—"

সুবোধ কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, তথাপি কষ্টে বলিল—"তার সন্ধান এখানে করছেন কেন?"

"একটু কারণ আছে, তার পরদিনই আপনার শ্যালী এসেছেন—এই কাকতালীয় ন্যায়, হয়ত শ্যালী যখন সত্য, তখন তা নিয়ে আপনাকে খুঁচিয়ে লাভ নেই"

আরক্ত হইয়া সুবোধ বলিল—"নিশ্চয়ই নয়"

বীরেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কাকতালীয় ন্যায় কত অনর্থই না করে, এই বইটার এক কোনে ছোট একটু অক্ষরেই লেখা আছে—এল। আপনার শালীর নাম নিশ্চয়ই ললিতা—নয়ত ভুল করে মনে করা যেত এ লায়লার নাম—"

সুবোধ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না, এমন সময় লায়লা সেখানে আসিয়া বলিল—"হঁা, আমারই নাম ললিতা, কি প্রশ্ন করতে চান আমায় করুন।"

নারী চিরদিনই বিজয়িনী। লায়লা ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার যৌবনললামদেহে পিঁয়াজ-রঙা শাড়ীটি সন্ধ্যার অস্তরাগের মত যেন নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র এতখানি আশা করে নাই—সে থতমত খাইয়া বলিল—"না, মা, এ একটা সরকারি কাজ"

"হোক সরকারি কাজ, ভদ্রলোকের বাড়ী এসে তাকে এমনভাবে বিব্রত করা কথনই উচিত নয়"

"তা নয়ই, তা নয়ই"

লায়লা সিংহীর মত দীর্ঘ গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল—"এ আপনার মনের মত কথা নয়,—মনের কথাও নয়।"

"কেন মা?"

"আপনারা এদেশে মানুষের স্বাধীনতার কোনই দাম দেন না—তার রুচি, তার মনোভাব কিসে ক্ষুণ্ণ হবে, সে কথা আদৌ স্মরণ করেন না—পুলিসের জুলুম জুলুমই—তারা মনে করে তারা কোনও দোষই কখনও করতে পারে না—"

বীরেন্দ্র নিজের বিভাগের দোষ জানিত—সে সততার সহিত উত্তর দিল—"ও এক আধটু ভুল হয়ইত মা, তবে আর বোধ হয় হবে না, আমাদের মায়েরা যখন স্বাধিকার বুঝে নিচ্ছেন, তখন আর ভয় নেই, সমস্ত বিশৃঙ্খলা সুসমঞ্জস হয়ে যাবে।"

সুবোধ অবাক হইয়া অনীতার অভিমানের আশ্চর্য্য অভিনয় দেখিতেছিল। উদাসীনতার আড়াল তাহাকে যেন আদৌ মানায় না—সে যেন সূর্য্যের আলোর মত আপন মহিমায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। সে যেন আগুনের শিখা—পতঙ্গের মত সুবোধ যেন তাহাকে ঝাঁপ দিয়া ধরিতে যায়।

অথচ মনের এই সুগোপন পিপাসা মোটেই ভদ্র নয়—সে অমিতাকে একান্তই ভালবাসে। ভালবাসিয়াই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।

কিন্তু তবু?

সমাজের সমস্ত অনুশাসন মনকে বেড়া দিয়া রাখে না—লায়লার হাসিতে ও আলোতে ভরা বড় বড় দুটি চোখের দিকে সে বিভ্রান্তভাবে তাকাইয়া থাকে। তাহার সম্মোহিত মনে যেন কথা বলে—"ওগো ছেড়ে যেওনা, হে আমার ক্ষণিকের অতিথি, তোমার জন্যই বাঁধব নূতন গীতি—"

সুবোধ অবাক হয়—ইহাই কি কাব্য? অথচ কাব্য করিবার সময় তাহার নয়। চারিদিকে যেন সাহারা মরুভূমির বালুরাশি তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে—তৃষ্ণার্ত্ত সে মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছে। সে তাহাকে বিলাইয়া দিতে চাহে। অমিতা ও তাহার নব পোষাকী ভালবাসা, তাহাতেই সে তৃপ্ত নয়।

সে চায় বন্য, নগ্ন ভালবাসা। নির্জ্জন বন-প্রদেশের চঞ্চল নির্জ্জনতার মাঝে সে আর লায়লা—আদিম মানব ও মানবী। সেখানে তাহার প্রাণের স্পন্দন সামাজিক বন্ধনে অবরুদ্ধ হবে না—দুরন্ত, দুঃসহ আবেগ পথ পাবে আপন প্রকাশের, হৃদয় আপনাআপনি গাহিয়া উঠিবে।

তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল। সে শুনিল অনীতা বলিতেছে—"ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, আর সে স্বাধীন ভারতবর্ষে নারী আপন স্থান করে নেবে—"

"তাই নিক মা, তাই নিক মা। আমাদের ছোট বয়সে আমরা কবি হেমচন্দ্রের কথাই আউড়েছি—

না জাগিলে ভারত ললনা,
এ ভারত বুঝি জাগে না—জাগে না।

তা ভগবান সে প্রার্থনা শুনেছেন মা—"

দ্যুতিময় অপ্সরী যেন সে। তার আঁচলে যেন রামধনুকের জৌলুষ—কল্পনার মত অপরূপ, স্বপ্নের মত মধুময়, উদয়ারুণের মত জ্যোতির্ম্ময়। সুবোধ বলিল—"তুমি যাও অনীতা—"

"অনীতা,—এই যে উনি বললেন ওঁর নাম ললিতা—"

"একটা নাম হতে হবে, তার কোনও অর্থ আছে কি ?"—সুবোধ বলে।

"না তা নেই—দিদির নাম অমিতা—তাই আমায় উনি আদর করে ডাকেন অনীতা—দিদিকে পেয়েও উনি পাননি—তাই তিনি অমিতা—আর আমি কোনও দিনই আসবো না তাঁর কাছে, তাই আমি অনীতা—"

বীরেন্দ্র অবাক হইল। স্তব্ধ মধ্যাহ্নের আলোকে সে যেন অপূর্ব্ব সুন্দর মুখর ঝরণা, কাহাকেও সে মানে না—কাহাকেও সে জানে না—সে চলে—

গান গাহিয়া, কূল মাতাইয়া, বুক নাচাইয়া।

বীরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনার শ্যালী ভাগ্য ভাল বলতে হবে—"

সুবোধ খুসিতে ভরিয়া উঠিল—লায়লার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল "শুনলে ত ?"

লায়লা জবাব দিল না—সে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখে যেন পলক পড়িতে চায় না—সে যেন ফুলের মত অনাদি কালের ছন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে পৃথিবীর পরম বিস্ময় ; মসৃণ অঙ্গ যেন সুষমায় মন্থর ও আবৃত—জ্যোতির স্ফুরণে সে যেন চারিদিকে আলোকচ্ছটা ছড়ায়।

বীরেন্দ্র প্রশ্ন করিল—"আপনি বুঝি আধুনিক লেখকদের পছন্দ করেন ?

অনীতা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া বলিল—"হাঁ, যে কালে বাস করি, তার রক্তের ধ্বনি যদি আমাদের রক্তে না বাজে, তাহলে আমরা ত রইব মৃত হয়ে"

"সুন্দর কথা বলেছ মা !—"

"নূতন কালের আগমনী আমরা শুনতে পেয়েছি—তাই দেশে দেশে নূতন চিন্তা ও নূতন স্বপ্ন, বাংলা ও ভারতকে বড় হতে হ'লে, মহিমাময় হতে হলে, সেই সুরে সুর মিশাতে হবে—

"আর একদিন এসে আপনার সাথে আলাপ করব—আজ উঠি—"

"আমি ত আর বেশীদিন থাকছি না, অনেক দিন হল এসেছি—"

"তাহলে তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করব।"

বীরেন্দ্র উঠিয়া পড়িল।

সুবোধ অনীতার দিকে চাহিল।

তাহার কোণ ঘেঁসা জীবনে জটিলতা নাই—সহজ সরলভাবে সেখানে সব

চলে—সেখানে লায়লা হঠাৎ আসিল পথভ্রান্ত পাখীর মত—মরা মালঞ্চে ফুল ফুটিল, শুষ্ক নদীতে এল জলধারা, ছন্দে, গন্ধে ও আনন্দে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। তাই আজ লায়লাকে ছাড়িতে সে চায় না—সে যেন পারেও না। সুবোধ ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে ?"

"পথ চলেছে দিক দেশে—সে পথের শেষ নেই—দু'দিনের উপদ্রবকে দু'দিন পরে মনে রইবে না—তবু যা পেয়েছি তা আমার জীবনে রইবে শাশ্বত সঞ্চয়—"

"সত্যি লায়লা ?"

সুবোধের স্বর আবেগকম্পিত—তার হৃৎপিণ্ডে যেন আগুন জ্বলিতেছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা যেন পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চায়।

লায়লা উত্তর দিল—"মিথ্যা কেন বলব—দুর্দিনে পেয়েছি পরিপূর্ণতা—সুখের এবং হয়ত খানিকটা দুঃখের, তাকে অস্বীকার করবো—এমন ভীরু আমি নই—"

সুবোধ ভয়-বিহ্বলের মত লায়লার দিকে তাকায়—অনুভব করে দুস্তর সাগরের ব্যবধান। মনের বেদনা তবু চাপিয়া সে বলে—"আমি কিন্তু একান্ত ভীরু লায়লা ?"

ক্ষীণস্বরে লায়লা বলে—"না—না, এত ভয়ের কথা নয়, অপরিচিতাকে এমন করে আপন করে নিয়েছেন এ আপনার পৌরুষের চিহ্ন—এ আপনার বীর্য্যের পরিচয়—"

সুবোধ মনে মনে হাসিল।

প্রেম দুর্ব্বলতাকে চায় না, সে চায় বীর্য্য—সুবোধের বক্ষে রক্তের দ্রুত স্পন্দন চলে—যে কথা বলা যায় না, যে কথা ভাবা যায় না, সে সেই কথাই ভাবিতেছে—চুপ করিয়া বসিয়াই সে আপন উদ্দাম আবেগকে সামলাইতে চায়।

অনীতার প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গে—"কি ভাবছেন দাদাবাবু ?"

"দাদাবাবু নই, আমি তোমার ক্ষণিকের বন্ধু, তুমি এসেছ পরদেশী কোকিলা—আমার জীবনের অঙ্গনে এক মুহূর্ত্তের গান গেয়েছ—সে মুহূর্ত্ত রবে জীবনের সোনার মুহূর্ত্ত হয়ে—"

লায়লা ধমক দিয়া বলে—"এ আপনার যোগ্য নয়, অসহায়াকে উপহাস যোগ্যের একান্ত অপমান, এ কথা যেন আপনি না ভোলেন—"

সুবোধের মুখে কথা জড়াইয়া যায়। সে অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরের দিকে চায়—ফিরিয়া দেখে লায়লা চলিয়া গিয়াছে।

সমস্ত স্নিগ্ধতা যেন সুবোধের অন্তর হইতে বিদায় নিল। সে মনে মনে ভীষণ রাগিয়া গেল। সে এমন কি বলিয়াছে যাহার জন্য এমন নাটকীয় ভঙ্গিমা করিয়া চলিয়া যাইবার দরকার হইল। ভালবাসার যে নেশায় সে উদ্দাম, সেই নেশা তাহার বিচার-বুদ্ধিকে ব্যাহত করে—সে আপন অন্যায় বুঝিতে পারে না।

সে ঠিক করিল, না এই অনাহূতাকে সে আর অজস্র ঔৎসুক্যে বড় করিয়া তুলিবে না—উষ্ণ প্রেম স্রোতে ভাসাইয়া দিবে না। উদাসীন তুচ্ছতায় তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। তাহার মুখ প্রচ্ছন্ন হাসিতে উচ্ছল হইয়া উঠিল।

"হাঁ, এইবার সে বুঝিবে—আপন অধিকারের গণ্ডী, তাহাকে সে আর পার হইতে দিবে না।

কিন্তু ইহা যে কতখানি মিথ্যা একমাত্র সুবোধের অন্তর্যামী তাহা জানে যে বীণা গোপনে গোপনে বাজে, সাধারণ আলোকে না দেখা গেলেও তাহাকে তুচ্ছ করা চলে না। লায়লাকে দৃষ্টির আড়াল করিলেই ত সে হারায় না—সে তাহাকে বুকের মধ্যে অনুভব করে। তাহার বুক ভরিয়া যায়—রসের পারাবারে সে ডুবিয়া যায়—আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

'এ কেমন রঙ্গ যাদু, এ কেমন রঙ্গ,
না চাহ আমায় যদি, যাব তব সঙ্গ।

সতের

সুবোধের সহিত পরামর্শ করিতে পারিলে হয় ত সান্ত্বনা মিলিত, কিন্তু সরোজ তাহা করিবে না। সুলতাকে জয় করিয়া সে একাই জয়পত্র লইবে। দৃঢ়-নিবদ্ধ দৃষ্টি দিয়া সে বাহিরের পত্রল-তরুর দিকে চাহিয়া টুনটুনির প্রলাপ শুনিতেছিল। নিবুনিবু বাতির মত তাহার প্রাণে এক উদ্দাম কল্পনা জাগিতেছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টায় তাহা সে নিবৃত্ত করিতেছিল।

আমাদের ওখানে সুলতা আছে, ইচ্ছা করিলে জিপ লইতে পারে আর দেহরক্ষী ও সান্ত্রী হিসাবে কয়েকজন যুবককে সে পাইতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের নায়কের পক্ষে যেমন অতি দুঃসময়েও আশ্রয় জোটে, বিপদের তুঙ্গ শৈলেও সহযোগিতা দৈবনিবন্ধন মিলিয়া যায়, বাস্তবে তাহা ঘটে না।

সরোজ মনকে স্থির করিতে না পারিয়া 'শান্তির ভূমিকা' নামক বইটি পড়িতে বসিল। লেখা চারজন চিন্তাশীল আমেরিকান গ্রন্থকারের—তাহার মধ্যে সে মন ডুবাইতে চেষ্টা করিল।

যুদ্ধের প্রয়োজন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, যেখানে যুদ্ধ তাহা নয়, তখন তাহা বর্ব্বরতা! ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে—হিন্দু মুসলিম চিরন্তন সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে পারে না, তাহাদের শান্তি চাই ও সন্ধি চাই।

হুভার ও গিবসনের বইয়ের একটি কথা তাহার মনে বেশ আনন্দ দিল।

"Preparedness for peace deals largely with intangibles—the setting up of moral, intellectual, economic and political forces over the whole world which will produce and hold peace"

পৃথিবীর এই নৈতিক প্রগতির সাথে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানকে তাল রাখিতে হইবে। মধ্যযুগীয় মনোভাব লইয়া উভয়ের কলহ বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু কঃ পন্থা? য়ুরোপের মত ভোগসর্ব্বস্ব জড়বাদে দেশ দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিক পিপাসা ও আকাঙ্খা দেশ হইতে চলিতে বসিয়াছে, আধ্যাত্মিকতাকে ফিরাইতে হইবে।

সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাস আশা ও আদর্শের অগ্রগতি। মানুষকে সেই নূতন আশা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

কিন্তু এ পুস্তকে সে অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারিল না, তাহার মনে জাগিল সুলতার ছবি। বেদনার্ত্তা যে নারী তাহার আশ্রয় চাহিয়াছে, আজ সে তাহার ধ্যানের সম্পত্তি।

কালস্রোতে সমস্তই বিলীন হইবে—বর্ত্তমানের সমস্ত দ্বন্দ্ব, কোলাহল একদিন অতীতের ভ্রম হইবে বিস্মৃতির যবনিকা তাহাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু সরোজের এই মর্ম্মবেদনা তাহার চিরসঞ্চয় হইয়া রহিবে। সে কবি নয় যে তাহার অন্তরবেদনাকে কাব্যে রূপ দিবে, সে চিত্রকর নয়, যে তুলির লিখনে তাহা অমর করিবে। কিন্তু তথাপি আজিকার এই জয়গৌরব চিরকাল তাহার জীবনে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

আজ তার যৌবনে সরোজ রাজটীকা পরাইবে। পৃথিবী জীর্ণ হবে, জরা ও মৃত্যুর আক্রমণ তাহাকে মলিন করিবে, কিন্তু আজ তার জীবনে অক্ষয় ও অম্লান ফাল্গুনোৎসব। সরোজ ঠিক করিল সে আজিই রাত্রে সিংহের বিবরে প্রবেশ করিয়া বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করিবে, কাহারও সাহায্য লইবেনা। সে একলাই যাইবে, আচারিয়ার জিপগাড়ীতে তাহার ড্রাইভারকে লইয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয়ের সময় যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে পড়িল, সে তখন অভিনয়ের একজন উদ্যোক্তা ও অভিনেতা ছিল।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে,
পরাণে বসন্ত এল
কার মন্তরে ?

আজ যৌবন তার হৃদয় ভরিয়াছে, তাই চারিদিকে সে দেখে চিরসুন্দর, সে পায় চির আনন্দ, সকল কাজে তার চির প্রদীপ্ত উৎসাহ—সে আজ ধরণীর অভিযাত্রী বীর।

সত্য সত্যই সরোজ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বসিল। মন তাহার বিক্ষিপ্ত—কিন্তু সে বিক্ষেপ তাহাকে পথ ভোলাইল না, রাত্রি দশটার পরে সে নিঃশব্দে জামানের বাড়ীর নিকট জিপ রাখিয়া ড্রাইভারকে বলিল—"আমি আসছি, যদি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে না ফিরি, তুমি ফিরে যাবে, আচারিয়া সাহেবকে বলবে আমার কোনও বিপদ হয়েছে। তিনি যেন পুলিসে খবর দেন—"

"আসব বাবুজী"

"না তার দরকার নেই, একাজ একাকী আমাকেই করতে হবে—"

ড্রাইভার মিলিটারিতে কাজ করিয়াছে। সে শৃঙ্খলা জানে, সে আপত্তি করিল না। সরোজ ধীরে ধীরে ডাঃ জামানের বাংলোয় প্রবেশ করিল। বাহিরের দিকে না গিয়া সে অন্তঃপুরের দিকে গেল। দেখিল দ্বিতলে উঠিবার একটি লৌহসিঁড়ি উপরে উঠিয়াছে। সে ত্বরিত পদে দ্বিতলে উঠিয়া গেল, বাড়ী নিঃশব্দ—কেবল একটি ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে, সে ঘরে বারান্দা নাই—সরোজ পাইপ বাহিয়া তাহার জানালার নিকট

আসিল। ভিতরে নারী ও পুরুষ কথা বলিতেছে। উর্দ্দুতে আলাপ চলিতেছিল, মেয়েটি আর যেই হোক সুলতা নয়।

সরোজ চুপ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে আলাপ শুনিতে লাগিল। মেয়েটি বলিতেছিল—"একাজ তোমার উচিত নয়—"

জামান ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"যা বুঝনা, তা নিয়ে কথা বলতে এস না"

"কথা বলতেই হবে, মেয়েদের অপমানে আল্লাতালাহ্ ক্রুদ্ধ হন, তোমায় বারণ করছি, তুমি বিরত হও—"

"না, এ ধর্ম্মেরই কাজ, ছলে বলে কৌশলে বিধর্ম্মীকে সত্যের আলো দিলে গাজি হওয়া যায়, এ আমি বীর শহীদের কাজ করছি—"

"কখনই নয়। আমি রোজ কোরাণ পড়ি। আল্লা এমন কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন কাফেরকেও সম্মান করতে, মোহাম্মদ রসুল এমন অন্যায় কাজ কোনও দিন আদেশ দেন নাই—"

ডাঃ জামান চুপ করিয়া রহিল, কথা কহিল না।

নারী বলিল—"না, আমি খোকার অকল্যাণ হতে দেবনা, তুমি মিস্ চৌধুরীকে তারই বাসায় ফেরত পাঠাও।"

"তা হয় না সোফিয়া, রাজনীতি অত কোমল নয়, ভারতবর্ষে মুসলিম প্রাধান্য বজায় রাখতে আমাদের অনেক রক্তপাত করতে হবে—মুসলমানের কাছ থেকে ইংরেজ রাজত্ব নিয়েছে, ইংরেজের কাছ থেকে সে রাজত্ব মুসলমানই নেবে—"

"রাজত্ব নেও নেবে, কিন্তু নারীর লাঞ্ছনা তোমার ধর্ম্মও নয়, রাজনীতিও নয়—"

জানালার ফাঁক দিয়া, ডাঃ জামানের স্ত্রীর মুখ আলোকে ঝলকিয়া উঠিল। সরোজ সুখী হইল এই মহীয়সী নারী যেমনই উদারহৃদয় তেমনই সুন্দরী।

"সে ভাবনা করে দুঃখ করে লাভ নেই, মিস চৌধুরীকে সোলেমান নিয়ে গেছেন, কালই তারা ঢাকা মেলে পাঞ্জাব রওনা হচ্ছে, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—সুন্দরী বুদ্ধিমতী মিস চৌধুরীও বীরের গলায় মালা দিয়ে বীর মোসলেমের জননী হবে—"

নারী বলিল—"এ কলঙ্কিত পথেই যদি চলবে, তাহলে এত লেখাপড়া শিখেছ কেন?"

সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে জানালার খড়খড়িতে ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। সরোজ রাগে জ্বলিতেছিল, সেই রাগের প্রতিক্রিয়া নিরীহ বাতায়ন কপাটেই ধাক্কা দিল, ডাঃ জামান নিরুপদ্রব রহিল। কিন্তু শব্দে ত্রস্ত হইয়া জামান বলিয়া উঠিল—"কি ওখানে ?"

সোফিয়া বলিল—"বিড়াল-টিড়াল হয়ত হবে—"

কিন্তু জামানের সন্দিগ্ধ মন তাহাতে শান্ত হইল না—সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া চাকরদের ডাকিল। নিরুপায় সরোজ পাইপ বাহিয়া নীচে তাড়াতাড়ি নামিল—কিন্তু মাটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

সরোজ ক্ষণিকের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল পায়ের নীচের মধুমালতীর পুষ্পিত শাখাবিতান একটী নিভৃত নীড় রচনা করিয়াছে—তাড়াতাড়ি সে তাহার মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিল।

মধুমালতীর প্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে মৃদুমন্দ মধুর সৌরভ—লতার দৃঢ়নিবদ্ধ কাণ্ডে পা বাঁকাইয়া দিয়া সে নির্ভয়ে বসিয়া রহিল। চারিদিকে অনেকক্ষণ হল্লা চলিল, কিন্তু চাকরেরা ভীত, তাহারা অল্প একটু হাঁকডাক করিয়াই বলিল "কিছু নয় সাহেব—"

আলো নিভিল, পুনরায় নিস্তব্ধতা বিরাট পুরীকে গ্রাস করিল। সেই লতামণ্ডপে বসিয়া সরোজ তাহার অভিযানের কথা ভাবিতেছিল—বীরভোগ্যা নারী। সে সুলতাকে তার বীরত্বের মূল্য দিয়াই আপন করিয়া লইবে—তারপর আসিবে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন—যেদিন দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া রহিবে—নির্ব্বাক মৌনতায় সমস্ত পরিবেশ ছাইয়া যাইবে—সমস্ত চঞ্চলতা থামিয়া যাইবে—অনির্ব্বচনীয় সুখে উভয়ের বুক দুরু দুরু করিবে—সেই পরিপূর্ণ মুহূর্ত্ত আসিবে। সরোজ ভয় করে না সংশয় করে না, তাহার জীবনে আজ শুভ লগ্ন। বাঁশী বাজিয়াছে—নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা আজ তার চোখে ভাসিতেছে।

সরোজ ধীরে ধীরে নামিল।

সে কিছুদিন Pelmanism পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করে নাই, কিন্তু আজ অকস্মাৎ জামানের বিস্তৃত উদ্যানছায়ায় সমস্ত কথাগুলি যেন অগ্নি অক্ষরে তাহার চোখে জ্বলিতে লাগিল।

বিজয়ের জয়ধ্বনি তার, আকাঙ্ক্ষা বিপুল যার। জীবনে সফলতা ও সিদ্ধি তারই, যে চায়—বিপদ তাহাকে ফেরায় না, বাধা তাহাকে ডরায় না,

শঙ্কা তাহাকে সরায় না, বিভীষিকা তাহাকে পশ্চাদপদ করে না। আজ সেই দৃঢ় সংকল্প তার, সে হবে জয়ী। সুলতার সন্ধান সে পাইয়াছে, আজিকার এই দুঃসাহস সে না করিলে সুলতা হারাইয়া যাইত। বাংলার অভাগিনী যুবতী পাঞ্জাবের রুক্ষ ও ধূসর ধূলির মাঝে অবলুপ্ত হইয়া যাইত।

সরোজের প্রাণ আনন্দে গাহিয়া ওঠে—

ভাগ্য আমার গড়ব আমি, লড়ব নিশিদিন,
অমর আত্মা সহায় মম, হবনা ত ক্ষীণ।

সরোজ সুলতাকে উদ্ধার করিবে। বন্দিনী সীতার অশ্রুমোচন তাহার পণ। চাই একাগ্র পণ, এক একবার, দুর্ব্বলতা আসে, কিন্তু সে জাড্যকে সে আশ্রয় দিবে না, ঢাকা মেলকে তন্ন তন্ন করিয়া ছিন্ন করিয়াও সেই সুলতাকে বাঁচাইবে।

সে ড্রাইভারের নিকট যথাসময়ে পৌঁছিল—সে হল্লা শুনিয়া ভীত হইয়াছিল—একবার ভাবিতেছিল যায়, একবার সময় শেষ হয় নাই বলিয়া দ্বিধা করিতেছিল। দ্বিধা শেষ করিয়া যখন সে গাড়ী চালাইবে, তখনই সরোজ ডাক দিল —

"বাবুজী রাম, রাম, আমি ভাবছি বিপদ হল বা।"

"না, না, বিপদ হবে কেন ?"

"হল্লা শুনলাম কিনা—"

সরোজ তাহার উত্তর দিল না, নীরবে গাড়ীতে গিয়া বসিল। নিশীথ রাত্রির পথ চিরিয়া শকট চলিল—অশ্ববাহিত শকট আর তৈল-চালিত শকট—দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক—সরোজ আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিল—"চলার মধ্যে একটা পরম আনন্দ আছে—তাই মোটরের আলোকে পথ ও গাছ, বাড়ী ও ক্ষেত্র যেন নূতন এক মায়ায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পেলম্যানের কথা তাহার মনে জাগে।

বজ্র-দৃঢ় পণ চায় সুবোধ ও সুচিন্তা। ভাবাবেগে সে যদি ভাসিয়া যায়, তবে তাহার সংকল্প সিদ্ধ হইবে না, তাহার পরিকল্পনাও কার্য্যকরী হইবে না। চিন্তা ও ভাবের সুখসমন্বয় করিতে হইবে।

গাড়ী আসিয়া তাহার বাসায় থামিতে নিশাকর বলিল—"কখন থেকে আমরা বসে আছি সরোজদা !"

"ভালই করেছ—ভগবান আমাদের সহায়।" সে নামিয়া খুসিমনে ড্রাইভারকে দুটি টাকা বখশিস দিল।

ড্রাইভার টাকা দুটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"নমস্তে—"

সরোজ বুঝিল. শৃঙ্খলা ইহাদের মজ্জাগত—তাই কথা নরম করিয়া বলিল—"ভাইয়ের কাছে এটা ভাইয়ের আবদার—"

ড্রাইভার বলিল—"সেই কথাই বাবুজী মনে করবেন—আমরা সব ভাই—"

যোগেশ, সত্যেন, সুবোধ ও প্রমথ নিশাকরের সঙ্গে ছিল। বীর্য্যবান্ যুবকদের আগ্রহমণ্ডিত চোখে দৃঢ় পণ—সরোজ খুসি হইয়া বলিল—"সতীত্বের মর্য্যাদা ভারত চিরদিনই দিয়েছে—তার জন্য কি তোমরা সবাই আত্মবলি দিতে প্রস্তুত—"

যোগেশ বলিল—"আমরা ব্রতী—ব্রত পালন করতে আমরা মৃত্যুকে ডরাই না—"

সত্যেন বলিল—"আমি শাক্ত, জানি শক্তিকে চাইলে সে আসে—হিন্দু ভয়ে আর আশঙ্কায় মরছে—তার বাঁচন অভীঃ মন্ত্রে, আমি সেই অভয়ের উপাসনা মানি—"

সুবোধ বলিল—"সরোজদা, আপনাকে আমরা চিনি। আমাদের আপনি চেনেন না, মেয়েদের মান বাঁচাতে, আমরা একাই একশ' হয়ে উঠব—শুধু বলুন কি করতে হবে—"

প্রমথ একটু তরল প্রকৃতির, বলিল—"সাবাস—হবে সে মেয়ে—"

নিশাকর প্রমথের চরিত্র জানিত, বলিল—"না তারল্য নয় প্রমথ, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্ত্রীরূপেন সংস্থিতা—আমরা ভাই মহামায়ার উপাসক—বলুন সরোজদা কি আপনার মতলব—"

সরোজ খুসি হইল, বলিল—"বলছি, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই, আমি গিয়েছিলাম একাই সিংহের বিবরে—

"বলেন কি সরোজদা—"

"এমন দুঃসাহস আপনার ন্যায্য হয়নি—

"হয়েছে ভাই হয়েছে, না গেলে আমাদের সংকল্প বিফল হত, ব্রত নষ্ট হত—মিস চৌধুরীকে কাল সোলেমান নামক একজন মুসলমান পাঞ্জাবে নিয়ে যাবে—"

"কাল ?"

"হাঁ কালই ঢাকা মেলে—"

"ষ্টেশন থেকে উদ্ধার করা বোধ হয় সহজ হবে না, সেখানে বাধা পড়তে পারে—

ষ্টেশনের সিগনাল যেখানে হরদেও কাঁচের কারখানার পাশে, সেখানে গাড়ী থামাতে হবে—তারপর ভাগ্য পরীক্ষা—"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"শিকল টেনে থামাবে—"

"সে ভরসা ঠিক নয়, এখন সব গাড়ীতে আবার শিকল থাকে না—"

"তবে?" প্রমথ প্রশ্ন করিল।

"বলধার বাগানের কাছে দূরতম সিগনালের তার কেটে—"

যোগেশ বলিল—"এ বুদ্ধি বোকার মত হচ্ছে—যাওয়ার সময় ত সিগনাল দরকার হয় না—শিকলই টানতে হবে—মেল গাড়ীতে এখনও শিকল থাকে—

সত্যেন বলিল—"বেশ শিকল টানাও হোক, আবার পাখাও নামানো হোক, তাছাড়া ওখানে যে গেটম্যান থাকে তার নিশান হাত করেও রাখা দরকার—একটা যদি ফস্কায়, অন্যটা কাজে লাগাতে হবে—"

"কিন্তু পুলিশের যেমন উপদ্রব, সময় ত বেশী পাওয়া যাবে না—"

সরোজ বলিল—"ষ্টেশনে আমরা থাকব, সেখানে থেকেই মিস চৌধুরীকে আমরা সনাক্ত করতে চেষ্টা করব—"

"বোরখার মধ্যে কেমন করে চিনবেন?"

সরোজ চুপ করিয়া ভাবিল, পরে বলিল—"নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন—"

নিশাকর বলিল—"সেই আশাই করব, নচেৎ সমস্ত বোরখাধারিণীকে আমরা ধরে নিয়ে আসব—ওখানে একটা মোটর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে—"

"হাঁ, তাই ভাল—সরোজ চুপ করিয়া ভাবিল, বলিল—"সরকারি মোটর যেন সব চেয়ে ভাল। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না—"

"ভাল কথা স্মরণ করে দিয়েছ—আচারিয়াকে বলে আজকের ড্রাইভারটিকে নেওয়ার ব্যবস্থা করব—"

"কিন্তু সবই ত ঠিক হল—অস্ত্র?"—যোগেশ প্রশ্ন করিল।

সত্যেন বলিল—"ঠিকই বলেছ—ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দার—"

সরোজ বলিল—"তোমরা ছোরা নিতে পার, কিন্তু তা কিছুতেই তোমরা ব্যবহার করবে না, এ শপথ তোমাদের নিতে হবে—"

নিশাকর বলিল—"সে শপথ যদি নেব তবে ছোরা দিয়ে করব কি?"

"তাতে তোমরা সাহস পাবে—আর সেটা কেবল তখনই ব্যবহার করবে যখন তোমরা অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হবে—কিন্তু আমার বিশ্বাস —একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস—আমরা বিনা রক্তপাতেই কার্য্য উদ্ধার করব—"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"হিংস সংগ্রাম আর অহিংস প্রতিরোধ—এটা খাপ খায় না—"

"জানি, তবে যুগাবতার মহাত্মা যা বলেছেন তাকে একেবারে ভুলতে পারি না—"

সত্যেন বলিল—"রিভলবার হলেই ভাল হয়—"

"কোথায় পাবে ?" যোগেশ প্রশ্ন করে।

"আমি আনতে পারি—"

"বেশ তাহলে এনো"—সত্যেন উত্তর দিল।

সরোজ বলিল—"না আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেলে তোমাদের হাত নিশপিশ করবে, তোমরা সোলেমান ও তার সঙ্গীদের মারতে লোলুপ হয়ে উঠবে—"

"তাদের মেরে ফেলব না—এই কি আপনার ইচ্ছে সরোজ দা ?"

সরোজ দাঁড়াইয়া হাতের মুঠা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"হাঁ, ভাই সব, আমরা সত্যের সেবক, অন্যায়ের প্রতিরোধক, কিন্তু অকারণ হত্যা অন্যায়—তোমরা গান্ধীর মন্ত্রকে ভুলবে না ভাইসব—সেটাই হল যুগমন্ত্র—"

যুবকেরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল, কিন্তু কেহই উচ্চবাচ্য করিল না।

সরোজ বলিল—"তোমরা শপথ কর—ভাই সব—"

সবাই সমস্বরে বলিল—"শপথ করছি, অকারণে হস্ত কলঙ্কিত করব না—

কিন্তু সে কারণ আর অকারণ আমরাই বিচার করব—"

সরোজ বুঝিল, আর চাপ সহিবে না। তাই সে বলিল—"হাঁ সে বিচার অন্তরের নির্দ্দেশ নিয়ে ঠিক করবে— ।"

কেহ উত্তর দিল না— ।

"রাত হয়েছে, আজ তোমরা এস, কাল দুপুরে তোমরা আমার এখানেই খাবে—তারপর বাকি কথা সব ঠিক করে নেব—"

নিশাকর বলিল—"তা ঠিক নয় সরোজদা, মন্ত্রগুপ্তি প্রয়োজন, আমি একাই আসব, কাল নয়টা নাগাত—আপনার পরামর্শ ওদের জানাব—লোক জানাজানি করা আদৌ ঠিক হবে না—"

সরোজ নিশাকরের কথার সত্যতা বুঝিল, বলিল—"বেশ তাই করো—"

উহারা বিদায় নিল।

নিশীথ আকাশে তারা হাসে—সরোজ চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাস যেন ভাসিয়া আসে, তাহার বিরহিণী প্রিয়ার নিঃশ্বাস যেন।

প্রিয়া—ভাবিতে সরোজের মনে যেন নূতনতর সাড়া লাগে।

সংসারে সব কথা বাসি হয়, কিন্তু যুগযুগান্ত তরুণ যে কথা বলিয়াছে সেই আদরের ডাক বাসি হয় না।

যে প্রেম আজ বীজের মত তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত, একদিন সে ফলে পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে—সে এক সম্ভাবনা, সে এক অতুলনীয় প্রকাশ।

সে প্রেম ভীরু নয়, সে ভীষণ।

রুদ্রের মত সে জ্বলিয়া উঠিবে—চির যৌবনেরে মালা পরাইয়া সে অগ্রসর হইবে।

সরোজ বিশ্রামের জন্য শুইতে গেল, কিন্তু আজ তার শয্যা-কণ্টক, কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে না। রাজ্যের যত চিন্তা জড় করিয়া সে মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে—উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তাপের বেগে আরও বিক্ষিপ্ত হয়—ঘুম আর আসে না। তাহার এই যে একান্ত পাওয়া ধন—সে বিধাতার দেওয়া ধন—ইহাকে সে প্রবঞ্চনা বলিয়া ভাবিতে পারে না।

রাত্রির স্পন্দন বাড়িয়া চলে—সে বিছানায় ছটফট করে—অবশেষে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাতুর হইয়া স্বপ্ন দেখিল—সে সুলতার গলায় মালা দিতেছে।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন নিশাকর ডাকিতেছে—"দাদা আর কত ঘুমাবে?"

আঠার

তার পরের দিন মঙ্গলবার আমাদের এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের নায়কদের জীবনে অপূর্ব্বতায় এবং চমৎকারিত্বায় দেখা দিল। সুবোধ উঠিয়া শুনিল, অনীতা নাই।

সে প্রথমে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু অমিতা আসিয়া তাহাকে চিঠি দিল। লায়লা লিখিয়াছে সংক্ষিপ্ত এক লিপি। সুবোধ পড়িল, পড়িয়া অমিতার দিকে চাহিল।

অমিতা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করিয়া উত্তর দিল—"আমি তাকে কিছু বলিনি—"

সুবোধ তাহার উত্তর না দিয়া পুনরায় চিঠি পড়িতে বসিল।

"দিদি,

ঝড়ের রাতের পাখীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে, সে মহত্ব তোমার চিরদিন মনে রইবে। আমি চললাম—মিক্সড ষ্টীমারে উঠে চাটগাঁ মেলে যাব—আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করবে।

ইতি তোমারই বোন

লায়লা।"

সুবোধ বার বার করিয়া এই লেখন পড়িল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"যাক্ বাঁচা গেল।"

অমিতা বুঝিল, কেহ তাহাকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলে সে হয়ত কারণ বলিতে পারিবে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিল ইহা তাহার হৃদয়ের কথা নয়। কিন্তু সুবোধের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় অমিতার সকল কথা ও সকল কাজই স্বামীর হৃদয়ে বিপরীতভাবে প্রকাশিত হইবে জানিয়া অমিতা চুপ করিয়া রহিল।

সুবোধের জীবনে আজ এল প্রথম সেই বেদনা, যাহা প্রিয়তমার নিকট অব্যক্ত রহিবে—সে আপনাকে খুলিয়া মেলিয়া দিতে পারিবে না। এই লুকোচুরি বোধ হয় তাহাকে যথেষ্ট পীড়া দিতেছিল ; কিন্তু আজ সে নিরুপায়।

সুবোধের মনে পড়ে কত কি কথা। কবে কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, পথের ধূলায় অশ্রুর সাগর তৈরি করিয়াছিলেন শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বৃন্দাবনের সবাই কাঁদিয়াছিল, পিতা নন্দ, মাতা যশোদা, শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোধন নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল আর তাহাদের পরিচালক গোপবালকেরদল শ্যামবিরহে উন্মাদ হইয়াছিল—কাঁদিয়াছিল সরলা গোপবালা, কাঁদিয়াছিল বৃন্দাবনের পশুপাখী—বৃন্দাবনের বনভূমি। সেই কান্নার বাষ্প আজ সুবোধের হৃদয় ভরিয়া ফেলিল। বিরহের কান্নায় অমৃত আছে, তাই তা হারায় না, হারাইতে পারে না। সুবোধ আজ অবাক হইয়া মহা বিরহের মহাভাবে আপ্লুত আপন সত্তাকে অনুভব করিল—সে ক্ষুব্ধ হইয়া আজ পদাবলীর মাধুর্য্য একান্ত করিয়া অনুভব করিল।

গীতগোবিন্দের বিরহিণী রাধার কথা সুবোধের মনে পড়িল। সে আপন মনে তাহা আবৃত্তি করিল :—

"প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতিতাপম্॥

সারলা কেন চলিয়া গেল? তাহার বিরহে আজ প্রভাতের আলো ম্লান, আজ চারিদিকের মোহময় সৌন্দর্য্য তাহার নিকট বিষবৎ লাগিতেছে। রাধিকার মত সে যদি বিলাপ ও প্রলাপ করিতে পারিত। তবে হয়ত সে আনন্দ পাইতে পারিত, কিন্তু এ ব্যথা তাহার বলিবার নয়। স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী অমিতা কি ভাবিবে—তাই তাহার দশা আর রাধার দশা একই।

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।
শ্বসিত পবনমনুপমপরিণাহম্
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশিদিশি কিরতি সজল কণজালম্
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয় তল্পম্
গণয়তি বিহিতহুতাশ বিকল্পম্॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্
বালশশিনমিব সায়ম লোলম্॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্
বিরহবিহিত মরণেব নিকামম্॥

রাধা তবু হরিনাম জপ করিয়া আপন বিরহ বেদনা দূর করিতে পারিত, কিন্তু সুবোধের এই সুগভীর প্রেম অব্যক্ত রহিয়া স্মরাতুর তাহাকে চিরদিন বজ্রদারুণ ব্যথা দিবে।

অমিতা পাশেই বসিয়াছিল, বলিল—কি ভাবছ?

সুবোধ বলিল—"কই না, কিছুই না—"

"আমায় ফাঁকি দিও না, তুমি ওকে ভালবেসেছিলে?"

সুবোধ কি বলিবে? যাহা সত্য, তাহা কেমন করিয়া সে প্রেমমুগ্ধা পত্নীকে বলিবে, অথচ এতদিন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনও ব্যবধান ছিল না—সুবোধের সমস্ত কল্পনা অমিতার কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠিত।

কিন্তু আজ!

এক মুহূর্ত্তের সম্মিলন, এক পলকের পরিচয়—অথচ সে নিয়া আসিল একি দুর্ব্বার ক্ষুধা। অমিতার সহিত তুলনা করিলে তাহার মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই না, অথচ সে আনিল একি অলোকসম্ভব আলোকের স্পর্শ একি অমৃতপ্রলেপ? জীবনে যত কলরব ছিল, সে আজ বাহিরে চলিয়া যায়—শুধু তীব্রতর এক অধীর হাহাকারে হৃদয় ভরিয়া যায়।

সুবোধ কি পাগল হইয়া যাইবে, সে কি আত্মসংবরণ করিতে পারিবে না? অতীতের সমস্ত স্মৃতি চোখে ভাসিয়া ওঠে—সে আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করে, ধিক্কারের সঙ্গে মনকে শান্ত করিয়া বলে—"তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে অমিতা?

অমিতা মাথা নাড়িয়া বলিল—"কেন কিসের ক্ষমা?"

সুবোধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমিতার পানে চাহিয়া বলিল—"তাকে ভালবেসেছি—এ কথা অলীক, আবার তাকে আমি ভালবাসিনি এ কথাও বলা ভুল হবে—"

অমিতা সেদিন বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়াছিল, তাহাকে প্রভাতের শুক-তারার মত দীপ্তিময়ী দেখাইতেছিল। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"একি হেঁয়ালি?"

সুবোধ অমিতার দিকে চাহিল, হর্ষাশঙ্কাজড়িত তার বক্ষে তখন দ্রুত স্পন্দন বহিতেছিল। সে তার যৌবনের পেলব লাবণ্যে মোহময়ী নয়, তাহার সারা মুখে মাতৃত্বের অপূর্ব্ব আভা, সে যেন র‍্যাফেলের ম্যাডোনা। সুবোধ কথা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল—"সুরেশ্বর কোথায়?"

"সে মাসীর জন্ম কাঁদছে, তাই হরিপদ তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে—"

"আমরা যদি কাঁদতে পারতাম—"

অমিতাও অবাক হইয়া সুবোধের দিকে চাহিয়া রহে।

স্মৃতির পটে গত জীবনের সমস্ত কথা ছবির পর ছবির মত ভাসিয়া আসে। জীবনে তারা পরস্পরকে বরণ করিয়াছিল ভালবাসায়, প্রথম দর্শনেই তাদের মনের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া গিয়াছিল—সে দ্বার কখনও বদ্ধ হয় নাই। জীবনের নানা অবস্থায় তারা পরস্পরের মনের নিবিড় সঙ্গকে কখনও হারায় নাই, বেদনার গুহায় তাহাদের বাক্য স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, রঙ্গে হাস্যে বেদনায় ভরা সেই সব সুখের স্মৃতি জাগে, আর অমিতার যেন কান্না জাগে। তবু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলে—

"কি হোল তোমার ?"

"কিছুই হয়নি অমিতা—"

"না হয়েছে, আমায় সব বল—"

সুবোধ গম্ভীর হইয়া বলে—"আমি নিজেই জানি না কি হয়েছে—তোমায় কি বলব রাণু—"

"সেই আদরের সম্ভাষণ, বাসর শয়নের প্রথম আবেগমিশ্রিত সেই মধুর সম্ভাষণ, কিন্তু কালের প্রবাহ আজ তাহাতে মধু সিঞ্চন করে না। অমিতা রাগ করিয়া বলে—"কেন, সোজা কথা সোজা ভাষায় বলবে, আমরা এখন গেছি তোমার মনের বাইরে, নবাগতা তরুণী নিয়েছে তোমার মন কেড়ে, পুষ্পধন্বা তার বাণ সজোরেই নিক্ষেপ করছেন—?"

"তুমি আমায় আঘাত দিও না অমিতা, লায়লাকে আমি ডেকে আনিনি, তুমিই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলে—"

"সে আমার অন্যায় হয়েছে—আমি ঘাট স্বীকার করছি"

অমিতার স্বর তীক্ষ্ণ ও বজ্রদৃঢ়। তাহার আয়ত নয়নে শুভ্র মুক্তা-বিন্দুর অশ্রু গড়াইয়া আসে, সুবোধ তাহা দেখিতে পায় না ; অলক্ষ্যে অমিতা তাহা মুছিয়া ফেলে।

সুবোধ বলে—"জীবনে কখন কি ঘটে, আমরা তা কেউ জানতে পারি না। লায়লার সজীবতা আমায় স্পর্শ করেছে, তাকে স্নেহ বল, ভালবাসা বল, ক্ষতি নেই ; কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই—"

"তবে কি নাচতে বল ?" ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত অমিতা গর্জিয়া ওঠে। বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরসে ডালিম ফুল নাচিতে থাকে, সুবোধের চিত্ত উদাস হইয়াও তাহার আনন্দে মসগুল হইয়া ওঠে—"নাচ ত মন্দ নয়, আজকাল অনেকেই নাচছে—"

অমিতা এবার তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—"বেশ, আমি পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবো না—নিয়ে এস তোমার মনের মোহিনীকে—বরণডালা সাজাই কি বল ?"

বিদ্রোহিনীর দিকে সুবোধ সভয় দৃষ্টিতে চাহে, তাহার কৃষ্ণচক্ষুতারকায় আজ অস্বাভাবিক দীপ্তি, সুবোধ মিষ্টস্বরে বলে—"জানো অমিতা, সব কথা ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে, একটি কথা হয়নি—সে প্রেম—"

"হয়েছে তার্কিক, তোমায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না, নিজের বৌ

ছেড়ে পরকে যে ভালবাসে তার কাছে আর যে তত্ত্ব শুনতে চাই, প্রেমের তত্ত্ব নিশ্চয়ই শুনতে হবে না—"

"কিন্তু সেই ত প্রেমের তত্ত্বের সত্যকার রসিক, শুষ্ক তাত্ত্বিক যা বলবে তা হবে শুষ্ক, যার জীবনে প্রেম এনেছে অমৃত, সেই ত অধিকারী—"

"তুমি কি আজ ঝগড়া করতেই কোমর বেঁধেছ ?"

"আমি না বাঁধলেও তুমি যে বেঁধেছ তার ত সন্দেহ নেই—কিন্তু তোমায় প্রশ্ন করি, তোমরা এমন কেন হবে ? যাকে পেয়েছ তাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করতে চাও কেন ? তাকে কি বাড়বার সুযোগ দেবে না ?—

"একে তুমি বলতে চাও বিবর্দ্ধন ?—

"বলব বইকি—প্রেম অনায়াসে একদিন আসে কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই অসাধারণ সাধনা—প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের চিরজাগ্রত অধ্যবসায় দিয়ে তাকে ফুটিয়ে রাখতে হয়—"

"হয়েছে—হয়েছে, এসব তর্ক আমি পারব না। তোমার কি আজ কাজ নেই ?—

"না, দাঙ্গার মধ্যে কাজ চলবে কেমন করে—বেশ আছি—"

"ভাল কথা, তোমার ডাক্তার বন্ধুর যে পাত্তা নেই—"

"নেই, সেটাও প্রেমের জন্য—

"তার মানে ?"

"ও মরেছে সুলতার জন্য। তাকে উদ্ধার করে আনতে গেছে বীর—যেখানেই যাক তার মনের মানসী—সেখান থেকেই তাকে বাঁচাতে হবে এই হল ওর পণ—"

"এত খুব মহৎ কাজ। বিপন্না নারীর জন্যে এমন কাজ তুমি করতে পারতে না—"

সুবোধ হাসিয়া ওঠে।

"হাসছ যে ?"

"তোমার যুক্তি দেখে, বিপন্না নারীর প্রতি আমার অনুকম্পাকে তুমি দিচ্ছ ধিক্কার, অথচ সরোজের বীরত্বের প্রশংসা করছ—"

অমিতা ফিরিয়া বলিল—"সে হল বীরত্ব আর তোমার হল অবরুদ্ধ পাশব লালসা।"

"তুমি যে একেবারে সাইকোএনালিসিস করে বসলে—সরোজের সমস্ত চেষ্টার পিছনে আছে তার অবরুদ্ধ কামনার আবেগ—আর আমার স্নেহকে—"

"শুধু স্নেহ—"

"না হয় হল ভালবাসা, শেলীর কবিতা পড়েছিলে ত? ভালবাসাকে ছোট করে টুকরা করে রাখা যায় না—"

"তাই পরকীয়া করতে হবে?"

"মন্দ কি? বৈষ্ণবেরা ত তাকেই পরম সাধন বলেন।"

অমিতা বিপন্ন মুখে বলিয়া উঠিল—"থাক পরকীয়া সাধনে প্রয়োজন নেই"

"তুমি বললে কি হবে—চণ্ডীদাস পদাবলী আজ থেকে পড়, তারপর—"

"তুমি কি আমায় পাগল করবে?"

সুবোধ কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিল—"তার প্রয়োজন হবে না দেবী, আপনার ধিক্কারে আমাকেই পাগল হতে হবে—"

অমিতা সন্দেহাকুলভাবে মাথা নথড়িয়া বলিল—"তুমি কি আজ আমায় স্বস্তি দেবে না, যাক আমি চোখের আড়াল হলে যদি তুমি সুখী হও, যাচ্ছি—"

অমিতা বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় সুরেশ্বর বেড়াইয়া ঘরে ফিরিল।

সুরেশ্বর বলিল—"বাবা, মাচি, তাকে মেরে ফেলব—"

অমিতা হাসিয়া উঠিল—"কেন বাবা?"

"চলে গেল কেন মাচি?"

সুবোধ পুত্রকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে বসিল।

অমিতার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরকে কোলে টানিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল—"ওকে আর আদর কেন?"

সুবোধ উত্তর দিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুবোধ কি সত্যই তাহার জীবনে এই পরিণতি চাহিয়াছিল? সুবোধ এলোমেলো ভাবে ভাবিতে লাগিল।

সুরেশ্বর কখন মায়ের কোল হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল? সে বাবাকে ব্যস্ত ও বিব্রত দেখিয়া বলিল—"বাবা"

সুবোধের চমক ভাঙ্গিল।

সুরেশ্বরকে কোলে করিয়া বলিল—"বাবা মাচি!"

তাহার চোখে জল, সুবোধের চোখেও অজ্ঞাতে জল নামিল, চোখের জলে সুবোধ শুচি ও শুভ্র হইয়া উঠিল।

"বাবা কাঁদছ?"

"কাঁদছি"

"কেঁদনা"

"কাঁদব না"

"মাচি আসবে বাবা?"

"আসবে"

"কবে আসবে বাবা?"

"আসবে কবে তা জানিনা বাবা!"

"তবে আর কেঁদ না"

"না"

অমিতা আসিয়া চিত্রাপিতের মত পিতা ও পুত্রের এই লীলা অবাক হইয়া ক্ষণিক দেখিল তার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উনিশ

যেদিন যাহা ঘটিয়াছিল আর সংবাদ পত্রে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য। যাহা ঘটে সর্ব্বত্রই তাহা প্রকাশিত হয় না। স্বার্থের রঙে তাহা রঞ্জিত হইয়া ওঠে! খবরের কাগজে যাহা রটিয়াছিল তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, সমসাময়িক সকলেই তাহা পড়িয়াছেন।

ঠাঁটারী বাজারের কাছে গাড়ী থামিয়াছিল, তাহাতে সমস্ত মুসলমান বোরখাপরা মেয়েকে ধরিয়া নিয়া গুম করা হইয়াছে এইরূপ রটিয়াছিল, ফলে নাজিরবাদ অঞ্চলেও বিকালে গাড়ী থামাইয়া মুসলমানেরা প্রতিশোধ নিয়াছিল। সে কথা মুসলমান পুলিসসুপার একদম চাপিয়া গিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করায় জানা গিয়াছিল যে তিনি এ বিষয়ে আদৌ জানেন না।

সরোজ ও তাহার সঙ্গীরা ষ্টেসনে আসিয়া কয়েকটি সন্দেহভাজন মুসল-

মান যাত্রীর সঙ্গে বোরখা-পরিহিতা এক নারীকে দেখিতে পায়। সে সুলতা কিনা তাহা আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। নোয়াখালি হইতে মুসলমানেরা মেয়েদের অন্যস্থানে চালান করিতেছিল। তাহাদের উদ্ধারের জন্য কয়েকদিন কর্ম্মীরা আসিয়াছিল, কিন্তু জিলাম্যাজিষ্ট্রেট কর্ম্মীদের এই সেবাকে সুচক্ষে দেখে নাই, কাজেই ষ্টেসনের ভিতরে স্বেচ্ছা-সেবকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিনা কারণে পুলিসের হাতে ধরা পড়া তাহাদের ইচ্ছা নয়।

সেই যাত্রীরা একটি ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িল, সরোজ ও তাহার দুই জন সহযাত্রী সেই কামরায় উঠিল, অন্যেরা অন্য গাড়ীতে গেল। গাড়ীতে উঠতেই বোরখা পরিহিতা মেয়েটি একবার যেন অন্যমনে আপন মুখ খুলিল, সরোজ চিনিল ও জানিল যে সেই সুলতা। সে তাহার সহ যাত্রীদের একজনকে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া সঙ্কেত স্থানে পৌঁছাইতে বলিল এবং অন্য সঙ্গীদের কিছু উপদেশ পাঠাইল।

যাত্রী ভরিয়া নিয়া রেলগাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সহসা সরোজের সঙ্গী ছোরা বাহির করিয়া মুসলমানদের আক্রমণ করিতেছে এইরূপ ভাণ করিল।

বোরখার মধ্য হইতে সুলতা চেঁচাইয়া উঠিল—"আমায় বাঁচান আমি হিন্দু" সরোজ তখন ক্ষিপ্র হস্তে চেন টানিয়া ধরিল, গাড়ী থামিয়া গেল। সরোজের সঙ্গীরা চেঁচাইয়া উঠিল সমস্বরে—"মুসলমানদের আজ জবাই করো—"

গাড়ী থামিতেই যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান যাত্রী ছিল তাহারা ভয়ে পলাইয়া রমনার মাঠের দিকে রওনা হইল।

সরোজ সুলতাকে লইয়া তাড়াতাড়ি ঠাঁটারি বাজারের নিকটে একটি গলির মধ্যে ঢুকিয়া সেখানে অবস্থিত একটি ভাড়া করা ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল—ট্যাক্সি দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইল।

বলিতে যতখানি সময় লাগে, তাহার চেয়ে নিমেষে কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। সরোজের সঙ্গীরা নামিয়া নানাদিকে পলাইয়া গেল। পলাইবার সময় মুসলমান যাত্রীদের কেহ কেহ ভয়ে ভয়ে এখানে ওখানে আঘাত পাইল, তাহাই নিয়া শেষে সংবাদপত্রে বিরাট এক কাণ্ডের বিবরণ বাহির হইল, কিন্তু আসলে একবিন্দু রক্তপাত করিতে হয় নাই। সরোজের সঙ্গীরা

অহিংসামন্ত্রের উপাসক না হইলেও, দলপতির কথা তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল।

দুপুরের রৌদ্রে ইট ও কাঠের সহর যেন ঘুমায়, তাহার মধ্য দিয়া গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিল, সুলতা গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার বোরখা ফেলিয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহাদিগকে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

সরোজ অবাক হইয়া সুলতার পানে চাহিয়া রহে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-ঝলসিত নগরী, তাহার অসংখ্য কর্ম্ম-তাড়না, তাহার অশ্রান্ত গতিবেগ এক দিকে আর একদিকে তাহাদের গতিশীল গাড়ী ও তাহাদের বিস্ময়কর অভিযান। বিস্ময়ে উভয়ের মন অভিভূত হইয়া রহে।

সুলতা একবার ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু তাহার কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না—সরোজের প্রতাপের পরিচয় তাহাকে যতখানি অভিভূত করে, তাহার চেয়ে অধিক করে তাহাদের এই বিস্ময়কর সঙ্গ।

অনেকখানি সময় চলিয়া যায়। সুলতার মনে আসে পূজার আনন্দ। আজ তাহার সত্যকার পরাভব—যে সুলতা ছিল বিজয়দর্পে দর্পিতা, সে আজ নাই। কিন্তু তবু সুলতা অভিভবের অপমান অনুভব করিল না। আজ সে জানিল সত্যকার পুলক।

মানুষের যাহা চিরস্মরণীয় এমনই হয়ত এক অজানা মুহূর্ত্তে আসিয়া দেখা দেয়। আজ তাহার অহংকারের প্রকাশ নয়, আজ তার আত্ম-নিবেদনের আরতি। আজ তাই তাহার হৃদয় সরোজকে আহ্বান করিল সহজ হৃদ্যতায়, আঘাত করিল না। আপনাকে শান্ত করিয়া সে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"কোথায় চলছেন?"

সরোজ সহসা কোনও উত্তর দিল না—সুলতার স্নিগ্ধ নয়ন দুটিতে যে শান্ত লাবণ্য জাগিয়াছিল, তাহার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল—"আপনি যেথায় যেতে চান। চলুন আপনার বাসাতে।"

সুলতা বলিল—"কিন্তু…"

তাহার শব্দ আপনা আপনি তীরাহত পাখীর মত লুটাইয়া পড়ে, সরোজ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারে। হাসিয়া বলে—"কেউ জানে না কিছু, কাজেই আপনার সংকোচের কোনও কারণ নেই—"

সুলতার মুখে লাগে রৌদ্রের চলমান বিভা। সে বিষণ্ন হইয়া বলে—"তবু—"

"কি করতে চান? আর কোথাও যাবেন?"

"হাঁ, এই অভিশপ্ত সহরে আমি আর থাকব না—কিন্তু যাব কোথায়—কিইবা করব?"

জীবনের ধূলিময় প্রাত্যহিক যাত্রা আর কাব্য দুই বিভিন্নলোকে বাস করে। সুলতার বেদনা তাই বাস্তব ও সত্য। সে আজ ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে—যে সম্পৎ তুচ্ছ নয়, যাহা শাশ্বত সঞ্চয়, এমনই কিছু পাইবার দুর্নিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে। কিন্তু সেখানে সে দেখে হতাশার দুস্তর পারাবার।

প্রেমার্ণীর অন্তরমহলে সে আর হয়ত দীপ জ্বালাইতে পারিবে না, প্রেমের কবাট হঠাৎ হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই সে একান্ত অসহায়।

মধুপূর্ণিমার আহ্বান প্রতিবৎসর পল্লবে পল্লবে আমন্ত্রণ জানাইবে, কিন্তু সুলতা আর সাড়া দিবে না। সে একান্তে আড়ালে রহিবে মৃত্যুর মত নৈঃশব্দ্যের মাঝে—সেখানে কোকিল ডাকিবে না, ফুল ফুটিবে না—সে মহা তমসার অন্ধকার অচলায়তন।

কিন্তু সরোজ তাহাকে চমৎকৃত করিয়া বলিল—"আপনি নিরাশ হবেন না, যেখানে যেতে চান বলুন—কোনও বাধা হবে না।"

সুলতার চোখ জ্বলিয়া ওঠে—এই তরুণ আশাময় যুবকের কণ্ঠে সে যেন সহসা অমৃত আবিষ্কার করে। তাহার হৃদয় যেন গাহিয়া ওঠে—"হে প্রিয় মনের ভুলে যদি আমার হৃদয় দুয়ারে আসিয়াছ, তবে সহসা যেন ফেলিয়া যাইও না। কোনও আয়োজন নাই, উৎসব সমারোহ নাই, গীত কলরব নাই, তথাপি তুমি এসএকান্ত নির্জ্জনে হৃদয়ের গহনতম গহনে।"

আপনাকে স্থির করিয়া বলে—"তার মানে?"

সরোজ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, বলে—"যেখানে যেতে চান, আমিই নিয়ে যাব।"

"কিন্তু কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। দৃষ্টির নেপথ্যে যাহা ঘটে, তাহাকে বাহির করিয়া দেখানো সহজ নহে। মনের মাঝে তাহার ভালবাসা যে অধিকার মানিয়া লইয়াছে, সহজ গলায় তাহাকে প্রচার করা চলে না। তাই নিঃস্বের মত সে মর্ম্মাহত হইয়া উঠে, কি বলিবে ভাবিয়া পায় না।

মোটর চলে—সে শোনে না হৃদয়ের গতিছন্দ। প্রেমের যে অমৃত জ্যোতি অলক্ষ্যে জ্বলে তাহাকে সে দেখে না।

সরোজ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আপনি বিপন্ন, আপনার জন্য সব কিছু করতে আমি রাজি…"

সুলতা এবার হাসে—তাহার বিজয়িনীর হাসি—"কিন্তু দেওয়ার কথা ত সবই নয়, নেওয়ার অধিকারও ত চাই"

সুলতার সুগন্ধি কেশদাম হইতে সৌরভ ভাসিয়া আসে। সরোজের সত্তায় জাগিল নারীসত্তার স্পর্শ—.য প্রেম ছিল সুপ্ত, হৃদয়ের গোপন গভীরতায়, তাহা অসীম অনন্ত বিস্ময়ে তাহার জীবনে প্রকাশিত হইল। দেহে মনে প্রাণে সে এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় সাড়া অনুভব করিল।

সে মুখর হইয়া বলিল—"তা হয়ত সত্য, কিন্তু অধিকার কখন জীবনে চলে আসে, আমরা হয়ত তা উপলব্ধি করি না"

সুলতার সে কথার উত্তর দেওয়া হইল না। মোটর সশব্দে তাহার বাংলোর সম্মুখে থামিল। সে শশব্যস্তে আপনার বেশবাস সুবিন্যস্ত করিয়া লইল। দাসদাসী ছুটিয়া আসিল। সুলতা যেন বেড়াইয়া ফিরিতেছে এই ভাবে বলিল—"আসুন"

"না, আমি সঙ্গীদের খোঁজ করে আসি—"

"বেশ সত্বর ফিরবেন, আমি চা করে রাখব—এখানে চা পান করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক করব—।"

সুলতার চোখে মুখে আমন্ত্রণ সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠিল। "হাঁ ঠিক চারটেয় আসব—আপনি যদি কলিকাতা যেতে চান, তৈরী হয়ে থাকবেন—আমিও তৈরী হয়ে আসব—"

সুলতা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিল—"কিসের জন্য…"

সরোজের গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছিল। মোটরের শব্দের মাঝে যে শব্দ সুলতার কানে আসিল, তাহাতে শোনাইল—"নিরুদ্দেশের যাত্রায়"

সত্যই নিরুদ্দেশের যাত্রা। সুলতা বিবাহিতা। কলহান্তরিতা বিগত যৌবনা তাহার সহিত যৌবনের পরিপূর্ণ মাদকতায় প্রদীপ্ত সরোজের এই সুদূরাভিসার সত্যই নিরুদ্দেশ যাত্রা। আজ তাহার জীবনে পুষ্পের উৎসব। শীর্ণ ছায়া নির্জ্জন অরণ্যে আজ সে বাঞ্ছিতের দেখা ক্ষণকালের জন্য লাভ করিয়াছে, তাহার আনন্দ ধরে না।

দাসদাসীরা নানা প্রশ্ন করে। সে প্রশ্নজাল তাহার হৃদয় স্পর্শ করে না—যে পূজার অর্ঘ্য সে একান্ত গোপনে সাজাইতেছিল, তাহার জন্য চাই বিরল অবসর। মায়ের গম্ভীর মুখ দেখিয়া কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। সুলতা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল—"আমার মাথা ধরেছে মোক্ষদা আমায় জ্বালাতন করো না, শুধু বাবুর জন্য কিছু খাবার করে রাখো।"

মোক্ষদা বলিল—"তুমি কিছু খাবে না ?"

"না"

"একটু লেমন সিরাপ বরফ দিয়ে নিয়ে আসি—"

সুলতা যেন কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া বলিল—"আচ্ছা তাই নিয়ে এস—"

মোক্ষদার সাহস হইল, বলিল—"কিন্তু একি তোমার চেহারা হয়েছে মা ?"

"কি হয়েছে ?"

"যেন ঝড়-নাড়া কাক—তুমি একটু জিরোও, তারপর তোমায় তেল মাখিয়ে দেই, তুমি চান করে নাও—"

"তা মন্দ বলিসনি—"

বলিতে বলিতে তাহারা বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুলতা বলিল—"আমার কিছু কাপড় নিয়ে আয় মোক্ষদা—এগুলি নিয়ে আর ঘরে ঢুকব না—"

"কেন মা, কি হয়েছে ?"

সুলতা রুষ্ট হইয়া বলিল—"কিছু না, এগুলি তোর কার জন্য কাপড় চেয়েছিলি, তাকে দিবি—"

মোক্ষদা আর প্রশ্নোত্তরে সময় নষ্ট না করিয়া বলিল—"তা বেশ, এ সবগুলি ছোঁয়া-লেপটা হয়েছে—এগুলি বিলিয়ে দেওয়াই ভাল—"

সুলতা তাহার বেশবাস সমস্ত খুলিয়া ফেলিল, এমন কি গায়ের গহনা পর্য্যন্ত। তাহার পর মোক্ষদাকে বলিল—"নে এগুলি তুই পুঁটলি বেঁধে রাখ—"

"গয়না !"

"সব ?"

"হাঁ সব—"

মোক্ষদা বিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। হঠাৎ সুলতা যে কেন দাতাকর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে সে

ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সুলতার গম্ভীর মুখে প্রসন্ন নির্লিপ্ততা—তাহাতে সে কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে পারিল না।

মোক্ষদার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ক্ষণিক উল্লাসকে নিভিতে দেওয়া ঠিক নয়। ধনীর নিকট যাহা মুহূর্তের বিলাস, মুহূর্ত পরে তাহা নূতন রূপ ধরিতে পারে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়, ব্লাউস ও গহনা একত্র করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সুলতা একবার ঘরগুলিতে বেড়াইয়া আসিল। চির পরিচিত এই গৃহে আজ যেন এক নূতন স্বাদ, এক নূতন বর্ণচ্ছটা, এক নূতন মোহ। সে শেলফ হইতে একখানি করিয়া বই টানিয়া দেখিতে লাগিল। প্রিয় ও পরিচিত গ্রন্থমালা, তাহার প্রত্যেকখানি সে সযত্নে বহুবার পড়িয়াছে !

এইগুলি ছিল তাহার একক ও নিঃসঙ্গ জীবনের প্রিয়তম বন্ধু। মানুষের জীবনের যে সত্য প্রতিদিন ফোটে, সংসারের লেনদেনে তার মধ্যে কোনও অরূপের আবির্ভাব নাই, তাহা একান্তই কেজো, একান্তই বুদ্ধির আইনের মারপ্যাচে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের জগতে মানুষ পায় এই রূপসৃষ্টি। তাই সেখানে পায় চিরকালের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, অরূপের মন্দিরে রূপের প্রকট লীলাভিনয়।

হঠাৎ তাহার হাতে পড়িল ভ্যানডি ভেলডির লেখা "সুখী বিবাহ।" সে অন্যমনে পাতা উল্টাইতে লাগিল। বর্ত্তমানের জটিল জীবন যাত্রার মাঝে বিবাহ দিনে দিনে নানা সমস্যায় জটিল ও আবর্ত্ত সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহকে শেষ করিতে কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। যতদিন মনুষ্য সমাজ থাকিবে, ততদিন থাকিবে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন।

আজ ইন্দ্রধনুর মত তাহার জীবনে এসেছে আনন্দের লীলাচঞ্চল তোরণ। তাহার নীচে দিয়া সে যাবে, চির-অভিসারিকার মত জয়যাত্রায়। সে সরোজ ও তাহার প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিবে। তাহার ব্যর্থ-জীবনের ব্যর্থতা সরোজের প্রেমে সার্থকতায় সমৃদ্ধ হইবে।

সে সরোজকে দিবে নিত্য-নূতনের নিরন্তর প্রকাশের দুর্লভ অবসর। সে হবে নির্লোভ ও নিরাসক্ত, তাই তার প্রেম অকৃপণ মাধুর্য্যে উচ্ছল হইয়া উঠিবে। জীবনে যারা পরস্পরের সাথী হইয়া খেয়া পাড়ি দেয় তাহাদের চাই চারিটি পাথেয়। প্রথম সুষ্ঠু-নির্ব্বাচন, দ্বিতীয় যুক্তিযুক্ত জাগতিক দৃষ্টি ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রীতি, তৃতীয় মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব বিষয়ে অসঙ্কোচ সমন্বয়, চতুর্থ সুস্থ সবল ও সুসমঞ্জস যৌন জীবন।

সুলতা আজ আর ভুল করিবে না—সে আজ নিশ্চিত বুঝিয়াছে যে ঘুর্ণিদোলা তাহার জীবনকে চঞ্চল ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার অবরুদ্ধ অবদমিত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। সে চায় সেই সবল ও সুস্থ প্রেম, যাহা তাহার জীবনকে পুষ্পিত ও ফলবান্ করিয়া তুলিবে। বীর্য্যবান্ ও ফলবান্ সরোজ তাহার সত্যকার বন্ধু হইবে—সে পাইবে শাশ্বত আনন্দ লোক।

মোক্ষদা সুগন্ধি তেল নিয়া আনিয়া তাহাকে মাথাইতে বসিল। তারপর তাহার প্রশ্নবাণ চলিল—"আচ্ছা মা, তুমি ত ভাল মানুষ?"

"কেন?"

"এমন করে না বলে যেতে আছে?"

"তা ঠিক—"

"তবে গেলে কেন?"

"অন্যায় হয়েছে—"

"না—না, তোমার এমন করা চলবে না—"

সুলতা হাসিয়া উত্তর দেয়—"না, কিছুতেই চলবে না—"

মোক্ষদা সুলতার দীর্ঘ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"কিন্তু যাই বল মা, ডাক্তারবাবুর মতন লোক আর হয় না?"

"কেন?"

"এত লোককে তুমি খাইয়েছ, কেউ খবর নিলে না—ডাক্তারবাবু তোমার জন্য খুব করছেন, আমি পাঁড়েকে ফুলকপির সিঙ্গাড়া, পেস্তার বরফী, দুধের ক্ষীর করতে বলেছি, আর দোকান থেকে ভাল সন্দেশ আর রাজভোগ আনতে বলেছি—"

"আমায় না জিজ্ঞাসা করে এত খাবার কেন আনতে বলেছিস্?"

"তুমি রাগ করলে মা!"

"করব না—আজকাল তোদের কি হল, পয়সা তো খোলামকুচি নয়?"

মোক্ষদা চুপ করিয়া বলিল—"নয়ই ত মা, কিন্তু আমি কি ভুল করেছি?"

"কি ভুল?"

"আমার মনে হয়েছিল, তুমি সত্যি সত্যি খুসি হবে মা—"

কোপের ভাণ করিয়া সে বলিল—"কেন?"

মোক্ষদা বলিল—"তাহলে দোকানের খাবার আর নাই বা আসল—যাক্‌গে আমার ভুল হয়েছে মা, ঘাট মানছি—"

সুলতা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"তোর আর ঘাট মানতে হবে না—"

মোক্ষদার তেল মাখানো শেষ হইয়াছিল, সে বলিল—"যাই পাঁড়েকে বারণ করে আসি।"

"তোর আর বারণ করতে হবে না!" মমতাহীন রূঢ়তায় কণ্ঠস্বর বিকৃত।

"আর কখনও এমন করব না—আমায় মাপ করো মা—"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"পাঁড়েকে তোর কিছু বলতে হবে না—"

"তবে?"

"তবে আর কি, তোর জ্বালায় আমার কিছু পয়সা জলে যাবে—যা আমার সামনে বকর বকর করিস না—চানের ঘরের সব ঠিক করেছিস ত?"

"করেছি—"

"তবে যা—"

মোক্ষদা চলিয়া গেল।

সুলতা স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল।

সুলতার স্নানের ঘরটি আধুনিক প্রসাধন সজ্জার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বড় একটি স্নানের টব মর্ম্মর পাথরে তৈরী, তাহার মধ্যে দুইটি কল—একটিতে গরম জল আসে, আর একটিতে ঠাণ্ডা জল আসে। সম্মুখে হল্যাণ্ডের বড় পুরু কাচ দেওয়া আয়না—শেলফে নানা সুগন্ধি সরঞ্জাম।

সুলতা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া তাহার স্নানের টবে প্রবেশ করিল। আয়নায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রতিফলিত হইল। তাহার মনে হইল তাহার সমস্ত শরীর অশুচি—গরম জলে গা এলাইয়া দিয়া সে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। তাহার পর চন্দন সাবানে গাত্র ও কেশ ধুইয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন প্রেমিকের দৃষ্টিতে সে আপন শরীরের দিকে তাকাইল।

তাহার জীবনে নির্ব্বেদ আসিয়াছিল। আশাহীন ব্যর্থতার জ্বালা তাহার শরীরেও দিয়াছিল জরার জীর্ণতা। সে জীর্ণতা আজ যেন এক অদৃশ্য লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুলতার মনে পড়িল চণ্ডীদাসের কবিতা।

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়েছে চিকুর রাশি,
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি।

তাহার সুরভি কেশপাশ আজানুলম্বিত। অভিসারিকা রাধা এখানে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না কিন্তু,

উচ কুচ মূলে হেমহার দোলে
সুমেরু শিখর জানি।

এই পংক্তির কথা যখন মনে পড়িল, তখন তাহার মনে জাগিল শঙ্কা। তাহার ক্ষীণ দেহবল্লরীতে বদরীর মত যে কুচরেখা, তাহা তাহার নারীত্বের অপমান, কিন্তু নবীনা কিশোরী ছলাকলাহীনা রাধিকার চেয়ে তাহার নৈপুণ্য অধিক।

সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসিত বদনে চায়।
সই কেমন মোহিনী সেহ,
যদি সহায় পাই এ মতি হয়
তা সহ করি যে লেহ—

সে হবে আজ অভিসারিকা নারী—আজ প্রিয়কে জয় করিতে সে আপন লীলামাধুরী বিস্তার করিবে।

মোক্ষদা বুদ্ধিমতী রসিকা। সে আন্দাজে ধরিয়াছিল, তাই বাছিয়া বাছিয়া সে ভাল শাড়ী প্রভৃতি দিয়াছিল। সুরভি রেণুতে সুলতা অঙ্গ মসৃণ করিল, অলকে সুগন্ধি তেল মাখিল। সুরভি পুষ্পসারে শাড়ী ও ব্লাউজ সুরভিত করিল, তাহার পর হাতে পরিল ছয়গাছি সুন্দর জড়োয়া চুড়ি—গলায় দিল মোতির হার। আয়নায় তাহার শিকারী চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

সে গুণ গুণ করিয়া গাহিল :—

সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী,
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি
গলে যে মোতিমহারি,
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই।
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু;

হাসির চাহনি দেখাল কামিনী,

পরাণ হারানু তহু।

চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী

চাপটিলে জীবন মোর,

অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে,

পড়িছে উছলি জোর।

চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে,

দারুণ চাহনি তার,

হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে

বিঁধিলে বাণ যে ঘোর

জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া

চেতন নাহিক মোর।

চণ্ডীদাস কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,

দেখিয়ে হইনু ভোর।

মোক্ষদা বাহিরে ছিল, বিস্ময়ে সুলতার দিকে চাহিয়া কহিল ঃ—

"মা তোমায় আজ জগদ্ধাত্রীর মত দেখাচ্ছে—"

"দূর পোড়ার মুখী—"

"না মা সত্যি বলছি!"

"ওসব কথা যাক, আজই আমি চলে যাব—তোদের মাইনে সব পুরো দিয়ে যাব—আমার জিনিষপত্র সব বেঁধে গুছিয়ে দে—"

মোক্ষদার চোখ সজল হইল—সে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে মা?"

সুলতা শয়নকক্ষের দিকে যাইতেছিল, বলিল—"যাব, আমি স্বামীর কাছে?"

"সত্যি"

"সত্যি বই কি, আমি একটু বিশ্রাম করছি—আমায় এখন বিরক্ত করিস না—"

"তুমি না দেখিয়ে দিলে, আমি কেমন করে গোছাব মা?"

"আমি দেখাতে পারব না মা! তুই যা পারিস করগে—"

মোক্ষদা চলিয়া গেল—

সুলতার হয়ত একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিল, সে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি অবিন্যস্ত কেশপাশ সংযত করিয়া সে বাহিরের ঘরে আসিল।

সরোজের মোটর বাহিরে আসিয়া থামিল।

সুলতা তাহার বিজয়িনীর ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করিল—"সব ঠিক তো ?"

"হাঁ তবুও সাবধানের মার নেই, চা খেয়ে রওনা হবো ময়মনসিংহ—সেখানে আপনাকে কলকাতার ট্রেণে তুলে দিয়ে আসব—"

সুলতা ধীরে ধীরে বলিল—"আমি কিন্তু একা যেতে পারব না—"

সরোজ বিস্ময়ের স্বরে কহিল—"তাহলে আমায় কলকাতা যেতে হবে—"

"শুধু কলকাতা ?—"

"তবে ?" "যেতে হবে নিরুদ্দেশের যাত্রায়"

বিশ

চায়ের টেবিলে তাহারা মুখোমুখি হইয়া বসিল।

সুলতার কানের হীরক দুল জ্বল জ্বল করিতেছিল। সে তাহার চারু হস্তে চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—"ভগবান্ কখন যে কি করেন, কেউ আমরা তা জানি না ?"

সরোজ প্রশ্ন করিল—"অর্থাৎ ?"

"তুমি যে আমার জীবনে এমন করে সত্য হয়ে উঠবে, তা কখনও কি ভাবতে পেরেছি ?"

সরোজ কথা কহিল না, চাহিয়া চাহিয়া নয়ন ভরিয়া সুলতার রূপ সুধা পান করিতে লাগিল। জীবন ত অলস খেলা নয়। বাক্-বৈদগ্ধ্য-শালিনী এই তন্বী নারীকে কেন্দ্র করিয়া সে কোন্ ভবিষ্যৎ গড়িবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

"চা যে খাচ্ছো না, কি ভাবছ ?"

চায়ের টেবিলে কেহ ছিল না। সুলতা উঠিয়া আসিয়া নত হইয়া তাহার সুগৌর মুখে চুম্বনের রেখা মুদ্রিত করিয়া দিল। সরোজ প্রতিচুম্বন করিতে পারিল না—সে বিস্ময়ে চুপ করিয়া গেল।

সুলতা বলিল—"তুমি তাহলে আমায় ভালবাস না ?"

"বাসি সু, যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম, সেদিন থেকেই ভালবাসি কিন্তু আগে আমাদের বিয়ে হোক, তারপর—"

সুলতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তুমি দেখছি একান্ত অর্ব্বাচীন"

সরোজ থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

"বিয়ের আগে তাহলে ভালবাসলে কি করে ? ও কাজটাও বিয়ের পরে করাই উচিত ছিল—"

"তা, সত্যি কথা—"

সুলতা পুনরায় আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তাহলে সেটাও ফিরে নেও—"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব ?"

সুলতা বলিল—"সত্য অপ্রিয়, পরস্ত্রীকে ভালবাসতে দোষ নেই, এই কি তোমার মত ?"

"না, পরস্ত্রীকে ভালবাসা অন্যায়—"

"তবে যে ভালবাসলে ?"

"কিন্তু তুমি—তুমি যে—" সরোজ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

"পতিত্যাগিনী—"

"ঠিক তা নয়, তুমি স্বতন্ত্রা, তুমি অনন্যা, তুমি অপূর্ব্বা—"

ভাষা মানুষের মনের বোঝা-পড়ার পরিচয় দেয়। কিন্তু অভিব্যক্ত ভাষা সব সময় মানুষের মনের কথাকে প্রকাশবান্ করিতে পারে না, তাই সরোজ যত কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, সবকে প্রকাশ করিতে পারিল না।

কিন্তু না পারিলেও ক্ষতি হইল না। যাহার উদ্দেশে বলা সে তাহার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি দিয়া সরোজের অন্তরের নিভৃততম কোণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। সে হাসিয়া উত্তর দিল—"থাক, স্তাবকতা অনর্থক, কিন্তু আমাদের যে বিয়ে সম্ভব নয়—"

"কেন ?"

পথিমধ্যে সহসা উদ্যতফণা ভুজঙ্গম দেখিলে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হইয়া যায়, সরোজও তেমনভাবে হতবাক হইয়া গেল।

"আমি যে বিবাহিত—হিন্দুমতে আমার পুনর্ব্বিবাহ অসম্ভব"

"তাহলে কি আমরা কলঙ্কিত জীবনযাপন করব ?"

"আমরা যুগল জীবনযাপন করব কি না, সে আর কারও সমস্যা নয় সে তোমার ও আমার—সে জীবন কলঙ্কিত কি মহিমাময়, তা নির্ভর করবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর—"

"কেন ?"

"শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেম সমাজের মাপ কাঠিতে কি কলঙ্কিত নয় ?"

সরোজ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

সুলতা বলিল—"সে উত্তর না হয় পরে করবে ; কিন্তু পাঁড়েজীর এমন চমৎকার পেস্তার বরফী ময়মনসিংহে বা কলকাতায় মিলবে না।"

সরোজ অন্যমনে চায়ে চুমুক দিয়া পাত্র নিঃশেষ করিল, তারপর বরফি তুলিয়া খাইয়া বলিল—"পাঁড়ে ত চমৎকার করেছে ?"

"হাঁ, ওকে শেখাতে হয়েছে ?"

"ওদের কি ব্যবস্থা করে যাবেন ?"

"এখনত দেয় ছুটি দিয়ে যাব—তারপর যখন জীবনে পাব নির্ভর আশ্রয়, তখন ওদের ডাকব—"

সরোজ ক্ষুব্ধ হইল, বলিল—"তুমি কি আমার ভালবাসাকে অবিশ্বাস কর ?"

"অবিশ্বাস করি না—"

"তবে ?"

"ওর জোর কতটুকু, তাই জানি না—"

সরোজ নীরবে আহারে মনোনিবেশ করিল।

সুলতা তাহার চা-দানী হইতে সরোজের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দুধ চিনি মিশাইয়া আগাইয়া দিয়া কহিল—"রাগ করলে ?"

সরোজ বলিল—"আমাদের ভালবাসার নিভৃত জগৎ তৈরী হয়নি বহু দিনের পরিচয়ে, তবু তাকে আমি এমন করে আঘাত করতে ব্যথা পেতাম"

"পেতে হয়ত, কিন্তু আঘাত দিয়ে তাকে যাচাই করে নেওয়াই ঠিক নয় কি ?"

"আমি ত তোমার মত কথা কইতে পারি না—"

"নাই বা পারলে, কচি ভালবাসার মোহ দিয়ে ঘেরা কাঁচা ঘরে সৌধ গড়তে যাওয়া নিরাপদ নয়, সুবুদ্ধিরও নয় এ কথা কি তুমি মান না ?"

"আমি তর্ক করি না, আমি ভাবি যা কাঁচা ঘর, একদিন তা হবে পাকা।"

"এইটেই তোমার অনভিজ্ঞতা—"

"পদ্মার চর একদিকে গড়ে, আর একদিকে ভাঙ্গে তা কি কখনও দেখেছ ?"

সরোজ বলিল—"না তা দেখিনি—"

"জীবনকে পদ্মরেণুর শয্যায় বসে দেখা চলে না। তাকে দেখতে হবে দুর্গমের মধ্যে, গভীরের অবকাশে। মন্দ ভালোর বিরোধে আর অবিদিত অনাগত বিপ্লবের সম্ভাবনায়—"

সরোজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। পুস্তকের চোস্ত ভাষায় সে কোনও দিন আপনাকে রপ্ত করে নাই—সুলতার হেঁয়ালি তাই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। সে চায়ের পেয়ালায় শান্তি ও সান্ত্বনা খোঁজে।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—শ্লোকটি।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

সে ইউরেকার মত শ্লোকটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া উঠিল। পাঁড়েজি আগাইয়া আসিয়া বলিল—"মাইজী আর কুছু আনব ?"

"না পাঁড়েজি !"

পাঁড়েজি চলিয়া গেল।

সুলতা প্রশ্ন করিল—"তুমি কি আবিষ্কার করলে ?"

এমন সময় সুবোধ আসিয়া পড়িল। সরোজের উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না। সুলতা উঠিয়া নমস্কার করিল—সরোজ তাড়াতাড়ি অন্য ঘর হইতে একখানি চেয়ার নিয়া আসিল। সুলতা বলিল—"বসুন, একটু চা খান।"

সরোজ বন্ধুকে চিনাইয়া দিল। সুবোধ সলজ্জ কৌতুকে বলিল—"আপনাকে চিনিনি বটে চোখে, কিন্তু চিনিছি বন্ধুর চিত্তপটে—"

"কি যে বলেন—সুলতার কোপ-গম্ভীর ভাল।"

"না, সত্য কথা বলছি, তবে সরোজের চেষ্টা সফল হয়েছে—এই জন্যই আমি খুসি—"

"কিন্তু তুমি কেমন করে খবর পেলে ?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"যায়, সব কিছু ত আর লুকানো যায় না—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"না, তা-নয়ই—"

সুবোধ চা-পানে বিভোর হইল।

সুলতা বলিল—"আপনি ত বিচারক, সমস্যার সমাধান করুন।"

"সমাধান আমরা করি না, আমরা সমস্যা বাড়াই—সেটাই আমাদের পেশা।"

"তার মানে?"

"আইন ও মামলা অফুরন্ত—সে কেবল বটগাছের মত শিকড় ছড়িয়ে বেড়ে যায়—তার শেষ স্থিতি কোথাও নেই—"

সরোজ বলিল—"না, ওসব হেঁয়ালি নয়। সত্য সত্যই একটা ব্যবস্থার দরকার—"

সুবোধ অবাক হইয়া প্রশ্ন করে—"কিসের?"

সুলতা বলিল—"আপনার বন্ধু যে বিজয় লাভ করেছেন, তাকে তিনি স্বেচ্ছাকর্ম্মীর মত উদাসীন বৈরাগ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না—তিনি চান প্রতিদান—"

"অর্থাৎ জয়মাল্য পরাতে চান—তাতে আর ক্ষতি কি? এটা যদি আকস্মিক হত, তাহলে আমি হয়ত আপত্তি করতাম। কিন্তু জানি এ বেড়ে উঠেছে দিনে দিনে—"

"কিন্তু একদিনের হোক আর বহুদিনের হোক, তাকে আমি বইতে পারি না—"

"কেন? এই বাণীটিই সৃষ্টির চরম বাণী—এ যে এসেছে ধরণীর বুকের তলে সুরলোকের সুধা নিয়ে। এই একটি কথাই বিশ্বকে সুন্দর করেছে মুখর করেছে। ফুলের ভাষায় এই লিপি, পাখীর গানে এই সুর, প্রাণে প্রাণে এরই আকৃতি—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"কবিতার জন্য উনি উৎসুক নন, ওর পূর্ব্ব-স্বামী রয়েছে, অতএব এ থাকতে পারে কামগন্ধহীন অধ্যাত্মরস—বিয়ের ফুলে এ হবে না ফুলন্ত—বিরহের আগুনে ও হবে না জ্বলন্ত—"

"হাঁ সেটা একটা সমস্যা বটে—"

সরোজ বলিল—"তুমি ত আইনের মালিক। হিন্দু বিবাহে যে কিছুতেই বিচ্ছেদ নেই এ কথা কি করে সত্য হবে—পরাশরকে তাহলে তুমি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে—"

সুবোধ বলিল—"তুমি যা বলেছ সত্য হিন্দু আইনের নামে আমরা যে সব বিধান দেই—তা সব সময়ে শাস্ত্রানুমোদিত নয়।"

"ঋষিরা যে পঞ্চ আপৎকালে অন্য পতির বিধান করেছেন, তা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পুনর্ব্বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ একদিন আমাদের সামাজিক প্রথা ছিল।"

"সেই কথাই বলছি—অতএব সত্যের দরবারে উনি পুনর্বিবাহ করতে পারেন—"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"আমার স্বামীর কথা একদিন বলতে চেয়েছিলাম, তুমি শোনো নি—তাকে নষ্ট ও পতিত বলতে পারো—"

সুবোধ বলিল—"তাই যদি হয়, তাহলে বাধা নেই, আইনকে নূতন করে ব্যাখ্যাত হতে হয় যুগে যুগে কালে কালে, আপনি বিবাহবিচ্ছেদের এক নোটিশ দিয়ে মোকদ্দমা করে দিন, তার পর বিয়ে করবেন --

সরোজ বলিল—"কিন্তু এতদিন কি আমরা অপেক্ষা করতে পারব?

"কেন পারবে না?"

"তুমি সব জান না ভাই, হয়ত কোনও দিন জানবে না, তবে এইটুকু মনে রাখবে মিস চৌধুরীকে নিয়ে আমি এখনই যাত্রা করছি নিরুদ্দেশ যাত্রায়—কাজেই যা সম্ভব হত অন্য দেশকালপাত্রে, এখন বোধ হয় তা সম্ভব নয়—"

সুবোধ ভাবিল। ভাবিয়া বলিল—"তাহলে নালিসের প্রয়োজন নেই আপনারা কলকাতা গিয়ে বিয়ে করুন—"

"হাঁ, আর তা করব হিন্দুমতে—সিভিল ম্যারেজ আমি করব না—"

সুবোধ বলিল—"সে তোমার ভাল সংকল্প—যে ডাক এসেছে অন্তরে, অন্তরে তার সত্যতার বিচার হবে—বাইরের শৃঙ্খলা তাকে নাইবা মানুক—"

সুলতা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"না যে প্রেম গোপনে রয়, সে প্রেম আমার নয়—আমরা বুক ফুলিয়ে বলব আমাদের সত্য, আর নির্জ্জীব সমাজ যাতে তাকে গ্রহণ করে, তার জন্য করব আজীবন তপস্যা—"

সরোজ বলিল—"আমরা প্রায় এক বস্ত্রেই ঢাকা ছাড়ছি, তুমি আমাদের জিনিষগুলি কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবে—"

"আপনার পরে অত্যাচার হবে—"

"অত্যাচার হলেও কি আর করি বলুন, ভাবী দিনে তার প্রতিশোধ তুলব এই আশায় হাসিমুখে সইব বর্ত্তমানের ঝঞ্ঝাট—"

মোক্ষদা আসিয়া বলিল—"মা জিনিষপত্র প্রায় সবই বাঁধা হয়েছে—"

"ভাল হল, সুবোধ বাবু, এগুলি একটি গাড়ী করে গোপনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন, না হয় আপনার ওখানে নিয়ে যান—"

"আজ ত আর বুক করা যাবে না, আমার ওখানেই নিয়ে যাই—"

সরোজ বলিল—"তাই নিয়ে যাও ভাই—"

সুলতা বলিল—"এদের আমি মাইনে দিয়ে যাব—আমি যাওয়ার পর বাড়ীর চাবি আর বাড়ী ভাড়ার চেকটি বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে দিবেন—"

"ঢাকার বাড়ীওয়ালা—"

"না, না, সে হাঙ্গামার ভয় নেই, এঁরা খুব ভদ্রলোক আর তাছাড়া আমি পূজার মাসের ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি—"

সুবোধ বলিল—"বাংলা দেশের নানা ঘাটে জল খেয়েছি, ঢাকার মতন এমন বিশ্রী মানুষ আর চোখে পড়েনি—"

সরোজ বলিল—"এসব তর্ক থাক—আমাদের আর সময় নেই—তবে একটা কথা বলে যেতে চাই ভাই—মুসলমানেরা মরিয়া হয়ে বিপ্লব করতে ব্যস্ত—হিন্দুকে বাঁচতে হলে তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে অহিংস তেজে নয়, বীরের মত আত্মরক্ষায়, একথাটি সবাইকে বলবে ভাই—"

"আমার সে সুযোগ কোথায়? আর হিন্দু কোনও দিন এক হতে পারবে না এটাই সত্য।"

সুলতা বলিল—"আপনি এলেন হঠাৎ, আপনাকে ভাল করে চিনবার সুযোগ হল না, তবু চিরদিন আপনার কথা কৃতজ্ঞ হয়ে স্মরণ করব।"

"হয়েছে বৌদি, কৃতজ্ঞতার ধার ধারবেন না, সেটা এখানেই নিঃশেষ করে ফেলুন···।"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"এর মধ্যেই আত্মীয় করে নিলেন—"

সরোজ পুলকে সুলতার দিকে গর্ব্বিত পুলকে চাহিয়া রহিল।

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"আত্মীয়তা ত ক্ষণিকের উপলব্ধি। অন্যমনস্ক থাকি বলেই তাকে হয়ত বুঝতে পারি না—ধরুন না, যে আজ একান্ত প্রিয় হয়ে জীবনে দেখা দিল, তারই সম্বন্ধ কি—একান্ত বিস্ময়কর নয়? মানুষের এমনই জীবনে রয়েছে বিচ্ছেদের সুর—তা পূর্ণ হয় যেদিন প্রেম-তরঙ্গ এসে আপন দাক্ষিণ্যে তাকে মহৎ ও সমৃদ্ধ করে তোলে—"

"আপনি দেখছি কবি—" সুলতা আনন্দের সহিত কহিল।

"না, না, সে অপবাদ, আমার শত্রুতে দেবে না, কবি আছেন সে আমাদের মতিদা—এই শুভলগ্নকে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করতেন ছন্দে—"

"কেন তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত ধনই ত তোমার মুখে—সময়োপযোগী কিছুই কি মনে আসছে না?"

সুলতা সরোজকে শাসন করিয়া বলিল—"এই বুঝি কবিতা শুনবার সময়—"

"দেখ ভাই, বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি, তবুও কেমন স্বাধিকারের নমুনা"—সুলতা হাসিল।

সুবোধ আবৃত্তি করিল—"শুনুন এই কবিতাটি নিশ্চয়ই ভাল লাগবে আপনাদের—

হে তন্বী কিশোরী!
নিখিলের চিরন্তন যৌবন বেদনা
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিছে নিগূঢ় চেতনা,
আজ তাই আত্মহারা
ছোট তুমি দুর্ব্বার দুরন্ত বেগে পাগলের পারা,
নাহি জান কিবা টানে।
দিকহীন চিহ্নহীন দিগন্তের পানে
তোমারে অপ্সরী!"

"রক্ষা করুন, আমি অপ্সরী নই, আর তন্বী কিশোরীও নই—।"

"সে কথা আপনি বললে ত হবে না, বলবার জন্য আর একজন আছেন—তিনি আপত্তি করছেন না—।"

সরোজ বলিল—"রূপ কি বাইরে, সে আছে তাদের মনে—"

"সেই কথাই কবি বলছেন:—

আমারে ভুলাতে চাও দিয়ে শুধু মায়া
সে নয় গৌরব তব, সেথা তুমি ছায়া,
সেথা তুমি একান্ত দুর্ব্বল;
প্রেম যথা চরিত্রেরে সাজায় গৌরবে
আপনার মহিমার মহৎ বৈভবে,
সেথা তব সত্য পরিচয় রহে দীপ্তোজ্জ্বল
সেথা তুমি অসামান্যা
সেথা তুচ্ছ হয়ে যায় জীবনের সুখ দুঃখ-কান্না।

সুলতা বলিল—"আমরা সাধারণী—তুচ্ছকে নিয়েই ত আমাদের কারবার।"

সুবোধ বলিল—"না, আপনাদের সত্যকার মর্য্যাদা কবি দিয়েছেন, প্রেম যেখানে ত্যাগে উচ্ছল সেখানেই তা সার্থক, কবি তাই গাইছেন :—

সেথা তুমি বিজয়িনী,
নহ নহ মরীচিকা, নহ নহ সামান্যা রমণী,
নাহি আসে অবসাদ,
নাহি জাগে অকল্যাণ, নির্ম্মম প্রমাদ।
সেথা তুমি চরিত্র লাবণ্যে
আপনা প্রকাশি তোল অপরূপ প্রেম আকর্ষণে,
আপন আসন পাতো হে অনন্যে!
আকাঙ্খিত মাধুরীর বিকচ নন্দনে।"

সরোজ বলিল—"কবিতা শুনলেই চলবে না, এইবার তৈরি হতে হবে"।

"অতএব আমি পালাই…।"

"না, না, পালাবেন কেন ?"

"পণ্ডিতেরা বলেন, দুয়ের মধ্যে তৃতীয় হবে না।"

"ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডিত্য বন্ধ করুন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের মোটরে তুলে দিয়ে যাবেন, কেন না এই অনিশ্চিত পদক্ষেপে মনে জাগছে সংশয় ও শঙ্কা।"

"না, না ঐটি করবেন না।"

"কি করব"।

"ফুলের মত শুধু ফুটে উঠবেন, হওয়াতেই আনন্দ, পাওয়াতেই নয়। প্রেমের প্রদীপ যেদিন জ্বলল ঘরে, সেদিন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল"।

"তাই হোক, আপনার শুভেচ্ছা সার্থক হোক, আজ অভয় মন্ত্র নিয়েই বার হব।—"

সরোজ বলিল—"তাহলে সব ঠিক করে নাও।"

সুলতা বাহির হইয়া গেল।

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কি ভায়া, কেমন লাগছে ?"

"তা ঠিক বলা যায় না, অনুরাগ যখন আসে তখন হয়ত।"

"না এসব হেঁয়ালি করে লাভ নেই…সমস্ত ব্যাপার আমায় বলতে হবে…"

সুলতা আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। দুই বন্ধু তখন পরস্পরকে সব জানাইয়া একান্ত নিকট হইয়াছে।

সুবোধ উহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল,—"দুঃখর মাঝে যাকে চাই, তাকে পাওয়াই বড়, এ কথা যেন ভাই ভুলোনা।"

সুলতা হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুবোধ প্রতি নমস্কার করিয়া গৃহে ফিরিল।

একুশ

সুবোধ তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া মোঁপাসার বেল-আমি বইটি পড়িতেছিল, পড়া শেষ করিয়া চাহিয়া দেখিল, বাহিরে একজন লোক পায়চারি করিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সরোজের ওখান হইতে ফিরিবার পথে ইহাকেই সে দেখিয়াছে। তাহার মনে সন্দেহ জাগিল। লোকটি পাড়ার নহে। সুবোধ বাহির হইয়া বলিল—"এখানে কি করছ?"

লোকটি কথা কহিল না—পাশের একটি ল্যাম্প-পোষ্টে তাহার সাইকেল ছিল, তাহাই চড়িয়া সে ত্বরিত বেগে চলিয়া গেল। সুবোধ ফিরিয়া অমিতার দিকে চাহিয়া বলিল—"কি করছ?"

শান্ত, নীরব গৃহকক্ষ। অমিতা ইলাষ্ট্রেডেট উইকলির ছবি দেখিতেছিল। সে বলিল—"এই দেখ চমৎকার একটা ছবি বার হয়েছে—"

সুবোধ উদাস দৃষ্টিতে গৃহের দিকে চাহিল।

এমন সুন্দর ড্রয়িং রুম সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে থাকে না। দেওয়ালে অমিতার আঁকা কাচের উপর রঞ্জিত ছবি। মাঝখানে সুদৃশ্য শোভন মেহ-গিনির গোল টেবিল, তাহার চারিপাশে নীল মখমলের সোফা—কোণে পিয়ানো-পিয়ানোর পাশে ছোট একটি বসিবার টেবিল। দূরে একটি লম্বা সরু টেবিলের উপর তাহাদের চাকচিক্যময় বিদ্যুৎ-বাতিদান। তার এককোণে রেডিও—অন্যকোণে গ্রামোফোন। একটি রিভলভিং বুক কেসে নানাদেশের নানাভাষার সুখদৃশ্য পুস্তকমালা।

গোল টেবিলের পুষ্পদানীতে অকালে ফোটা কয়েকটী ম্যাগ্নালিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা সুরভি ছড়াইতেছে। দেওয়ালে অমিতার এস্‌রাজ ঝুলিতেছে—পায়ের তলায় কাশ্মীরি গালিচা। সোফার একদিকে চারিজনের চায়ের টেবিল ও চেয়ার। অন্যদিকে ব্রিজখেলার টেবিল ও চেয়ার।

সুবোধ অমিতার কথা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনই ভাবে ইতস্ততঃ পাদচরণ করিতেছিল।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি বোহেমিয়ান্ হলে কি মজা না হত?"

"তার মানে?"

"খারাপ কিছু নয়, তোমার কবিগুরুর সেই কবিতা, ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন"

অমিতা কথা কহিল না, পুনরায় ছবি দেখিতে মনোনিবেশ করিল।

সুবোধের মনে জাগিল তাহার পড়া ইংরেজী উপন্যাসের কথা।

পার্টি চলিতেছে—অন্ধকারে নায়ক বন্ধুপত্নীর হাত ধরিয়া বলিল—"লুইসা এই পৃথিবীতে তুমিই সবার চেয়ে সুন্দরী"

"হাঁ আমি মনে করি তুমি খুব ভাল?"

"সত্যি, তুমি আমায় পছন্দ কর? আমি একান্ত একাকী"

"তোমার স্ত্রী এলে এভাব তোমার কাটবে—"

"না, আমি একান্ত নিঃসঙ্গ, একেবারে একাকী—"

সুবোধ অনুভব করিল, সেও সেই নায়কের মত নিঃসঙ্গ। অমিতা ও তাহার মাঝে জাগিয়াছে লবণাক্ত সমুদ্রের গভীর ব্যবধান।

অমিতা খানিক পরে প্রশ্ন করিল,—"কি হয়েছে তোমার? কোনও অসুখ করল নাকি?"

"না, তবে সরোজের কথা ভাবছি!"

"সে পেয়েছে তার আশার সম্পদ—"

অমিতা একান্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তাহার মন এক ভাবনা হইতে অন্য ভাবনায় ডুবিতেছিল। কোথাও স্থির হইতেছিল না। কিন্তু সুবোধের এই কথায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল—"কি হয়েছে?"

"সুলতাকে পাওয়া গেছে!"—সুবোধের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও উদাস।

অমিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এতক্ষণ আমায় বলনি কেন?"

"বলবার কিছু নেই"

"কিছু নেই মানে, তুমি দিনে দিনে আমায় অগৌরব করছ কেন?"

"অগৌরব করি না, তুমিই বদলে যাচ্ছ—"

"অর্থাৎ আমি করছি হিংসে, এই ত বলতে চাও, বেশ ভাল করে বল।"

মনের ভূগোলে ধরণী পরিমিত হইয়া পুরাতন হয় না—সেখানে রহিয়াছে অনাবিষ্কৃত অপরিমিত দেশ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে আমরা এই অজানার সঙ্গ পাই, তাই মন শুষ্ক ও পুরাতন হয় না।

সুবোধ বলিল,—"তুমি অনর্থক হুঙ্কার করছ—"

অমিতা নিজের অন্তরে একান্ত অস্বস্তি অনুভব করিল। প্রেমের যে প্রচ্ছন্ন বীথিকায় এতদিন তার নিভৃত অভিসার ছিল, সে বীথিকা আজ নাই। সুবোধের হৃদয় আজ অন্যগত, তাই অতি তুচ্ছ বিষয়ও কলহে পরিণত হয়।

অমিতা আপনার অভিমানকে একান্ত জেদে দমন করিয়া বলিল—"তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

সুবোধ অবাক হইয়া অমিতার দিকে চাহিল। অমিতা তাহার জীবনে প্রতিদিন যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিত, তাহার কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস ছিল প্রেম। সেই প্রেমে আজ সে সন্দিহান। সুবোধ অনুতপ্ত হইল। অগ্রসর হইয়া তাহার রক্তিম ওষ্ঠাধরে চুম্বন রেখা মুদ্রিত করিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করো সতী!"

"এসব বাজে কথা যাক, বলনা সুলতাদির কথা।"

"তার কথা বিশেষ কিছু নেই—সরোজ তাকে উদ্ধার করেছে—তারই অধিকারে সে তাকে গ্রহণ করল—দুজনে এই মাত্র মোটরে রওনা হল—ময়মনসিং হয়ে কলকাতায় যাবে—সেখানে হয়ত ওদের বিয়ে হবে—"

"কিন্তু ভালবাসা হ'ল কখন?"

"সে প্রশ্ন ত আমি করিনি?"

"যাও তুমি ভারি দুষ্টু।

"তাহলে কি আর করবে বল? তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলেই আমার সুখ হবে—"

অমিতা পুনরায় অনুনয়ের স্বরে অনুযোগ করিল—"বলনা ছাই!"

"ছাই বলব—"

"ওদের কবে ভালবাসা হল?"

"তা কি আমি জানি?"

"নিশ্চয়ই জানো—"

সুবোধ বলিল—"নারীর প্রেম নিজের স্ফূর্ত্তির জন্যে চায় পুরুষের সঙ্গ। সুলতা তাই তার অভিজাত বন্ধুমহলের মাধুর্য্যে আপনাকে খুঁজে পাচ্ছিল না—তাই সে ভুল করে বিপথে পা বাড়িয়েছিল, এমন সময় সরোজ এল ত্রাণকর্ত্তা হয়ে—সরোজ তার করুণাবৃত্তি দিয়ে, তার ধ্যান দিয়ে গড়ে তুলেছে এক মানসীকে—তাকে দেখেছে সে এক পরিপূর্ণ অখণ্ডতায়—"

"এ ত বক্তৃতা, তোমার বক্তৃতা শুনবার ইচ্ছে আদৌ নেই আমার—"

সুবোধ বলিল—"এ ছাড়া কি বলব বল? মেয়েকে পুরুষ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের ও রসের ছবিতে পরিপূর্ণ করে তোলেই বলে তার ভালবাসা সার্থক হয়ে ওঠে, এ কথা কি জান না পুরুষের চাওয়াই মেয়েদের সৃষ্টি করে—"

"ওসব মায়া-সৃষ্টির কথা না বলে বাস্তব ঘটনা বল"

"এই মায়ামণ্ডলের বর্ণচ্ছটায় তোমরা রঙীন, সে কথা কখনও ভুলে যেও না অমিতা!"

"এহো বাহ্য আগে কহ আর".

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"না—না ছলাকলায় নারী তার রহস্যের পরিবেশ সৃজন করে, সেই রঙীন পর্দ্দাকে তুলে দিলে কি আর থাকবে বল?"

"থাকবে হৃদয়ের বিচিত্র মায়া—কিন্তু এসব তর্ক নয়, কোথায় ছিল সুলতাদি এতদিন—"

"সে বার্ত্তা গোপন—"

"আমাকেও বলবে না—"

"না আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্র—কাজেই তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী হলেও সে কথা তোমায় বলা চলবে না।"

অমিতার মুখে জাগিল নীরসতার কর্কশতা। সে কঠোর স্বরে বলিল—"তবে কি বলবে?"

"সুলতাদি, আমার ঘাড়ে তার আসবাবের বোঝা চাপিয়ে গেছেন—এটা জানাতে আমার বাধা নেই—"

অমিতা রাগ করিয়া বলিল—"এসব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে যাওয়া কেন? বিশেষতঃ এই দুঃসময়ে—"

"দুঃসময় বলেই এ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে, অন্য সময় হলে ওরাও যেত না, আমারও একটা ভোজ জুটত"

অমিতা বলিল—"কিন্তু শুনেছি, সুলতাদির স্বামী বেঁচে রয়েছেন—"

"সেইটেই সমস্যা—ওরা তাই নিয়ে একটু ভাবিত—"

"শেষ সিদ্ধান্ত কি হল ?"

"আমি ওদের বিয়ে করবার ফতোয়া দিয়েছি।"

অমিতা সোফায় সোজা হইয়া বলিল—"যিনি ফতোয়া দিলেন, তিনি ত সমাজের কর্ণধার নন—এখনও সমাজ আছে—"

"তা আছে—"

"তবে ?"

"বেশ, তোমার মীমাংসাই জানাও, ওদের সেইটে জানিয়ে দেবো—"

অমিতা চুপ করিয়া স্বামীর দিকে চাহিল, তার পরে বলিল—"সেটাও বক্তৃতা হবে—"

"হোক, আমি শুনতে কসুর করব না"

"বিয়ে করতে তার এমন কি প্রয়োজন ?".

"অর্থাৎ ?"

"মেয়েরা যে অনির্ব্বচনীয় রহস্যের পরিমণ্ডলে বাস করে, তা দেয় পুরুষের প্রাণে সৃষ্টির আবেগ। কবি তাই লেখেন কবিতা, শিল্পী আঁকেন ছবি। সেই কল্পনার জগতে থাকুন তোমার বন্ধু—তার কল্পনা আপন রসের রঙ, আপন ভাবের রূপ পাবেন—তাই হবে তার চরম সার্থকতা—"

"কিন্তু তাই কি যথেষ্ট ?"

"কেন নয়। সঙ্গ আর আনন্দ—সে দেবে নবোন্মেষশালিনী দৃষ্টি—তাই দেবে তার প্রার্থিত পুরস্কার—"

"কিন্তু তুমি যদি রাগ না করো তাহলে একথা বলব—"

"কি ?"

বিচ্ছেদের বেদনায় সাহিত্য চলে—জীবন চলে না।"

"যথা ?"

"ধর দান্তে ও বিয়াত্রিসের প্রেম, বিয়াত্রিস ত দান্তের কল্পনাকে পল্লবিত ও পুষ্পিত করেছে—কিন্তু সেই গানের মর্ম্মলোকে রয়েছে অতলস্পর্শ এক বিরহ সমুদ্র—চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের রহস্যও তাই—"

"তবে তুমি কি করতে চাও ?"

"এদের বিয়ে দিতে চাই—কাব্য বাস্তবে বাচিত হোক, তবেই বাজবে বাঁশী তবেই ফুটবে গান—"

অমিতা হাতের বইখানি তুলিয়া অন্যমনে কয়েকবার নাড়াচাড়া করিল তার পরে বলিল—"নর ও নারীর প্রেমে শারীর যে বেদনা, তাকে বড় করা তোমাদের আধুনিক রোগ—ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ আমরা মানতে রাজি নই। ধ্যানলোকের শ্রী, গীতলোকের সুর তুচ্ছ নয়—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তোমাদের বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী,—"

"কেন ?"

"কারণ তোমরা কাব্য লোকে বিচরণ কর ঘুড়ির মত—যত উর্দ্ধ আকাশে উঠনা কেন, সুতা তোমাদের টেনে রাখে মায়াময়ী পৃথিবীর কোলে।—"

সুবোধের কথায় অমিতা পীড়া অনুভব করে। সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে—"এ তোমার গালি—"

"তার কারণ সত্যকে আমরা সত্য করতে পারিনে—বিশেষতঃ তা যখন অপ্রিয় হয়—"

"প্রিয় ও অপ্রিয়ের কথা নয়, বলছি সুন্দরের কথা। সুন্দর অনির্ব্বচনীয়—তার প্রকাশ এমনই বৃহৎ যে তা মানুষকে রসের লোকে, অমর ভূমার লোকে নিয়ে যায়—"

"বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনছি—হরিপদ কোথায় গেল ?"

"সে গেছে গেণ্ডারিয়ার—তাকে বাড়ী থেকে বিয়ে করতে যেতে বলছে—তারই একটা হেস্তনেস্ত করতে যাবে—"

"এর আবার হেস্তনেস্ত কি ? সে আসবে তাকে বরণ করে আনলেই হ'ল—"

"ওমা, তাই বুঝি, হোক আরদালি, ওর বিয়েও একটা উৎসব, অনুষ্ঠান—"

"আমি কি না বলছি ?"

"তবে কি বলছ ?"

"বলছি ওর চাকরী এখনও স্থায়ী নয়, এর মধ্যে গলগ্রহ জোটালে বিপদে পড়বে বেচারী—"

"বেশ, এইত বেশ সত্য মিষ্টি কথা বার হয়েছে মহারাজের, আমরা একান্তই গলগ্রহ—"

সুবোধ বিষণ্ণ হইয়া বলিল—"তোমায় ত বলিনি—"

"প্রকারান্তরে বলেছ—আর মুখে যতই সাম্যের বড়াই করো—একথা ঠিক এদের তোমরা মানুষ মনে করো না—"

"কেন?"

"তাহলে এর বিয়েতে সুখী হতে—"

"সুখী হই কি করে বলত?"

অমিতা রাগিয়া বলিল—"অথচ স্বামী থাকতেও দিচ্ছ আর একজনের বিয়ে—"

"সেখানে প্রাণ মিলেছে, মন মিলেছে। স্বামী আছে অবশ্য, কিন্তু সে স্বামী পায়নি মন, কাজেই—

"কায়েন মনসা বাচা—সতী থাকবার বার্ত্তা কি ভারতবর্ষের নয়?"

সুবোধ চুপ করিয়া যায়।

"কথা কইছ না কেন?'

"তোমার সঙ্গে এ তর্ক চলবে না বলে।"

"চলবে না কেন?"

"তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে, যুগ-যুগান্তরের একটা ধারণা তোমার সর্ব্ব-মজ্জায়; তুমি তাই বিপরীত ও ব্যতিরেককে সইতে পারবে না—"

অমিতা রাগিয়া বলল—"পারব, বলই না কেন?"

"বিবাহ ত একক নয়, সে এক দ্বৈত আকর্ষণ, কর্ত্তব্য তাই এক তরফা নয়। স্বামী যেখানে তার আচার ও আচরণে পশু, তখন পত্নী তাকে ত্যাগ করতে পারে—"

"এ তোমার হিন্দু ধর্ম্ম নয়—হিন্দুয়ানি কিছুতেই এসব বরদাস্ত করবে না—"

অমিতার সহসা হিন্দুত্বের প্রতি প্রীতিবোধ সুবোধকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। লায়লা মুসলমানী। তাহার প্রতি প্রীতি অমিতাকে মনে মনে ঈর্ষান্বিতা করিয়াছে। সুবোধ সহজে তাহা বুঝিয়া লইল। তাই অমিতাকে ক্ষেপাইবার জন্য বলিল—"কিন্তু হিন্দুত্ব কথা নয়। বড় কথা মনুষ্যত্ব—"

অমিতা বলিল—"আর যেই বলুক, একথা আমরা কিছুতেই বলব না—সমাজ ধর্ম্মে হিন্দু-জীবনের অভিব্যক্তিকে তুমি আজ মানতে পারছ না, কারণ তোমার মন অন্যাসক্ত, তুমি পতিত।"

"এ কি তোমার তর্ক বল?"

"তর্ক না হোক, তোমায় সত্যি জিজ্ঞাসা করি বীরপুরুষ, বুকে হাত দিয়ে

স্বীকার কর—তুমি ব্যভিচারী। তাই আজ ব্যভিচারকে ও স্বেচ্ছাচারকে উৎসাহ দিতে তোমার এত আগ্রহ—"

অমিতার স্বরগ্রাম ষড়জগ্রামের পর্দার মত উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল।

সুবোধ বলিল—"এত ঝগড়া অন্য সময়ে করবে—বাইরে ওদের গলা শুনছি।"

"ঝগড়া এ নয়, সত্যি কথাই বলছি। তোমাদের অতি বড় হীনতা এই যে তোমরা নিজেদের চেনো না—চিনতে চাও না। সমাজনীতির দিক থেকে আমাদের সমাজ যে কত বড়, আমাদের আদর্শ যে কত মহান সে কথা তোমরা আদৌ উপলব্ধি কর না—"

হরিপদর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা"

"মেম সাহেবের ওখান থেকে যে জিনিষ এল, তা কোথায় রাখব—"

"আমার মাথার উপর—"

সুবোধ অগ্রসর হইয়া বলিল—"তুমি নামাতে যাও, আমি আসছি—"

হরিপদ চলিয়া গেল।

সুবোধ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি আজ স্বস্থ ও সুস্থ নও, অমিতা!"

অমিতা বলিল—"আমি ঠিক আছি—তুমি তোমার রঙীন চশমাটা একবার খুলে ফেল। তাহলে বুঝবে, তুমি কি অধঃপাতে গেছ।"

সুবোধ বলিল—"লায়লাকে ভাল লেগেছে, এই ত আমার অপরাধ; তাকে আমি ডেকে আনিনি—"

"কিন্তু ঐ কথাটি বলতে তোমার লজ্জা হয় না?"

হঠাৎ অমিতার চোখে নামিল ধারাবর্ষণ। সে অঞ্চলে চোখ চাপিয়া ধরিল।

সুবোধ বুঝিল সঞ্চিত অভিমান আজ প্রকাশ পাইয়াছে—ভালই হইল। কিন্তু বর্ত্তমানে স্থানান্তর গমন সব দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় এবং সুলতাদের জিনিষের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অমিতা সোফায় বসিয়া নিরুপদ্রবে এবং একেলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্না জীবনের বড় একটা অভাব দূর করে—সে কথা আধুনিক আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

বাইশ

সুলতা ও সরোজ কলিকাতায় পৌছিয়া একটা ফ্লাট ভাড়া করিয়াছে। সেখানেই সন্ধ্যায় দুজনের আলাপ চলিতেছিল।

সময় সন্ধ্যা—চারিদিকে আলো উদ্ভাসিত কলিকাতা সহর—তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিয়াছে ছাদের উপর ছাদ। সৌধপুরী কলিকাতার অগণ্য সৌধমালা। সুলতা সোফায় বসিয়াছিল—পাশে মৃদুমন্দ তড়িতালোক।

সুলতা প্রশ্ন করিল—"কি ঠিক করছ?"

"এখানেই ডাক্তারি করব, তার জন্য চাই একটা ঘর। কয়দিন ঘুরছি, তার কোনও সন্ধান হচ্ছে না—"

"শুধু ঘর নয়, ঔষধের দোকান করতে হবে—"

"কেন?"

"আজকাল সবাই ডাক্তার—লোকে চায় ঔষধ। আর তোমাদের ডাক্তারি ত এখন—যে বেকারের ট্যাবলেটে এসে পরিণত হয়েছে—"

"তা হয়েছে—"

"তাই ঔষধ বিক্রয়েই লাভ—আর এই চোরাবাজারে যদি সস্তা দরে কোথাও মাল কিনতে পার, তাহলে ত লক্ষপতি হয়ে যাবে—"

"না, সে অসম্ভব, আমি বণিক নই, বৈদ্য। চিকিৎসাকে আমি দেখি একটি ব্রত বলে, মানব কল্যাণের জন্য নিয়োজিত বৃত্তি আমার—অর্থ পিপাসাতে আমি ভুলতে পারি না।"

"এ সমস্ত ফাঁকা বুলি। জগৎটা আসলে চলেছে টাকার খেলায়—"

"থাক ওসব অর্থ নৈতিক তর্ক নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—আমি জানতে চাইছি—"

সরোজের ভাষায় আজ সে অতীত অর্থগৌরব নাই—সে ধ্বনি নাই—গাম্ভীর্য্য নাই।

দশচক্রে ভগবান্ ভুত।

আজ নিয়তির চক্রে সরোজ নিরালম্ব ও বিপন্ন।

সুলতা সুখের মধু-সমুদ্র, কিন্তু তাহাতে অবগাহন করিবার উপায় সরোজের নাই, সে তীরে বসিয়া তৃষার্ত্ত দিনরাত্রি যাপন করে।

অলজ্ঘ্য নিয়তি।

সুলতা বলে—"কাল আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল?"

"কোথায়?"

"মার্কেটে—বলেছে আজ আসবে—"

"এখনই—"

"হাঁ সন্ধ্যায় আসবার কথা—"

"তাহলে আমি পালাই—"

"না, পালাবে কেন?"

সরোজ নিজের প্রতি ধিক্কার অনুভব করে। বিবাহিতা রমণীর এই মোহপাশ সে কেমন করিয়া অতিক্রম করিবে ভাবিয়া পায় না।

জীবনে সরোজ মহৎ ও বৃহৎকে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই কি সেই বাঞ্ছিত ভূমা? সুলতার স্বামী যখন আসিবে, তখন সরোজের বিরাট ত্যাগকে সে আদৌ বুঝিবে না—সে তাহাকে নারী মাংসলোভী নীচ বর্ব্বরের মত মনে করিবে।

অথচ—

সংসারে মানুষ কতখানি অসহায়, কতখানি পরিবেশের অধীন, সরোজ একান্ত দুর্ব্বল ভীরুতায় আজ তাহা গভীর ভাবে অনুভব করিল। সে উঠিবার ভাণ করিয়া বলিল—"না পালালে, শুম্ভ নিশুম্ভের পালা ঘটতে পারে—"

সুলতা গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমায় আজ খুব রসিক বলে মনে হচ্ছে—"

"রসিক! এর মধ্যে আদৌ রসিকতা নেই—"

"আমি জীবনে এর চেয়ে গম্ভীর কখনও হই নি—আমি তোমায় বুঝতে পারছি না সুলতা—তুমি আমায় কি ভাব?"

সুলতা সে কথার উত্তর দিল না। উঠিয়া একটি বোতল খুলিয়া দুই গ্লাস পানীয় আনিল—লেমন ও বরফ। সরোজ হাত বাড়াইয়া গ্লাস লইল, তারপর চুমুক দিয়া বলিল—"আমায় যেতে দাও সু..."

"তুমি কি বীর নও?"

"তুমি কি বুঝতে পারছ না···আজ আমার জীবনের এক পরম সঙ্কটময় মুহূর্ত···আজ আমি চাই বন্ধুর দরদ—চাই প্রিয়ের স্পর্শ···চাই—"

সুলতা তাহার কথা শেষ করিল না···কিন্তু তাহার অন্তরের আকুলতা ফুটিয়া উঠিল।

সরোজ বলিল—"সঙ্কট বটে, কিন্তু তুমি তো তাকে নিজে ডেকে এনেছ"

"ডেকে আনিনি—"

"তবে ?"

"যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে, আমার স্বামী পদস্থ মানুষ, একদিন না একদিন দেখা ঘটত···একদিন না একদিন সামাজিক বা সাহিত্যিক সম্মেলনে মিলন হ'ত···সেই ভাবী সমস্যার আজই সমাধান হওয়া দরকার···তাই তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন বন্ধু—!"

সরোজ কি বলিবে ভাবিয়া পায় না।

কিন্তু তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কড়া নড়িয়া উঠিল·· সুলতা বলিল—"যাও দরজা খুলে দাও—পালিও না···"

সরোজ অনিচ্ছার আবর্ত্তে পড়িয়া গেল।

সরোজ সুলতার স্বামীর কথা বিশেষ কিছু জানে নাই। সুলতা কেন তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার নিগূঢ় কারণও তাহার জ্ঞাত নহে। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বিপুল সম্পত্তির মালিক—কিন্তু ধন আর বুদ্ধি একত্র বোধ হয় থাকে না। তাই যথেষ্ট আয় থাকিলেও দেনায় তাহার আকণ্ঠ ডোবা বলা চলে।

তার দোষগুলি সামান্য নয়—বিপুল অর্থ যে ছিদ্রপথে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা তাহার বাবুগিরি। তার জটিল চরিত্রের পিছনে ছিল অফুরন্ত ভোগ বাসনা—যা কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গানে, কবির প্রার্থিত সেই আনন্দকে তার নিঃশেষে উপভোগ করিতে হইবে। এই উপভোগের অছিলায় সুলতার মত পত্নীও তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার চোখে যাহা ভাল লাগে, কানে যাহা মিষ্ট লাগে, স্পর্শে যাহা আরাম দেয়, জিহ্বায় যাহা স্বাদ দেয়, সবই তাহার পরিপূর্ণ মাত্রায় চাই।

সেকালের রঙ্গমঞ্চে নায়িকার ভূমিকায় জ্যোৎস্না বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিয়াছিল, সেই রূপসী তরুণীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া বরানগরে তাহার জন্য এক মর্ম্মর প্রাসাদ রচনা করিয়া তবে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ শান্ত হইল। যেখানে

যত দামী মদ মেলে, তাহা তাহার প্রমোদ ভবনের জন্ম আবিষ্কৃত ও ক্রীত হয়।

জ্যোৎস্না ছিল সত্যই বিজয়িনী—পঙ্কে জন্মিলেও সে পদ্মফুল। তাহার সৌরভে জীবনে নরেন্দ্রনারায়ণ অনেক আনন্দ ও মাধুর্য্য ভোগ করিয়াছে। জ্যোৎস্না আজ নাই। তাই কলিকাতার বিপণীতে যৌবনলাবণ্যসুন্দর আপন পত্নীকে দেখিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে ফিরিয়া পাইতে উৎসুক। তাহার জন্য যে কিছু প্রায়শ্চিত্ত, তাহা সে করিতে প্রস্তুত।

নরেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া বসিল সুলতার পাশে। সরোজকে সে দেখিয়া অস্বস্তি অনুভব করিল। কেহই কথা কহিল না। নিঃশব্দতা অস্বস্তিকর হইয়া ওঠে, সুলতা বলে—"এঁকে তুমি চেন না ইনি আমার পরিত্রাণ-কর্ত্তা—ডাক্তার সরোজ ভট্টাচার্য্য—"

"ওঃ, ধন্যবাদ—" নরেন্দ্রনারায়ণ আলাপ কুশল, কিন্তু তাহার আলাপ অধিক অগ্রসর হইল না।

সরোজও সহজ সৌজন্যে কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সমগ্র পরিবেশটি তাহার নিকট বিস্বাদ লাগিল। তাহার চোখের সম্মুখে জাগে অতলস্পর্শ শূন্যতা—গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"আমার জীবনে যে ভুল হয়েছিল, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সু। যে পরিপূর্ণতার সুর তোমার সহজ অধিকার, সেই মহিমাময় আসনে আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—"

সুলতা গম্ভীর শান্ত সকরুণ স্বরে বলিল—"তার অনেক দেরী হয়ে গেছে, আমি আমার এই বন্ধুকে বিয়ে করব, সব স্থির হয়েছে—"

নরেন্দ্রনারায়ণ কঠিন আঘাত পাইল, কিন্তু সে সংসারকে দেখিয়াছে, তাহার প্রত্যাহারের রূপ সে জানে, সে কহিল—"আমি তোমায় সমাজের কথা বলব না আইনের কথা বলব না সুলতা, সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু তুমি যতই লজ্জা সঙ্কোচ ভয় বিসর্জ্জন দাও, এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারবে না যে এ সুর আমাদের নয়। ভারতবর্ষের নারীর হৃদয়ে চিরদিন যে অগ্নি জ্বলছে, সে বহ্নিধারা এমন করে আত্মঘাতী হয় নি, তুমি নিজেই ভাল করে ভেবে দেখ—"

কেহ সে কথার উত্তর দিল না। সরোজ মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। দূরে কৃষ্ণচূড়ার সুচিক্কণ পাতা তাহার দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। উত্তর না পাইয়া নরেন্দ্রনারায়ণ ব্যথিত হয় না। দম দেওয়া কলের গানের মত সে বলিয়া চলে—

"জীবনে হীরা সহজে মেলে না, অনেক বালি ধুয়ে হয়ত কদাচিৎ একখানি হীরা মেলে। সতীত্ব সেই ধন। স্বামী যতই পাপী হোক, হিন্দুনারী স্বামী বর্ত্তমানে অন্য বিয়ে করবে, একাজ বাধবে তোমার রুচিতে, আজ হয়ত অন্ধ হয়েছ, কিন্তু এই হতবুদ্ধি অকর্ম্মণ্যতা তোমার টিকবে না—একদিন তুমি নিজেই বুঝবে এ অসুন্দর, এ অমঙ্গল, এ অকল্যাণকর—"

নরেন্দ্রনারায়ণ কথা বলিতে জানে।

সরোজের জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলতা কোনও দিন উৎপাত আরম্ভ করে নাই, বৃহৎ আদর্শ ও কল্পনা তাহাকে চির-সতেজ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আজ নরেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া একি বিপ্লব তুলিল।

সুলতা তাহার জীবনে অপরূপ আবির্ভাব। কিন্তু যে গান কানে বাজিতেছিল তাহা একেবারে বেসুরা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে জীবনে জাগে বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতা নূতন হইয়াও পরিণতি লাভ করে। সকলে তাহা জানে, কিন্তু সরোজের জীবনে ইহা একান্ত আকস্মিক বলিয়া মনে হইল। সে যে কল্পনার স্বর্গলোক গড়িয়া তুলিতেছিল, নিমেষে তাহা ধূলিসাৎ হইল।

জীবনে লাভ-ক্ষতি সকলকে মানিয়া লইয়া চলিতে হয়, কিন্তু ক্ষতি যে দিন আসে সে দিন তাহাকে নির্ব্বিকার নিষ্কম্প চিত্তে গ্রহণ করিবার মত ধৈর্য্য খুব কম মানুষেরই থাকে। সরোজও আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি বেড়িয়ে আসি, আপনারা আলাপ করুন।"

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিল—"সে কি হয়, আপনি এখন সুলতার বন্ধু, জীবনে যাতে সে বাস্তবকে গ্রহণ করে, ভাবালুতায় ভেসে পঙ্কে না ডোবে, এ দেখা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য—আপনি বসুন! ওর বিচলিত ও সঙ্কুচিত মনকে কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় করে তুলুন।"

শান্ত অবকাশের মধ্যে এমনতর অনুরোধ যদি আসিত, সরোজ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তার নিরালা হৃদয়ে আসিয়াছে সমুদ্রের বান। উদাসীনতায় সে বসিতে পারে না, তরঙ্গ-দোলায় তাহার সমস্ত হৃদয় দোদুল্যমান, সে কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুলতা তাহাকে বসিতে বলিল না। সরোজ এমন কোনও আবদার শুনিলে হয়ত ফিরিতে পারিত, কিন্তু যখন সে বাহির হইয়া গেল, তাহার হৃদয় জুড়িয়া এক দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল—সে বুঝিল তাহার পিছনে রহিল তাহার

জীবনের এক ক্ষণস্বপ্নময় কবিতা—তাহা নিঃশেষে মিলাইয়া গেল, ছন্দে বা সুরে তাহা আর জীবনে বাজিবে না। সুলতাকে চিরদিনের মত ভুলিতে পারিলে হয়ত ভাল হইতে পারিত, কিন্তু সেই ভাবাবেশের মাঝে সে সব বিবেচনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সরোজ ঝটিকার মত বাহির হইয়া গেলে সুলতা যেন আত্মস্থ হইল। সে সজোরে বলিল—"তুমি যাও, তুমি আমার কেউ নও।"

নরেন্দ্রনারায়ণের মুখ কালো হইয়া গেল। এই অবমাননা তাহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে না হইলেও, এমন অকুণ্ঠিত, এমন নিষ্করুণ আঘাত তাহাকে পীড়িত ও প্রতিহত করিয়া তুলিল। কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাপ বিদায় হইয়াছে, এখন মাছকে খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে যেটুকু শ্রম ততটুকু স্বীকার না করিলে চলিবে কেন? উদ্যোগেই লক্ষ্মী লাভ হয়, সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, সনাতন এই কর্ম্মরীতি যশসৌভাগ্যসম্পন্ন পাকা বৈষয়িক মিত্র ভালভাবেই জানিত।

"ফসল যতদিন মাঠে থাকে, ততদিন সংশয় থাকে সুলতা, গোলায় উঠলে তাকে আর অবিশ্বাস করতে নেই—"

সুলতা এই উপমার অর্থ বুঝিল না, সে দাঁড়াইয়া দরজার দিকে গিয়া সুস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিল—"সরোজ।"

তাহার আহ্বানে উত্তর দিবার জন্য সেখানে কেহ ছিল না—সে তখন চলিয়া গিয়াছে। উন্মত্ত পাগলের মত দিশাহারা হইয়া সে রাজপথ ধরিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটিয়াছে।

মিত্র হাসিয়া বলিল—"যে ফল ছিটকে গেছে, বুদ্ধিমান তার জন্য কাঁদেন না।"

সুলতার চোখে জল আসিল, সে কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল—"তুমি যাও, তুমি যাও—"

নরেন্দ্রনারায়ণ নড়িবার নামটি করিল না। প্রেম মানুষের মহৎ সৃষ্টি, সে মৃণ্ময় দেহে জাগে বটে, কিন্তু তাহা একান্তই চিন্ময়। সুলতার যে সত্তা প্রেমের স্পর্শে পুষ্পিত ও সঞ্জীবিত হইতে চলিয়াছিল। তাহা যেন সংকুচিত হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ সুলতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল—"সুলতা, ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয় জীবনে। কিন্তু তাকে ভুলে গেলে সে চুকে যায় ক্ষুদ্র হয়ে।"

সুলতা আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"ভুল নয়, ভুল নয়, তোমাকে আমি চাইনে···"

নরেন্দ্রনারায়ণ উত্তর দিল না, বলিল—স্নিগ্ধ মধুরস্বরে—"ঝগড়া করে লাভ নেই, যাক এক কাপ চা খেতে দিলে হয়ত মহাভারত অশুদ্ধ হবে না···"

সুলতা লজ্জিত হইল। সে চা আনিবার আদেশ দিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"তুমি চা খাবে না?"

"না"

"সে কি হয়, মানসিংহের গল্প জান ত?"

ট্রে হইতে চায়ের কাপে চা ঢালিয়া মিত্র সুলতাকে চা আগাইয়া দিল, তারপর চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—"আজ আমরা রয়েছি বেগের যুগে, বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানবাহনে। তাই মানুষ স্বস্তি পাচ্ছে না, তার মন প্রাণ বেগের দোলায় আন্দোলিত হচ্ছে···"

সুলতা বলিল—"তুমি কেন এলে, আমার মনে হচ্ছে সরোজ আর ফিরবে না—তুমি ভূমিকম্পের মত আমার সমস্ত সাধ আহ্লাদ ভূমিসাৎ করে দিলে"

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিল—"আমি যুবক নই, জীবনে অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, তোমায় বলছি সুলতা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—"

"ক্ষমা অক্ষমার কথা নয়, তুমি আমার জীবনের বাইরে চলে গেছ, তুমি আজ অনাত্মীয়। একান্ত পর—একান্ত—দূরের—"

"প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। তোমার ঘৃণা যতই অলংকৃত হোক, তুমি বুঝবে তোমার নিরাপদ আশ্রয় তোমার স্বামীর ঘরে—"

সুলতা কথা কহিল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ সহসা উঠিয়া বলিল—"আমি এখন আসি। জানি তুমি আজ মায়ামৃগী ·তোমায় শিকার করতে লাগবে সময় আর সাধনা"

সুলতার দিক হইতে কোনই উত্তর আসিল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ দরজার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—"শাস্তি তুমি দিতে পার, সে শাস্তি আমি অতি হাসি মুখেই গ্রহণ করব, কিন্তু আমি পরাজয়ের মালা গলায় কোনও দিন পরিনি, আজও পরব না—আমি আসব তোমার সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত বিদ্বেষকে আমি জয় করব—"

সুলতা নীরব রহিল। নরেন্দ্রনারায়ণ বাহির হইয়া গেল। ঘরে

বিদ্যুতের আলো অম্লান জ্যোতিতে জ্বলে। সুলতা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহে, সরোজ অনুরাগের যে মোহে তাহার চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, সে মোহ আর রহিল না, সুলতা তাহা বুঝিল।

সুলতা জীবনে যে মহিমা চাহিয়াছে, ব্যাপক ও গভীর সেই মুক্তি কি সে তাহার অজ্ঞাত স্বামীর কাছে পাইবে। সে ভাবিতে পারে না—সে আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বাহিরের কল-কোলাহল চলে চলুক। অন্ধকারের নিবিড়তায় সে আপন সত্তার গভীর প্রয়োজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

তেইশ

সরোজ বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সুলতা তাহার জীবনে যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল, সে মোহ তাহাকে কাটাইতে হইবে। সে বাঁচিবে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া বাঁচিবে। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক চিন্তা করিতে পারে না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি চোখের সম্মুখের ঠিকানা করিতে পারে না। সে হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া পথচারী এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়িয়া গেল। ভদ্রলোক মাটিতে পড়িয়া গেল, সরোজের বিহ্বলতা দূর হইল, সে পথিককে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিল, কহিল,—"আমায় ক্ষমা করবেন—"

"ক্ষমা—আপনার মাথায় কি দুটো চোখ নেই?" ভূপতিতের ভাষায় অকরুণ আঘাত। কিন্তু কিছুক্ষণ আততায়ীর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কে সরোজ না?"

"হাঁ"—কিন্তু সরোজ প্রশ্নকারীকে চিনিতে পারিল না—সে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক বলিল—"আমি ভূপেন—"

সরোজ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"ভূপেন, সত্যি ভাই, আমি আদৌ চিনতে পারিনি—"

সরোজের সতীর্থ ভূপেন, এক সময়ে উভয়ে সাম্যবাদ নিয়া খুব মাতিয়া

উঠিয়াছিল, ভূপেন কার্লমার্কসকে আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে, তাহাকে হজম করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাধানকে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করিবার শতসহস্র কল্পনা সে করিয়াছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করছ ভাই?"

"কি আর করব, নিপীড়িত ভারতবর্ষে স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখছি, ভাঙতে হবে শত্রুর শত চক্রান্ত, গড়তে হবে নূতন পৃথিবী, ভয়ার্ত্ত মনের কন্দরে কন্দরে জাগাতে হবে আশা ও সাহসের মন্ত্র—"

সরোজ খুসি হইল, বুঝিল ভূপেনের পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে আজও একই রকম আছে।

সে তৃপ্ত মনে বলিল—"তুমি কি কমিউনিষ্ট পার্টিতে এখনও আছ?"

"না, তবে মনে প্রাণে আমি সাম্যবাদী—কারণ সাম্যবাদই ভবিষ্যতের একমাত্র আশা—"

"আজকাল কি করছ?"

"হিন্দু মহাসভার কাজ করছি—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"কমিউনিজম আর হিন্দুয়ানি—এদের মিশ খাওয়াবে কেমন করে?"

ভূপেন বলিল—"খাওয়াতেই হবে, হিন্দুত্বের উপর শ্রদ্ধা যদি থাকে, সে তার বিচিত্র শক্তিতে সব কিছু হজম করতে পারে—"

সরোজ তর্ক করিবার জন্য এসব বলে নাই, সে কেবল তাহার পুরাতন বন্ধুকে ক্ষেপাইবার জন্য এসব বলিয়াছিল। সরোজ তাই প্রত্যুত্তর করিল না। তাহাকে থামিতে দেখিয়া ভূপেন বলিল—"এসব কথা থাক, তুমি কি করছ এখানে?"

"ভেসে বেড়াচ্ছি বলতে পার। ঢাকায় ডাক্তারি করছিলাম, স্বর্ণ রাজ-হংসীর তল্লাসে বার হয়ে আজ পথেই বাসা বাঁধতে হচ্ছে—"

"যাক ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই, আমরা একজন কর্ম্মী খুঁজছিলাম যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তুমি চলনা, আমাদের ওখানে কাজ করবে—"

সরোজ নিজেকে নিরাশ্রয় নিরালম্ব মনে করতেছিল, বন্ধুর প্রস্তাবে তাই সে সম্মত হইয়া পড়িল। ভূপেন তাহাকে নিয়া ভবানীপুরে চলিল—সেখানে হিন্দু মহাসভার নূতন আফিস খোলা হইয়াছে।

সরোজ পৌঁছিতেই শুনিল বঙ্গভঙ্গের আলোচনা চলিতেছে। নেতা কর্ম্মীদিগকে বিভিন্ন কেন্দ্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য সভা করিতে পাঠাইতেছেন। সরোজ নিভৃতে ভূপেনকে বলিল—"ঐক্যের মন্ত্র যারা দিল ভারতবর্ষকে আজ তাদের একি পরিবর্ত্তন—"

ভূপেন বলিল—"এইটেই আমাদের কর্ম্মপন্থা, তুমি যদি তাতে শ্রদ্ধালু না থাকো, তবে তুমি কাজে যোগ দিও না, কারণ আন্তরিকতা ও বিশ্বাস ছাড়া কাজ চলে না—"

সরোজ বলিল—"ঋষি বঙ্কিমের বন্দেমাতরম মন্ত্র হল ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের অভয়মন্ত্র—সে মন্ত্রে পেয়েছ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মায়ের মূর্ত্তি—বাংলাকে যদি ভাগ কর, কোথায় থাকবে তোমার সেই শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী—"

ভূপেনের একজন সহকর্ম্মী যুবক ভূপেনকে কি বলিতে আসিতেছিল—সে সরোজের কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল—"ভাবালুতা নিয়ে এসব বিচার করলে ভুল করবেন, বাস্তবতা দিয়ে এর বিচার করুন—"

"আদর্শ ও স্বপ্ন কি অসম্ভব ?"

ভূপেন বলিল—"হয়ত নয়। কিন্তু তার চেয়েও যা প্রত্যক্ষ, তাকে মনে রাখতে হবে—"

যুবক বক্তৃতা জুড়িল—"নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় যা ঘটেছে—বিহারীদের এনে যে অত্যাচার চলছে—গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় যে অন্যায় জমে উঠেছে—তার একমাত্র প্রতীকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে—"

"আমি তা মনে করি না—"

"হিন্দু মহাসভার কাজ হবে হিন্দুত্বকে বিশুদ্ধ ও পূর্ণ করার—সে পূর্ণতা আসবে তার মহত্তের পুনরভ্যুত্থানে—এসব রাজনৈতিক চালবাজিতে হিন্দু মহাসভা যদি আপনাকে ব্যস্ত করে রাখে—হিন্দুত্বের আশা কোথায় ?"

সরোজের ভাষণ সংক্ষিপ্ত, তাহাতে তর্কের ধূম্রজাল নাই—আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধায় তাহা দীপ্ত, ভূপেন তাই প্রীত হইয়া বলিল—"সে কাজ আমাদের আছে কিন্তু আপাততঃ এই কাজটিকে আমরা বড় করে ধরেছি—"

"বঙ্গভঙ্গকে কি তোমরা সাময়িক বলে মনে করছ ?"

যুবক বলিল—"সাময়িক কিনা জানি না, তবে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজনীতির চাল আনবে ভাঙন, তারা নিশ্চয়ই গড়বে আলষ্টার—"

সরোজ বলিল—"ওরা আলষ্টার গড়ে গড়ুক। কিন্তু আমরা তাতে সায় দেব কেন—আমাদের কল্পনায় থাকবে এক বিরাট ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধরূপ ; বৃটিশের কোনও কূট রাজনৈতিক চাল আমরা মানব না—"

"তাহলে কি আপনি হিন্দুমহাসভাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে বলেন ? আমরা গড়ছি হিন্দুস্থান জাতীয় বাহিনী—তাতে এসেছে অসীম উৎসাহ, এসেছে এক প্রবল উদ্দীপনা।"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"এ উদ্দীপনা সাময়িক। হুজুকপ্রিয় বাঙ্গালী হুজুক পেলেই মাতে—"

যুবক বলিল—"আপনি কে তা জানি না—"

ভূপেন বলিল—"ইনি আমার পরম বন্ধু—"

"তাহলে আমাদেরও বন্ধু, আর আশা করি মত বিরোধ সত্বেও আমাদের দলে যোগ দেবেন—স্বতন্ত্রবাদ আন্দোলন খেলার কথা নয়—এই বাঙ্গালীই একদিন বাইরের ভেদনীতিকে ব্যর্থ করেছিল—সেদিনের সেই সংগ্রাম বাঙ্গালী ভোলে নি, সেই আন্দোলনই দিয়েছে সারা ভারতবর্ষে স্বদেশীয় ভাববন্যা—কিন্তু আজ সেই স্বপ্নবিলাসী বাঙ্গালীকে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে—তখন দেখব স্বতন্ত্রবাদ আন্দোলন তুচ্ছ নয়—সেই আন্দোলনই এনে দেবে সঙ্কটমোচন মন্ত্র—"

যুবকের উৎসাহদীপ্ত ভাষণ সরোজকে অনুপ্রাণিত করে। সে বলে "আপনার আন্তরিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি—"

"আন্তরিকতাকে শুধু নয়, করবেন আমার যুক্তিকেও—"

"তা করতে পারছি যে না ভাই—"

যুবক বলিল—"আপনি কি নদীয়া সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ পড়েছেন—"

সরোজ কয়েকদিন প্রেমের বিহ্বল ভাবালুতায় মগ্ন ছিল। চারিদিকে কি ঘটিতেছে সেদিকে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। খবরের কাগজে পড়িয়াছিল অবশ্য, কিন্তু সে কেবল চোখ বুলাইয়া নিয়াছিল। তাহার মন ছিল তখন অন্যরসে মগ্ন। যে প্রেম বিবাহিত দম্পতীর চারিদিকে গড়িয়া ওঠে, তাহাতে থাকে এক স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা। তাহা এক স্বাভাবিক মর্য্যাদা বোধে দীপ্ত। ভালবাসার ভিতর দিয়া মানুষ নিজের যে মহাগৌরব অনুভব করে, সরোজের উন্মত্তপ্রেমে তাহা ছিল না। সেখানে ছিল এক নিষ্ঠুর কামনা—তাহাই সমস্যা হইয়া সরোজের সমস্ত সত্তাকে বিহ্বল করিয়া

তুলিয়াছিল। কিন্তু এ ত প্রিয়তমের সত্যকার অভিসার রজনী নয়—তাই তার হৃদয় কমল ফুটিয়া উঠিল না। তার অন্তর লোকে ছন্দ বাজিল না। সংসারের দুঃখ ও অপমান ভুলিয়া সে প্রিয়ের চরণকমলের সৌরভে মাতিয়া উঠিল না।

সরোজ নিজের সেই বিহ্বলতার কথা স্মরণ করিয়া বলিল—"না ওটা পড়া হয়নি আমার—"

যুবক খুসি হইয়া বলিল—"সেটা পড়ার বিশেষ দরকার—আমার কাছে একখণ্ড অভিভাষণ আছে, পড়েন ত আমি দিতে পারি।

"পড়ব"

ভূপেন হাসিয়া বলিল—"পড়া পরে চলবে, জানি তুমি অখণ্ড সার্ব্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখছ—সে স্বপ্ন জাতীয়তাবাদী সমস্ত বাংলাই দেখেছে—বিদ্রোহী তরুণেরা তার জন্য প্রাণ দিয়েছে, বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ তার বৈতালিক, কিন্তু সোনার বাংলা আজ এই কল্পনা নিয়ে মুগ্ধ থাকতে পারে না—সে আজ এক মহাশ্মশান—জনাব জিন্নার সাম্প্রদায়িকতার বিষোদ্গারে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই পরস্পরকে আজ ভাই বলে স্বীকার করছে না—অখণ্ড ভারতবর্ষ যদি না থাকে, তবে সার্ব্বভৌম বাংলার স্বপ্ন নিয়ে আমরা যদি পাকিস্থানে যোগ দেই তাহলে কি বাঙ্গালীর সংস্কৃতি বাঁচবে?"

প্রশ্ন সহজ নয়।

সরোজ ভাবিতে বসিল। বাংলার লীগ শাসনে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতাকে সে খোলা চোখে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছে। নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও কলিকাতায় যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার পর একথা বলা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক যে লীগপন্থীর পরিচালিত বাংলা আপন বিশিষ্ট সভ্যতাকে বজায় রাখিতে পারিবে।

সাময়িক সুবিধা ও সুযোগ বড় কথা নয়, কিন্তু একটি জাতির সংস্কৃতি, তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। রাজনীতির আবিল আবর্ত্তে বাংলা যদি দ্বিখণ্ডিত না হয়, তাহলে বাংলার শত শতকের কৃষ্টি কি ধুলায় অবলুণ্ঠিত হবে? সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়াকে ছাপাইয়া মানুষের মননশীল সংস্কৃতি নিশ্চয়ই বাঁচিয়া রহিবে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সমস্তই বিনষ্ট হয়। তবু মানুষ আশা করিবে—বিশ্বাস করিবে। সরোজ তাই বলিল—"বাংলার সংস্কৃতি বাঁচবে, কিছুই তাকে বিনাশ করতে পারবে না।"

এমন সময় একটি তরুণী সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ভূপেন দাদা, আপনাকে সম্পাদক খুঁজছেন—"

যুবক বলিল—"এষাদি—ইনি সার্ব্বভৌম অখণ্ড বাংলায় বিশ্বাস করেন—ইনি বলেন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিছুতেই মরবে না।"

এষা হাসিল, তার হাসিতে ফুল ঝরিয়া পড়ে। পরিবেশ সৌরভে সুরভি হয়। এষা বলিল—"তা ত হবে না—আমরা তার জন্যই লড়ছি—"

"ইনি তা লড়তে চান না—"

এষার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস মন্ত্রের মত কাজ করে। সে তাই বিজয়িনী—এষার মাধুর্য্য, এষার ব্যক্তিত্ব, সংঘকে তাহার বর্ত্তমান রূপ ও প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। সে কখনও পরাস্ত হয় না। সরোজ এই মন্ত্রের প্রভাব অনুভব করিল। সে স্থূলতার প্রভাব এড়াইবার অক্ষয় কবচ যেন পাইল, তাই খুসি হইয়া বলিল—"আপনি যা বলবেন তাই করব।"

এষা বিদ্যুৎ-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে নব-ভক্তের দিকে চাহিল।

সরোজ সুপুরুষ, তাহার মুখে গরিমা, অন্তরে দীপ্তি। সুন্দরী এষা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"তাই করবেন—"

এষার দাবী যেন যুগযুগান্তর সরোজের উপর সহজ অধিকারে বিস্তৃত—সরোজ বিস্ময়ে এই মহিমাময়ী সম্রাজ্ঞীর দিকে চাহিল। তাহার কথার ছন্দ, তাহার বিশ্বাসের ঝঙ্কার তাহার হৃদয়ে বাজিতে লাগিল।

সে বলিল—"আপনি এসব বিষয় ভেবেছেন দেখছি—অবসর মত আপনার কথা শুনব—"

"আপনার নাম আমি খাতায় লিখে নিচ্ছি আপনার যোগ্য কাজের ব্যবস্থা আমি করব—"

এষা তাহার গ্রীবা বঙ্কিম ভাবে দোলাইল, ইহা বিজয়িনীর একটি বিজয় কৌশল।

সরোজের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এষার দৃষ্টি মিলিল। সরোজ চোখ নত করিয়া বলিল—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য—"

এষা উল্কার মত চলিয়া গেল।

সরোজ ভাবিতে বসিল।

মহিলার প্রতি সম্মান বোধ—সীমাতিরিক্ত মর্য্যাদা এ নয়। তবে ইহা কি?

ইহা ছলনাময়ী নারীর বিজয় কৌশল। যুবক হাসিতেছিল, সরোজ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"হাসছেন কেন?"

"এষাদির মিষ্ট মুখের কথা কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না—"

"কিন্তু মেয়েরাই চিরদিন গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়"

"তা দেয়, কিন্তু তবু তাই আমাদের ভাল লাগে—কি বলেন?"

সরোজ উত্তর না দিয়া সংঘের সুরচিত পুষ্প-কাননের দিকে চাহিল।

ফুলগুলি সুন্দর, চাহিতে মন ভোলায়। নারীও সুন্দর, সেও মন ভোলায়, ফুলের মোহ আর নারীর মোহ—অপরাজেয় আকর্ষণ—সরোজ তাহা বিস্ময়ের সহিত অনুভব করে।

কিন্তু যাহাকে সে কখনও দেখে নাই। যাহাকে সে চেনে নাই—তাহার আদেশকে সে কেন মানিয়া লইবে? কিন্তু তর্ক তাহার ভাল লাগিতেছিলনা। সে চায় নিরাপদ আশ্রয়, নিভৃত নীড়, যেখানে সে সুলতাকে ভুলিতে পারে। কণ্টকের দ্বারাই কণ্টক তুলিতে হইবে—এষাই তাহাকে সুলতাকে ভুলাইবে।

যুবক বলিল—"উত্তর দিলেন না যে?"

সরোজ বিহ্বলের মত প্রশ্ন করিল—"কিসের?"

যুবক হাসিল. বলিল—"থাক, আপনি কি সংঘেই থাকবেন, চলুন আমাদের মেস আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি—"

"ভূপেন—"

"তাকে সেখানেই দেখতে পাবেন, ভূপেন দাদার অনেক কাজ, সময় মত বন্ধুর খোঁজ তিনি নিশ্চয়ই করবেন—"

সরোজ উত্তর দিল না, নীরবে বক্তার পিছনে পিছনে চলিল।

সুলতা!

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও সে তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা ছিল, আর এখন? কে জীবনের এই জটিল গ্রন্থি রচনা করে? কে সে? নিষ্ঠুর প্রাকৃত শক্তি, না চৈতন্যময় সত্তা।

সরোজ ভাবিতে বসে—তাহার সর্ব্ব-শরীরে জাগে শিহরণ। ভয়, লজ্জা ও সঙ্কোচ সমস্ত মিলিয়া তাহার চিত্তে জাগায় এক অবর্ণনীয় অনুকম্পন, এক অব্যক্ত শিহরণ। কিন্তু মেসের খড়ের বাড়ী ও আঙিনা তাহার চিন্তায় বাধা দিল। বাস্তব মাটি কল্পনার স্বর্গকে মানিতে চায় না।

চব্বিশ

সুবোধ আর অমিতার সন্ধি হইল না।

সুবোধ অনুভব করিল অমিতা যেন অপরিচিতা। বিবাহিত জীবনের নিবিড় সঙ্গ তাহাদিগকে একত্র করে নাই—তাহাদের মাঝে বিরাট সমুদ্রের ব্যবধান। সুবোধের মনে হইল—সে যেন এক অচেনা বিদেশিনী, তাহাকে যেন আর কোনও দিন সে দেখে নাই। সে রূপময়ী, কিন্তু তাহাতে যেন স্নিগ্ধতা নাই, রহিয়াছে অসহ্য জ্বালা।

রাত্রে শুইবার সময় অমিতা বলিল—"আমি পাশের ঘরে শুলাম, আমার শরীর ভাল নেই—"

সুবোধ দুঃখ অনুভব করিল। কিন্তু অভিমানে সেও আহ্বান জানাইল না—রাত্রি—নিদ্রাহারা রাত্রি আজি প্রিয়তম পতি ও প্রিয়তমা পত্নীর জীবনে বিভীষিকা নিয়া দেখা দিল।

সুবোধের রাগ হইল।

অমিতার এত অকারণ অভিমান কেন?

অমিতাকে সে কি না দিয়াছে। আজীবন সঞ্চিত ভালবাসা—তাহাকে সে মনে করিয়াছে বিশ্বের নন্দিনী।

কিন্তু সে কি সত্যই অনিন্দ্যা, অপূর্ব্বা, অতুলনীয়া?

সারা জীবন কি সে মিথ্যা প্রতিমা গড়ে নাই?

দীপ্তিময়ী—মহিমায় জ্যোতির্ম্ময়ী—শ্রদ্ধা ও প্রেমে, গৌরব ও আভিজাত্যে দেবীর মতন।

সুবোধ আপন বিছানায় শুইয়া ডাকিল—"অমিতা"

কিন্তু বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া সে কথা অমিতার কানে গেল না।

নিয়তির এমনই দুর্ব্বার চক্র।

সুবোধের কথা কানে গেলে আখ্যায়িকা অন্যরূপ হইত।

সুবোধ মনে মনে বলিল—"না, অভিমানিনীকে আর ডাকিব না, আমিও অভিমান করিতে পারি—"

অভিমানের জয় হইল।

অমিতা বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্ধকারে তাহার সুন্দর মুখের অশ্রুধারার সৌন্দর্য্য কেহ দেখিল না।

"তাহার মনে হইল, সে স্বামীর কাছে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে—বলিবে তোমায় মিথ্যা সন্দেহ করেছি, তুমি আর কারও নও, তুমি আমার, একান্তই আমারই—"

কিন্তু সে অনেকবার মনে মনে তাহার যাওয়ার পাঠ ও ফলাফল অভিনয় করিলেও সে নড়িল না।

চিরদিন সে আদর পাইয়াছে। জ্যোৎস্না যেমন গৃহে তাহার স্নিগ্ধ কিরণ ধারা ছড়ায়, তেমনই ভাবে সুবোধ প্রেমজ্যোৎস্নায় তাহাকে চিরদিন পূর্ণ রাখিয়াছে—আজ সেই অযাচিত আদর আর আসিল না।

তাই তাহার ক্ষোভের সীমা নাই।

অমিতার চোখে চলচ্চিত্রের ছবি জাগিতেছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে সে রূপবাণীতে দেখিয়াছিল। বেদিয়া মেয়ে আজুরিয়া তাহার বাল্য প্রণয়ী ইউরেকাকে স্বামীর গৃহে অতিথিরূপে পাইয়াছে।

আজুরিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ?

ইউরেকা উত্তর দিল—"জীবনের বিস্ময়ের জন্য—দুজনের জীবনে এসেছে কি গভীর পরিবর্ত্তন—তাই নিয়ে দুজনে অবাক হয়ে গেছি—"

তাহাদের কথার মাঝে জামোরিয়া আসিয়া পড়িল। প্রথমে সন্দেহের বীজ জাগিল, কিন্তু তাহা ভুলিয়া বলিল—"কি আজুরিয়া—পুরাতন বন্ধুকে ভালবাসা জানাচ্ছ?

আজুরিয়া—"না ইউরেকা বলছে তোমায় বিয়ে করে আমি খুব ভাগ্যবতী হয়েছি—"

জামেরিয়া হাসিয়া উত্তর দিল—"ওকে বিশ্বাস করবে না—ও তোমায় এমন কি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে—"

অমিতা দুঃখের সঙ্গে চিন্তা করিল—সুবোধ কি তাহাকে এমন করিয়া চুরি করিয়া নিতে পারে না?

তাহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল।

পরদিন ভোরের আলো নামিল।

পৃথিবীর ভয়াবহ হিংস্রতার সহিত সূর্য্য কিরণের যেন আদৌ সম্পর্ক নাই—সুবোধ বুঝিতে পারিল না—কি করিয়া কি ঘটিল।

হরিপদের কান্নায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—তাহার পর অচেতনের মত সে অমিতার ঘরে আসিয়াছিল। তাহার নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে অমিতার ও সুরেশ্বরের মৃত দেহ। সুবোধের স্থির দৃষ্টি, কাচের মত প্রাণহীন দৃষ্টি, সে বুঝিতে পারিল না যে সে জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছে।

অমিতার অনাবৃত দেহ—তাহার শরীরের সমস্ত গহনা অপহৃত হইয়াছে। সুবোধ চাহিয়া দেখিল—অমিতার সেই পরিচিত মুখ, যার প্রত্যেক ভঙ্গিমা তাহার একান্ত পরিচিত, বিবর্ণ ও পাণ্ডুর। চোখের পাতাগুলি জুড়িয়া গিয়াছে—নিথর পাষাণের মত অমিতা পড়িয়া আছে। অমিতার কালো চুলের রাশি এলাইয়া পড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অমিতা ও সুরেশ্বরকে একান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। অমিতার ও সুরেশ্বরের সেই ভীষণ নারকীয় অবস্থা দেখিয়া সুবোধ যেন অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিল—"হায় ভগবান্"

হরিপদ তাহাকে ধরিয়া বাহিরে নিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সুবোধ বাধা দিয়া বলিল—"না যাবনা—"

এমন সময় পাড়ার অনেকে আসিয়া পড়ে। তাহারা জোর করিয়া সুবোধকে অন্য ঘরে নিয়া যায়। সুবোধ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। সুবোধ ভাবিতে লাগিল, তাহার অদৃষ্টে কেন এই বিড়ম্বনা ঘটিল?

নিয়তির ক্রুর পরিহাস!

সুবোধ মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল—সে এই অসহ অত্যাচার সহিবে না—সে ইহার বিরুদ্ধে লড়িবে। বীরের মত, হিংস্রের মত সে রক্তসমুদ্রে লাফাইয়া পড়িবে—কিন্তু হায় যদিও ভয়াবহ সংকল্প গ্রহণ করিতে তাহার আদৌ বাধা ছিল না, কিন্তু পালন করিতে যে দুঃসহ অন্তরায়, তাহা সে ক্ষণিকের জন্যও অনুভব করিল না।

পাড়ার বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিল, আজ এই বীভৎস দৃশ্য বুকের মধ্যে বেদনা জাগাইল, অশ্রু সবেগে আলোড়িত হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া ফেলিল। সে মৃদুস্বরে কহিল—"দুঃখ করবেন না—আমি সব ব্যবস্থা করছি—"

সুবোধ আহত সর্পের মত রুখিয়া উঠিল, কহিল—"আপনারা কি করতে আছেন—আপনাদের চোখের সামনে যদি এসব ঘটতে পারে—"

"সে তর্ক এখন নয়—"

"নয় কেন, আমি দেখে নেব আপনাদের পুলিসসুপারকে—দেখে নেব ডাঃ জামানকে—"

বীরেন্দ্র অপরিসীম বেদনায় বলিয়া উঠিল—"রাগ আপনার স্বাভাবিক—সে সব পরে হবে—এখন আমি সব ব্যবস্থা করছি—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করুন—"

"ভগবান! ভগবান নেই—"

তাহার নিঃসঙ্কোচ অভিমত বীরেন্দ্রকে বেদনা দিল। তবু কষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিল—"সন্দেহ করা মিথ্যে—বিপদের দিনে, দুঃখের দিনে সেই একমাত্র অমোঘ আশ্রয়—"

সুবোধ উত্তর দিল না, অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে বসিল।

কোথা দিয়া কি ঘটিল সুবোধ তাহা জানিতে পারিল না। স্ত্রী ও পুত্রের হত্যার জন্য সে উন্মাদের মত ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার ডি-আই-জি প্রভৃতি সকলকে বলিল। কোথাও সে প্রতিকারের কোনও উপায় দেখিল না। কেহই স্তোক-বাক্য এবং দুঃখপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু করিল না। জীবনে তাহার সূচীভেদ্য অন্ধকার নামিল। সে রাগের মাথায় চাকুরীতে ইস্তফা দিল, কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যেককে গালি দিল। মুসলমানদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য জনসভায় অনেক বক্তৃতা দিল, কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসিল না।

ক্লান্ত ব্যথিত সুবোধ কলিকাতায় ফিরিল। বুঝিল একক অন্যায়কে অপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

দেশে তখনও রুদ্রের তাণ্ডব চলিতেছে।

ঢাকায় যাহা স্বল্পাকারে ছিল, কলিকাতায় তাহা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল। এই আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ কিছুতেই থামে না। সুবোধ জোর গলায় বলিল—"থামতে পারে না। কারণ এ অগ্ন্যুৎপাত আকস্মিক নয়—এর পিছনে রয়েছে সরকারের উস্কানি এবং প্রশ্রয়।"

এই প্রলয়ের মত্ততার মাঝে একটি মাত্র মানুষ মাথা ঠিক করিয়া প্রত্যহই

তাহার শান্তির ও কল্যাণের বাণী বলিয়া পৃথিবীকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, তিনি ভারতের মুকুটহীন মহারাজ মহাত্মা গান্ধী।

সুবোধ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতির কল্যাণের জন্য অনেকগুলি গরম গরম প্রবন্ধ লিখিয়া জনপ্রিয় দৈনিকের আফিসে গেল—অনেকেই মুখে উৎসাহ দিল, কিন্তু কেহই কাজে কোনও বিশেষ সাহায্য করিল না। হিন্দু জাগরণের আন্দোলনকে সুবোধ পরিহাস বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহগণের সঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ করিতে আদৌ চেষ্টা নেই।

হিন্দু ধর্ম্মের বিকৃতিই হিন্দুদের বর্ত্তমান অবনতির মূল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ করিতে হইবে, ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতার লোপ করিতে হইবে—হিন্দু আপন গলা কাটিতে পারে, কিন্তু বাড়িতে জানে না। শুদ্ধি আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। দিনকতক এক পাগলামির মত নানা রচনা লইয়া সে দৈনিক পত্রিকার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল। কোথাও গলা ধাক্কা খাইল, কোথাও কটুভাষণ শুনিল, কোথাও মিষ্ট মুখে বিদায় লাভ করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়া দেশ তখন মাতিয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুত্বের পরিশুদ্ধি ও হিন্দু ধর্ম্মের সম্প্রসারণের কথা ভাবিবার কাহারও সময় নাই।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

লোকে ভাবে বিগলিত হয়—অতীতের গঙ্গোত্রীর সঙ্গে বর্ত্তমানেও তাহার সংযোগ আছে এই লইয়া লোকে গৌরব অনুভব করে। অনেকে পণ্ডিত হইয়াও এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাহা যে একান্ত অসম্ভব একথা কেহ ভাবিয়া দেখে না।

বর্ণাশ্রমের বদলে সমাজের আদর্শ কি তাহা নিয়াও সুবোধ মাথা ঘামাইল, ভাবিয়া দেখিল যে সোভিয়েটের আদর্শ ভারতবর্ষে জাগানো দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের মানুষের দুর্ব্বল মন চিরদিন ধর্ম্মের অবলম্বনে বাঁচিয়াছে—ধর্ম্মহীন মানবতা ও সাম্য, সে কখনও সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

হিন্দুসমাজের ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণা ও জঘন্য স্বার্থপরতা ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য চাই নূতন একটা আদর্শ। বাস্তব ক্ষেত্রের দাবী হিন্দু মানিতেছে না। শত সহস্র লাঞ্ছনা সহিয়াও সে দম্ভ অভিমানের ঘনতমসাবৃত গহ্বরে নিরাপদ আশ্রয় আছে, তাহা বিশ্বাস করে।

জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, এই অভেদবাদ, এই অদ্বৈততত্ত্ব বেদান্তের মধ্যে নিহিত, সামাজিক জীবনে কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই। কর্মবিমুখতা ও তামসিক অহিংসায় দেশ আচ্ছন্ন, আলোক কোথায় কে জানে?

বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ বঙ্গ-ভঙ্গেই নয়, একথা সে বুঝিল। কিন্তু বন্যা ও প্লাবন যখন আসে, তখন সকলই ভাসিয়া যায়। অন্যদিকে কর্ণপাত করিবার কাহারও সুযোগ থাকে না। ইহাই কালস্রোত। জীবন ও মরণের এই সন্ধিক্ষণেও হিন্দু সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল না—ইহাতে সুবোধের দুঃখের পরিসীমা রহিল না।

এই সব আলোচনায় সুবোধ যখন ব্যস্ত, তখন একদিন সরোজের সঙ্গে সুবোধের দেখা।

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কেমন চলছে ভাই—"

সরোজ শুষ্ক মুখে বলিল—"আশ্রয়হীন হয়ে একটা সংঘে আছি—"

"আশ্রয়হীন? কেন সুলতা—"

"সে ক্ষণিকের মোহ—সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না?"

সরোজ প্রতি প্রশ্ন করিল—"কিন্তু তুমি এখানে কেন ভাই, ছুটিতে—"

"ছুটি! না চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি—"

"কেন?"

"কেন, কাগজে সব উঠেচে তুমি বুঝি পড়তে পাওনি ভাই—"

সরোজ গম্ভীর মুখে কহিল—"না"

সুবোধ তখন আপন দুঃখ ও বেদনার ট্রাজেডি সবিস্তারে বর্ণনা করিল। সরোজের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে ক্ষোভে ও দুঃখে বলিল—"বৃটিশ শাসন শেষ হয়েছে ও হবে, কিন্তু ওরা শুধু রেখে যাবে কলুষ ও কালিমা..."

সুবোধ তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"তুমি কি ভাই মানুষের গভীর জ্বালা অনুভব করতে শিখেছ?"

'শিখেছি—আর সে একজন মহিমাময়ী নারীর কাছে—নারী না বলে কুমারীও বলতে পার—বয়স তার অল্প—সে থাকে আমাদের সংঘেই, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য মনীষা ও ধী আমি আর কোথাও দেখিনি—"

"কে সে?"

"তাও ঠিক জানি না—আমাদের যে প্রতিষ্ঠান তার সবাই তাকে এষা-দি বলে ডাকে—আমিও তাই বলি—কিন্তু তার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না—"

সুবোধ বলিল—"এক পথের পথিক হলেও, তার প্রাণের ছোঁয়াচ তোমার হৃদয়ে লেগেছে ভাই—"

"তুমি বলছ প্রেমের স্পর্শ—না সে অসম্ভব—সে অগ্নি—সে সুখস্পর্শ নয়—"

"তাহলে ত এমন একটি চমৎকার মানুষকে দেখা উচিত—চল তোমাদের সংঘে যাই—"

"যাবে, চল, এই একটিমাত্র মানুষ আমাদের মধুচক্রে, যার মন রয়েছে ফুটন্ত পদ্মের মত তাজা—যার—"

"থাক বুঝতে পেরেছি—আর পরিচয় জানবার দরকার নেই—"

সরোজ পরমোৎসাহে বলিল—"না, না, তুমি আমায় ভুল করছ—ভাবছ সৌন্দর্য্যের পদতলে আমি চিরদিন আপনাকে বিকিয়ে ফেলি—এই ত—?"

সুবোধ কথা কহিল না, শুধু মুখ টিপিয়া হাসিল।

"হাসতে পার—ভাই—সেটা হয়ত সত্য ও স্বাভাবিক কিন্তু—"

সে প্রত্যুত্তরের আশায় সুবোধের মুখের দিকে চাহিল—সুবোধ তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছে।

সরোজ অগত্যা আপন মনেই যেন বক্তৃতা সুরু করিয়া চলিল—সুবোধ নীরবে শুনিয়া চলিল আর বুঝিল এই লাবণ্যময়ী তরুণী ব্যথাহত সরোজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"এ তোমার অত্যুক্তি—"

সরোজ অপ্রতিভ না হইয়া প্রবল কণ্ঠে জবাব দিল—"না, একটুও নয়।"

প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাহার মুখ উদ্ভাসিত, সুবোধ অবিশ্বাস করিবার কিছু পাইল না।

উহারা যখন আশ্রম কেন্দ্রে পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়, আশ্রমের কর্ম্ম-ব্যস্ততা কম—সরোজ একটি ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া বলিল—"এষা-দি বিরক্ত করব—"

ঘরের মধ্য হইতে মৃদুকণ্ঠে উত্তর আসিল—"বিরক্ত না করলেই বিরক্ত হবো—"

"আমার একজন বন্ধু এসেছেন—তিনি আপনাকে দেখতে চান—"

ঘরের মধ্যে মেয়েলি কণ্ঠে জবাব আসিল—"আমি কি দেখার বস্তু—?"

কথায় কৌতুক উছলিয়া ওঠে।

সরোজ ও সুবোধ প্রবেশ করিল—ঘর অন্ধকার ছিল—এষা বাতি জ্বালিয়া দিল।

তড়িতালোকে এষাকে সুবোধ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় চাহিয়া দেখিল।

সংঘ যদি পরিচালনা করিতে হয়, এমনই নেত্রীর প্রয়োজন। জগদ্ধাত্রীর মত তার লাবণ্যমহিমা। দক্ষিণীদেশের মেয়েদের মত এলো করিয়া মাথায় চুল বাঁধা, হাতে লিকলিকে চারিগাছি করিয়া সোনার চুড়ি আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। কাণের ইয়ারিং নূতন ধরণের, বোধ হয় অজন্তার ছবিতে এমনই জিনিষ সুবোধ পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিবে। আশ্চর্য্য রূপ!

সরোজ বলিল—"ইনি আমাদের সংঘে যোগ দেবেন—"

"ওঃ তাই নাকি, শুনে সুখী হলাম—"

সরোজ বলিল—"আপনি ততক্ষণ আলাপ করুন, উত্তরবঙ্গের সভায় যে অভিভাষণটি পড়তে হবে, তা আমি ততক্ষণ ঠিক রাখি—"

সরোজ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

এষা বলিল—"আপনি আমাদের সব শুনেছেন—"

তাহার গলা যেন ধরা ধরা—পূর্ব্বে যে স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছতা দূর হইতে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বিজয়িনী নারীর কণ্ঠস্বর এ নয়। সুবোধ বিস্ময়ের জন্য অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"হাঁ—"

"তাহলে আপনাকে ভর্ত্তি করে নেব?"

কোথা হইতে কি হইল কেহ জানিল না, সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"তুমি—তুমি লায়লা—"

এষা চুপি চুপি বলিল—"না আমি এষা"

পঁচিশ

যাহার কথা বলিতে সরোজ ভক্তিগদ্‌গদ, পরিচয় করিতে গেলে যাহাকে ছোট করিয়া ফেলিবে বলিয়া সরোজ বিব্রত ছিল—সেই মহিমাময়ী এষা—তাহারই লায়লা—তাহারই অনীতা—আজ একান্তই তাহাকে তাহার প্রয়োজন।

সে বলিল—"ভগবান আছেন, তা না হলে তোমায় এমন করে পেতাম না—"

এষা বলিল—"চলুন একটু বেড়িয়ে আসি—"

বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়াছিল—উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল—।

মোটরে কেহই কোনও কথা কহিল না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে উভয়ে নামিয়া নিঃশব্দে এক জনবিরল স্থানে গেল—সেখানে একটি বনস্পতির ছায়ায় উভয়ে বসিল। সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রি—জ্যোৎস্না উঠিতেছিল, তাহার অগ্রকিরণ এষার মুখে আসিয়া পড়িল।

তাহার দৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল—"তুমি অগ্নিরেখা, লায়লা—"

"লায়লা মরেছে—আমি এষা—" তাহার মুখে ও চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎশিখা।

"কিন্তু এ বিপদের মাঝে তুমি কেন?"

"সে কথা পরে হবে—দিদির কথা বলুন—খোকামণির কথা বলুন দাদাবাবু!" —সুবোধের মুখে সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক মাধুর্য্য ফুটিল না—সে নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল। ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সংঘনেত্রী এষা যেন আর নাই—সে নিরুত্তর সুবোধকে আঘাত করিবার জন্য ব্যঙ্গের সহিত বলিল—"দিদির নাম শুনে বুঝি মসগুল হয়ে গেলেন—"

সুবোধ অন্যমনস্কের মত জবাব দিল—"দিদি নেই লায়লা—"

লায়লা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। সে না জানিয়া গভীর ক্ষতস্থানে আঘাত দিয়াছে, স্নেহামৃতে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিবার জন্য বলিল—"কি হয়েছিল?—"

"ভগবান তাকে নেন নি—মানুষ তাকে নিয়েছে—"

এষা ক্ষেত্রে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল—"আমি জানতুম না—"

সুবোধ ক্ষণিকের জন্য থামিয়া বলিল—"কি আর জানবে লায়লা—নিষ্ঠুর হত্যায় দুটি ফুল শুকিয়ে গেল—অথচ রাজশক্তি নীরব ও নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল—"

"দুটি ফুল! খোকামণি নেই—"

"না—" আবেগে সুবোধের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। সে আপন মনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এষা মৌন হইয়া রহিল, কেবল আপন সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য সুবোধের বিশৃঙ্খল কেশে হাত চালাইতে লাগিল। সুবোধ ব্যথায় যেন মুষড়িয়া গেল, সে কাত হইয়া এষার কোলে আশ্রয় লইল—। এষা তাহার কপালে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

এখ' বুঝিল কি সুগভীর ব্যথা সুবোধের গভীর হৃদয় আলোড়িত করিতেছে —কিন্তু এখানে সে কি সান্ত্বনা দিবে ?"

কিন্তু মৃত্যু, নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখে নির্ব্বাক নিরুত্তর হওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর কি ?

এনা চুপ করিয়া রহিল, সুবোধ অঝোরে কাঁদিয়া চলিল।

অনেকক্ষণ পরে সুবোধ আপনাকে সামলাইয়া বলিল—'আজ আসি লায়লা ?'

"কোথায় আছ দাদা ?"

এই স্নেহের মৈত্রীর আহ্বানকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সে বলিল—"সে আর শুনে কি হবে ?"

"সে কথা আপনি বুঝবেন না—কিন্তু না জেনে আমার উপায় নেই—"

এবার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সুবোধ চাঁদের আলোকে সুস্পষ্ট দেখিল পদ্মপত্রে নীরের মত দুই ফোঁটা জল তাহার সুন্দর গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল।

সুবোধ তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া বলিল— "আছি একটা মেসে—কলকাতার অবস্থা ত জান এখন—"

"তাই নাকি—সে আর হবে না—চল দাদা, তুমি থাকবে আমার বাসায়—"

সুবোধ মলিন মুখে বলিল—"সে হয় না এষাদি !—"

লায়লা খানিক হাসিয়া লইল,—"কেন হয় না ?"

সুবোধ গম্ভীর মুখে বলিল—"সমাজ তাহলে আছে কেন ?"

"থাক, সমাজে চলে অনেক কুকীর্ত্তি তা সমাজ মানতে পারে—আর যবনের গৃহে ভাইয়ের আসন হবে না—এই কথাই কি স্বাধীনতার পথিক হয়েও আপনি বলতে চান।"

এ কথার জবাব দেওয়া শক্ত—সুবোধ বলিতে পারিল না—একদিন সে লায়লাকে ভালবাসা জানাইয়াছিল—কিন্তু আজিকার তেজস্বিনীকে অতীতের সেই দুর্ব্বলতার কথা বলিতে তাহার মনে বাধা জাগিল।

এবার কণ্ঠস্বর শান্ত ও কঠিন। সুবোধ বলিল—"তবে আজকের মত চল—"

এনা বলিল—"শুধু আজকের মত নয়, চলুন আপনার মেসে—সেখানে যা কিছু সম্বল, নিয়ে চলুন আমার বাসায়—আজ দিদি নেই—আপনি আজ কত নিঃসহায় আর কেউ তা বুঝবে না—বুঝতে পারে না—আপনাকে আমি মেসের কদর্য্য অন্ন খেতে দিতে পারব না—"

"আজ না হয় নাইবা দিলে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ—"

এষা তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"ভবিষ্যৎ তার ভাবনা করবে, আজকের ভাবনা আমরা করতে পারি—"

সুবোধ কথা বলিল না।

মোটর তাহার বৈঠকখানার মেসে চলিল, সেখান হইতে সে তাহার কম্বল বিছানা ও কাগজপত্র গুছাইয়া লইল এবং মেসের পাওনা মিটাইয়া এষার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিল—"এইবার তোমার যা ইচ্ছা কর—"

"যা ইচ্ছা তা কি করতে পারি ?"

"কেন পারবে না ?"

লায়লা বলিল—"আজ দিদি নেই, স্বর্গ থেকে তিনি দেখুন, একদিন তিনি যাকে বোন বলে গ্রহণ করেছিলেন, সে তার মর্য্যাদা দিতে পারবে—"

এষা সংঘে থাকিত না। সংঘের বাহিরে একটি ছোট একতালা বাড়ীতে তাহার বাসা, মাত্র দুটি ঘর—একটিতে কয়েকখানি চেয়ার ও টেবিল পাতা। সেটি এষার বসিবার ঘর, অপরটি তাহার শয়ন ঘর। পাশে একটু সরু বারান্দা, তাহার অন্যদিকে রান্না ঘর ও স্নানের ঘর ও সামান্য একটু উঠান।

এষা বাড়ী পৌঁছিয়াই তাহার ভৃত্য লছমনকে একটি খাট কিনিতে পাঠাইল। টেবিল ও চেয়ার এক কোণে সরাইয়া সুবোধের জন্য সেখানে বিছানা করিল। তাহার পর সুবোধের জন্য একটি সুন্দর প্লেটে করিয়া খাবার আনিল—

"আজ ফল মূল খেয়ে থাকুন দাদা, কাল একটি ঠাকুরের ব্যবস্থা করি—তার পর—"

"আমি কি তোমার হাতে খেতে পারব না—লায়লা !"

"নাইবা খেলেন—"

সুবোধ রাগ করিয়া বলিল—"তাহলে আজ থেকে আমি অনশনব্রত গ্রহণ করছি—"

"আমার বিষয়ে আপনি হয়ত খুব মানেন না, কিন্তু তবু আমার হাতের রান্না আপনি কেন খাবেন ?"

"বা, এই বুঝি তোমার আত্মীয়তা—"

তাহার শেষ কথাটি লায়লা আদৌ কানে তুলিল না। সে যে কথা

বলিতেছিল তাহারই অনুবৃত্তিতে কহিল :—"খাওয়া পরা তুচ্ছ জিনিষ, তা নিয়ে মানুষের মতভেদ সংসারে থাকলই বা—বৈচিত্র্য ভগবানই দিয়েছেন—"

"না—না, এসব আমি শুনব না। শুচিতা এক, আর ঘৃণা অন্য, যা আরম্ভ হয়েছিল পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যবোধের উদ্দেশ্যে, তা বিকৃত হয়েছে—তুমি রান্না করে আনো অনীতা, তা না হলে আমি এখনই চলে যাব—"

"রাত্রে কি লুচি খান আপনি ?"

"না ভাতই"

লায়লা বাহির হইয়া গেল। তাহার বিছানায় ক্লান্ত শরীর এলাইয়া সুবোধ ঝিমাইয়া পড়িল। তন্দ্রা ভাঙিতে দেখিল লায়লা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সদ্য-স্নানসিক্ত তাহার দীর্ঘ কেশদাম আগুল্‌ফলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে—স্নিগ্ধ-সুরভিতে সমস্ত গৃহ আমোদিত—পরণে সুন্দর একখানি ঢাকাই শাড়ী—তাহাকে ঠিক বেহেস্তের পরীর মত দেখাইতেছিল। সুবোধকে চোখ মেলিতে দেখিয়া লায়লা বলিল—"তাড়াতাড়ি খিচুড়িই চাপিয়ে দিয়ে এলাম দাদা—"

"তুমি বস লায়লা, কিন্তু আমার সেবা করেই যদি দিন কাটাবে, তবে দেশের কাজ কখন করবে ?"

লায়লা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুবোধ প্রশ্ন করিল—"হাসলে যে ?"

"আমি কি না খেয়ে থাকি দাদা ?"

"কিন্তু তার উপর ত বোঝা বাড়ল—"

অপ্রতিভ না হইয়া লায়লা বলিল—"বাড়ুক, মেয়েরা ত ভারই চায়, একা খেলে তাদের পেট ভরে না, একথা আপনি মানেন—"

"না মানলেও, আজ থেকে মানতে হবে—"

"তবে তাই মানবেন—" এই বলিয়া লায়লা বাহির হইয়া গেল।

সুগন্ধ খিচুড়ির থালার সম্মুখে বসিয়া সুবোধ বলিল—"তোমার খানা কই ?"

"হবে, আপনি খেয়ে নিন—আপনাকে বাতাস করি—"

"না—না, এসব পাগলামি কেন তোমার—"

সুবোধ উদ্দীপ্ত হইয়া হয়ত আরও কিছু বলিত। কিন্তু লায়লা তাহাকে থামাইয়া কহিল—"মেয়েদের এ পাগলামি না থাকলে তাদের সৌন্দর্য্য থাকত না দাদা—"

সুবোধ প্রসন্নমৌনমুখে আনন্দভাস্বর তরুণীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল—"তা হয়ত ঠিক"

লায়লা একটুখানি হাসিয়া কহিল—"তর্ক থাক, এখন খেয়ে নিন দাদা"

নারীর এই স্নেহ স্বাভাবিক। প্রত্যেক নারীর অন্তরে যে মা বাস করেন, সে এইভাবে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া হৃদয় জয় করেন।

অনেকদিন সুবোধের ভাল খাওয়া হয় নাই। মেসের রান্না তাহার মুখে রুচিত না, কিন্তু উপায়হীন হইয়া আধ পেটা খাইয়া সে জীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আজ পরম পরিতৃপ্তির আনন্দে বলিল—"খুব সুখী হয়েছি বোন, আশীর্ব্বাদ করি মনের মত স্বামী লাভ কর—"

লায়লা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। সুবোধ সেদিকে লক্ষ্য করিতেছিল না, দেখিলে সেখানের পুলকের দ্যুতির প্রকাশ দেখিতে পাইত এবং হয়ত অনুমানে ঠিক করিতে পারিত, লায়লা যে কথা মনে মনে আপনাকে বলিয়া লইল। লায়লা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল আজিকার এই আশীর্ব্বাদ তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকুক।

সুবোধ অবশ্য তাহা বুঝিল না। লায়লাকে সে বিবাহ করিবে, আপন অঙ্কশায়িনী করিবে, এ কল্পনা আজ তাহার মনে আর নাই। একদিন যে ভালবাসা লায়লার দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অমিতার প্রতি প্রেমের উজ্জ্বল ব্যাকুলতা। কিন্তু সে প্রেমভাণ্ডার আজ নিঃশেষে শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রেমের চিন্তা আজ সুবোধের আর নাই।

সুবোধের উচ্ছ্বসিত আনন্দ অপর পক্ষের সাড়া পাইয়া বেদনাহত হইল। সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—"কই তুমি ত খুসি হলে না, লায়লা—"

"খুসিই হয়েছি"—তাহার চোখে আনন্দাশ্রু। সুবোধের চোখে তাহা পড়িল না, সে আপন মনেই বলিয়া চলিল—"তুমি কাকে বিয়ে করবে তাই ভাবছি, তুমি মুসলমানী হলেও হিন্দু সংঘে কেন কাজ করছ তা ভেবে পাই না—"

"থাক এসব নিয়ে আপনার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই—"

সুবোধ লায়লার মনের কথা জানিতে পারিল না বলিয়া সে সজোরে বলিয়া উঠিল—"ভাবব বই কি, এত এখন আমারই কাজ হবে—তোমার ভার কারও স্কন্ধে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি আর নিশ্চিন্ত হতে পারব না—"

শুষ্ক কণ্ঠস্বরে উত্তর আসিল—"আঃ আপনি খুব জ্বালাতন করেন—"

সুবোধ পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল—"সেই ত আমার কাজ হবে, কৌতুকে আজ সে আপন পুরাতন আনন্দময় সত্তা ফিরিয়া পাইয়াছিল, তাই লায়লার মনোভাব জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সে বলিয়া চলিল—"তুমি মুসলমানী না হলে, হয়ত আমার স্কন্ধেই চাপতে পারতে·····কিন্তু—"

"যান…" সেই মুহূর্তেই লায়লার মুখচ্ছবিতে সে এক নূতন রূপ দেখিল। এই বিদ্যাবুদ্ধিশালিনী তরুণীর মুখভঙ্গিমায় নানারূপ সে দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই দেখার মধ্যে যেন এক অতলস্পর্শ গভীরতা।

সুবোধ চকিত হইয়া গেল, আপন হঠকারিতা বুঝিয়া কহিল—"তুমি রাগ করো না লক্ষীটি!—"

কিন্তু লায়লা সেখানে সান্ত্বনা দিবার জন্য ছিল না। সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সুবোধ খানিক চিত্রার্পিতের মত হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

দুর্জ্ঞেয় নারী চরিত্র—কখন কিসে কি হয়, বিধাতাই বুঝিতে পারেন না, আর ক্ষুদ্রবুদ্ধি সুবোধ কি বুঝিবে?

তবে এইটুকু সুবুদ্ধি সুবোধের মনে হইল, ক্রুদ্ধা সর্পিণীকে ঘাটাইলে লাভ হইবে না। তাই সে বিছানায় গিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। সারাদিনের ক্লান্তির শেষে শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে মুদিত হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব ঘটিল না। কাজেই যে তরুণী আসিয়া তাহার মশারী টাঙ্গাইয়া দিয়া পায়ে প্রণাম করিয়া বিদায় নিয়া গেল, তাহার নিবেদিত প্রেমসম্ভারের কথা সে আদৌ জানিতে পারিল না।

চারদিক হইতে এই সব তুচ্ছ ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া মাতামাতি করিবার আদৌ সম্ভাবনা রহিল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিকায় দ্রুত নাটকীয় পরিণতি হইতে চলিল। বড়লাট ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ভাঙ্গিয়া নূতন পরিকল্পনা দিবেন—ইহা নিয়া চারিদিকে তুমুল আলাপ, আন্দোলন ও আলোড়ন চলিতে লাগিল।

এবাদির কাজ অনেক বাড়িল। সুবোধ তাহার সহায় হইয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকজনের সহিত দেখা করা, অর্থ আদায় করা, বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, কাগজে সভাসমিতির বিবরণ পাঠানো প্রভৃতি অসংখ্য কাজে সুবোধের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পর্য্যন্ত যেন রহিল না।

তারপর ৩রা জুনের ঘোষণা বাহির হইল। স্তব্ধ ভারতবর্ষ বিস্ময়ে শুনিল যে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইতে চলিল। ভারতবর্ষে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা হইবে।

লায়লা সুবোধকে বলিল—"আমাদের এই বিভেদ হবে মিলনের জন্য—বিভেদের মধ্য হইতে একদিন ভারতবর্ষ ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। সুবোধ বলিল—"তোমার সেই আশা সফল হোক—"

ছাব্বিশ

সুলতা স্বামীর ঘরে ফিরিল।

পুষ্পধনু তাহার জীবনে যে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে পথে বিপথে ঘুরাইতেছিল। প্রেমের যে অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না বলিয়া তাহার জীবনে কেবলই বিপ্লব বাধিয়া উঠিতেছিল। সরোজকে পাইয়া সে ভাবিয়াছিল তাহার বেদনা সত্য হইয়া ফুটিল, জীবনের যাহা কিছু স্থূল, যাহা কিছু অসুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া গেল। সে মকর কেতনের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ লাভ করিল। কিন্তু বাস্তবে তাহা ঘটিল না।

সুলতা সরোজের বহু সন্ধান করিয়াছিল, তাহার সন্ধান পায় নাই। এই বিচ্ছেদের গ্লানিতে তাহার হৃদয় যখন ভরপুর, তখন নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার অসীম ধৈর্য্যে সুলতার হৃদয় জয় করিয়া বসিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বিপথে গিয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু তাহার বিদগ্ধতাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে ভব্যতা জানে, কালোপযোগী সংস্কৃতির সহিত অন্তরের যোগ আছে। সে সুলতাকে বলিল—"আমি অপেক্ষা করতে পারব, আমার যত কিছু ত্রুটি, তার গ্লানি আমি জানি, তাই কোনও আঘাতেই আমি পিছপা হব না—"

সুলতা বলিয়াছিল,—"বৃথা তোমার এ সাধনা, আমি তোমায় চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছি—"

ক্ষণিকের জন্য নরেন্দ্রনারায়ণের মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু চকিতে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল—"নিত্যকালের মায়াবী যে, তার অপরূপ যাদু কখন কি ঘটাতে পারে, কেউ তা বলতে পারে না—"

সুলতা ঘাড় নাড়িয়া তর্ক করিয়াছিল—"এসব নিছক কাব্য"

কিন্তু নির্দ্দয় নবযৌবনের কাব্যে সুলতা সত্যই ভাসিয়া গেল। দিশাহারা সুলতা তাহার অবলম্বন হারাইয়া পুনরায় ঢাকায় ফিরিতে সাহস করিল না—ঢাকায় গিয়া পুনরায় কুমারীজীবন যাপন আর অধ্যাপকতা করার

মোহ তাহার আর ছিল না। নরেন্দ্রনারায়ণ না আসিলে হয়ত সুলতা কলিকাতায় কোনও কাজ খুঁজিয়া লইত, কিন্তু নারী চিরদিন চায় নীড়, চায় নির্ভর আশ্রয়। জীবন সংগ্রামে নূতনভাবে যোগ দিবার কল্পনা সে আর করিতে পারিল না।

সুলতার যৌবন মঞ্জরী নরেন্দ্রনারায়ণের অপরিবর্ত্তনীয় ও অনমনীয় ভালবাসার বন্যায় জাগিয়া উঠিল। বসন্ত যেদিন দক্ষিণবায়ুর মর্ম্মরস্বরে জীবনে দেখা দেয়, সেদিন বিচারের অবসর কম থাকে। সুলতা স্বামীকে ক্ষমা করিতে শিখিল, ক্ষমা করিয়াই সে তৃপ্তিলাভ করিল। যতক্ষণ বিরোধের দাবাগ্নি হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, ততক্ষণ সে কোথাও শান্তি পাইতেছিল না, এত দিন সে শুধু অনুভব করিয়াছিল কামনার দাবানল, আজ প্রেম সহসা সত্য হইয়া জাগিল। সে মহাসমারোহ তাহার সমস্ত কৌণিকতাকে ধুইয়া মুছিয়া তাহাকে পরমোদার করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনারায়ণের প্রাসাদোপম গেহে সে নিজেকে রাজরাণীর মর্য্যাদায় অভিষিক্ত দেখিয়া সুখ ও স্বস্তি পাইল।

নরেন্দ্র কবি না হইলেও যথেষ্ট কাব্য পড়িয়াছে। তাহার কথায় সেই কাব্যামৃতরস ফেনিল হইয়া ওঠে। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত পরিসর অলিন্দে দুইজনে বসিয়াছিল।

নরেন্দ্র বলিল—"তোমার সীমন্তের সিন্দুর-বিন্দু আজ তোমায় সত্যকার জ্যোতি দিয়েছে—"

সুলতার দেহে ও মনে জাগে নব-বধূর লজ্জা ও সরম। সে ধীরে ধীরে বলে —"আমারই ভুল হয়েছিল, তোমার আবির্ভাব আমার জীবনে হোমাগ্নি জ্বেলেছে, সেই গৌরবে আজ বুঝতে পারছি আমাদের দেশের চিরকালের নারী হৃদয়ের সাধনা—"

নরেন্দ্র তাহার পাশের ত্রিপদ টেবিলের উপর রাখা এস্রাজ নিয়া সাহানা-রাগিণী বাজাইতে আরম্ভ করে। একটি গৎ বাজাইয়া বলে—"আড়ম্বর নয় সু, তুমি সুর হয়ে আমার বেসুরা জীবনকে ধন্য করো—"

"তা কি আর হবে—আমি ছিলাম পলাতকা"

ছড় টানিতে টানিতে নরেন্দ্র নারায়ণ বলে—"তাতে ক্ষতি হয়নি, কবির সেই গানটাই আমার মনে জাগছে—"

"কোনটা?"

"ভাগ্যে আমি পথ হারালেম অকূলে, নয়ত এমন দেখা মিলত না হায় কোনও কালে—"

সুলতা নিরীহ ও নিস্পৃহের স্থায় কহিল—"এ ঠিক নয়—"

সে নরেন্দ্রের কথার ইঙ্গিত, তাহার পূর্ব্ব জীবনের দোষাভাস এড়াইয়া চলিতে চায়, কিন্তু নরেন্দ্র সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া ধীর বিনম্রকণ্ঠে বলে— "ঠিকই সুলতা—নিঃশেষে দেওয়া ত সহজ কথা নয়, রিক্ততায় যে দান তাতে প্রাণ ভরে না।—"

সুলতা হঠাৎ উঠিয়া স্বামীর পায়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া বলিল— "সেই আমার নিঃশেষ সমর্পণ তুমি নাও, জীবনকে সচেতন সাধনায় সবল করে তোলবার ভার আজ থেকে তুমি আমায় দাও—"

নরেন্দ্র সুলতাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—"না এ ধরণের নয়, সে হবে আমাদের যুগ্ম সাধনা, কিন্তু ওসব কথা যাক, আজ তোমাকে বড় আশ্চর্য্য করে দেব—"

সুলতা লজ্জা পাইয়া কহিল—"কি ?"

"না বলব না ?"

"বলবে না ?"—অভিমানে সুলতা বালিকার মত ফুলিয়া উঠিল।

"বলছি, তুমি যাকে দেখতে চাও—আজ তার আসার ব্যবস্থা করেছি"

"কে ?"

"বলত ?"

"কেমন করে বলব ?"

নরেন্দ্র ক্ষেপাইবার জন্য বলিল—"আঃ যেন কিছু জাননা; সে তোমার অন্তরের ধন—"

সুলতা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"এমন বললে ভাল হবে না বলছি—"

"আচ্ছা, রাগ করোনা শোনো বলছি—ভবানীপুরের হিন্দু সংঘে সেদিন দেখা পেলাম, সঙ্গে ছিল তার বন্ধু সুবোধ আর সংঘনেত্রী এষাদি, তাদের আজ আসতে বলেছি, তাদের আসার সময় হ'ল—"

সুলতা উঠিয়া বলিল—"আমায় বলনি, কোনও আয়োজনই ত হয়নি—"

"সব ব্যবস্থা আমি করেছি—"

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। সরোজ, সুবোধ ও এষা আসিয়া পৌছিল। প্রাথমিক আলাপ করিবার শেষে সকলে মিলিয়া পাশের

ঘরে গেল, সেখানে চা পানের নামে ভূরিভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

আহার করিতে করিতে নরেন্দ্র প্রশ্ন করিল—"বাংলাকে ভাঙলে কি সত্যই কল্যাণ হবে?"

সরোজ বলিল—"না, তা কল্যাণের না হলেও, রাজনীতিতে একটা জিনিষ আছে যাকে বলে সুবিধাবাদ—আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়োজনেই আজ বঙ্গবিভাগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে—"

নরেন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিল,—"ভারতের ভাগ্যকাশে এ নিশ্চয়ই এক মহাসন্ধিক্ষণ, কিন্তু আমার মনে হয় কংগ্রেস যদি বিভাগকে না মানত, যদি ঐক্যের জন্য দীর্ঘদিনের ব্যথাকেও বরণ করত, তা হলেই ভাল হত—"

"সব ভাল যে হয় না"—সুবোধ খাওয়া বন্ধ করিয়া উত্তর দিল। ভারতবাসীর নির্ম্মোক মোচন আংশিক ভাবেও আজ, এইটেই বড় কথা, তারপরে আমাদের মধ্যে যদি ঐক্যের জন্য বলিষ্ঠ বিশ্বাস থাকে, তবে তা একদিন না একদিন আপনাকে প্রকাশ করবে—"

এষা এতক্ষণ চুপ করিয়া সুলতার পাশে বসিয়া নীরবে আহার করিতেছিল।

সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—"ধর্ম্মের নামে রাষ্ট্রস্থাপন—এটা আধুনিক আদর্শ নয়—এই মধ্যযুগীয় মনোভাবকে বৃটিশ পোষণ করছে আপন স্বার্থের জন্যে—আজ অন্ধকারে আমাদের চোখ ঢাকা, কিন্তু চোখ আমাদের একদিন খুলবে—"

"আপনার আশা সফল হোক—"

সুলতা এবার কহিল—"আশা সফল হবে। তবে ভেদনীতির এই বিষ দেবে আমাদের দুঃসহ দুঃখ—সে দুঃখ আমরা সইব—দুঃখ সয়েই আমরা একদিন পাব শ্রী ও শান্তির মুখ—"

"ঠিক বলেছেন দিদি—" এষা উত্তর দিল। তাহার মুখ তেজোদীপ্ত, তাহার ভাষণ আন্তরিকতায় উচ্ছল—এষা বলিয়া চলিল—"পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এসেছে বাধা, কিন্তু মানুষ সেই নাগপাশ ছিন্ন করে স্বপ্ন দেখেছে, —আমরাও বর্ত্তমানের আবিলতার মাঝে স্বপ্ন দেখব, এক ভারতমাতার স্বপ্ন—এক দেশ এক জাতির স্বপ্ন—রাষ্ট্র চালনাকে আমরা করবনা যন্ত্রের আবর্ত্তন। তাকে করব আমরা প্রেমে ঋদ্ধ, সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং আনন্দে গতিশীল—"

নরেন্দ্র বলিল—"তোমার কথা শুনে খুসি হলাম দিদি, তুমি বয়সে অনেক ছোট, সবাই এষাদি বলে, আমিও তাই বলব। নারী যখন দেয় বিচিত্র রসময় প্রবর্ত্তনা, তখনই মানুষের সভ্যতার শকট চলে শান্ত ও সুন্দর হয়ে। তোমরা যখন জেগেছ, তখন আমরা আশা করতে পারি; বিরোধ ও হানাহানি আমাদের শাসনকে নিষ্ঠুর করে তুলবেনা—তোমরা দেবে তাতে প্রাণের বাধামুক্ত প্রবাহ"। আহার শেষ হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিল—"চলুন আপনাদের আমার বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি—"

"আমায় ক্ষমা করতে হবে—আমি আজ ক্লান্ত, আমি সুলতা দিদির সঙ্গে এইখানে বসে গল্প করব—আপনারা ঘুরে আসুন—"

সুলতা ও এষা বসিল—টবের রজনীগন্ধার সুরভি সুবাসে বাতাস আমোদিত, এষা বলিল—"আপনার বাড়ীটি চমৎকার—"

সুলতা তাহার উত্তর দিল না, বলিল—"তুমি কোথায় থাক বোন?"

এষা বাসার ঠিকানা জানাইল।

তখন কৌতুহলী সুলতা প্রশ্ন করিল—"একা একা কি থাকতে ভাল লাগে?"

"একা নই, সুবোধদাও থাকেন?"

"উনি কি আর চাকরী করবেন না?"

"বোধ হয় না—স্ত্রীর ও পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু ওর জীবনে একটা বড় পরিবর্ত্তন এনেছে—"

সুলতা তখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া সুবোধের জীবনের ট্রাজেডি শুনিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার সঙ্গে সুবোধ বাবুর সম্পর্ক কি?"

"রক্তের সম্পর্ক কোনও নেই, আমি একদিন বিপদের দিনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আজ তাই ওঁর বিপদের কথা শুনে ওঁকে ছেড়ে দিতে পারি না —তাই ওঁকে ধরে এনেছি—"

"এ তোমার মহত্ত্ব"—খোঁচা দিবার জন্তই সুলতা একথা বলিল।

সুলতার কৌতুকোজ্জল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এষা বলিল—"মহত্ত্ব নয় দিদি, এ একান্তই ঋণ শোধ, অমিতাদি যে ভালবাসা দিয়েছিলেন, এ সেই ঋণ শোধের সামান্যতম চেষ্টা—"

সুলতা মৃদুহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল—"শুধু ঋণশোধ, আর কিছু নয়—"

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এষা বলিল—"আপনার কৌতূহল

হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু যে হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে বিচ্ছেদ ও ব্যথায়, সেখানে কোনই দাগ পড়ে না দিদি—”

নিঃশব্দে ক্ষণকাল এষার দিকে চাহিয়া সুলতা লজ্জাপাণ্ডুর মুখে বলিল—“আমায় ক্ষমা কর বোন, আমার অপরাধ হয়েছে, তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে যাওয়া ঠিক হয়নি—”

এষার মনে যে দুরপনেয় সঙ্কট নানা আবর্ত্ত গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সে তাহার গোপন প্রেম লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিলে ভাল হয় মনে করিতেছিল, তাই স্মিতমুখে বলিল—“না, এতে অপরাধ হবে কেন দিদি, তবে—”

“তবে কি ?”

সুলতার আগ্রহ এষাকে প্রদীপ্ত করে—সে হাসিয়া বলে—“নিছক ভাবালুতা বলতে পার দিদি, মিলনের সুধা দুর্লভ বলেই তার মূল্য—”

সুলতা এই ভাষণের অর্থ ঠিক ধরিতে পারিল না, কেবল কথা বলিবার উদ্দেশে বলিল—“জীবনে কঠোর দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু তার মাঝেই যদি সব দিয়ে ভালবাসতে পেরে থাকো বোন, তাহলেই পেয়েছ চরম সার্থকতা—মানুষ তাকে সমাদর করুক আর অবহেলা করুক—”

এ কথাও যেন কাব্য। এষা বলিল—“জীবনের ইতিবৃত্তে যিনি নিত্যদিন কাহিনী রচনা করে চলেছেন, তিনি আমাদের কাছে কি চান জানি না, তবে সেবায় ও আদরে যদি একজন বন্ধুর ব্যথা ও বিচ্ছেদ দুঃখ নিবারণ করতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব—”

মৃদু হাসিয়া সুলতা বলিল—“না তাতে ক্ষতি নাই বোন, মর্ত্ত্যের মৃত্তিকাতেই নারী প্রেমের অমৃত-পাত্র রচনা করে। প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে যদি তোমার প্রাণের আলো নাই বা ফোটে, তাতে দুঃখ নেই—তবে যে অন্ধ, তাকে স্পষ্ট করে হয়ত বলার প্রয়োজন—”

এষা হাসিয়া বলিল—“এ কি কাজের কথা তুমি বললে দিদি—মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, একথা সবার চেয়ে তুমিই জানো—”

“জানি বলেই দূতীগিরি করবার প্রয়োজন হতে পারে—”

‘না, না সুলতাদি, তোমার পায়ে পড়ি, ওঁকে তুমি বিভ্রান্ত করে দিয়ো না—যদি জানেন, তবে হয়ত অনর্থ করে বসবেন—এই সব স্ত্রৈণ পাগলকে তুমি চেন না—হয়ত হঠাৎ মনে হবে তাঁর স্মৃতির উপর অপমান হল, ফলে হবে বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন।”

সুলতা এষার কথার যৌক্তিকতা অনুভব করিল, তাই শান্ত ভাবে বলিল—"তা বটে, তবে যে তপস্যা উপেক্ষা ও ঘৃণায় নির্মমভাবে লাঞ্ছিত, তাকে দৃষ্টিহীনের গোচরে আনার একটা জাগতিক উপকার আছে—প্লেটোনিক প্রেম নিয়ে ত জীবনের কারবার চলে না—"

"না চললে হবে কেন দিদি, প্রত্যাশা পূর্ণ হবার জন্য কেনই বা থাকবে অধীর ব্যাকুলতা, না পেয়েও যা পেয়েছি, তারই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই চলব পথ—"

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। সকলে আসিয়া পড়িল, সরোজ বলিতেছিল—"সত্যই চমৎকার—আপনার রুচিবোধ প্রশংসনীয়—"

সুবোধ বলিল—"আর একদিন আসব—"

"আসবেন—" এষার দিকে চাহিয়া সুলতা হাসিয়া উত্তর দিল—"আর এবার এমন ভাবে এঁকে আনলে চলবে না—এঁকে আনতে হবে বরবর্ণিনীর বেশে—কতদিন এই বেশ এঁকে মানাবে?

সুবোধ কথার অর্থ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিল না।

সে বলিল—"যারা স্বদেশের জন্য ব্রত নিয়েছে, তাদের তপস্যা ত দুঃখের তপস্যা—"

"সে কথা আমি বলিনি—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"উনি চাইছেন—এমন ছন্নছাড়া হলে তোমার চলবে না—তুমি এষাকে—"

"এ কি বলছ সরোজ, এ তোমার ভারি অন্যায়, জানো এষা তদ্গতচিত্তে নিয়েছে ব্রতের ভার, আর আমি শোকদীর্ণ মরা গাছ—এ নিয়ে পরিহাসও শোভন নয়—" সকলে তাহা অনুভব করিল।

তাহারা পুনরায় ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় লইল। সুবোধের মনে হইল—নিশ্চয়ই তাহার জীবনে কোথাও কোনও অন্যায় হইয়াছে। নচেৎ পত্নী বিরহে সে শোকের যে তাজমহল রচনা করিয়া চলিয়াছে, লোকে কেন তাহা অনুভব করে না।

কিন্তু দুঃখ ও ত্যাগ বরণের চিন্তার মাঝে তার মনে অন্য একটি বড় অভিমান ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এষা কেন এমন ভিক্ষুক ও ভিখারীর মত চলিয়া বেড়ায়। তাহার নিজের দিক দিয়া প্রণয়ের কোনও অসঙ্গত আচরণ হয় নাই, তথাপি এষা কেন আপন ভাব ও ভঙ্গিমায় তাহা প্রকাশ করিয়া

ফেলে। এষাকে অপরাধী সাজাইয়া দেখিতে কিন্তু তাহার বেশ ভাল লাগে—সে বিচারকের মত ভ্রুকুটি করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিতে চায়, কিন্তু তথাপি অধিকার বোধের এক রঙীন কামনা কেমন করিয়া যেন তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। একথা ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠিল। সে আপন মনেই বলিল—"হে অতনু, আমার ধ্যানের ধন রয়েছে ওপারে—সেই আমার হৃদয় রেখেছে টানি—।"

সাতাশ

সেদিন ট্রামেই ওসমান আলির সহিত সুবোধের পরিচয় হইয়া যায়। ওসমান না থাকিলে অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হইতে পারিত। ওসমানের সহিত আলাপ করিয়া সুবোধ বিশেষ খুসি হইয়াছিল, তাই তাহাকে পয়লা আষাঢ়ের মেঘদূত উৎসবে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

নামটি বড় দেওয়া হইলেও, আসলে ইহা সামান্য একটু মজলিস। এষার গৃহে তাহার আয়োজন। এষাকে সুবোধ ওসমানের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। ওসমানের বাড়ী বর্দ্ধমানে—চিরদিন হিন্দু প্রতিবেশীর মাঝে মানুষ হইয়া সে হিন্দু সংস্কৃতিকে খুব সমাদর করিত। তাই কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিবার পরও সে লীগ দলে ভিড়িয়া অযথা প্রতিপত্তি লাভ করিতে আদৌ চেষ্টা করে নাই।

সৌম্য ও সুদর্শন যুবকটিকে সুবোধ লায়লার ভাবী বর হিসাবে প্রথম হইতেই কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। ওসমান তীক্ষ্ণ ব্যবহারবুদ্ধির পরিচয় দিয়া ইতিমধ্যেই বেশ পসার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু আইনই তাহার জীবনকে পঙ্গু ও কৌণিক করিয়া তোলে নাই। ছাত্রজীবনে সংস্কৃতি ও আর্টের প্রতি তাহার যেমন দরদ ও আকর্ষণ ছিল, কর্ম্ম জীবনেও তাহা বজায় ছিল। জীবনে আশা ও মাধুরীই বড় কথা, এ কথাটি রবীন্দ্রভক্ত ওসমান সমস্ত মনের সহিত মানিত।

কথায় কথায় সেদিন লায়লার কথা ওসমানকে বলিয়াছিল—সেই প্রথম দর্শনেই তাহাকে ভালবাসিবার এক অজুহাত তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই

জমা করা ছিল। সেদিন এষা সত্যই মধুশ্রী হইয়াছিল, যেমন সাজ তেমনই আলাপ ও গান, তেমনই সরস অনাবিল কৌতুক সম্ভার।

ওসমান মনে মনে বলিল—"এই হবে আমার দিনের চিন্তা, আমার রাত্রের স্বপ্ন—"

সুবোধকে সাধুবাদ দিতে হইবে, সে এষাকেও বলিয়াছিল, ওসমানকে যে পাবে তাহার দুর্লভ ভাগ্য। সে মায়াবীর মত তাই দুজনের প্রথম আলাপ ও আচরণকে এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে চেষ্টা করিল।

কথা উঠিল উৎসব নিয়া। ওসমান বলিল—"নিয়মটা বড় কথা নয়, বড় কথা আনন্দ, তাই উৎসব যেদিন আসে, সেদিন আমাদের অহং তৃপ্ত হয় পরম মহিমায়—"

এষা প্রশ্ন করিল—"কালিদাসের মেঘদূত আপনি পড়েছেন?"

ওসমান কি বলিবে সহসা স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে ধীর নম্রকণ্ঠে বলিল—"আমি স্কুলে সংস্কৃতেই পড়েছি, তাই কালিদাসের মূল বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে—"

নরেন্দ্রনারায়ণ একজন অতিথি। ওসমানের এই কথায় সে খুসি হইয়া বলিল—"আপনার কথায় খুব খুসী হলাম—পাকিস্থান যখন চক্রীর চক্রান্তে ভারতের মৈত্রী করবে, যেন আপনার এই প্রসন্ন আন্তরিকতায় ভারতীয় ঐক্যকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।"

উৎসব ও মেঘদূত হইতে আলাপ রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত্তে জটিল হইয়া উঠিল। ওসমান প্রসঙ্গক্রমে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"পাকিস্থান ভারতীয় মুসলমানদের গৌরব নয়, এটা তাদের আত্মবিনাশের পথ—"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"সে কথা কোনও বাঙ্গালী মুসলমান ভেবে দেখে না, তার কারণ তাদের অজ্ঞতা। তারা গড্ডলিকার মত জিন্নাকে অনুসরণ করে চলেছে—যুক্তি ও ইতিহাসের পটভূমিকায় সত্যকে যাচাই করে পথ চলছে না"

সুবোধ বলিল—"এই কথাটাই জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক মুসলমানের বলা উচিত।"

ওসমানের শান্ত ও শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"তা সত্য কিন্তু আমরা যে চলতে পারি না, আমাদের সে দুঃখ আপনারা বোঝেন না—লীগের দুর্দ্ধর্ষ শাসন আপনাদের পীড়িত করছে বাইরে থেকে, আমাদের ভিতর ও বাইরে থেকে—"

এষা ওসমানের আবেগোচ্ছল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'ভয়কে যতই ভয় করি, ততই সে ভয় দেয়—এদের অত্যাচারকে গ্রহণ না করে, মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের এক সভা আহ্বান করুন—সেখানে পাকিস্থানের অপকারিতার কথা প্রচার করুন—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সে চেষ্টা বৃথা—"

লায়লাকে খুসি করিবার জন্ম ওসমান অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সে সগর্বে বলিল—"না, সেই বৃথা চেষ্টাই করব—আপনাকে কিন্তু যেতে হবে, বলতে হবে সবাইকে বুঝিয়ে যে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি নয়—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"নয়ই ত, তাছাড়া ইসলামের নীতি ও মূল বাণী বিশ্বভ্রাতৃত্ব—সে আদর্শকে অনুসরণ করলে এই হিন্দুবিদ্বেষ দেশে থাকত না—"

"যাতে না থাকে, সেই সাধনাই আমাদের করতে হবে—আজ যে কারণেই হোক বঙ্গভঙ্গ হবে তা নিশ্চিত। কিন্তু সেটাকে চরম বলে আমরা মানব না—আমরা যারা অগ্রণী, ভাবী বঙ্গকে আমরা গড়ব—নূতনতর চেষ্টায়—নূতনতর মতবাদে—"

সকলে খুসি হইল।

তর্ক থামিল কারণ বর্ষার কয়েকখানি গান গাহিবার ব্যবস্থা ছিল, গান, আবৃত্তি, মেঘদূত পাঠের শেষে মিষ্ট মুখের পালা। সকলেই এষার নিজ হাতের তৈরি খাবার খাইয়া আনন্দিত হইল।

সুবোধ একটা সুযোগ করিয়া ওসমান ও লায়লাকে নির্জনে নিরালা আলাপ করিবার সুযোগ করিয়া দিল। সে অভ্যাগতদের বিদায় দিতে যাইয়া ওসমানকে বলিল—"তুমি একটু বসো ভাই—আমি এদের রেখেই ফিরছি—"

ওসমান এই নিভৃত আলাপের সুযোগে বিশেষ খুসি হইল। সে বলিল—"আজকার অনুষ্ঠানে আসা আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে—আর সেই সৌভাগ্যের সব চেয়ে বড় হল আপনার সঙ্গে আলাপ—"

লায়লা সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে চুপ করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। ওসমান পরিপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে তার শ্রমসুন্দর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আপনার সাহায্য পাব, সেই ভরসায় মনে হচ্ছে যেন আমি এক নূতন প্রাণ পেয়েছি—"

এষা বলিল—"এ আপনার অন্যায়—"

"অন্যায়—আদৌ নয়", বিমুগ্ধ নিনিমেষ নেত্র ওসমান বলিয়া চলে—"নারী

য়ের কর্ম্মে রস আর আনন্দ—যে নারী শুধু আড়ালে নেই, জীবনে কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে আপনাকে মেশাতে পেরেছে—সে নারী এদেশে একান্তই দুর্ল্লভ—"

এষা কৌতুক করিয়া বলিল—"আপনারা মেয়েদের পর্দ্দায় আড়ালে আটকে রাখবেন আর তার কাছে চাইবেন প্রাণশক্তি—একি সত্যকার প্রত্যাশা—"

ওসমান সহাস্যে বলিল—"স্বাধীন তুরস্ক পর্দ্দা তুলেছে—মেয়েদের দিয়েছে অবাধে বাড়বার অধিকার—স্বাধীন ও স্বরাট্ ভারতবর্ষও মেয়েদের মহিমাময় করবে, আর আপনারা তার হবেন অগ্রদূত—"

এষা উত্তর দিবার পূর্ব্বে অকস্মাৎ সুবোধ কক্ষে প্রবেশ করিল। উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কহিল—"কি চক্রান্ত চলছে?"

"চক্রান্ত নয় দাদা, বলছি ভারতবর্ষ যখন পাবে তার সম্মানের আসন, তখন মেয়েদেরও দিতে হবে বিবর্দ্ধনের সুযোগ—"

সুবোধ উল্লসিত হইয়া বলিল—"তোমার মুখে এ কথা শুনে খুসি হয়েছি—সুযোগ ও সুবিধা পেলে মেয়েরা কেমন ভাল হতে পারে, কেমন কর্ম্মী হতে পারে লায়লা তার দৃষ্টান্ত—"

"থাক আপনার মিথ্যা প্রশংসা করতে হবেনা দাদাবাবু—" এষার মৃদু হাস্যে যেন নিবিড় বেদনার আভাস।

সুবোধ থতমত খাইয়া বলিল—"ওসমানকে তোমার কথা সবই বলেছি এষা, আজ তোমাদের এ পরিচয়—"

কথা কাড়িয়া লইয়া এষা বলিল—"এসব আলোচনা থাক—আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, আমি শুতে চল্লাম—"

এই অকারণ রোষের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া সুবোধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ওসমানের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধের বিহ্বলতা বুঝিয়া ওসমান কি বলিবে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, পরে সহজভাবে বলিল—"আজ অনেক রাত হল—আমি আসি—"

"তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব কি?"

"না, তার প্রয়োজন হবে না, ট্রামেই যেতে পারব—"

"কিন্তু তোমার বাসায় যেতে গণ্ডগোলের অঞ্চলটা পড়বে—"

ওসমান দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"পড়ুক, ভয়কে যতই ভয় করব, ততই সেটা বাড়বে, ওকে মনে না করলেই থাকেনা—"

সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তবে চল—ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে আসি—"

"কেন আপনি কষ্ট করবেন ?"

"কষ্ট কি—একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাবে।"

চলিতে চলিতে ওসমান বলিল—"দেশ আজ আড়ষ্ট—চারিদিকে গানের সহজ সুর বন্ধ হয়ে গেছে—এখন এই ধরণের একটা উৎসব করে ভালই করেছেন—"

সুবোধ অসংশয়িত স্বরে বলিল—"দেশের এই দুর্দিন শেষ হবে—কিন্তু ভগবান না করুন, যদি আরও দুঃসহ তামসী রাত্রি আসে, তবুও যেন মানুষের আনন্দ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণ না ভুলি—"

"এই কথাটি কিন্তু আজ রাজনীতির চাপে মানুষ একেবারে ভুলেছে—"

কথায় কথায় ট্রামের নিকট আসিয়া পৌছিল। বিদায়বেলা সুবোধ বলিল "লায়লাকে যেন তুমি ভুল না বোঝো ভায়া—"

মৃদুহাস্য করিয়া ওসমান উত্তর দিল—"মানুষ নিয়েই আমার কারবার—তাই মানুষ চিনতে দেরী হয় না আমার দাদা—"

সুবোধ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"পরীক্ষার ফল কি হল ভায়া ?"

ট্রাম আসিয়া পড়িল। ওসমান ট্রামে উঠিয়া বলিল—"সমস্ত কথা একদিনে শোনা ঠিক নয়—"

কৌতূহল সম্পূর্ণ সংবৃত হইল না, তথাপি সুবোধ অনুমানে বুঝিল যে ওসমান লায়লাকে ভাল বলিয়া জানিয়াছে। কিন্তু ফিরিবার পথে যখন শান্তভাবে লায়লার কথা সে ভাবিতে বসিল—তখন তাহার মনে খটকা লাগিল। সুবোধ হয়ত ভুল করিতেছে। যাহার সহিত সে একদিন প্রেমের খেলা খেলিতে গিয়াছিল, তাহার সহিত এমন অন্তরঙ্গভাবে থাকা তাহার উচিত নয়। লোকেও যেমন ভুল বুঝিতে পারে, তেমনই অজ্ঞাতে লায়লার মনে হয়ত রেখাপাত হইতে পারে।

সুবোধ তাহাদের এই অদ্ভুত জীবনযাত্রার প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত খতিয়ান করিতে বসিল। কিন্তু একটানা কর্ম্মের ফাঁকে যে তুচ্ছ টুকটাকি কথা অলক্ষ্যে একটা ছবি আঁকিয়া যায় এবং অদৃশ্য কবির হাতে গ্রন্থি লাগিয়া যাহা নাটক গড়িয়া তোলে, তাহাকে বিশ্লেষণে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাহাদের জীবনের বাহিরের দিকে দেশসেবার ঘটনার ধারা অব্যাহত বেগে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কর্ম্মনিপুণা সেবাকারী তরুণীর যে সেবা তাহা কি নিছক পরোপকার, তাহা কি নিছক শ্রদ্ধা। ভাবিতে বসিয়া সুবোধ শিহরিয়া ওঠে,

এষার প্রাত্যহিক ছোটখাট সেবার পেছনে যে অব্যক্ত অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গেই মনে হইল, লায়লার আজিকার অভিমান আকস্মিকও নয়, অস্বাভাবিক নয়। সুবোধ যে লায়লাকে অপরের হাতে গছাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চাহে, এরূপ ভাব নিশ্চয়ই তাহার আলাপ ও আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এষা মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর রাজকন্যার মত তাহাকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির করিতে পারিবে না। সে ব্যথাহত—বিচ্ছেদকাতর, দুঃসহ শোক তাহার জীবনকে চিরদিনের মত নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু লায়লার নবোন্মেষিত যৌবনে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য জাগিয়াছে তাহাকে সে কি করিয়া ঠেকাইবে? সুবোধ এখন বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া বুঝিল, তাহার চোখে-মুখে চাল-চলনে এক নূতন জ্যোতি প্রত্যহই ফুটিয়াছে—মনে হয় তাহার অন্তরাত্মা যেন এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের রহস্যে পুলকে ও বিষাদে সে এক অপরিবর্ত্তনীয় রসালোকে আপনাকে বিলাইয়া দিতেছে। এই সমস্যার কি যে সমাধান তাহা ভাবিয়া পাইল না। বাড়ী ফিরিতেই এষা বাহির হইয়া বলিল—"দাদা আমি আপনার কি করেছি—"

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

সুবোধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল।

একমুহূর্ত্ত তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া এষা আবেগভরে বলিল—"এ তোমার ঠিক নয় দাদা—"

"কেন নয়, জ্যোৎস্না যদি নিঃসীম ব্যোমলোকে আপনাকে বিলাতে না পারত, তাহলে তার কি সার্থকতা থাকত? দেশসেবার এই নিষ্ঠুর যন্ত্রবেগ তোমার নয় বোন—"

এষা রাগিয়া উত্তর দিল—"আমার জীবনের কি প্রয়োজন আমিই তা ভাবব—"

মৃদু হাসিয়া বলিল—"শুভার্থীরা এ জ্বালা দেয়, তার উপায় কি বল?"

বিস্মিত নেত্রে সুবোধের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমার গোপনতা আমারই—তা নিয়ে—"

"কিন্তু তুমি কি চাও—?"

বিদ্যুতালোকে সুবোধ স্পষ্ট দেখিল এষার মুখে গোলাপী রঙের ক্ষীণ আভা খেলিয়া গেল।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য তাহার পর উচ্চকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"সে সব আপনি বুঝবেন না, আপনার শুনতে হবে না—থাক রাত হয়েছে শুয়ে পড়ুন—আজ রাত্রে ত আর খাওয়া দাওয়া নেই—"

শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল—"থাকলেও কার কাছে চাইব, তুমি ত আজ প্রকৃতিস্থ নও—"

"তবে অপেক্ষা করুন, তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু রেঁধে নিয়ে আসি—"

এষা ভিতরে চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল—"না আজ আর খাব না—"

"সে হয় না খেতেই হবে"—ভিতর হইতে এষার উত্তর আসিল।

সুবোধ বলিল—"ক্ষিধে না থাকলেও—"

কিন্তু সে কথার জবাব কেহ দিল না—এষা ততক্ষণ রান্নাঘরে চলিয়া গিয়াছিল।

আঠাশ

২০শে জুন ১৯৪৭ সাল।

নিয়তির পরিহাসে বাংলা দুই ভাগ হইল। হিন্দুসংঘে কর্ম্মীদের যথেষ্ট কাজ করিতে হইল, তবে তাহাদের কর্ম্মের মূলে ছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহারা বাঙ্গালী হিন্দুর মুক্তি দিবস উদ্‌যাপন করিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রেসের মারফৎ বলেন,—"আমরা বাংলা বিভাগ স্বীকার করিয়া লইতেছি কেননা উহা গ্রহণে আমরা বাধ্য হ'য়াছি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং আমি আশা করি যে এই ব্যবস্থা অল্প কিছু দিনের মাত্র। আমরা অখণ্ড ভারতের মধ্যে অখণ্ড বাংলার জন্যই কাজ করিয়া যাইব।"

নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার গৃহে রাত্রে আহারের আয়োজন করিয়াছিল। সেখানেই এই সব নিয়া আলোচনা চলিতেছিল।

সুলতা সেদিন চমৎকার একখানি সিল্কের শাড়ী পরিয়াছিল। তাহাকে সভানেত্রীর মত দেখাইতেছিল। সে বলিল—"এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বদলের আন্দোলন যদি আমরা তুলনা করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই হতাশ হব—"

সরোজ বলিল—"না হতাশ হব না—কারণ দুইটাই চক্রীর চক্রান্ত, ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জ্জন যে কাজ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত আর; ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন যা ঘটল—সেটাও ভারতবর্ষের স্বাধিকারের মূলে কুঠারাঘাত। কিন্তু কার্জ্জনের শুভেচ্ছা যেমন ফলেনি, এটাও তেমনই ফলবে না—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"সে যুগের কথা আপনাদের অধিক মনে নেই—আমরা তার বৈদ্যুতিক স্পর্শ লাভ করেছিলাম—বাংলা সেদিন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, তার জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, তার বন্দেমাতরম্ সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করেছিল—"

এষা আজ বড় ক্লান্ত ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গ তাহাকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল—সে উৎকণ্ঠাগভীর স্বরে বলিল—"আজও আমরা সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করব—বাংলার খণ্ডিতরূপ আনন্দদায়ক নয়, আমরা চাই অখণ্ড ভারতবর্ষ, আর তার মাঝে অখণ্ড বাংলা—"

ওসমানও আজ সম্মানিত অতিথি। সে এষার পাশেই বসিয়াছিল—এষা চুম্বকের মত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল—প্রথম পরিচয়ের পর হইতে প্রায়ই সে আসিয়া ভাব জমাইতে চেষ্টা করিয়াছে—সে এষাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"ভারতবর্ষ তার আপন স্বাধিকার ফিরে পাবে, ত্যাগ ও তপস্যায়, দুঃখবরণ আমাদের করতে হবে—সে আমরা হাসিমুখেই করব—"

সুলতা চাহিয়া দেখিল ওসমানের মুখ হাস্যোজ্জ্বল, বর্ষণস্নাত শস্যক্ষেত্রে যে পুলক সঞ্চারিত হয়, তেমনই এক সুগভীর চাঞ্চল্যে তাহার সমস্ত হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—সুলতা ইহাতে বিশেষ খুসি হইতে পারিল না—প্রথম আলাপেই সে বুঝিয়াছিল এষা সুবোধকেই ভালবাসে।

পরে অবশ্য সুবোধের মুখে লায়লার ইতিহাস শুনিয়াছিল। মুসলমানী বলিয়া লায়লাকে সুবোধ উপেক্ষা করিবে, একথা সুলতার আদৌ ভাল লাগে

না। তাই ওসমানের এই সুগভীর আকর্ষণকে উপলব্ধি করিয়া সুলতা চিন্তিত হইল। সে ওসমানকে খোঁচা দিবার জন্যই বলিল—"এসব অসম্ভব স্বপ্ন—হিন্দু ও মুসলমানে যে ভেদ গড়ে উঠছে—সে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দিনে দিনে পরস্পরকে দূর করবে—দুই জাতি বলে যদি দুই রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা করি—আমরা দিনে দিনে পরস্পর থেকে পৃথক হব—"

সুলতার দিকে চাহিয়া ওসমান মৃদুস্বরে বলিল—"না, আমরা তা হতে দেব না—সেই সাধনাই আমাদের সাধনা—ভারতবর্ষে নানা ভেদ ও নানা ছেদ আছে, তাকে মিলিয়ে আমরা গড়ব এক মহামানবতা, যা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে অনুপ্রেরণা নেবে, অথচ এক নূতন জিনিষ হয়ে উঠবে—"

সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সোভিয়েটের কথায় কান খাড়া করিয়া বলিল—"এই কথাই আমারও মনে হয়, সোভিয়েট যেভাবে সমন্বয় করেছে ;—সেই গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ আমাদের দেশের বিশেষ আবহাওয়ায় বিশেষরূপে ফোটাতে হবে—"

সুলতা বলিল—"তা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের দেশ এখনও মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতায় ডুবে আছে।"

সুবোধ বলিল—"সোভিয়েট যেদিন নূতন বন্যা এনেছিল, সেদিনও সোভিয়েট ভারতবর্ষের চেয়ে উন্নত ছিল না—দুই দেশের মধ্যে অনেক দিক থেকে ঐক্য রয়েছে—"

সরোজ বলিস—"অসুবিধা, ভারতবর্ষের ধর্ম্মবোধ। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ধর্ম্মের উপর অধিক জোর দিয়েছে—"

"কিন্তু সোভিয়েট তথাকথিত ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছে বলে, সত্যকার ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেয়নি—তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তারা মহৎ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—"

ওসমান আপত্তির সুরে বলিল—"না, একথা মানব না—"

শান্তস্বরে সুবোধ বলিল—"কোরাণ আমি ভাল করে পড়িনি—তা নিয়ে বলছি না, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের দিক বলতে পারি। ঈশোপনিষদ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—তার প্রথম শ্লোকে ঋষি বলেছেন, মানুষ তার জীবনকে ঐশ্বরিক প্রেরণায় ও আনন্দে উদ্বুদ্ধ রাখবে—তা করতে হলে তাকে ত্যাগের জীবন বরণ করতে হবে এবং নির্লোভ হয়ে কাজ করতে হবে—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বিমুগ্ধ স্বরে আবৃত্তি করিল

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

আবৃত্তি শুনিয়া সুবোধ পুলকিত হইল। শ্রোতারা সংস্কৃতজ্ঞানহীন মনে করিয়া সে মূল বলে নাই। সে উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—"হাঁ আমি বলতে চাই, এই শ্লোক ভারতবাসী একজনও মানে না—কিন্তু ওরা মেনে নিয়েছে—"

"এ আপনার অত্যুক্তি—" ওসমান সম্ভ্রমপূর্ণ প্রতিবাদের সুরে বলিল।

"অত্যুক্তি নয় ভায়া, সোভিয়েট গড়েছে নূতন এক সভ্যতা—তার মূল কথা বাণিজ্যের লোভকে ওরা ধ্বংস করেছে—Speculation আর exploitation এই দুটি হল আমাদের সভ্য দেশের মানুষের চলার নীতি, কিন্তু ওরা তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে—কাজেই ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, ওদের নির্লোভ ও ত্যাগের জীবন যাপন করতে হচ্ছে—"

সুলতা এই সব রাজনৈতিক তর্ক ও আলোচনা শুনিতে ভালবাসিত, তাই সহাস্যে কহিল—"আপনার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলুন—"

সুলতার কথা শুনিয়া সুবোধ খুসি হইল, সে বলিল—"এ কথাগুলি আজ পরিচিত হয়েছে বলেই আমার মনে হয়েছিল—"

ওসমান হাসিয়া বলিল—"ঐখানেই ভুল করছেন দাদা, একজন বরেণ্য জজের কথা আমার মনে পড়ছে—আইন কখনও সঠিক জান না একথা ভাববে —যখনই প্রয়োজন তখনই সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করবে—"

"ব্যবসা করার অর্থ ত এই কিনব সস্তায়, বেচব চড়া দরে, কিংবা খাটাবো মজুর, আর তাদের উপার্জ্জনকে করব আত্মসাৎ—এ দুটির মূল প্রেরণা স্বার্থপরতা—সোভিয়েট রাষ্ট্র তাকে নির্ম্মূল করেছে—তাই ওখানে ধন, সম্পৎ, শ্রী ও কলা পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্টভাবে বিকাশ লাভ করতে পারছে।

সোভিয়েট অর্থগৃধ্নু ও লোভী ব্যবসায়ীর পক্ষশাতন করেছে—বাজার দরের দিকে চেয়ে ওখানে পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় না—ওখানে সমাজের প্রয়োজনে চলছে উৎপাদন—তাই ওখানে প্রাচুর্য্য ও পরিতৃপ্তি সম্ভবপর হয়ে উঠছে—"

ওসমান ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—"তাহলেও ওদের নেই কোনও মহৎ আদর্শ, ধর্ম্মহীন যারা, তাদের প্রগতি নিশ্চিত নয়, ওরা শীঘ্রই পড়বে—"

"না ভায়া, তুমি পৃথিবীর ইতিহাসের এই বড় একটা পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আদৌ জান না, তোমায় অনেক বই পড়তে বলি না—সিডনি ওয়েব আর তার স্ত্রী বিয়াট্রিসের লেখা নব সভ্যতা বইটি একবার পড়ে দেখো—"

ওসমান হাসিয়া বলিল—"অবসর মত পড়ব, কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছিলেন দাদা, সেটা না হয় এখনই শুনে নি—কারণ বই হবে নীরস—তাতে থাকবে না আপনার বলিষ্ঠ বিশ্বাসের আবেগ আর বক্তৃতার সুরঝঙ্কার—"

সুবোধ পুলকিত হইয়া বলিল—"হাঁ বলছি—সোভিয়েটের কর্ম্ম জটিল ও বহুধা, কিন্তু সে কর্ম্ম তার বুদ্ধির ঐক্য। ওরা তাদের কাজে রাখেনি কোনও রহস্য, কোনও অধ্যাত্ম কুহেলি—প্রদীপ্ত বুদ্ধির মশালালোকে ওরা সমস্ত জিনিষকে এমন এক অপূর্ব্ব সংহতি দিয়েছে—যা মানুষ এতদিন আর কোনও ভাবধারা দিয়ে আনতে পারেনি—"

সরোজ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে এইবার হাসিয়া বলিল—"তাহলে তুমি দেখছি কমুনিষ্ট হয়ে উঠলে—?"

"ঠিক তা না বলতেও পার, আমি কমিউনিজম আর হিন্দুত্বের ঐক্য দেখাবার চেষ্টা করছি—"

ওসমান বলিল—"এ কি বলছেন দাদা—এ আপনার ভাবালুতা—"

সুবোধ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না কখনই নয়, বেশ আমার পকেটেই একটা প্রবন্ধ আছে, তা থেকে ওয়েব দম্পতী সোভিয়েট সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা পড়িয়ে শোনাব—তারপর তার সাথে হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা করব—"

সুলতা বলিল—"এটা ডিবেটিং ঘর নয় যে—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"না, তা নিয়ে ভাবনার দরকার নেই—পড়ুন আপনি—"

সুবোধ শ্রোতাদের দিকে মৃদুহাস্যে বলিল—"না, এটা কটু লাগবে না—"

এলা বলিল—"কটু হোক আর মধু হোক, শীঘ্র শেষ করুন দাদা—আমায় সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে—আমার ভাল লাগছে না—"

"তবে শুনুন—

The dominant motive in every one's life must be not pecuniary gain to anyone but the welfare of the human race, now and for all time. For it is clear that everyone starting life is in debt to the community in which he has been born and bred, called for, fed and clothed, educated and entertained. Anyone who, to the extent of his ability, does less than his share of work, and takes a full share of the

wealth produced in the community, is a thief and should be dealt with as such, that is to say, he should be compulsorily reformed in body and mind, so that he may become a useful and happy citizen. On the other hand, those who do more than their share of the work that is useful to the community, who invent or explore, who excel in the arts or crafts, who are able and devoted leaders in production or administration, are not only provided with every pecuniary or other facility for pursuing their chosen careers, but are also honoured as heroes and publicly proclaimed as patrons and benefactors. The ancient axiom of 'Love your neighbour as yourself' "is embodied not in the economic but in the utilitarian calculas, namely, the valuation of what conduces to the permanent well-being of the human race. Thus in the U.S-S.R, there is no distinction between the code professed on sundays and that practised on week days. The citizen acts in his factory or firm according to the same scales of values as he does in his family, in his sports or in his voting at elections. The secular and the religious are one. The only good life at which he aims is a life that is good for all his fellowmen, inspite of age or sex, religion or race."

নরেন্দ্রনারায়ণ ঔদাস্য-শিথিল মন লইয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বক্তার আবেগ তাহাকে মুগ্ধ করিল—এবং যখন মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়া বলিল—"সত্যই, ওয়েব যা বলেছেন—এই যদি সোভিয়েটের মর্ম্মবাণী—তাহলে হিন্দুধর্ম্ম আর সোভিয়েটের আশা ও আদর্শ একই—"

ওসমান লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—"আমি হিন্দুত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না, আপনাদের কথা ঠিক ধরতে পারছি না—"

ওসমানের কথায় নরেন্দ্রনারায়ণ বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া বলিল—

"বলছি, প্রত্যেক হিন্দুই পঞ্চ ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই ঋণ শোধের জন্যই তাকে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করতে হয়—এই কথাটিই ওয়েবের লেখায় ফুটে উঠেছে—"

সুবোধ বলিল—"শুধু তাই নয়—গীতায় যজ্ঞার্থ জীবনের কথা স্মরণ করুন।"

'হাঁ হাঁ, মনে পড়ছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

ঠিক এই কথাই—যজ্ঞ মানে নয় কেবল ঘৃতাহুতি—ভূত-সেবাই দেবসেবা, উহাই যজ্ঞ -যে ভূতসেবা না করে, যে কেবল সংসারে নেয়, কিছুই দেয় না, সে স্তেন, সে চোর, তাই ধার্ম্মিক মানুষ যজ্ঞময় জীবন যাপন করবে—ইন্দ্রিয়ারাম জীবন যে যাপন করে—তার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"আর ওকথাটিও বেশ লেগেছে—ধর্ম্ম কেবল বিস্ময়ের জন্য নয়—ধর্ম্মবোধ মানুষের প্রতি কর্ম্মকে সন্দীপিত করবে—তার বাহিরের জীবন আর ভিতরের জীবন একই সুরে বাজবে—তার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা নিবেদিত কর্ম্ম—মহামানবের কল্যাণ—"

সুলতা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, এইবার সুবোধের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল—"তাহলে কি আপনি বলতে চান—সোভিয়েটের ধ্যানের সম্পদ আমাদের দেশেই লোকের আছে—"

"হাঁ তা বলব বইকি, চিরন্তন সামগ্রী যা, তা যুগে যুগে বদলায় না, কেবল নূতন পরিবেশে নূতন পটভূমিকায় মানুষ তাকে নূতন করে যাচাই করে নেয়—সোভিয়েট যা পেয়েছে জাতীয় তপস্যায়, তা আমাদের প্রাচীন পিতৃপিতামহের ধন, এ জেনে আমরা যদি শুধু গর্ব্বিত হই, তাহলে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী—"

উৎসুককণ্ঠে ওসমান জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে কি করতে বলেন?"

"আমরা যে নব ভারতবর্ষ গড়ব—তাকে সংকীর্ণতায় ও সাম্প্রদায়িকতায় আমরা ম্লান করব না—নেতৃত্বের দৈন্যে তাকে আমরা পঙ্গু করব না—যে উদার সার্ব্বভৌমিকতা হিন্দুত্বের মূল বাণী, তাকে আমরা প্রতিফলিত করব আমাদের রাষ্ট্রসাধনায়, তাহলেই ভারতের মহামানবের তীরে সোভিয়েট প্রগতির সহিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গাঁটছড়া বাঁধা হবে—"

সুলতা মুগ্ধ বিস্ময়ে সুবোধের কথা শুনিতেছিল, সে স্মিতহাস্যে বলিল—"ভারতের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অশিক্ষা, অত্যাচার ও শোষণ শেষ করতে হবে, তা হিন্দুত্বের বিকাশ ও বিবর্দ্ধনের দ্বারাই করুন, বা সোভিয়েটের মন্ত্রেই করুন, করতে হবে নচেৎ জাগ্রত জনমন শাসনতন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে ফেলবে—আসবে বিদ্রোহ, করবে বিপ্লব—"

সরোজ আজিকার কথাবার্ত্তায় বিশেষভাবে যোগ দিতেছিল না, এতক্ষণ পরে সে উৎসাহের সহিত বলিল—"সেই কাজই বড় কাজ, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে যদি না দেই—তাহলে মিছে এই স্বাধিকার। মিছে এই আয়োজন—"

ওসমান তাহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিল—"সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তার আপন পথ তৈরি করে নেবে—আর সে পথ শুধু হিন্দুর অবদানে সমৃদ্ধ হবে না—ভারতবর্ষে যত মানুষের ধারা নানা যুগে নানাকালে এসেছে, যত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্লাবন এসেছে, তাদের সকলের সমন্বয় হবে—"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, টেলিফোনে সরোজের ডাক পড়িয়াছে। আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল। সকলে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল। সরোজ আসিয়া বলিল—যে তাহাদের জরুরী এক বৈঠকের জন্য ডাক পড়িয়াছে। এষা শুনিয়া বলিল—"আমি আর যেতে পারব না—আপনারা যান—"

ওসমান উল্লসিত হইয়া বলিল—"আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব—"

সুবোধ বলিল—"তাই ভাল হবে—"

সুলতা ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আপন করে পাওয়াই পাওয়া, তাকে এমন রূঢ়তায় ত্যাগ করা উচিত নয়—"

তাহার ব্যঞ্জনা বুঝিতে না পারিয়া সুবোধ প্রশ্ন করিল—"কি বলছেন?"

"কিছু নয়—"

সকলকে আগাইয়া দিতে গিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"দুবাহু তুলে নাচার দিন আজ নয়—আপনার যারা কর্ম্মী, তারা নেতাদের এই কথা বিশেষ করে স্মরণ করে দেখবেন—"

সরোজ বলিল—"সেইটাই বড় ভাবনা, বাংলা দেশকে চালাতে পারে এমন নেতা আজ আমাদের নেই—"

ওসমান বলিল—"নেতাজী যদি আজ ফিরতেন—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"নেতাজী সুভাষ নিশ্চয়ই বেঁচে নেই—তিনি থাকলে ভারত এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত হতে পারত না—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বিদায় সংবর্দ্ধনা জানাইয়া বলিল—"তা হোক, তবু তার কর্ম্ম ও আদর্শ আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে—জয় হিন্দ—"

সমস্ত অভ্যাগত চীৎকার করিয়া বলিল—"জয় হিন্দ—"

ঊনত্রিংশ

একটি মোটরে ওসমান ও এষা চলিতেছিল—ওসমান মোটর চালাইতেছিল এষা পাশে বসিয়াছিল।

রাজপথে বাহির হইয়া ওসমান বলিল—"চলুন গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে আসবেন—বাড়ী ফিরলেই ক্লান্তি যাবে না—"

এষার তাহা ভাল মনে হইল না—বাড়ী গিয়া শয্যার স্নেহালিঙ্গনে আপনাকে বিলাইয়া দিলে, সে হয়ত শান্তি ও স্বস্তি পাইত, কিন্তু আজ বিজয়গৌরবের দিনে ওসমানকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিল না। ওসমানের স্বর কাকুতিমৌন, স্পর্দ্ধিত, তীক্ষ্ণ নয়, তাই তাহার যাদু চুম্বকের মতই মনকে ভোলায়।

ওসমান চলিতে চলিতে ডাকিল—"লায়লা!"

সে স্বর খুসিতে ভরা—সে খুসি চাপা থাকিতে পায় না, তাহা উথলিয়া প্লাবিত হইতে চাহে।

লায়লা উত্তর দিল না—মোটর চলিল দ্রুতবেগে।

ঘনসন্নদ্ধ কলিকাতার প্রাসাদমালা গতির আবর্ত্তে রেখার জাল বোনে; আর তাহার মাঝ দিয়া ইহাদের চলে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা।"

"আপনাকে এত আড়াল করে রেখে ভাল লাগে না—তুমি রাগ করনি লায়লা—"

লায়লা এবার সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"রাগ করব বই কি, আপনার এরূপ ব্যবহার ভদ্রও নয়, শোভন নয়—"

ওসমান অবাক হইয়া গেল। লায়লার কথা ও কণ্ঠ যেন দুর্বোধ—তবু

সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন, এ আমার অকারণ ধৃষ্টতা নয়—"

গাড়ী মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, কার্জ্জন পার্কের এক নির্জ্জন কোণে ঘাসের আসনে উভয়ে গিয়া বসিল।

উভয়ে ভাল করিয়া বসিবার পর ওসমান ধীরে ধীরে বলিল—"আমার ভালবাসায় জোরও নেই, যাদুও নেই, তবুও একথা বলতে পারি—সেটা একান্তই সত্য ও অকৃত্রিম—"

এষা মুহূর্ত্তের জন্য যেন সমস্ত সংযম হারাইল, পরুষকণ্ঠে বলিল—"দেশের কর্ম্মে যারা জীবন দেবে—কর্ম্মীদের সাথে এইভাবে প্রণয়লীলা করা তাদের কর্ত্তব্য নয়—"

"আমার অপরাধ—"

"অপরাধের কথা নয়, এ আলোচনা বন্ধ করুন, চলুন, আমায় বাসায় রেখে আসবেন"

"যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চাই—"

"না, ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই—"

ওসমান দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে। সুবোধ দাদা যা বলেছিলেন—"

"ওসমান সাহেব এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ—"

"অপ্রিয় হলেও আমি নাচার, আমি ভাবে বুঝেছিলাম—সুবোধ দাদা চান আমি আপনার—"

"সুবোধ দাদা কি চান সে আপনি জানেন—কিন্তু আমি বারণ করছি—এ শোভন নয়—একান্তই অন্যায়।"

ওসমান বিহ্বল হইয়া গেল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না—বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত—আমি চেয়েছিলাম—"

এষা এবার উঠিয়া বসিল। তারপর যে বৈরাগ্যের মহাশূন্যতার মাঝে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহা হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"এ আপনার স্বপ্ন—ওসমান সাহেব—নিজে আত্মস্থ হন। রিক্ততার দুর্ব্বলতা যত বাড়াবেন, ততই বাড়বে—"

তাহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িল। রাস্তার দিকে একটা গোলমাল

শোনা গেল—পথচারী এক পথিক বলিল—"আপনারা পালান—ওখানে একজনকে ছোরা মেরেছে—"

ওসমান বিরক্ত হইয়া বলিল—"এই সর্ব্বনেশে খেলা কি শেষ হবে না—"

পথচারী বলিল—"হবে—তার হয়ত পত্তন আজ হল—"

ওসমান তাহাকে কি বলিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু দেখিল সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে তাই এবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"চলুন ফেরা যাক—"

ওসমানের কণ্ঠ বেদনার্ত্ত—হয়ত তাহার চোখেও দুই এক ফোঁটা জল ঝরিতেছিল, এবা অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না। তবে কণ্ঠস্বরে অনুমান করিয়া লইল—সে ব্যথিত হইয়াছে।

একবার তাহার মনে হইল ওসমানকে তাহার গোপন এবং অপ্রাপ্য প্রেমের কথা বলে, কিন্তু ওষ্ঠাগ্রে আসিলেও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইল। এ কথা গোপনতায় শুভ্র ও সুন্দর—অপরে ইহাকে বুঝিতে পারিবে না, ইহার যথোচিত মর্য্যাদাও দিবে না—কিন্তু তথাপি এই দুঃখহত নবীন বন্ধুকেও সান্ত্বনা দেওয়া কর্ত্তব্য—এই জন্য কণ্ঠকে যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিল—"আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—"

তাহারা মোটরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ওসমান কোন উত্তর দিল না। লায়লা বুঝিল তাহার অভিমান হইয়াছে।

গাড়ীতে আসিয়া আর এক বাধা উপস্থিত হইল। এক সার্জ্জেণ্ট আসিয়া মোটরের লাইসেন্স দেখিতে চাহিল। লাইসেন্সটি সুবোধের পকেটে ছিল—তাড়াতাড়ি তাহা আর আনা হয় নাই।

ওসমান বিষণ্ণ হইয়া সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিল। সার্জ্জেণ্ট তাহা শুনিয়াও শুনিল না—বলিল—"চল থানাতে যেতে হবে—"

এমন সময় উহাদের সৌভাগ্যক্রমে ওসমানের পরিচিত এক পুলিস ইনসপেক্টর আসিয়া পড়িল, তাহার কল্যাণে মুক্তি পাইয়া ওসমান এবার গৃহের দিকে চলিল। এই আকস্মিক বাধার জন্য তাহাদের কথার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল।

ওসমান নীরবেই গাড়ী চালাইয়া চলিল। গৃহে ফিরিয়া ওসমান যখন নীরবে অভিবাদন করিয়া চলিতেছিল—এবা তখন ধীরকণ্ঠে বলিল—"ওসমান সাহেব—আমার বিয়ে হয়ে গেছে—"

ওসমান জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল—"তোবা, তোবা, তা আমি জানতুম না—"

"না, তা জানবেন কি করে, তাই আমায় ক্ষমা করতে বলছি—"

ওসমান খানিক নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল—"সুবোধদা অন্যরূপ বলছিলেন—"

"সুবোধ দাদা সব কথা জানেন না—"

"নমস্কার, আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—"

এবাও করপল্লব যুক্ত করিয়া বলিল—"আমায়ও ক্ষমা করবেন—"

ওসমান কথা কহিল না, নীরবে চলিয়া গেল।

বাহিরের ফটকেই সুবোধের সহিত দেখা।

সুবোধ ওসমানকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এত দেরী হল যে?'

"অমনিই—"তাহার স্বর বেদনার্ত্ত। শুষ্ক ও ক্লিষ্ট কণ্ঠে যেন বাক্য ফুটিতেছে না।

সুবোধ সহানুভূতি দেখাইবার জন্য বলিল—"কি হয়েছে ভায়া?"

"কিছু না।"

"না না, কিছু হয়েছে, বল না—" সুবোধের স্বরে স্নেহের অভিযোগ।

ক্ষণকাল বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুবোধের দিকে চাহিয়া ওসমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—"লায়লার বিয়ে হয়ে গেছে সে কথা আমায় কেন বলেন নি?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুবোধ অবাক হইয়া গেল। সে একটু থামিয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"তার ত বিয়ে হয়নি—ভায়া—"

"হয়েছে, আপনি জানেন না—"

সুবোধ বিচলিত হইল না। বুঝিল কোথাও কিছু গোল হইয়াছে, তাই স্নেহার্দ্র শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি ঠিক জানি ভাই—হয়নি—কিন্তু সে কথা কেন?"

সুবোধের প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য ওসমান আদৌ ব্যস্ত হইল না, সে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"হয়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে জানবেন—"

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ওসমান হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

সুবোধের মাথায় তখন পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনের এবং লীগমন্ত্রীদল অপসারণের জটিল চিন্তার আবর্ত্ত। সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে ওসমানের হেঁয়ালি ভাবিতে বসিল।

লায়লা সত্যই মায়াবিনী—সে কি সব কথা তাহাকে বলে নাই। হয়ত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান মেয়েদের এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা হয় না। ওসমানের কথা হয়ত সত্য হইতে পারে; ভাবিতে ভাবিতে দ্বিধাচঞ্চল চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিল।

কোথাও সাড়া শব্দ নাই।

নিস্তব্ধ পুরী রাত্রির তামস স্বপ্নে বিভোর। সুবোধ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল—। দরজা বন্ধের শব্দে এষা বাহির হইয়া আসিল। তাহারও ঘুম হয় নাই।

এষা ওসমানকে যাহা বলিল—শুইয়া শুইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল। জীবনে ভালবাসার অনেক মূল্য দিতে হয়। সুবোধকে সে কখন যে ভালবাসিতে সুরু করিল, সে নিজেই তাহা জানেনা। অমিতার মৃত্যু না হইলে, সে এই ভালবাসাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাবিয়া আত্মবঞ্চনা করিত। কিন্তু নিষ্ঠুর দৈব এক অতর্কিত আঘাতে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিল।

কিন্তু এই কি সত্যই ভালবাসা? বিচ্ছেদপীড়িত, শোকার্ত্ত সুবোধের প্রতি মমতাবোধ স্বাভাবিক। শান্ত ধীর ভাবে তাহার বিশ্রাম ও বিরামের আয়োজন করিয়া, সেবা ও শুশ্রূষায় তাহার দগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া সে কি আত্মবঞ্চনা করিতেছে না?

এই কি যথার্থ ভালবাসা? যে ভালবাসা জীবন পদ্মকে আলোর মহিমায় ফোটায় এ কি সেই আন্তরিক ভালবাসা? সে ভালবাসা যে পায়, সে আড়ম্বর করেনা, অহঙ্কার করেনা—অন্তরে ভালবাসিয়া সে সুখ ও তৃপ্তি পায়।

এষা সুবোধের বিছানার চারি পাশে মশারি গুজিয়া দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল সুবোধ হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে লায়লা?" লায়লা বুঝিল—ওসমানের সহিত সুবোধের দেখা হইয়াছে। সে ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল।

পরে আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ও মৃদুকণ্ঠে বলিল—"হয়েছে"—নিজ কর্ণে নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া লায়লা নিজেই চমকিয়া উঠিল।

সুবোধ কি বলিবে—ভাবিয়া না পাইয়া বলিল—"একথা ত আমায় বলনি?"

অভিমানে লায়লার ঠোঁট ফুলিতে লাগিল। সে নিজেকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিল—"সব কথা জেনে আপনার কোনও লাভ নেই—"

সুবোধের রাগ রহিল, সে রূঢ় কণ্ঠে বলিল—"লাভ আছে বই কি, তাহলে এমন ভাবে আমায় লাঞ্ছিত হতে হ'ত না?"

"কিন্তু এ লাঞ্ছনা"—লায়লা আর বলিতে পারিলনা। সুবোধ তাহার কম্পিত আর্তস্বরে চমকিত হইয়া বুঝিল, এষা কাঁদিতেছে। আপন হঠকারিতায় ব্যথিত হইয়া, সে কোমল সুরে বলিল—"তা ঠিক, আমি নিজে যেচে এসেছি—"

"আমি তা বলতে চাইনি—"

"তবে কি বলতে চেয়েছ—?"

এষার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করিতে লাগিল। প্রবল মনোবলে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"এসব আপনি বুঝবেন না—আপনি ঘুমান, রাত হয়েছে?"

সুবোধের রোখ চাপিয়া গেল—"যতই রাত হোক, তবু না শুনলে আমার ঘুম হবেনা—"

লায়লা হাসিয়া বলিল—"আমি ত আপনার আশ্রিতা নই—আমার উপর আপনার শাসন চলবেনা, সে কথা কি আপনার জানা নেই—"

অপ্রতিভ হইয়া সুবোধ ক্রুদ্ধ হইল, বলিল—"বেশ কালই আমি চলে যাব—"

উল্টা বুঝিলি রাম। লায়লা কি বলিতে চাহিয়াছিল আর সুবোধ কি বুঝিল, কিন্তু জীবনে এমনই করিয়া গ্রন্থি পড়ে এবং তাহাতেই কত সংঘর্ষ, কত প্রলয় ঘটে।

এষা অনেক চেষ্টায় মুখে হাসি আনিয়া বলিল—"সে কাল যখন যাবেন, তখন যাবেন এখন ঘুমান, আপনার সঙ্গে আমি বকতে পারবনা—আমার খুব ঘুম পেয়েছে—"

সুবোধ ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল—"না এসব চালাকি আমি শুনব না, বল তোমার স্বামী কে?"

এষা ততক্ষণ দরজার কাছে গিয়াছিল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—"আপনি তাকে খুঁজে পাবেন না কোন দিন—"

সুবোধ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"কোথায় সে আছে?"

এষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া দুষ্টামিভরা কণ্ঠে বলিল—"কলকাতায়, কিন্তু আর না—আমি শুয়ে পড়ছি—।"

খিল বন্ধ হইয়া গেল।

সুবোধ নিষ্ফল আক্রোশে নিজের বিছানায় গর্জাইতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায় গর্জন—খানিক পরে মন যখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, যেন সে আপন মনে মনে বলিল—'থাক, ভাল হয়েছে—ওর নাগপাশ থেকে আমি মুক্ত—"

বিধাতা বোধ হয় তখন অলক্ষ্যে হাসিতেছিলেন। সৃষ্টিকর্তার জীবনে আর কাজ থাকুক না থাকুক, দুটিকে মিলানো নিয়ে খেলা তিনি খুবই ভালবাসেন। জীর্ণতার সব চিহ্ন মুছিয়া নর ও নারী প্রেমের নবীন আচ্ছাদনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, তাহার রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয়ই প্রত্যহ চলে।

অলক্ষ্যে যে সাহানার সুর বাজিতেছিল, অতনু পুষ্পধনু তাহাকে নিয়া যে ক্রীড়ার আয়োজন করিতেছিল, সুবোধ আদৌ অনুধাবন করিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইবার আয়োজন করিল।

অধিক রাত্রে স্বপ্নে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নে শোনা লায়লার কণ্ঠ ধ্বনি তখনও তাহার কর্ণে বাজিতেছিল—'মালা হাতে গেনু ধেয়ে, হাসিলে আমার পানে চেয়ে।' স্বপ্নের সমস্ত ছবি, সমস্ত কথা তাহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু এইটুকু মাত্র স্মৃতি সমস্ত বিস্ময় যেন সুমধুর করিয়া রাখিয়াছিল যে লায়লা তাহাকেই চাহে, তাহারই জন্য সে নিভৃতে বরমাল্য রচনা করে। কিন্তু দিনের প্রখর আলোকে সে এই মদির মোহময় স্বপ্ন মানিবে না, একথা তখনই তাহার মনে জাগিল; সে তাই পুনরায় নিদ্রায় মনোনিবেশ করিল।

ত্রিশ

পরদিন ভোরে সুবোধের জাগিতে দেরী হইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে চাহিয়া দেখিল সদ্যস্নাতা এষা বসিয়া প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতেছে। অন্যদিন বাড়ীর বারান্দায় এ কাজ চলিত, আজ কি জানি কি কারণে ঘরের ভিতরেই এই আয়োজন চলিয়াছিল। সুবোধ জাগিয়াও গড়িমসি করিয়া উঠিল না। সে মশারির জালের মধ্য দিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া এষাকে দেখিতে লাগিল।

বড় টানা দুটি কালো চোখে যেন নিখিল জগতের রহস্য আসিয়া মিশিয়াছে।

রাঙা ঠোঁট দুইখানিতে যে মৃদু হাসিটুকু মিশানো ছিল, তাহা যেন বিকচ গোলাপ কোরকের মত সুন্দর। সমস্ত শরীরে এত লালিত্য, এত লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল, এ যেন মানবী নয়, এ যেন সুরলোকনন্দিনী। যৌবনের কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতায় সে যেন বিশ্ব বিজয় করিবে।

এষা তাহার সুডোল বাহুর আরক্ত করতল দিয়া টেবিলটিকে ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছিল। চম্পকাঙ্গুলিতে যেন লাবণ্য শিখা বিকীর্ণ হইতেছিল—সুবোধের মনে হইল চায়ের পিরিচ ও পেয়ালা যেন তাহার স্পর্শে আনন্দ লাভ করিতেছে। যৌবন তাপে আতপ্ত সেই লাবণ্য প্রতিমা তাহাকেই ভালবাসে, একথা ভাবিতে সুবোধের বিশেষ ভাল লাগিতেছিল।

হঠাৎ বিছানার দিকে ফিরিতেই এষা বুঝিল, সুবোধ জাগিয়াছে। তখন সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"বা! ঘুম ভাঙ্গবে না বুঝি—"

আর আলস্য বিলাস নয়। সুবোধ উঠিয়া বসিল—"আসছি এখনই, কিন্তু এখানে কেন?"

এষা বলিল—"আমার এখানে এক অতিথি আসছেন?"

"অতিথি?"

সুবোধের স্বর ভয়ার্ত্ত। মৃদুহাস্যে এষা উত্তর দিল—"ভয়ের কথা নয়, আসছেন অধ্যাপিকা অণিমা মিত্র—সুলতা দিদির ওখানে আলাপ হয়েছিল, আজ তাকে সকালে চা খেতে বলেছি—"

"সকালে? তার মানে—"

"তিনি আবার বিকালে দার্জ্জিলিঙ চলে যাবেন।

সুবোধ খুসি হইল না, সে ভাবিয়াছিল, আজ স্বপ্নের একটী হেস্ত নেস্ত করিয়া লইবে—অবাঞ্ছিত অতিথির আগমনে সে ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল।

স্নান ও প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে যখন ফিরিল তখন অধ্যাপিকা মিত্র আসিয়া গিয়াছে—অধ্যাপিকা মিত্র বলিতেছিল—"বাংলা ভাগ হওয়াতে বড় কিছু হয়নি—বড় কাজ শাসনতন্ত্রকে এমনভাবে গড়া, যাতে ভারতবর্ষ শুধু মুক্তি না পেয়ে মহতী প্রেরণাও পায়—"

সুবোধ সেইমাত্র ফিরিতেছিল—অধ্যাপিকা মিত্রের কথায় খুসি হইয়া বলিল—"দিল্লীতে যে গণপরিষদ বসেছে, তারাই গড়বে যুগোপযোগী একটা বিধান—"

এষা চা ঢালিয়া দিতেছিল, বলিল—"আপনি ক' চামচ চিনি খান—"

"এক চামচ—"

সুবোধ বসিয়া অমলেট আক্রমণ করিয়া খানিক উদর পূর্ত্তি করিয়া লইল, পরে হাসিয়া বলিল—"এই কথাটা অনেকে কিন্তু আদৌ ভাবছে না—"

মিত্র সুবোধের দিকে আনন্দস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল—"আপনারা কিন্তু ভাববেন—"

সুবোধ খুসি হইল।

এতক্ষণে সে অণিমার দিকে চাহিয়া দেখিল। পড়াশুনা করিলেই মেয়েরা সাধারণতঃ কৃশ ও বিবর্ণা হইয়া যায়, কিন্তু অণিমার দেহে যেন রূপ ধরিতেছে না—সাজ-সজ্জায় বিলাসিতা ছিল না, বিশেষ রুচি ছিল। সুবোধ দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

সে চা পান শেষ করিয়া বলিল—"মানুষকে নূতন করে গড়তে হবে—নচেৎ আমাদের আদৌ মঙ্গল নেই—"

এষা বলিল—"কল্পনা সুন্দর, কিন্তু কঃ পন্থা ?"

অণিমা জোর করিয়া বলিল—"মানুষকে গড়ার কাজ চলেছে রাশিয়ায়—"

এষা বাধা দিয়া বলিল—"ওঃ আপনিও রাশিয়ার ভক্ত দেখছি"

"তার মানে ?"

লঘুহাস্যে সে বলিল—"আমি সোভিয়েটের আদর্শকে পছন্দ করি—"

অণিমা হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই সুন্দর হাসিতে সমস্ত পরিবেশ আনন্দময় হইয়া উঠিল।

"এত ভাল কথাই—"

এষা ব্যগ্রভাবে কহিল—"শুধু তাই নয়, সুবোধ দাদা আবার কমিউনিজমকে Hinduism নামক মহৎ অনুপানের সঙ্গে মিশিয়ে সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশক বটিকা তৈরি করছেন—"

অণিমা খুব হাসিয়া লইল।

সুবোধ মৃদু কণ্ঠে বলিল—"একে কি আপনি খারাপ মনে করেন ?"

"না"

অণিমার স্নিগ্ধ সম্মতি সুবোধকে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত করিল। সে বলিল—"রাশিয়ার চেষ্টা ও দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে আমরা সত্যিই বড় কিছু পাব—"

অণিমা বলিল—"একস্থানে বোধ হয় বাধবে—ওরা যে শ্রেণীহীন মানব

সমাজ গড়ে তুলছে, সেখানে ওরা মানে কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—ওরা পরিবেশকে সুন্দর ও স্বস্থ করে দিতে চায় প্রত্যেক জাতককে—সে মেয়ে হোক বা পুরুষ হোক—অবাধ বিকাশের অজস্র সুযোগ—। সোভিয়েট জাতক সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে এবং সর্ব্ব প্রকাশে জাতিবর্ণ ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিবর্দ্ধন ও প্রগতির সুযোগ পায়—এর জন্য ওরা গড়ে তুলছে নূতন সমাজ ও নূতন সামাজিক পরিবেশ—কিন্তু এই অনলস সাধনা একান্তভাবে ঐহিক—পারলৌকিক সুখের কোনও কুসংস্কার ওদের মনকে ভাববিহ্বল করে না—"

সুবোধ সে তর্কে যোগ না দিয়া বলিল—"বাঃ আপনি বুঝি এসব নিয়ে পড়াশুনা করেছেন—"

অণিমা হাসিতে হাসিতে এই ভক্তের প্রশংসাবাদ গ্রহণ করিয়া বলিল—"তা এক আধটু করেছি বইকি—আমার নিজের ব্যক্তিগত যে দুচারখানি বই আছে, তার অধিকাংশই সোভিয়েট নিয়ে—"

"ও:"

এষা সুবোধের বিস্ময়কে বর্দ্ধিত করিবার জন্য বলিল—"সুলতাদি বলেছেন যে অণিমাদির পাঠাগারটি কলকাতার একটা সম্পৎ—"

অণিমা বলিল—"এ বাড়িয়ে বলা—"

বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে অণিমার দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিল—"তা হোক, আমি এ নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই—আপনার বই নিতে পারব ত?"

"পারবেন বইকি—আশা করি বই হারাবেন না—দুষ্প্রাপ্য বই ফেরত দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য মনে হয় না, তাই এই কথা বলতে হল।"

এষা ও সুবোধ হাসিয়া উঠিল। এষা বলিল—"সত্যি কথা দিদি?"

অণিমা এইবার কথার প্রসঙ্গ ফিরাইয়া বলিল—"কিন্তু আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?"

এষা সুবোধের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ করাতে—"

সুবোধ উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"তাই নাকি, তাহলে তোমায় কিছু বকশিস দিতে হবে—"

অণিমা কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠে বলিল—"দেবেন বই কি হীরার মুকুট অথবা মোতির মালা—"

এষা আবার তর্কের গতি সোভিয়েটের দিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—"কিন্তু

দিদির কথার উত্তর দিলেন না ত? রাশিয়া ত অধ্যাত্মজীবনকে একদম ত্যাগ করেছে—"

অণিমা উৎসাহিত হইয়া বলিল—"তা করেছে বই কি—ওরা সমাজকে গড়েছে—নূতন করে, সুন্দর করে। সমাজে ওরা আনতে চায় মহৎ জীবন, শিবময় ও কল্যাণময়। কিন্তু সে শিব হিমাচলবিহারী জটাজুটমণ্ডিত দিগম্বর নন—সে শিবকে তারা চেয়েছে ব্যক্তির আনন্দভাস্বর জীবনে—ভাবী কালের দিকে তারা চেয়ে রয়নি—স্বর্গে নীড় গড়বার জন্য আদৌ কামনা নেই—ভগবৎ উপাসনা তাদের মানবসেবা—"

সুবোধ তর্ক ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"যত্র জীব, তত্র শিব—এত আজকের কথা নয়—বিবেকানন্দ যখন লিখেছিলেন—জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর—তখনও সোভিয়েটের জন্ম হয় নি—"

অণিমা এইবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"এসব আপনার ভুল ধারণা—আমাদের অগাধশাস্ত্রে মানবতার সমর্থক দু চারটি বুলি আপনি খুঁজে বার করতে পারেন, কিন্তু সেটা তার প্রধান মনোভাব কোনও দিনই ছিল না—রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিজের কথাই স্মরণ করুন না কেন—তিনি বলেন নি কি ভগবানকে পাওয়াই বড় কথা—নরলোকের মূল্য নেই—তিনি কি বিদ্যাসাগরের কাজকে, শম্ভু পণ্ডিতের হাঁসপাতালকে উপহাস করেন নি? সুবোধ থমক খাইয়া গেল। এষা তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য বলিল—"কেন সেই চণ্ডীদাসের গান—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই—"

অণিমা শিরশ্চালনা করিয়া বলিল—"ও গানটিতে মানবতার কথা আদৌ নেই—ওটা হল দেহতত্ত্বের মধ্যযুগীয় কল্পনা—তারা মনে করত মানুষের শরীরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে—যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে, এই কথাটির রকমফের একথাটি—"

সুবোধ ফাঁপরে পড়িল—তাহার পড়াশুনা বিশেষ নাই, অন্যদিকে অণিমা সত্যই সুপণ্ডিত; কিন্তু তথাপি আপন পৌরুষ বজায় রাখিবার জন্য সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"একথা আমি মানব না—ঋগ্বেদে যে মিলনের মন্ত্রে শেষ হয়েছে সেই মন্ত্রে দেখতে পাই ঋষি সবাইকে ডাকছেন মিলতে—এক হয়ে থাকতে—"

অণিমা প্রফুল্লমুখে বলিল—"আপনি দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তটির কথা বলছেন—হাঁ এই মন্ত্রে যে সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে তা ঐক্যের ও মিলনের মন্ত্র—কিন্তু বোধ হয় সকলের নয়, কেবল দেববিশ্বাসী ব্যক্তিকগণের, কিন্তু যদিও একে তার চেয়ে বৃহত্তরও ব্যাখ্যা দেন, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ আমার বক্তব্য এ নয় যে হিন্দুধর্ম্মে মানুষকে বড় করবার কথা কোথাও নেই—কিন্তু যা আছে, তাকে মানবতা বলতে পারব না—সোভিয়েট যে দৃষ্টিভঙ্গীতে মানব সোবাকে বড় করে ধরেছে—সে দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের আদৌ ছিল না—"

এষা সুবোধকে পরাজিত দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইল, সে হাসিয়া বলিল—"কেমন জব্দ—দাদা আমাদের মধ্যেই যা কিছু বলে পার পেতে পারেন—কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই, ডাঃ মিত্রের সঙ্গে কোনও চালাকি খাটবে না—"

সুবোধ কৌতুকের সহিত বলিল—"ওঁর কাছে পরাজয়ও সৌভাগ্যের বিষয়—"

সুন্দরী অণিমা মিত্রের আকর্ণমুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সুবোধকে বিশেষ একটা রূঢ় কথায় বিব্রত করিবার ইচ্ছা জাগিল, কিন্তু ওষ্ঠাগ্রে উপস্থিত পরুষ বচনকে সংযত করিয়া হাসিয়া বলিল—"সোভিয়েট মেয়েদেরও সমান মর্য্যাদা দিয়েছে—এসব পুরাতন শিভালরি (chivalry) সেখানে অচল, অতএব সোভিয়েট সুহৃদ সংঘের সভ্যা আমার কাছেও অচল—"

এষা খুব হাসিয়া লইল।

সুবোধ অণিমার কথায় ব্যথা পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বরে তর্কের শাণিত তীব্রতা ছিল, কিন্তু আঘাত করিবার ভাব ছিল না। সুবোধের প্রশংসা তাহাকে সত্যই খুসি করিয়াছিল। সে উচ্ছল কৌতুকে বলিল—"সোভিয়েটের মেয়েরাও ভালবাসে নিশ্চয়ই—"

এষা হাসিতে হাসিতে বলিল—"বাসবে না কেন? খুব ভাল করেই বাসে, বিয়ে যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার পরিণতি, প্রেম সেখানে ফুটবার সুবিধা পায়, কি বল দিদি?"

অণিমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে অকারণে ঘামিয়া উঠিল, তাহার কান দুটি লজ্জায় লাল হইল। এষা ভাল মানুষটির মত কহিল—"কি দিদি জবাব দিচ্ছ না যে?"

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া অণিমা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল—"লেনিন মানুষের যে মুক্তি চেয়েছেন, সে মুক্তি শুধু পুরুষের নয়, নারীরও—তাই সেখানে নারী সমস্ত

বন্ধনের চাপ এড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেতে পেরেছে, তাই তাদের ভালবাসা সমস্ত কুয়াসার জাল ছিন্ন করে নির্ম্মল ও দীপ্ত হতে পেরেছে—"

এমন সময় সরোজ আসিল। সে আসিয়া সুবোধকে তাড়া দিল তাদের একটা জরুরী সভা করিতে হইবে। নূতন বাংলার নেতৃ নির্ব্বাচনে যাহাতে যোগ্যতার আদর হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এষা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—"এসব পরে হবে ডাক্তার বাবু, আসুন আপনাকে আমার মান্য অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই—"

সরোজ দুই হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল—"আপনার নাম্ শুনেছি—আপনাকে কর্ম্মীদলে পেলে বড় একটা আশ্রয় হোত—"

সুবোধ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—"পাব বই কি, নিশ্চয়ই পাব—আমি এখনই ওঁর ওখানে যাচ্ছি—দর্জ্জিলিঙ থেকে ফিরলে ওঁকেও এনে সংঘে ভেড়াতে হবে—"

এষা তাহার অভিপ্রেত সাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিল, কিন্তু সুবোধকে খোঁচা দিবার জন্য বলিল—"কই দিদি ত একথা বলেননি"

সুবোধ বলিল—"সব কথা বলবার প্রয়োজন হয় না—"

এষা সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনাকে কিছু খেতে দি—"

"না খেয়ে এসেছি—"

"তাহলে এক কাপ গরম দুধ আর দুটি রসগোল্লা দি—"

"দিন—অতিথিবৎসলা নারীদের হাতে পরিত্রাণ কোথায়?"

অণিমা বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু আর বসতে পারব না—"

সুবোধ উঠিয়া বলিল—"না, চলুন, আমি আসছি—"

"না, না আপনাকে আজ কষ্ট না করে—"

মিত্রের প্রত্যাখ্যানের সুর সুবোধের কানে বাজিল না, সে আত্মতৃপ্ত উৎসাহে বলিয়া উঠিল—"আজই আপনাকে বিরক্ত করে, বাছা বাছা কখানি বই নিয়ে আসব—"

"কিন্তু সভার কি হবে?"

সুবোধ হাসিয়া জবাব দিল—"আমি না থাকলেও চলবে—"

অণিমা বলিল—"তাহলে চলুন"—পরে অন্তদের দিকে ফিরিয়া সে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইল—"চলি"

এষার দৃষ্টিতে কৌতুক ও হাসি—সুবোধ তাহার কারণ বুঝিল না, সরোজ

শুধু বলিল—"তোমার বই আনা আর একদিনও চলত—"

সরোজের কথার ভিতরে শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু তথাপি সুবোধ যেন জলিয়া উঠিল—অণিমা ততক্ষণে বারান্দা দিয়া নামিয়া গিয়াছে, সে তাই তাড়াতাড়ি বলিল—"জীবন হতে সুন্দরকে হারিয়ে ফেলেছ ভাই, তাই তার পদধ্বনি শুনতে পাও না ?"

সরোজ বিস্ময়ে অবাক হইয়া এষার দিকে চাহিল।

এষা তখন উহাকে রসগোল্লা ও দুধের পেয়ালা পরিবেশন করিতেছিল। এষা দৃষ্টি নম্র ফেরাইয়া বলিল—"এ শুধু রূপের ছোঁয়াচ—"

দুজনের কথাতেই হেঁয়ালি ও কাব্য।

সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল—"এসব ভাল নয় ?"

এষা অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করিল—"কি ভাল নয় ?"

"এই চাঞ্চল্য—এই চঞ্চল দুরাশা—"

"কিন্তু দুরাশা বলছেন কেন, এইটাই ত বড় জিনিষ, নর ও নারীর জীবনে এ একদিন আসে—হঠাৎ বর্ষণের মত, কিন্তু তাই বলে তার দাম দেবেন না ডাক্তারবাবু! কোন না জানা দিগন্তে কার কালো আঁখি চোখের জলে ভাসছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নাই বা করলেন ?"

সরোজ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সে শুধু তর্কের খাতিরে বলিল—"প্রণয় ও প্রেম হয়ত মানব মনের বৃহত্তম স্বপ্ন, কিন্তু সেই স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ চলে না—"

"বলেন কি, তাইত যুদ্ধের চিররঙীন বিজয়নিশান—যুগে যুগে এই যে চাওয়া, তারই বাঁশী যখন সত্য হয়ে বেজে ওঠে, তখন—চারিদিকে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যায়"

"না এসব হেঁয়ালি বুঝব—এ আমার সাধ্য নয়—"

হাস্য মুখে এষা বলিল—"শুক্ল রাতের জ্যোৎস্নার আলোকে মালতীর সন্ধানে কোনও দিন অভিসারে বার হননি বুঝি—"

"না, না এসব পাগলামি নয়—আমি উঠি এখন—তবে ডাঃ মিত্রের মত বিদুষী এলে আমাদের কাজ এগোবে—"

এষা মুহূর্ত্তে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল—"শুধু বিদুষী নয়, অপূর্ব্ব রূপসীও—"

"আজ তোমার কি হয়েছে এষাদি—"

এষা বিব্রত হইয়া বলিল—"কি হবে—"

"এমনই বলছি—আজ তুমি যেন স্বস্থ নও—"

"স্বস্থ আছি ডাক্তার বাবু, তবে এই কথাটি মনে রাখবেন, বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে বজ্র আসছে—আপনার বন্ধুর হৃদয় এবার ভাঙবে—''

"না হয় ভাঙল, কিন্তু তা নিয়ে তুমি এত ক্ষেপে উঠেছ কেন—"

আরক্ত হইবার গুরুতর কারণ এই কথার মাঝে ছিল। পাছে সরোজ লজ্জারক্তিম মুখ দেখিয়া ফেলে, তাই টেবিল পরিষ্কার করিবার অছিলা করিয়া মুখ ফিরাইল ; পরে টেবিল হইতে দুমদাম করিয়া প্লেট গ্লাস একত্র করিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল—"অনেক দেরী হয়ে গেছে ডাক্তার বাবু, চলুন আমি আপনাদের সভায় যোগ দেব—"

সরোজ তাহার কোনও উত্তর দিল না। নিঃশব্দে এই ব্যাকুলা নারীর অনুগমন করিল। সে সুস্পষ্ট না বুঝিলেও, অনুমান করিয়া লইল, কোথাও কিছু ঘটিয়াছে। বাহিরে যাহা প্রকাশ পায়, সব সময় তাহাই সব নয়, এ কথা সে জানিত, কিন্তু একি ঈর্ষ্যা ? অথবা এষা কি সত্যই সুবোধকে চায়। এই প্রশ্ন বহুবার তাহার মনে জাগিয়াছে, আজ তাহার এক চরম সিদ্ধান্তের সুযোগ জুটিয়াছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া সরোজ বলিল—"দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগ রাতে যাকে আশ্রয় দিয়েছ এষাদি—তাকে এমন ভাবে পিছলাতে দেওয়া ঠিক নয়—''

এষা চলিতেছিল ধীর পদে। অপরূপ, অনির্ব্বচনীয় এক বেদনা তাহার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল—সে বলিল—"ডাক্তার বাবু, বনের প্রান্তে ফুল ফোটে, সে দেয় তার সুরভি ঢেলে, কিন্তু দেবতা থাকেন দূরে—তিনি কি জানেন তার নিবেদন ?"

এইবার সরোজ বুঝিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—"য়ুরোপীয়েরা বলেন—প্রেমের দেবতা অন্ধ, চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না এসে অঝোরে পড়ে পৃথিবীর বুকে, পৃথিবী সব সময় তার মর্য্যাদা দেয়না—"

এষা সংযত শান্ত স্বরে বলিল—"তার জন্ত দুঃখ কি ?"

"দুঃখ তার নয় যে নিবেদিতা, কিন্তু দুঃখ আমাদের—"

সহসা এষা যেন ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিল, সে সরোজের দিকে ফিরিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"দোহাই ডাক্তার বাবু। আপনার উপর কঠিন শপথ রইল—যা গোপন, তাকে আপনি ব্যক্ত করবেন না—"

সরোজ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। বলিল—"না আপনার বিনা অনুমতিতে—"

"না, না, অনুমতি আপনি কোনও দিন পাবেন না—ভুলে যাবেন আজকের এই প্রলাপ—"

দ্বিধাজড়িত স্বরে সরোজ বলিল—"আচ্ছা, তাই হবে—"

একটু অপেক্ষা করিয়া এষা নতনেত্রে বলিল—"মেয়েরা খুব দুর্ব্বল, তা বোধহয় আপনাকে বলতে হবে না—"

সরোজ তাহার উত্তর দিলনা—সে স্নিগ্ধ কম্পিত দৃষ্টিতে তাহার সমর্থন করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

একত্রিশ

দুই এক দিন পরের কথা।

ওসমান এষার সহিত মিশিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে আর আমল পায় নাই। এষা তাহার তরুণ জীবনে এক নব বিপ্লব। তাহাকে দেখিয়া তাহার যেন আশা মেটেনা। কি অদ্ভুত তার আকর্ষণ—তার জীবনের গভীর রহস্য, তার সাবলীল চাঞ্চল্য তাহাকে মুগ্ধ করে। তাহার উদ্বেল হৃদয়াবেগ, তাহার জীবনের অর্ঘ্য লায়লার রাতুল চরণে উৎসর্গ করিতে চায়। কিন্তু লায়লা পাষাণের দেবতা—সে পূজা নেয় না—সে কথা কয় না। এষার মুখে যে ল্যাবণ্যপুঞ্জ তাহাকে সে কতভাবে দেখিয়াছে—দেখিয়া দেখিয়া আশা মেটে নাই।

কিন্তু তবু তাহার প্রেমের সংহত উচ্ছাস দিয়াও সে লায়লাকে ভুলাইতে পারে নাই, কাজেই ওসমান বিশ্বাস করিল, তাহার কথাই সত্য, সে বিবাহিত কিন্তু সে কাহাকে বিবাহ করিয়াছে? যদি বিবাহিত, তবে সে এইভাবে

সুবোধের সহিত একত্র থাকে কেন? কিন্তু এসব প্রশ্নের সমাধান সে কিছুতেই করিতে পারে নাই।

সুবোধের আলাপ ও আচরণ এত সুন্দর ও এত ভব্য যে এই সব ব্যপারে অধিক আলোচনা করিতে যাওয়া একান্ত সৌজন্যহীনতার পরিচায়ক হইবে। কাজেই ওসমান নিজেকে সরাইয়া নিল।

কিন্তু অন্য দিকে এবার মনের সাধ মিটিবার কোনও আশা দেখা গেল না। আলাপের পর হইতে প্রত্যহ সুবোধ অণিমার সহিত একান্ত ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। অণিমা দার্জ্জিলিঙ যায় নাই। দুজনে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমে ছিল লজ্জা, কিন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে কখন উভয়ের অন্তরে প্রেম জাগিয়া উঠিল, উভয়ে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিল না সে দিন সন্ধ্যায় দুইজনে অণিমার গেহে আলাপে মুগ্ধ ছিল। অণিমা নিজের হাতে খাবার তৈরি করিয়াছিল। সুবোধ তাহা খাইয়া খুসি হইয়া বলিল—"আপনি চমৎকার, আপনার সঙ্গে আলাপ না হলে জ্যোতির্ময়ী নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হত না—"

"কি যে বলেন?"

"না, না সত্যি বলছি, মেয়েদের অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী কোমল মাধুরী দেখে মানুষ ভুলতে পারে, কিন্তু সে কেবল নিছক রূপমোহ, সেখানে নেই স্বর্গীয় প্রেম—তার জন্য চাই পরিশীলিত মন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে তাই আমার চোখ খুলেছে—"

অণিমা তাহার আনন্দ-ভাস্বর মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতি অনুভব করিল কিন্তু এসব চাঞ্চল্যকে আমল না দিবার জন্য সে বলিল—"এসব কথা থাক, মেয়েদের জন্য এদেশে সোভিয়েটের মত বিধান হয়, তার কি ব্যবস্থা করছেন?"

সুবোধ রাজনীতির আবর্ত্তে পদ্মপত্রে জলের মত বরাবরই অনাসক্ত ছিল, তারপর অণিমাকে পাইয়া সে একদম দল ত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, সে সব বলিয়া অণিমাকে ক্ষুব্ধ করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, তাই সে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সে প্রশ্ন করিল—"সোভিয়েটের আদর্শ এদেশে নেবে কি?"

বিষয়টি অণিমার বিশেষ প্রিয়, সে বলিল—"কেন নেবে না—সোভিয়েটের এই স্বল্প জীবনে তারা পরীক্ষায় দেখতে পেয়েছে নারী মুক্তির স্বরূপ—"

"কিন্তু ওরা যদিও সারা বিশ্বকে ওদের রণক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়, আমার মনে হয় ভারতবর্ষ তার বিশেষ কৃষ্টি ও সভ্যতা নিয়ে সোভিয়েট মতবাদকে পুরাপুরি গ্রহণ· করতে পারবে না—ওদের যা মিলবে আমাদের পুরাণী প্রজ্ঞার সঙ্গে, কেবল তাই নেবে ভারতবর্ষ—"

অণিমা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল—"আপনার মন বিজ্ঞানী মন নয়, আপনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আপনি হয়ত এদেশের বহু ভ্রান্ত লোকের মতন বিশ্বাস করেন বেদ অপৌরুষেয় এবং যা নাই বেদে তা নেই জগতে—"

"না, ততখানি করি না—"

"তা না করলেও বৈদান্তিক দর্শনের ভাবালুতায় আপনি বিভোর—"

সুবোধ খুসি হইয়া বলিল—"বেদান্তকে বুঝেছি তা নয়, তবে জ্ঞানের তা চরম, একথা সুস্পষ্ট জানি—"

অণিমা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"এসব মনোভাব নিয়ে আপনি সোভিয়েট তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবেন না—"

"কেন সেটা ত বোধির রাজ্য নয়—"

"নয়ই—সেটা বুদ্ধির রাজ্য, কিন্তু যাদের মন অলস, যারা বুদ্ধিকে ঘোলাটে হতে দেয়, তারা সত্যকে ধরতে পারে না—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই জ্ঞানের পথ, আপনার মনকে তার জন্য প্রস্তুত করুন, তাহলে দেখবেন আপনার ধর্ম্মান্ধতা দূর হবে—"

"ধর্ম্মান্ধতা !—" সুবোধের স্বরে তীক্ষ্ণ ব্যথার অভিযোগ।

"ধর্ম্মান্ধতা বই কি, জীবনটা সংগ্রাম। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চলেছে অহর্নিশ সংগ্রাম, সে সংগ্রামে মানুষ জয়ী হয়েছে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে—ভারতীয় সভ্যতার দুর্ব্বলতা, তার বুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস, ভারতকে বড় হতে হলে বিজ্ঞানের উপর ফিরিয়ে আনতে হবে অগাধ প্রত্যয়, আনতে হবে বলিষ্ঠ বিশ্বাস—"

"না, না আত্মপ্রত্যয় ও আত্মদর্শন আপনার বিজ্ঞানের বাইরে—সেই আত্মাকে না পেলে মানুষের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ—আমি চেয়েছি বলশেভিকের এই আত্ম-দর্শনকে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে যোগ করতে—বলশেভিকের কর্ম্মযোগ যেদিন উপনিষদের মধুবিদ্যার সঙ্গে মিলবে ; সেদিন পৃথিবীতে আসবে এক নূতন যুগ—"

অণিমা শিরশ্চালনা করিয়া বলিল"—এসব আপনার ভুল ধারণা মিঃ রায়,

ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূলে আছে তার এই আধ্যাত্মিকতা—ভারতবর্ষ তাই ইহলোকবিমুখ জড় ভরতে পরিণত হয়েছে—এখানে আনতে হবে নবীন প্রেরণা, পৃথিবীর এই ধূলিমলিন গেহে মানুষ গড়বে তার আশা ও সাধনার তাজমহল, পরলোকের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ভারতবর্ষ আজ যেন বৈরাগ্যের মন্ত্র জপ না করে—"

"বারংবার ভোগবাদের এই চার্ব্বাক ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হয়েছে—তাতে ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যা মরেনি—"

খানিক চুপ করিয়া অণিমা আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"এই দোটানায় পড়েই আপনি বিপথগামী হবেন মিঃ রায়—সোভিয়েটের কর্ম্মযোগকে আনতে পারেন একমাত্র মার্কস, এঞ্জেল ও লেলিনের পথে—সেখানে ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতমকে নিলে কেবল জগাখিচুড়ি রচনা হবে—"

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুবোধ বলিল—"এই কথাটাই আমি মানতে চাই না—সত্য যা তা ভয় পায় না—সে স্পর্শকে এড়িয়ে চলে না—সোভিয়েট পন্থায় যদি মূল্য থাকে তা ভারতীয় সভ্যতার সংঘর্ষেও বেঁচে থাকবে এবং তার ব্রহ্ম বিদ্যায় আরও সুন্দর ও মোহন হবে—"

সুবোধের কথাটি কেবল তর্কের বিষয় নয়। ইহা তাহার মনেরই কথা। পৃথিবীর সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলতা কেবল ভয়ের ব্যাপার নহে, তাহার মূল সূত্র আনন্দ। উপনিষদের ঋষি এই আনন্দ রসকে অতি সুনিপুণভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই তাহারা তাহাদের লেখায় আনন্দ তত্ত্বকে বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছিলেন। জীবনে যে শ্রী আছে, যে শান্তি, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিশ্বকে প্রাণায়াম করে, যে প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য ও বৈচিত্র্যের অজস্রতা, তাহা সবই আনন্দময়ের আনন্দলীলা। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনি সমস্ত নিয়মের মাঝে, সমস্ত বন্ধনের মাঝে, সমস্ত সংঘর্ষে ও বিপ্লবে, দেশে, কালে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হইতে সব কিছুরই জন্ম—এ কথা জড়বাদী ও অনাত্মবাদী সোভিয়েট মানিবে না, কিন্তু এই আনন্দের ব্রহ্মতত্ত্ব বাদ দিয়া সোভিয়েটের কর্ম্মবাণীকে গ্রহণ করিতে সুবোধের অত্যন্ত বাধা লাগে। অথচ সোভিয়েট দর্শনের পিছনে যদি কোনও সত্য না থাকিত, তাহা হইলে এই দেশ কি এমনভাবে অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত হইতে পারিত।

সুবোধ এই সব কথাই ভাবিতেছিল। নিরুত্তর তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টি

হানিয়া অণিমা দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"এসব ভাবালুতা, কুসংস্কার—একে ত্যাগ করতে শিখুন।"

সুবোধ ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে অণিমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার প্রেমের পাত্রীকে যে যে রসসংবেদনার মধ্য দিয়া অনুভব করিতে চাহিতেছিল, এই মতদ্বৈধতা তাহার প্রবল অন্তরায়, ইহা সে বুঝিল। জীবনের সমস্ত সঙ্কটের বোঝা ধূলায় ফেলিয়া দিয়া এই বিজয়িনীকে বরণ করিয়া লইলে ভাল হয়, কিন্তু প্রেমের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, মতকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না পুরুষ।

ভালবাসার জন্য যে নীড় বাঁধিব, সেখানে বাজিবে সাহানা রাগিনী, সেখানে নির্ঝরণীর গানের সুর প্রত্যহ নাচিয়া নাচিয়া উঠিবে, সেখানে প্রাণের মহিষী গদগদকণ্ঠে বলিবে, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একি সুন্দর কণ্ঠ একি সুন্দর রূপ তোমার?" কিন্তু সেই সুখস্বপ্নের প্রত্যাশায় অবজ্ঞার কর্কশহাস্য গ্রহণ করিতে সুবোধের পৌরুষে বাধে; সে নিজেকে দৃঢ় করিয়া বলে —'এই জগতে আমারা যা কেবল চোখে দেখেছি, কানেও শুনেছি তাই সবই নয়। সমস্ত মন দিয়ে ঋষি ও সাধকেরা অনুভব করেছেন, সেই পরম সত্যকে তুচ্ছ করতে যেওনা—অণিমা!"

সে জোর করিয়াই অণিমা বলিয়া ডাকিল। পরিচয়ের সঙ্কোচ ঘুচিয়া যে নিবিড়তা জাগিতেছিল তাহাকে সে ঘনীভূত করিতে চাহে। তাই তাহার বেদনার্ত্ত কণ্ঠে অণিমা খুসি হয়।

কিন্তু খুসি হইলেই প্রিয়ের জন্য জীবনদর্শনকে ত্যাগ করা যায় না। অণিমা উত্তর দেয়:—'এর জন্য দুঃখ হবে তা জানি মিঃ রায়, কিন্তু এই দুঃখকে মেনে নিন। সোভিয়েট যে নূতন মানুষ গড়ছে, যে নূতন কৃষ্টি সৃষ্টি করছে তা কুসংস্কার-হীন—কিন্তু সে আনছে কল্যাণময় জীবন, আনছে আনন্দময় কর্ম্মচেতনা—আনছে সেবা ও কর্ম্মের নূতন প্রেরণা—"

সুবোধ বক্তার বিশ্বাসদীপ্ত আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে—"কিন্তু ভগবৎ বিশ্বাসের বনেদ না থাকলে এদের কর্ম্মযোগ মিথ্যা হবে—এদের তাসের প্রাসাদ একদিন না একদিন ধূলায় গড়িয়ে পড়বে—"

প্রশ্নকারীর গোপন ভর্ৎসনায় বিরক্ত না হইয়া অণিমা সহাস্যে উত্তর দিল— "সেইটেই সোভিয়েটের পরম বিস্ময়কর কীর্ত্তি—সোভিয়েট তার প্রত্যেক নর ও নারীকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার ঋণের কথা—যে সমাজে সে জন্মগ্রহণ

করেছে, তার কাছে তার ঋণ-বোধ মানুষের বৃদ্ধি ও আত্মবিকাশের আসল উপায়' মানুষ একক বড় হতে পারে না—যদি তার পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ না হয় তবে মানুষ তার নিজের জীবনে সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না—এই কথাটাই বানার্ডশ তার লেখায় বলেছেন :—Anyone who does less than her share of work and yet takes her full share of the wealth produced by work is a thief and should be dealt with as any other sort of thief is dealt with—"

সুবোধ সসন্তোষ বিস্ময়ে বলিল—"হুবহু গীতার বচন—শুনুন তবে—"

"না, না গীতার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক—"

"না না শ্লোকটা আগে শুনুন—"

ইষ্টান্ ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতা
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।

যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা দেবেন অভীপ্সিত ভোগ—যে তাদের প্রাপ্য না দিয়ে কেবল ভোগ করে সে অবশ্য চোর। ওরা যে কথাটিকে অধ্যাত্মরসহীন করেছে, গীতাকার তাকে সুন্দর করেছেন—"

অণিমা বলিল—"কিন্তু যজ্ঞের কল্পনার সঙ্গে সোভিয়েটের মানবসেবা আকাশ পাতাল তফাৎ—"

"আদৌ নয়, তাই কথাটি বলছি—দেবতা মানে ঈশ্বর সৃষ্ট জীব—জীবসেবা দেবপূজা—আসলে যজ্ঞই হল মানব সেবা—"

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ ভোজন করে তার পাপ হয় না—সে মুক্ত হয়, সমস্ত গ্লানি থেকে আর যে নিজের জন্য শুধু পাক করে, সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে—আমাদের বৈদিক যজ্ঞতত্ত্ব যদি কখনও মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন, দেখবেন এ এক অদ্ভুত জিনিষ।"

শুনিতে শুনিতে অণিমা সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিল—"এত আশ্চর্য্য সত্য, এত বীর্য্যময় মন্ত্র যদি ভারতের ছিল, তবে সে দুর্গতির চরমে কেন পৌছাল বলতে পারেন মিঃ রায় ?"

ইহা কি ঈষৎ বিদ্রূপ অথবা জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন তাহাই সুবোধকে খানিক ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু গ্লানির নিগূঢ় কোন খোঁচা লুকানো থাকিলেও তাহা

আবিষ্কার করা পণ্ডশ্রম মনে করিয়া সুবোধ মৃদু হাসিয়া বলিল—"ভারতবর্ষের পতন দিয়েই এই সত্যের মূল্য যাচাই করবেন না—"

"কেন নয়?"

"তার কারণ, যিনি পরম পরিপূর্ণ, যার অমৃত রসে সব কিছু অমৃতময়, তিনি বাইরের স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের সিদ্ধিকে পরিমাপ করেন না। ভোগের মধুপাত্র যদিও ভারতবর্ষ পায়নি, তবু সে রিক্ত নয়, সে অন্তরের সম্পদে ঋদ্ধ—"

অণিমা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"এসব ব্যাখ্যান আমরা বারবার শুনেছি, আসলে এর ভিতর কিছু নেই—অন্তঃসারশূন্য এই দুর্ব্বলতার মোহ থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধারের কাজে আপনাদের প্রবৃত্ত হতে হবে—হবেন আপনি আমাদের সহযোগী—সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের দিন সামনে, আপনাকে সভ্য করে নেব—না মিঃ রায় আপনি বুদ্ধিজীবি, আপনার প্রতিভা পাবে তার ফুটবার পথ—আমরা চাই আপনার সহযোগিতা—"

এই স্নিগ্ধ আহ্বানের মন্ত্র কিন্তু সুবোধের কর্ণে অন্যরূপ মন্ত্র বাজাইয়া তুলিল—তাহার জীবনে যে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির দৈন্য তাহা যেন শেষ হইতে চলিয়াছে, তাহার তৃষিত মরুহৃদয় যেন বর্ষণে শ্যামল হইয়া উঠিবে
তাই বান্ধবীর বীণায় জাগে নিমন্ত্রণ—।

আত্মবিহ্বল হইয়া সুবোধ বলে,—"সাধনার দুর্গম পথ আমার নয়, আপনি হাত ধরে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন—সেই আমার পথ—"

অণিমা কৌতুকোজ্জ্বল কণ্ঠে বলে—"এ ত সত্যকে মানছেন না, মানছেন আমাকে"

"আমি অতশত বুঝি না, আপনি যা বলবেন তাই আমার ধ্যান হবে—"

সুবোধের পুলকিত চিত্তের এই উচ্ছ্বাসে অণিমার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহার অনিচ্ছায় তাহার দেহ মৃদু-মৃদু কাঁপিতেছিল, তথাপি সে দৃঢ় চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"না, না মিঃ রায়, সত্যকে এমনভাবে কখনও পাওয়া যায় না—"

সুবোধ স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে অণিমার ডানহাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল—"অণিমা, আমি বড় দুর্ব্বল, আমি চিন্তা ভাবনা করতে রাজি নই—আমি এই নিলাম তোমার বলিষ্ঠ হস্তের আশ্রয়—তুমি যেদিকে চালাবে, সেই দিকে চলব—"

অণিমা কি বলিবে তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এমন সময় সরোজ সেখানে দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া বলিল—"এষা মোটর চাপা পড়েছে—তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—এখনই সেখানে যেতে হবে ভাই—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সুবোধ সচেতন হইয়া বলিল—"চল।"

অণিমা প্রশ্ন করিল—"কেমন করে দুর্ঘটনা ঘটল ডাঃ ভট্টাচার্য্য?"

সুবোধ বলিল—"তুমি ওঁকে না হয় সব বল, আমি চলি—'

এই বলিয়া সুবোধ দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

সরোজ বলিল—' আর এক সময় না হয় বলব—"

সিঁড়ি হইতে সুবোধ বলিল—"না, না, তোমায় আর দরকার হবে না—"

অণিমা হাসিয়া বলিল—"এখানে থাকতে বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

সরোজ উত্তর দিল না।

বত্রিশ

রোগশয্যায় এলায়িতা এষা

মেডিকেল কলেজের নিরালা কেবিনে তার জন্য সব ব্যবস্থা হইয়াছে। সুবোধ আসিতে নার্স বলিল—'আপনি বসুন, আমি একটু আসছি।"

সরোজ নার্সকে যাহা বলিয়াছিল তাহা হইতে নার্স অনুমান করিয়া লইয়াছিল সুবোধকে এষা ভালবাসে। প্রিয়জনের সঙ্গ শুশ্রূষায় একান্ত প্রয়োজন নার্স তাহা জানিত, তাই সে সুবোধকে বসাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

আঘাত খুব অধিক লাগে নাই—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সে ঘুমাইয়া আছে। সুবোধ আজ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল।

অণিমার সঙ্গে এষার তুলনা করিল। সুবোধ কি এষাকে ভালবাসিতে পারে না? আজ এই রোগশয্যায় এষার কথা তাহার মনে ভাল করিয়া নাড়া দিল। বিবাহের চেষ্টা সে যেভাবে এড়াইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহ যে এষা সুবোধকেই ভালবাসে। এই যে পুণ্য-পবিত্র ভালবাসা তরুণীর নিছক হৃদয়ে

ফুলের মত, আলোর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুবোধ তাহাকে কি ভাবে আজ্ঞা করিবে ?

সুবোধ আজ তাহার নিভৃত পূজার মহিমা মনে মনে অনুভব করিল—যে তপশ্চারিণী গৌরীর মত তীর্থের জল আনিয়া ফুলের সাজি সাজাইয়া তাহারই চরণে প্রেমের নৈবেদ্য ডালি দিয়াছে, তাহাকে সে কি করিয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া যাইবে ?

অণিমা চঞ্চলা—তাহার মুখে জাগ্রত বুদ্ধির দীপ্তি—কিন্তু সে কি এমন আত্মভোলা হইয়া ভালবাসিতে পারিবে। ভালবাসিতে পারা জীবনে সহজ নয়, তাহার জন্য হয়ত জন্মজন্মান্তরের সাধনা চাই—।

এবার সেই সাধনা কি ব্যর্থ হইবে। সুবোধ আত্মবিশ্লেষণ করিতে বসিল। সে বুঝিল তাহার হৃদয় অণিমার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

তাহার মনে হইল আজিকার অপঘাতের জন্য সে হয়ত অনেকটা দায়ী। কিন্তু সেই সঙ্গে অণিমার কথাও মনে পড়িল।

অণিমার প্রতি তাহার আকর্ষণ দুর্নিবার। তাহার রূপে জাগে এক অতুলনীয় দীপ্যমান শুচিতা। তাহার শুভ্রতা হিমাচলকিরীটলগ্ন তুষারের মত, তাহার আত্মবিস্মৃত মর্য্যাদা যেন ঐ হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব মহিমা—তাহার নিটোল গৌরবর্ণ হাতে সরু লিক লিকে চারিগাছি চুড়ি যেন এক অপূর্ব্ব মর্য্যাদায় মহিমাময়। কিন্তু রূপ ত বহিরঙ্গ, সবচেয়ে ভাল তাহার নিসংকোচ মুক্ত ব্যবহার। তাহার সুন্দর সংলাপ, তাহার জ্ঞানের গভীরতা, তাহার বুদ্ধির ক্ষুরধার ঔজ্জ্বল্য।

সুবোধ দ্বিধায় পড়িয়া যায়। এমন সময় এষা বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে। সুবোধ ঝুঁকিয়া বলে—"কোথায় লাগছে এষা ?"

ঘুমন্ত পুরীর রাজ কন্যা যেন ঘুমে বিভোর। কত দীর্ঘকাল শেষ হয়েছে তাহার কাণে কোনও প্রিয় ভাষণের মন্ত্র বাজে নাই—হঠৎ যেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। এষা চোখ মিলিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—"কে ?"

"আমি সুবোধ !"

"দাদা এসেছেন ?"

"হাঁ।"

"পরিতৃপ্তিতে এষার চোখ বুজিয়া গেল।

"কি চাই তোমার ?"

"কিছু না—"

"তবে ডাকছিলে কেন ?"

খানিক চুপ করিয়া বলিল—"এই মাত্র আমি স্বপ্ন দেখছিলাম—আপনার কথাই ভাবছিলাম, ঘুম ভাঙতে দেখি—আপনি—তাই—"

এষা তাহার বাক্য সমাপ্ত করিলনা। লজ্জাবরণ মাধুরীতে তাহার সমস্ত আনন পরিব্যাপ্ত হইল

সুবোধ বলিল—"আমি ত খবর পেয়ে চলে এসেছি।"

এষা খানিক চুপ করিয়া ধীরে ধীরে সুবোধের হাত নাড়িতে লাগিল।

"সত্যি চলে এসেছ ?"

"সত্যিইত"

এষা কি বলিতে চাহে, সুবোধ তাহা বুঝিয়া পায় না। ইহা কি তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা ইহা তাহার ভালবাসার প্রলাপোক্তি। মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় থাকিলেই তাহাদের জানা যায় না, তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে কাহারও কাহারও একটী সহজাত কলানৈপুণ্য থাকে, কাহারও বা থাকে না! সুবোধ সেই কলাকুশলী নহে।

সহসা এষা বলিল—"কিন্তু অণিমাকি ছেড়ে দিল ?"

"তার আটকাবার কি আছে এতে ?"

"কিছুই কি নেই ?"

এইবার সুবোধ বুঝিল, ইহা প্রলাপ নহে। তাই স্নিগ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল,—"সে কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?"

এষা উত্তর দিল না, সে চোখ বুজিয়া রহিল। সুবোধ কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, তাহার মনকে বিষয়ান্তরে সংযোগ করিবার জন্য কহিল—"ওসমানকে কি খবর দেব লায়লা ?"

এষা খানিক চুপ করিয়া তীব্রকণ্ঠে জবাব দিল—"আমিকি তোমার ভার হয়েছি দাদাবাবু ?"

"ভার হবে কেন লক্ষীটি, তবে সে তোমায় ভালবাসে, জীবনে এই সব কাজে মেতে থাকলে ত মেয়েদের চলে না—তাদের চাই নির্ভর আশ্রয়, স্নেহময় প্রেমময় নীড়।"

এষা উত্তর দিল না। পুনরায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

নার্স আসিল, কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া হাসিমুখে সুবোধকে কহিল—"না, ওঁকে বেশীদিন হাসপাতালে থাকতে হবে না—শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবেন, কোনও চিন্তা করবেন না।"

"ভগবান তাই করুন"

নার্স স্মিত হাস্যে বলিল—"আপনি আর আধঘণ্টা গল্প করতে পারেন। আমি আধঘণ্টা পরে ফিরব।"

নার্স দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সুবোধ প্রশ্ন করিল—"ওসমানকে কি তুমি অপছন্দ কর লায়লা?"

তীব্র অধৈর্য্যে লায়লা গর্জ্জিয়া উঠিল—"মেয়েদের কি তোমরা স্বস্তি দিতে চাওনা দাদা? তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন? এত নির্ম্মম কেন?

চোখের জলে তাহার কথা থামিয়া গেল।

সুবোধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল—"তুমি রাগ করছ?"

লায়লা উত্তর দেয় না—খানিক দম মারিয়া থাকিয়া বলিল—"আমায় তুমি লায়লা বলে আর ডেকো না—"

"কি বলব?"

"এষা বলেই ডাকবে—"

"তুমি কি চাও, আমায় সত্যি করে বলবে এষা?"

খানিকক্ষণ সুবোধের দিকে চাহিয়া এষা জবাব দিল—"অন্ধকার চলে আলোর অভিসারে, আলো তা মানে না—সে তো অন্ধকারের দোষ নয়।"

এ হেঁয়ালি, সুবোধ তাহার অর্থ বুঝিল না। সে বিস্মিতদৃষ্টিতে রোগশয্যাশায়িনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

হাঁসপাতালের এই বন্ধনের মাঝে আজ এই পরম রূপবতী তরুণীর মহিমা তাহার মনে জাগিল। সে বুঝিল, ইহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করানো সম্ভব নয়।

এষা অনন্যা—দশজনের মত তাহাকে গতানুগতিক পথে চালানো সম্ভব নয়, কিন্তু তাহার মনের কথা কি তাহা লইয়া সুবোধ চিন্তায় পড়িল।

একবার মনে হইল, এষা তাহার কাছেই থাকিতে চায়। কিন্তু কেন? তাহার দগ্ধাদৃষ্টের প্রতি অনুকম্পা অথবা ইহা সত্যকার প্রেম। উহার মনের গভীর আকাঙ্খা কি তাহা বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন।

এষার সম্বন্ধে আজকার দুর্ঘটনায় সুবোধের মন করুণায় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই সে আজ এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে চায়।

এষা বলিল—"রাত হয়ে এল, তুমি এবার যাও দাদা।"

"যাচ্ছি, নার্স আসুক, কিন্তু তুমি কি চাও আমায় সত্যি করে বলো?"

এষা তাহার বিষণ্ণমুখে যথাসম্ভব প্রসন্নতার হাসি আনিয়া বলিল—"অণিমাদিকে তুমি বিয়ে করে সংসারী হও, এই আমি চাই"

সুবোধ খুসি হইয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এটা তাহলে তোমারই ষড়যন্ত্র, এষা?"

আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল—"ফলাফল না জেনে স্বীকারোক্তি করতে পারব না—"

সুবোধ ভাবী জীবনের যে সুখচ্ছবি কল্পনা করিতেছিল, অন্যকে তাহা না বলিয়া—সে দুঃখ অনুভব করিতেছিল। তাই এষার কথায় সে আপন মনকে প্রকাশ করিতে পারিয়া আনন্দ লাভ করিল।

"তোমার অণিমাদি খুব চমৎকার মেয়ে, তার অহংকৃত অশ্রদ্ধা অপরিচিতকে হয়ত ধাক্কা দিতে পারে। কিন্তু জানলে তার তীক্ষ্ণধীকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না—"

সুবোধ উঠিয়া ছোট কক্ষটির মাঝে পায়চারি করিতে লাগিল। মনের সুরকে সে পায়ে চলার ছন্দের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে চাহে। যে প্রিয় আজ জীবনে আপন আবির্ভাবকে ব্যক্ত করিতে উৎসুক, তাহাকে সে পবিত্র মন্ত্রে আহ্বান করিয়া লইবে। সে তাহার আলাপের কথা, তাহার আশার কথা নীরব শ্রোতার নিকট বহুক্ষণ ধরিয়া বলিয়া চলিল। খানিক পরে নিজের এই পরিপূর্ণ উৎসাহের বেগ শ্রোতার হৃদয়ে কোনও স্পর্শ ও স্পন্দন দিতেছে না অনুভব করিয়া সুবোধ থামিয়া গেল। তারপর সোৎসুক হৃদয়ে প্রশ্ন করিল—"তুমি কি মনে কর না, অণিমা এলে আমার ভাবী জীবন যোড়া লাগবে—"

এষার রক্তাভ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া সে শান্তি পাওয়ার কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় কে যেন তর্জ্জনী তুলিয়া তাহাকে বারণ করিল, নিঃশব্দে বলিল—'অয়ি অনাবৃতে, আপনাকে অনাবৃত করে দিওনা"—তাই নিজেকে সংযত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল—"নিশ্চয়ই, আপনাকে পেলে অণিমাদি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে?"

"না, না, এ তুমি ঠাট্টা করছ—"

"আজ আমি সর্ব্বহারা, ভাগ্যহারা, আমাকে সে সত্যি চাইবে কেন ?"

এবার লুব্ধ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহা হইলে নিরাশ হইবার হেতু নাই—কিন্তু যেখানে প্রেম জাগে, সেখানে বিবেচনা থাকে না, কাজেই আশ্বস্ত হইতেও সে পারিল না। সে চুপ করিয়াই রহিল।

এবার নীরবতা কিন্তু সুবোধকে পীড়া দিল। সে সহসা প্রশ্ন করিল—"তুমি যে কিছু বলছ না—"

এষা আবার হাসিয়া বলিল—"আমি ভাল হয়েনি—বরণডালা সাজাতে বসব—"

"তাহলেই বুঝতে পারছ, তোমার একটা ব্যবস্থা না করে—"

এষা শান্ত কণ্ঠে বলিল—"মোটর চাপা পড়ে মৃত্যু হলে সব চেয়ে ভাল হত, কেমন নয় কি ?"

সুবোধ রাগিয়া গেল, বলিল—"একি তোমার বিশ্রী কথা ?"

সুবোধ বিপদে পড়ে, এষা সত্যই কি চাহে সে অণিমাকে বিবাহ করুক। তাহার সুস্পষ্ট বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করিবার মত জোর হয়ত সে পাইতে পারিত, কিন্তু এই অযৌক্তিক নাটকীয় অভিনয় লইয়া সে বিপদে পড়িয়াছে।

"তাহলে, আমায় তোমাদের দাসী করে নিও, দাদাবাবু, আমি কাজকর্ম্ম করতে পারি, তা ত আপনি নিজের চোখে দেখেছেন ?"

যে বাধা স্থূল তাহাকে অতিক্রম করা সহজ। যাহা সূক্ষ্ম এবং যাহা মর্ম্মের গোপনকোষে আপনাকে লুকাইয়া রাখে, তাহার প্রবলশক্তি দুর্জ্জয় ও দুরতিক্রম্য, তাই সুবোধ বিপন্ন হইয়া এষার দিকে চাহে।

"আমি উপহাস করিনি দাদা, দিদি আজ নেই, তাঁর ভার আমায় নিতে হবে—আমি আপনাদের সেবাই করব—"

সুবোধ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিতে যাইতেছিল যে ইহার আদৌ প্রয়োজন নাই। তাহার স্নেহমমতার উৎপীড়ন হইতে সে সুবোধকে অব্যাহতি দিক, কিন্তু সে কথা বলা হইল না। নার্স আসিয়া বলিল—"এইবার আপনি যেতে পারেন—"

এষা উত্তর দিল না। নীরবে চোখ বুজিয়া রহিল—সে যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা আসিল না, নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

সুবোধ ট্রামে ফিরিতেছিল।

সেই দিনই বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, সন্ধ্যার বিশেষ সংস্করণ কাগজে তাহা লইয়া আলোচনা খুব জটিল হইয়া উঠিয়াছে, পাশে কয়েকজন যাত্রী ইহা লইয়া তুমুল বচসা আরম্ভ করিয়া দিল।

একজন বলিল—"এইবার লীগ শাসনের শেষ হবে—শুনেছি আজ রাত্রে ৯৩ ধারা প্রয়োগ হবে—এদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে—"

অপরে উত্তর দিল—"তাহলে ভাল হত, কিন্তু তা হবে না—বারোজ ওদেরই সমর্থন করবে—"

তৃতীয় বলিল—"একজন মুটেকে বাংলার গভর্ণর করে পাঠিয়েছে, এতেই বোঝা যাবে বৃটিশ রাজনীতির কত অধঃপতন হয়েছে—"

প্রথম বলিল—"একথা একশ বার ঠিক, কিন্তু বাংলায় যদি ৯৩ ধারা না হয়, তাহলে চুপ করে থাকলে চলবে না—কলকাতার এই স্বৈরাচার দমন করতেই হবে—"

সুবোধের দুঃখ হইল।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে চলিয়াছে, কিন্তু জাতীয় চরিত্রের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। স্বরাট্ ভারতবর্ষ চালাবে কারা? সেই চরিত্রবান্ মানুষ কোথায়। অবশ্য সরোজের কথাও ঠিক। অধীনতার গ্লানি মানুষকে অমানুষ করে। স্বাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পায় আশা ও বিশ্বাস—তাহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ় হইয়া ওঠে।

কিছু পরে জটলাকারীরা নামিয়া গেল। সুবোধের মনে জাগিল এষার শান্ত মুখচ্ছবি। এষা যে একান্ত ভাবে তাহাকে চায় একথা সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। অণিমার আহ্বানকেও সে ভুলিতে পারে না—সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

বাড়ী ফিরিতেই সরোজের সঙ্গে দেখা।

সরোজ প্রশ্ন করিল—"কেমন দেখে এলে?"

"ভালই"

সরোজ বলিল—"অণিমা দেবী কালই দার্জিলিঙ যাবেন—আমাদের যেতে বলেছেন সঙ্গে—আমি ভাবছি কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি—"

"হঠাৎ তাঁর এ সংকল্প হল কেন? বিকালেও ত এ কথা বলেননি—"

সরোজ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"সে কথা আমি বলতে পারি না ভাই, কথায় বলে দেবতারাও স্ত্রী চরিত্র জানেন না?"

"সে না হয় হল, কিন্তু তোমার এই যাওয়ার সংকল্প—এটা আকস্মিক না আর কিছু ?"

"আর কি হবে ?"

সরোজের উপর সুবোধের রাগ হইল। সে বন্ধুকে বিশ্বাস করিয়া সব বলিতে চাহে না, সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"তুমি আমায় সব খুলে বলবে না ভাই—"

সরোজ তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"রাত হয়েছে ভাই, আমি যাই—"

সুবোধের অন্তরে তখন আগ্নেয়গিরির প্রবাহ বহিতেছিল—সে রুদ্ধ আক্রোশে বলিল—"তুমি কি বন্ধুবিচ্ছেদ চাও নাকি ?"

সরোজ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—দূর হইতে বলিল—"আমায় ভুল বুঝনা ভাই—যা বাইরে থেকে বিচ্ছেদ মনে হয়, অনেক সময় তাই এনে দেয় কল্যাণ—"

সুবোধ নিষ্ফল ক্রোধে সোফায় নিজেকে এলাইয়া দিল—তাহার চোখে ভাসিতেছিল দুটি তরুণীর ছবি—এক এষার ভাবগম্ভীর নম্রতা আর অন্যদিকে অণিমার বৈদ্যুতিক দীপ্তি।

তেত্রিশ

বন্ধুবিচ্ছেদের ইতিহাসের পূর্ব্বকথাটি জানা প্রয়োজন।

সরোজ বহুদিনই সন্দেহ করিয়াছিল এষার ভালবাসার কথা। কিন্তু তাহার সঙ্গে আলাপ হইতেই নিঃসন্দেহ হইল। সেদিন বেদনাবিধুর কণ্ঠে এই কথাটিই সে সুলতাকে বলিতেছিল। পশ্চিম বঙ্গের যে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন হইবে বলিয়া গুজব শোনা যাইতেছিল, তাহার মধ্যে একটী স্থান অধিকার করিবার জন্য নরেন্দ্রনারায়ণ বাড়ীতে ছিলনা; সুলতা একাকীই সরোজের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল।

বিচ্ছিন্ন পশ্চিম বঙ্গের প্রস্তাবিত নূতন রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগব্রতী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহার নিকট ফাঁকি চলিবেনা, একথা

নরেন্দ্রনারায়ণ জানিত, দেশসেবার কোনই ইতিহাস তাহার নাই। তথাপি লোভ দুর্বার, তাই সে চেষ্টায় বিরত হইতে পারে নাই। প্রথমে সেই কথা উঠিল।

সরোজ এবার কথায় বেদনা পাইয়াছিল, চিরন্তন এই সমস্যার কি সমাধান হয়, সুলতার সহিত তাহারই পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছিল। সেই কথাই বলিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। কিন্তু কেমন করিয়া আরম্ভ করে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলনা। মন্ত্রিত্বের প্রসঙ্গে সরোজ বলিল—"বাংলার যে দারিদ্র হীন নুতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন হবে, সেটা আদৌ সুখের হবেনা—শ্যামাপ্রসাদ এতে যোগ দেবেনা—অথচ পশ্চিম বাংলায় এখন একদল প্রতিপত্তিশালী লোক দরকার যারা চরিত্রবান, লোকের আস্থাবান, কর্মী—"

"সে কথা সত্যি। কিন্তু আমার এক একবার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটি হবে একটি বিরাট কৌতুক—

সরোজ বিস্ময়ে সুলতার দিকে চাহিতেছিল। খোলা বারন্দায় সবুজ রঙের নক্ষত্র খচিত শাড়ীতে তাহাকে খুবই সুন্দর দেখাইতেছিল।

"কৌতুক কেন!"

"আঃ মিঃ ভট্টাচার্য্য, আপনি যেন কিছুই জানেন না?"

যে পরিচয় একদিন নিবিড় হইয়াছিল, তাহা দুর হইতে দূরত্বের ব্যবধানে বাড়িয়া গিয়াছে।

সুলতার প্রশ্নে সরোজ কৌতুক অনুভব করিল। বলিল—"জানি না তো"

"জানেন বৈ কি, কূটনৈতিক বৃটিশ সিংহের সমস্ত ব্যবস্থাই যেন একটা বিরাট চক্রান্ত, ওদের যেন কোথাও আন্তরিকতা নেই, ভারতবর্ষকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে, ওরা ওদের রাজনৈতিক বুদ্ধির কেরামতি দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই—"

সুলতার আক্ষেপে সাড়া দিয়া সরোজ বলিল—"মহাত্মা গান্ধীর মত আমরা বৃটিশের মহত্বকে বিশ্বাস করতে পারিনা—আফগানরা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ চেয়েছে, এর পিছনেও বড় একটা কূটবুদ্ধির খেলা আছে—"

সুলতা তাহার উত্তর না করিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার বন্ধু কোথায়?"

অভিমানের রুদ্ধ আক্রোশে সরোজ উত্তর দিল—"তিনি ডাঃ অণিমা মিত্রের ওখানে এখন নিত্য অতিথি—"

"ওঃ তাই বুঝি আপনি ঈর্ষ্যান্বিত—"

"ঈর্ষ্যা, বলেন কি?"

সুলতা হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—"তা বৈকি, আপনি আর চান এই ধরণের এক জন—"

"যান—" আহত স্বরে সরোজ জবাব দিল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সুলতা বুঝিল কোথাও কিছু ঘটিয়াছে, তাই নম্র কণ্ঠে বলিল—"রহস্য নয়, আমার মনে হয়, আপনার বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলে আপনার হয়ত পরাজয় হবে না—"

এমন সময় ভৃত্য ট্রেতে করিয়া স্নিগ্ধ শীতল পানীয় নিয়া আসিল।

"নিন বরফ দেওয়া লেমনজুসে চিন্তা ও ব্যথা দূর করুন।"

সরোজের হাসি পাইল। সে জানে মনে মনে সে অপরাজেয়। তাহার মনের স্বাস্থ্য নিখুঁত, নিটোল ও অনবদ্য। দুঃখ ও ব্যথাকে সে আমল দেয় না, কারণ সে জানে, নাই বলিলে সাপেরও বিষ থাকে না, দুঃখ ও ব্যথাকে মনে যতই স্থান দেওয়া যায়, ততই সে চাপিয়া বসে। একথা সুলতা একদিন হয়ত বুঝিয়াছিল, কিন্তু এই রহস্যময় সন্ধ্যায় সে যেন আজ অপরিচয়ের রহস্যলোকে চলিয়া গিয়াছে—তাহাদের মাঝে অপূরণীয় অবিস্মরণীয় ব্যবধান।

সুলতাকে আজ কৌতুকে পাইয়াছিল—সে যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিয়াছে—"ডাঃ মিত্রকে পেলে আপনি সুখী হবেন—তার নবনীশুভ্র চিক্কণ দেহ, তার কাচ-স্বচ্ছ কালো কালো চোখ দুটি—তার অনুপম লাবণ্য।

সরোজ বিমর্ষ হইয়া বলিল—"এ ঠিক নয়—"

সুলতা তাই প্রসঙ্গান্তর আনিবার জন্য প্রশ্ন করিল—"আপনার এবাদি কি করছেন—ভাল কথা এবা নিশ্চয়ই সুবোধকে ভালবাসে—তা সত্ত্বেও—"

সরোজ পুলকিত হইল। না চাহিতেই তাহার প্রার্থিত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে, সে বলিল—"হ্যাঁ এই কথাটিই আপনাকে বলব ভেবেছিলাম—এবা সুবোধকে ভালবাসে—এমন ভালবাসা হয়ত আর কেউ বাসবে না, কিন্তু সুবোধ তা বোঝে না, কিংবা বুঝলেও তার প্রতিদান দিতে চায় না—"

সুলতা বলিল—"আমি জানি কোথায় বাধছে—"

সরোজ আগ্রহে চাহিয়া রহিল, সুলতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বলছিলেন?"

সুলতা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"সংস্কার?"

"তার মানে—"

"এবা হিন্দু নয়, তাই আপনার সুবোধবাবু হয়ত ওকে চায় না—"

সরোজ গম্ভীর হইয়া বলিল—"ভালবাসা যেখানে সত্য, শুচিতার বোধ সেখানে বাধা নয়—"

সুলতা বলিল—"ভালবাসায় শুচিতার বোধ পৃথিবীতে এনে দিয়েছে কত বিপ্লব, কত সংঘর্ষ। এনেছে কত দুঃখের ইতিহাস—তাই একে অবজ্ঞা করা যায় না।"

"কিন্তু তবু সংস্কারের বাধা—মানা সুবোধের উচিত নয়।"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"উচিত অনুচিতের মীমাংসা এখন করা যায় না—"

সরোজ বলিল—"যায় না হয়ত, কিন্তু মনের ভ্রমর যেদিন দরজায় আসে, সেদিন যেন তাকে দ্বিধাহীন অকুণ্ঠচিত্তে নিতে ভুল না করি—"

সুলতা সরোজের কণ্ঠে অপরিমেয় এক ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেল—সে পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"যাকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে চান, সে কি সত্যই আপনার মনের কমল ফুটিয়েছে—"

সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল—"না আপনি ভুল বুঝছেন—সে নিবেদিত-প্রাণা, তাকে নিয়ে উপহাস আর যে কেউ করুক, আপনি করবেন না—"

কথাটির খোঁচা তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া সুলতার বুকে বিঁধিল। সে যে সরোজের অপরিমেয় ভালবাসাকে অবজ্ঞা করিয়াছে এই ইঙ্গিত তাহার মধ্যে ছিল, তাই বেদনা পাইয়া সে বলিল—"তবে কি করতে চান?"

"সেইখানেই আপনার পরামর্শ চেয়েছিলাম—এষাদির মত একজন নারীর জীবন ব্যর্থ হোক, এ তার পরমশত্রুও চাইবে না—যে অখণ্ড মহাভারতের স্বপ্ন আমরা দেখছি—তা হবে উদার, বাইরে থেকে কাকেও ঘরে আনতে সে ভয় পাবে না—"

সুলতা স্মিতহাস্যে বলিল—"সেই বিরাট অখণ্ড ভারতবর্ষ ত আপনার এষাদির সমস্যা সমাধানের উপায় করবে না—তারপর শুধু বিরাগ নয়, অন্তত্র রয়েছে গভীর অনুরাগ—"

সরোজ মনে মনে সুলতার যৌক্তিকতা অনুভব করিয়া বলিল—"তার একটা উপায় আপনি করে দিন?"

অবাক হইয়া সুলতা জিজ্ঞাসা করে—"আমি তার কি করব?"

"আপনি হয়ত পথ দেখাতে পারবেন—"

হয়ত অন্ধবিশ্বাস, তথাপি সরোজ মনে-প্রাণে সত্যেই বিশ্বাস করিয়াছিল, যে সুলতার মত দীপ্তিময়ী নারী এই জটিল আবর্তের যাহা হয় একটা চমৎকার

সমাধান করিতে পারিবে। সুলতা তাহার প্রতি এই সুদৃঢ় নির্ভরতায় কৌতুক অনুভব করিল। প্রত্যেক ব্যক্তির চারিপাশে থাকে একটা ভাবের বায়ুমণ্ডল। সুলতার বায়ুমণ্ডলে ছিল আত্মাভিমান ও সুগভীর আত্মবিশ্বাস।

তাই সরোজের মিনতি তাহাকে ভাবাইয়া তুলিল। তাহা ছাড়া সত্যকার প্রেমবতী একজন তরুণীর এই নাটক লইয়া আলোচনা করিতে এবং তারই জীবন্ত নাটকের প্রবাহকে সচল করিতে সুযোগ পাইয়া সুলতা সত্যই খুসী হইল। হঠাৎ তাহার মনে উদ্ধারের পথ জাগিল—সে বলিল—"এক উপায় আছে—কিন্তু—"

সুলতার কণ্ঠ দ্বিধাজড়িত। সরোজ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—"বলুন নিঃশঙ্ক হয়ে, আমার এই অভিশপ্ত জীবন দিয়ে যদি কারও কোনও উপকার হয়, তাহলে সেটা আমি নিশ্চয়ই করব—।

সুলতার মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, যদি এটি আপনার অপ্রিয় হয়, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যদি সত্যসত্যই বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে অ'ণমা মিত্রের চিত্ত জয় করে নিতে পারেন, তাহলে আহত হয়েই আপনার বন্ধু তার একান্ত নিবিড় আশ্রয়কে চিনে নিতে পারবেন এবং জেনে নিতে পারবেন—"

সরোজ আশ্চর্য্য দুই চক্ষু মেলিয়া নির্ণিমেষে সুলতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"একি শোভন হবে ?"

সুলতা গভীর বেদনার সহিত বলিল—"শোভন কিনা জানি না, তবে বোধ হয় এই পথই একমাত্র পথ—"

"কিন্তু মিথ্যে অভিনয়ের যাতনা—"

"ত্যাগ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই ত মানুষ বড় নয়—আর তা ছাড়া মিথ্যে অভিনয়ই বা হবে কেন—অণিমা রূপে, জ্ঞানে ও গুণে সত্যই ত বিস্ময়ের বস্তু, তাকে যেই পাবে, সে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতে পারবে—"

সরোজ সুলতার দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল, ইহা বক্রোক্তি অথবা সত্য উপদেশ। সুলতার কঠিন মুখচ্ছবি হইতে সে কোনও ধারণা করিতে পারিল না—কিন্তু ইহা যে তুচ্ছ উপহাস নয় তাহা বুঝিল। সে মনে মনে খানিক চিন্তা করিয়া বলিল—"সুবোধ জীবনে দগ্ধ-ভাগ্যের যাতনায় জ্বলছে—আমি যদি তার সঙ্গে শত্রুতা করি, তাহলে সে আমায় কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না—"

সুলতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল—"শত্রুতা নয়, এই হবে তার মিত্রতা। জানবেন সত্যকার ভালবাসা উপেক্ষার নয়। সেই অমূল্য বস্তু পেয়েও যে অভাবগ্রস্ত, তাকে সুপথ দেখানো অন্যায়ও নয়, অপরাধও নয়—"

সুলতার কথার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, স্বচ্ছন্দ সরল গতি সরোজকে তৃপ্ত করিল ; সে ব্যাকুলচিত্তে প্রশ্ন করিল—"তাহাকে কি করতে বলেন ?"

"আপনার বন্ধুর মনের গতিকে ফেরাতে কৃতসংকল্প হন—"

সরোজ বলিল—"হাঁ তাই হবে—"

সুলতা উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"ভগবান্ আপনার পথকে সহজ করুন, নির্বিঘ্ন করুন, তবে একটা কৌশল আপনাকে বলে দিতে পারি—"

সরোজ আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল—"বলুন—"

"হিন্দুত্বের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা বিসর্জ্জন দিয়ে যদি সোভিয়েট মতবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন, তবে অতি সহজেই তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবেন—"

"কিন্তু—"

সুলতা একবার গম্ভীর হইয়া বলিল—"এ আপনার অকারণ উষ্মা। হিন্দুত্ব কোনওদিন সংকীর্ণ ছিল না, তার উদার চিত্ত কেবলই গ্রহণ করেছে—যা এসেছে যেখান থেকে, তাকে আপন অঙ্গীভূত করেই সে বড় হয়েছে—"

সঙ্কোচ কাটাইয়া সরোজ বলিল—"হাঁ আপনার কথাই শুনব—সোভিয়েট আদর্শকে ত আমি তুচ্ছ করি না—"

"তুচ্ছ করবার কথা নয়, তাকে পূজা করবেন, শ্রদ্ধা করবেন—তাহলেই দেখবেন অণিমার হৃদয় জয় করেছেন—"

সুলতার কথায় সরোজ কুণ্ঠিত হইতে পারিল না। ইহা সত্য, প্রত্যেক মানুষই চায় সেই উত্তর, যাহা তাহার চিত্ত পাইবার জন্য একান্ত উৎসুক। যেখানে এই আত্মীয়তা জাগে, সেখানে মানুষ সহজেই প্রীতি বিলাইয়া দেয়, পরকে আপন করিয়া তোলে। দুঃসাহসের প্রতি সরোজের স্বাভাবিক স্পৃহা ছিল। সে আজ প্রেমের ব্যথাদুর্গম পথে অভিযাত্রী হইবে।

সুলতা তাহার জীবনে যে অবসাদ আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে সে সংকল্প করিয়াছিল—যে সে চিরকুমার থাকিয়া দেশের সেবা করিবে। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা অন্যরূপ। আজ পরার্থে এই যে যুদ্ধ, ইহা তাহার একান্ত পালনীয়

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। ইহাই ত যজ্ঞ, ইহাই ত যজ্ঞার্থ জীবন—ইহাই ত নিষ্কাম নিস্পৃহ কর্ম্ম। সে মনে মনে গীতা আওড়াইল—

কর্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

তাহার সমস্ত হৃদয়দ্বন্দ্ব এক পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় মুছিয়া গেল।

সুলতা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"চুপ করে আছেন যে, ভয়-পাচ্ছেন বুঝি?"

"না"

"তবে?"

"আপনার কথাই মানব—দুঃখের মাঝ দিয়েই একদিন পাব জীবনে তাঁর আশীর্ব্বাদ, এই ভরসাতেই কাজ সুরু করব—"

"তাই করবেন—এ শুধু আপনাকে উপদেশ নয়—আমার একান্ত বাঞ্ছিত অনুরোধ জানবেন—আমার দুষ্কর্ম্মের জ্বালাটা আজও নেভেনি--আপনি শান্তি পেয়েছেন জানলে আমিও হয়ত নিষ্কৃতি পাব—"

সুলতার বাষ্পাকুল চোখ আর গাঢ়স্বর সরোজকে অভিভূত করিয়া ফেলিল—

"না, সে বিগত দিনের গ্লানি, আপনার মনকে যেন একদিনও কাতর না করে—"

সুলতা হঠাৎ সরোজের হাত ধরিয়া বলিল—"সে থাকবে না তখনই—যেদিন আপনার বাসরশয্যা সাজাতে পারব—"

কথাটাকে ইচ্ছা করিয়া সুলতা লঘু করিয়াছিল—সরোজ তাহাতে অপ্রসন্ন হইয়া বলিল—"আপনি কি পরিহাস করছেন?"

গম্ভীর হইয়া সুলতা বলিল—"না, আদৌ নয়, আমায় ভুল বুঝবেন না—"

সুলতার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল। নরেন্দ্রনারায়ণ সবেগে আসিয়া বলিল—"না এরা মানুষ চেনে না—"

সরোজ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"নিচ্ছে সব ওঁছা ওঁছা মানুষকে, আমাদের কদর ওরা বুঝলে না—কিন্তু—"

সুলতা হঠাৎ দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"না, এসব পরনিন্দা তুমি করতে পারবে না?"

নরেন্দ্রনারায়ণ অবাক হইয়া গেল, বলিল—"পরনিন্দা—"

সুলতা বলিল—"নিজের গত জীবনের কথা তুমি কখনও ভুলবে না—"

সরোজ হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি পালাই—এই পারিবারিক কলহে আমার থাকা উচিত নয়—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"পারিবারিক কলহ হবে কেন—তোমার কি শরীর আজ ভাল নেই—"

"না"—বলিয়া সুলতা ক্ষিপ্র গতিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সরোজ অবাক হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—"কি হয়েছে?"

"আমি ত কিছুই জানি না—"

নরেন্দ্রনারায়ণ সাংসারিক লোক—সে বুঝিল এই বিরক্তির নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে—প্রকাশ্যে তাহা আলোচনা ঠিক নয়। তাই বলিল—"কি বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলে?"

"এষাদির কথাই বলছিলাম—"

সরোজের সংক্ষিপ্ত ভাষণে নরেন্দ্রনারায়ণ খুসি হইল না। কিন্তু ইহা লইয়া তর্কাতর্কি চলে না। কাজেই বলিল—"সারাদিন ছুটাছুটি করে হয়রাণ হয়ে পড়েছি—"

সরোজ ইঙ্গিত বুঝিল। সে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে সুলতার এই অদ্ভুত আচরণের জন্য সে অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহাদের অতীতের ইতিহাস কি নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া যায় নাই—পতি ও পত্নীর মিলনের ফাঁকে কোথাও কি কোনও অন্তরায় জড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার সংকল্প দৃঢ়তর হইল। অতীত ইতিহাস মুছিবার একমাত্র পথ আছে—সুলতা সে পথেরই নির্দ্দেশ দিয়াছে। উত্তাল উত্তেজনায় তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল—সে দৃঢ় চিত্তে আকুলতা দমন করিয়া বলিল—"কর্ম্মফলে স্পৃহা ভুল—কর্ম্মেই তার অধিকার—"

চৌত্রিশ

সরোজ আপন মনেই হাসিল।

এই জগৎ রঙ্গমঞ্চের যদি অদৃশ্য প্রয়োজক কেউ থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই কৌতুকপ্রিয়। সুলতার নিকট যে অভিনয় করিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রয়োজক তাহাকে তাহার সুযোগ দিয়া দিল।

বৈদ্যুতিক দীপালোকিত সুন্দর কক্ষ। সরোজ বিস্ময়ে দেখিল—চারিদিকে দেওয়ালে সুন্দর চিত্রমালা আলম্বিত রহিয়াছে—সে চিত্রসজ্জায় রুচি ও রসবোধ উভয়ই আছে। গৃহের আসবাবগুলিও সুন্দর ও সুশ্রী। তাহাকে বসাইয়া অণিমা বলিল—"এক মিনিট বসুন—আপনার জন্য একটু চায়ের কথা বলে আসছি—"

"না, তা তার কি প্রয়োজন—"

"প্রয়োজন আপনার নয়, আমারই"—এই বলিয়া লঘুপদে অণিমা চলিয়া গেল।

ব্রীড়াবনতা কুমারী সে নয়, কিন্তু তথাপি রঙীন বিদ্যুতের আলোকে তাহাকে আজ সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সত্যই সুলতা মিথ্যা বলে নাই—এই পরিণতবয়স্কা নারীর মুখে চোখে যে লাবণ্য, ফুটন্ত গোলাপের শোভার সহিত তাহার একমাত্র তুলনা চলে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যে জীবন্তছন্দ সঙ্গীত তুলিয়াছে, তাহার সুরকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না।

দেহে মনে পরিপূর্ণ জোয়ারের মত যৌবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের কালো কালো পক্ষ দুটি গোলাপী আভার সাথে সুষম একটি মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। তার নাসা তীক্ষ্ণভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া অধিকারিণীর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিতেছে। সরোজ খুসি হইয়া বলিল—"হাঁ অভিনয়ের যোগ্য অংশী বটে—"

অণিমা ফিরিতেই সরোজ বলিল—"আপনার ছবির সংগ্রহটি সুন্দর, কিন্তু এতে আপনি রেনেশাঁ বা মধ্যযুগের নাম করা ছবি বড় রাখেন নি—কিংবা ভারতীয় চিত্রশিল্পেও আপনার দরদ দেখছি না—"

অণিমা স্মিতহাস্যে উত্তর দিল—"ছবিগুলি একান্তই আধুনিক—আর অধিকাংশই সোভিয়েট শিল্পীদের আঁকা—এদের কি আপনার ভাল লাগে—"

"হাঁ, এদের চমৎকারিত্ব আমায় মুগ্ধ করছিল, অবশ্য আমি সমজদার নই—কিন্তু খুব ভাল লাগছে আমার—এদের মধ্যে দেখছি এক নূতন সৃষ্টির অরুণালোক—এক অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য—"

সরোজের বাচালতায় অণিমা একান্ত প্রীত হইয়া বলিল—"সত্য বলেছেন—এগুলি এক নূতন সৃষ্টির পরিচায়ক—। আর কোনও রাষ্ট্র শিল্প ও কলাকে এমন করে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা কখনও করেনি—ওরা রাশিয়ার বৃহৎ ও বিরাট রাষ্ট্রভূমিতে ও নগরে নগরে গড়ে তুলছে কারুভবন—এর থেকে প্রেরণা পেয়ে ওদের দেশের শিল্পীরা আজ আর্টকে বাস্তবভাবে মানুষের একান্ত প্রেয় করে তুলেছে—"

অণিমা মুখ তুলিয়া দেখিল সরোজ মুগ্ধ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ভাববিহ্বল এই মৌন ভক্তটির প্রতি তাই অতি সহজেই তার অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইল। সে বলিল—"আপনি কি বলেন এ সম্বন্ধে—"

সরোজ হয়ত শুনিতেছিল, হয়ত শুনিতেছিল না, কিন্তু কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না সে থতমত খাইয়া উত্তর দিল—"নব ভারতবর্ষ সোভিয়েটের পথে চলেই পাবে মুক্তি—"

উদ্দীপ্ত হইয়া অণিমা প্রশ্ন করিল—"আপনি সত্যই একথা বিশ্বাস করেন?"

"কেন করব না?"

"না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি—আপনার বন্ধু ত আবার গোঁড়া স্বদেশী—মনে হয়েছিল আপনি তারই অনুকারী—"

সরোজ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"এ আমার প্রতি আপনি অবিচার করছেন—বন্ধুত্ব এক, আর চরিত্র ও বিবেক বুদ্ধি অন্য—বন্ধু হলেই তার ছায়া হতে হবে, একথা আপনি কেন মনে করছেন?"

অণিমা এই সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ উত্তরে প্রসন্ন হইয়া বলিল—"সত্যি বলেছেন, ছায়া হতে যাওয়া ঠিক নয়—"

অণিমা এইবার সরোজের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, সমস্ত অবয়বে ব্যায়ামজাত এক সুন্দর সামঞ্জস্য—যে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। এই বলিষ্ঠ মানুষটির মতবাদও এমনই বলিষ্ঠ, ইহা জানিয়া অণিমা অত্যন্ত বিস্ময় ও পুলক অনুভব করিল।

এমন সময় চা ও খাবার আসিল। সরোজ পাত্র হইতে খাবার খাইতে খাইতে জবাব দিল :—“প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্ব হয়ে যখন ওঠে, তখনই সে ব্যক্তি—”

অণিমা বলিল—“হাঁ এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে বিসর্জ্জন দিতে হবে—অতীতের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায় আপনার বন্ধু বিপথে চলছেন—আপনার উচিত তাকে সুপথে আনা।”

খাওয়া থামাইয়া সরোজ উত্তর দিল—“তা সম্ভব নয়, ও একেবারে ভুলে আছে কল্পনায় এক তাজমহলে, তা না হলে ওকে যে মেয়ে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে তাকে ও কিছুতেই নিতে চাইল না—কারণ ওর এই অন্ধ বিশ্বাসে বাধে—”

অণিমা উদগ্রীব কণ্ঠে বলিল—“কার কথা বলছেন—”

“এষাদির কথা বলছি—তাকে ত আপনি দেখেছেন ?”

“দেখেছি”

সহসা অণিমা যেন মূক হইয়া গেল। সুবোধের আলাপ ও আচরণে সে কখনও ধরিতে পারে নাই যে সে কাহাকেও ভালবাসে। তথাপি অন্য মেয়ে তাহাকে ভালবাসে, ইহা তাহার প্রাণে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধিতে লাগিল—। জীবনে আনন্দ স্থায়ী নয়, ফুলের মতই সে ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু সুবোধকে এষাই পাইবে এই কথা মনে হইতেই সুবোধের সহিত যাপিত দিনগুলি তাহার নিকট একান্ত বিস্বাদ মনে হইল। সরোজ দেখিল অণিমার সুন্দর গণ্ডে একটী আরক্ত আভা ফুটিয়া উঠিয়া নিমেষে নিভিয়া গেল। কিছুকাল নীরব থাকিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল—“এই যে একান্ত আত্মনিবেদন একি ব্যর্থ হবার জিনিষ ?”

অণিমা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—“জানি না।”

সুবোধের প্রতি অণিমার যে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ ছিল সরোজ চক্ষের নিমিষেই তাহা বুঝিয়া লইল, তাহার প্রযুক্ত ঔষধে কাজ হইতেছে, তাহা বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“জানেন, আপনি সবই জানেন—আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা সবাই করে—”

ঘুম হইতে যেন জাগিয়া অণিমা উত্তর দিল—“বুদ্ধি কি সবই ?”

“তা নয়ই, মানুষ নিজেকে প্রায়ই দেখতে পায় না। যদি পারত তাহলে জানত ভয়, ভক্তি, ভালবাসা তার জীবনের সৌধ গড়ে তুলেছে—আর এগুলি কখন কি আকস্মিক ভাবে আসে, কেউই তার হদিস পায় না—”

তাহার বড় বড় কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি উল্লাসে জ্বলিয়া উঠিল। সেই বৈদ্যুতিক কথার স্পর্শ অণিমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগিল। সে গভীর বিস্ময়ে বলিল—"তা সত্যি!"

সরোজ আপন ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত জানিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"অথচ কি আশ্চর্য্য এই দুনিয়াটি—এর গোলকধাঁধায় আসল পায় না তার দাম, নকলের দাপটে সে আপনাকে হারায়—তবু আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি—এবাদির তপস্যা একদিন সার্থক হবে—"

নিজেকে সযত্নে দৃঢ় করিয়া অণিমা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"সে কামনা আমিও আপনার সঙ্গে করছি—?"

"করছেন—সত্যি করছেন—"সরোজ বিজয় দর্পে পরাজিতার দিকে চাহিল।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া অণিমা বলিল—"সত্যিই করছি—এতে অবিশ্বাসের হেতু কি আপনার—"

"অবিশ্বাস নয়, আমি আপনার মহৎ মহিমার কাছে মাথা নীচু করে শুধু একটা প্রার্থনা করব—সে প্রার্থনা আপনার শুনতে হবে—"

সরোজের নিজের মনেই হাসি পাইল।

মনে হইল যেন সে নাটক খুলিয়া সত্যই অভিনয় করিতেছে। তাহার দিকে সকৌতুকে দৃষ্টি মেলিয়া অণিমা প্রশ্ন করিল—"কি প্রার্থনা বলুন?"

"অভয় দিন ত বলি—"

"ভয় ও অভয়ের প্রশ্ন কেন উঠবে, তা ত আমি বুঝতে পারছি না—সরোজবাবু?"

কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সরোজ উত্তর দিল—"আছে বৈ কি—আমাদের ক্ষণ-পরিচয়।"

অণিমা এবার শির-শ্চালনা করিয়া বলিল—"এইমাত্রই ত বললেন, বন্ধুত্ব আসে আকস্মিক—আপনি আমার বন্ধু, বলুন কি চান?"

সরোজ তাহার আতঙ্কিত ভাব গোপন করিতে পারিতেছিল না। তাই অণিমার এই আন্তরিক বন্ধুত্ব জ্ঞাপনের পুলকে তাহার রোমাঞ্চবোধ হইতে লাগিল। সে বলিল—"ক্ষমা করবেন ডাঃ মিত্র, আপনি সাহস দিয়েছেন বলেই আমি প্রশস্ত হতে পেরেছি। আপনি সুবোধকে মুক্তি দিন—"

তাহার নাটকীয় ভঙ্গিমায় অণিমার হাসি পাইল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনার বন্ধুকে ত আমি বাঁধিনি।"

"তা হয়ত আপনার দিক থেকে সত্য, কিন্তু বন্ধু মোহের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে ফিরছেন—"

"না, না এ আপনি অন্যায় বলছেন—আমি তার দূরবর্তিনী বান্ধবী—সাক্ষাতে ও আলাপে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু বটে, কিন্তু সে নিছক বন্ধুত্ব—"

সরোজ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার কথা ঠিক, কিন্তু সুবোধ এই বন্ধুত্বের মাঝেই নিরবচ্ছিন্ন নিরবকাশ বড় একটা কিছুর স্বপ্ন দেখছে—"

"সত্যি ?"

"সে কথা আমাকে না জিজ্ঞাসা করে, আপনার অন্তরকে করুন, তাহলেই বুঝবেন।"

অণিমার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া সে শান্তভাবে কহিল—"স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণের মধ্যে আত্মার যথার্থ উপলব্ধি, একথা আমি হয়ত ঠিক বুঝি না—তবু যা করতে বলবেন আমায়, আমি তাই করব—"

সরোজ হঠাৎ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, তৎক্ষণাৎ দার্জ্জিলিঙ যাত্রার কথা তাহার মনে পড়িল। সে সোৎসাহে বলিল—"চলুন না আপনাকে নিয়ে কিছুদিন দার্জ্জিলিঙ বেড়িয়ে আসি—শুনেছিলাম আপনি সেখানে যাবেন ঠিক করেছিলেন।"

"তা করেছিলাম—বেশ তাই যাব—কিন্তু সেজন্ত আপনাকে কষ্ট দেব না—"

"কষ্ট, না আমার আদৌ কষ্ট হবে না—তাছাড়া আমিও একান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার সঙ্গে আমার বিশ্রাম ও পথ্য দুই-ই হবে—আমি নিতে চাই আপনার কাছ থেকে নব-জীবনের দীক্ষা—"

মানুষ জীবনে বারংবার আঘাত পায়। প্রতি আঘাতেই সে সংকল্প করে আর বিশ্বাস করিবে না। সে কূর্ম্মের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইবে, কিন্তু এ বিশ্বাস তাহার অধিক দিন থাকে না, অধিকক্ষণ থাকে না। ইহাই মায়া, ইহাই প্রকৃতি। তাই বিপ্রলব্ধা নারী বঞ্চনার মুখেও সরোজকে অন্তরঙ্গ জানিয়া সুখী হইল।

"আপনি অত্যুক্তি করছেন—"

"অত্যুক্তি আদৌ নয়, আমি জানি, যা আধুনিক, তা পুরাতনকে মানতে পারে না, পুরাতনকে মানে না বলেই সে ঘৃণ্য, একথা আমি আদৌ বলতে

পারব না। নবীন চিরদিন পৃথিবীকে নূতন করে সাজিয়েছে, নূতন করে গড়েছে—তাই আজকালকার নবীনতম সভ্যতাকে বুঝতে ও জানতে আমি জ্ঞানের প্রথম ও পরম কর্ত্তব্যই মনে করি—”

সরোজের বক্তৃতায় অভিনয়ের সুর কখন যে আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সরোজ নিজেই তাহা জানিতে পারিল না—

অণিমা উঠিয়া গিয়া সরোজের কর কম্পন করিয়া বলিল—“কমরেড ভট্টাচার্য্য।”

সরোজ বলিল—“কমরেড মিত্র—”

অণিমা একটুখানি থামিয়া বলিল—“হাঁ আজ থেকে আমরা সহযাত্রী, ভারতের তিমির অন্ধকাররাত্রি দূর করতে হবে—তা হবে না গান্ধীজির অহিংসায়, তা হবে না জহরলালের স্বপ্নে, তা হবে না জিন্নার বিরোধে—তার জন্ম চাই ভারতীয় সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন—আমূল সংগঠন—সেই সংগঠনে আপনি ও আমি করব জীবন উৎসর্গ– কি বলেন—”

সরোজের হস্তে তখন অণিমার সুরভি স্পর্শের স্পন্দন নাচিতেছিল, সে মুগ্ধচিত্তে উত্তর দিল—“তাই হবে কমরেড—”

অণিমা খানিক চুপ করিয়া শান্ত মুখে সরোজের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—“নিষ্ফল চিত্তদাহের গল্প আপনাকে শোনাব না—এ কথা সত্যি আপনার বন্ধু আমার অন্তর স্পর্শ করেছিলেন—”

সরোজ কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল—‘সেজন্য আমার আদৌ বেদনা নেই—অগ্নি চিরনির্ম্মল, চিরপাবক—”

অণিমা সে কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—“আপনার বন্ধু যা দিয়েছিলেন, আমি তা নিয়েছি—সেই আনন্দের স্মৃতি কুৎসিতও নয়, তুচ্ছও নয়। আক্ষেপ ও অভিমান করি না, শুধু আপনাকে ধন্যবাদ দেই—আপনি না এলে হয়ত আমি এক ট্রাজেডীর কারণ হয়ে দাঁড়াতাম—”

সরোজের মনে হইল অণিমার চোখে প্রচণ্ড শিশির বিন্দুর মত কয় ফোঁটা অশ্রু ঝলমল করিতেছে। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—“না কমরেড অতীতকে আমরা স্থান দেব না—আমরা চলব ভাবীকালে, যা হবে আশায় সুন্দর, কল্পনায় মধুর, রসে উচ্ছল আর প্রেমে পরিপূর্ণ—”

অণিমার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, বলিল—“কবে যাবেন—”

“কালই—আজ দার্জ্জিলিঙ মেল চলে গেছে, নইলে আজই যেতাম—”

"বেশ তাই হবে—আমি গুছিয়ে নিতে পারব—আপনি কি পারবেন—?"

"খুব"

"বেশ তাহলে কাল শিয়ালদহে দেখা হবে—"

"তা কেন—আমি ট্যাক্সি নিয়ে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব—"

অণিমা স্মিতহাস্যে বলিল—"এত কষ্ট কেন করবেন?"

সরোজ হাসিয়া উত্তর দিল—"কষ্ট কিছু নয়, আর চিরকাল এমনি কষ্ট করে আসছি—"

অণিমা হাসিয়া বলিল—"হঁা সেকথা শুনেছি, সুলতাদির জন্য আপনি যা করেছেন—সুলতাদি তা কখনও ভুলতে পারেন নি—পারবেন না—"

"ও হল, আপনার সুলতাদির অত্যুক্তি—বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া বীরের কাজ, সে বীরত্ব আমার নেই—আমি শুধু সেবকের কাজ করেছি—"

খপ করিয়া অণিমা প্রশ্ন করিল—"কিন্তু সেদিনের কথা থাক, আজ কোন গরজে এ কাজের ভার নিচ্ছেন—"

"সব কথার কি উত্তর আছে—?"

"আছে বই কি"

"নেই—আর যদি থাকেও, তাহলে আজ বলবার সময় আর নেই—আমি যাই, ছন্নছাড়া হলেও আমাকে গুছিয়ে নিতে হবে—শুভরাত্রি কমরেড—"

"শুভরাত্রি—কিন্তু—"

সরোজ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু টিন্তু আর নয়—আমি পালাই—" এই বলিয়া সরোজ দুমদাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঁয়ত্রিশ

সুবোধের মন একেবারে উদাস হইয়া গেল

সমস্তই নীরস, সমস্তই বিস্বাদ লাগিতে লাগিল। এই যে বেদনা, এই যে অপচয় ইহার কি প্রয়োজন ছিল সে ভাবিয়া পায় না। জ্ঞানের সহিত এই দুঃখের আলোচনা চলে না, কারণ এই প্রকাণ্ড অপচয় বিশ্বের সর্ব্বত্র। শূন্যে ব্যোমে অপরিমাণ অপচয়, নীচে পৃথিবীর ধূলিতে অফুরন্ত অপচয়। একবার মনে

হইল অণিমার সহিত দেখা করিবে না, কিন্তু সে সংকল্প সে স্থির রাখিতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টায় সে গিয়া অণিমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইল। ড্রয়িং রুমে তাহাকে খানিকক্ষণ বসিতে হইল, তাহার মনে হইল সে যেন এক যুগ। অণিমা যখন আসিল, তখন সে সদ্য স্নান শেষ করিয়াছে। তাহার আলুলায়িত কুন্তল তাহার শাড়ীর ফাঁক দিয়া প্রায় তাহার গুল্ফ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছে। সুবোধের মনে পড়িল উর্ব্বশীর কথা। সমুদ্র মন্থনে উত্থিতা সৌন্দর্য্যরাণী উর্ব্বশীর সহিত হয়ত একমাত্র অণিমার তুলনা হইতে পারে।

হৃদয়ে বেদনার চিতা জ্বলিতেছে—যেন প্রখর গ্রীষ্মের অগ্নিবৃষ্টিতে সারা দেহে জাগিয়াছে দাবদাহ। সুবোধ বাগাড়ম্বর না করিয়া তীরের মত স্পষ্ট বাক্যে অণিমাকে বিঁধিবার চেষ্টা করিল—"এ কি শুনছি, তুমি নাকি দার্জ্জিলিঙ চলেছ?"

অণিমা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল—"আমায় আপনি বলেই ডাকবেন—অন্তরঙ্গতার অপমান আমার সহ্য হবে না—"

সুবোধ বুঝিল, সব শেষ হইয়াছে, বাদানুবাদ বৃথা। তথাপি মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণকে ধরিতে চায় তেমনই বলিল—"কিন্তু—?"

সিংহিনীর মত গ্রীবা দোলাইয়া অণিমা উত্তর দিল—"আপনার সঙ্গে দুদিনের পরিচয়, আমার গতিবিধির তত্ত্বাবধান করা আমারই কর্ত্তব্য, আপনার নয়, এইটে যদি মনে রাখেন, তাহলে অনর্থক দুঃখ ও উষ্মার হাত থেকে রক্ষা পাবেন—"

অণিমার কথার সত্যতা সুবোধ অস্বীকার করিতে পারে না, তাই তর্কঝঞ্ঝা উড়াইয়া সে তাহাকে দুর্ব্বল করিতে পারে না। নিরুপায় বেদনায় তাই বলিল—"তর্ক করব না, কিন্তু আমার কি নালিশের কোনও কারণ নেই—"

"না"

কঠোর, নিরুত্তর করিবার মত দুঃসহ প্রত্যুত্তর। সুবোধের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। অণিমার মমতা হইল। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"অন্ধ হয়ে আপনি বসে থাকবেন না, রসের উৎস আপনার জন্য যে নারীর চিত্তে রেগেছে, তার মর্য্যাদা দেবেন তাহলেই আপনি শান্তি পাবেন—"

"ওঃ সরোজ বুঝি আপনার কানে এসব কথা লাগিয়েছে। আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি—"

অণিমা বিহ্বল হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, পরে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—"এ সমস্ত ছলনা করবেন না—"

"ছলনা"—সুবোধের বাক্য রুদ্ধ, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

অণিমা দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"ছলনা বই কি, ভালবাসা আর মোহ এক নয়—"

"হয়ত নয়, কিন্তু এ মোহ এ যদি তুমি মনে করে থাক, তুমি ভুল করেছ,—তুমি জান এ একান্ত সত্য—"

অণিমার গলা ধরিয়া ওঠে, সে কষ্টে বলিতে থাকে—"সত্য মিথ্যার যাচাই করবার সময় আমার নেই—ক্ষণিকের যে আলাপ তার ভুল ত্রুটি যা কিছু তা নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল—আমি দার্জ্জিলিঙ চলেছি—আপনি এরাকে বিয়ে করুন—তাহলেই সুখী হবেন—"

"একি তোমার উপহাস না উপদেশ ?—"সুবোধের কণ্ঠস্বর তিক্ত হইয়া ওঠে।

"উপহাস নয় বলতে পারি—"

সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি আসছি, কিন্তু জানবেন, মানুষকে এমন করে অপমান করা সোভিয়েট সৌজন্যে বাধে—"

"সৌজন্যের অভাব হয়নি তখনই বুঝবেন যখন—"

"যখন কি ?"

"যেদিন আলো পাবেন—"

"আমি সে আলো চাই না—"

"চাইনা বললেই ত হয় না, যা প্রাপ্য তা আপনা হতেই আসে—মনে করবেন আমি আপনার বন্ধু—আপনার হিতৈষী—"

সুবোধ পুনরায় বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। খানিক থামিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আমার মনে হচ্ছে—তুমি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়েছ—"

"না, না ভ্রম নয়, কিন্তু আমার সময় অফুরন্ত নয়—"

চলিয়া যাইবার এই ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া সুবোধ বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল—"ব্যথার সমুদ্রের স্মৃতি—শুধু একা আমাকেই বহন করতে হবে, না—এই স্বর্গবাসের মধুর ক্ষণগুলি তোমাকেও ব্যথা দেবে ?"

অণিমা এবার উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তার জন্য চিন্তা নেই—জীবনটা একটা গতি, একটা প্রবাহ। সে গতিকেই মানতে হবে—"

সুবোধ চাহিয়া দেখিল প্রভাতের স্নিগ্ধালোকে অণিমার ঘনকৃষ্ণ চুলের পুঞ্জিত পটভূমিকায় তাহার সুন্দর মুখখানি এক অপূর্ব দীপ্তি, এক মহিমাময় শ্রী লাভ করিয়াছে। সে বলিল—"গতি নিশ্চয়ই ভুললে চলবে না—"

হঠাৎ অণিমা বলিল—"আপনাকে চা দিতে বলি—"

"না আমি খেয়ে বেরিয়েছি—"

"তাহলেও শুধু এক কাপ চা—"

"না আমি চা-চাতক নই—কিন্তু যে কথা বলছিলাম, নারীর সার্থকতা নয় গতিতে"

"বলুন—তার সার্থকতা মাতৃত্বে"

সুবোধ চুপ করিয়া গেল। অণিমার আক্রমণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার অসুবিধা হইল। সে খানিক থামিয়া প্রশ্ন করিল—"একথা তুমি বলছ কেন?"

"মনে হল ওটাই আপনার মনের উদ্দেশ্য—নারীকে মা হওয়া ছাড়া আর বড় কিছু আদর্শ আপনার ভারতবর্ষ খুঁজে পায়নিত—"

সুবোধ এবার ক্ষিপ্তের মত উগ্র হইয়া বলিল—"একি বলছেন আপনি. কেবল কার্লমাকর্স আর লেনিন পড়েছেন, দেশের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, তার সন্ধান কখনও পাননি—তাহলে জানতেন ভারতীয় নারীর ত্যাগ ও দুঃখবরণের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়—'

"কিন্তু গৌরবের কি তাতে আছে—"

"সে কথা আপনি বুঝবেন না—বুঝতে পারবেন না—আপনার দৃষ্টি ভারতীয় সতীত্বের যে মহিমাময় রূপ, তা দেখতে পাবেনা—"

"সে তর্ক বৃথা—তবে মনুষ্যত্বের কথা যদি আপনি মানতে চান—তাহলে যে আগুন নীরবে আত্মদহন করছে, তার জ্যোতিকে বুঝতে চেষ্টা করবেন—"

এই বলিয়া—অণিমা নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। সুবোধও প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল—"আমি বুঝবার চেষ্টা করব, কিন্তু তুমিও মনে রেখো—যাকে তুমি তুচ্ছ ও অবহেলা করে মদগর্ব্বিত পদে চলে গেল—সেটা ফেলবার মত নয়।"

অণিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সে ফিরিয়া চাহিল না। একবার মনে হইল সে সুবোধকে ফিরাইয়া আনে, বলে—"হে বন্ধু, আমার ভুল ক্ষমা করো—"

কিন্তু না, যে ত্যাগ সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে—তাহা হইতে সহসা ফিরিবার উপায় নাই, কিন্তু তথাপি বেদনা হয়।

জগৎলীলায় মাঝে বিদায়ের পালা অনন্ত বেদনার সুরে ভরা। যে স্বপ্ন,

যে আশা সে পিছনে ফেলিয়া চলিল, জানে তাহা একান্তই নিঃশেষ হইয়া গেল, তবু হৃদয়াবেগ তাহাকে ভুলিতে পারেনা।

অণিমা নিজের মনে বলে—"হে দুঃসাহসী অভিযাত্রী—তুমি ভয় পেওনা—" ফিরিয়া গিয়া নিজের শয্যায় এলাইয়া পড়িয়া তাই সে খানিক কাঁদিয়া লইল।

সুবোধ তাহা জানিতে পারিল না—সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জানিতে পারিলে হয়ত পটের অন্যরূপ পরিবর্ত্তন হইত। সুবোধ অভিমান ভরে চলিতে লাগিল। দুই পাশের প্রাসাদোপম সৌধশ্রেণী নির্ম্মম ও নির্দ্দয়। লোকের অবারিত সম্মেলন যেন উদ্দেশ্যহীন, একদিন সব নিঃশেষ হইয়া যায়। মৃত্যু আনে পরম বিস্মৃতি—কিন্তু তবু মানুষ চায় অমরত্ব। অণিমার জীবন হইতে সে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে তাহার অতিশয় বেদনা লাগিল।

অন্ধ ভাগ্যের অসহায় ক্রীড়নক আমরা। কিন্তু তবু আঘাতের মুহূর্ত্তে তাহাকে আমরা মানিতে পারিনা। বিদ্রোহ করিয়া বসি। বিদ্রোহ হয়ত একান্ত ভাবে মানবীয়, পশু কীট পতঙ্গ এই বিদ্রোহ করেনা। তাই মানসিক অশান্তির জ্বালা তাহাদের নয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা তারা পায়, কিন্তু মানসিক ক্লেশ তাহাদের নাগালের বাহিরে। সুবোধ সরোজের উপর ভীষণ রাগ করিল—সে নিশ্চয় এই বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, সে হন হন করিয়া সরোজের ওখানে গেল।

সরোজের ওখানে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বেতার বক্তৃতার কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। জন কয়েক কর্ম্মী সমবেত হইয়া জটলা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে ছিল জগৎ রায়, মোহিনী সাঁতরা, হেমন্ত গরাই আর অনাদি দস্তিদার।

হেমন্ত গরাই বলিল—"উনি ভাল কথাই বলেছেন—লোকের দুর্দ্দশা মোচনই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য—"

অনাদি উত্তর দিল—"এসব ছেঁদো কথা ভাই—"

মোহিনী নিশ্চুপ হইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল, সহসা চোখ মেলিয়া বলিল—"না তা কেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করে পর্য্যাপ্ত খাদ্য, যোগ্য বাসভবন, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থার প্রতি এরা জোর দেবেন, এটা সত্যিই মনে হয়—"

সরোজ বলিল—"তোমরা ভুলে যেওনা ডাঃ ঘোষ চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে—সর্ব্বপ্রকার শোষণের কবল থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে—"

জগৎ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—সে এইবার বলিল—"এটা কিন্তু হুবহু রাশিয়ার অনুকরণ—"

সুবোধ ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাশের একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল, সে এইবার বলিল—"ভাল কথা বলেছেন জগৎ বাবু, অনুকরণে বড় কিছু করা যায় না—আমাদের করতে হবে পুরাতনের অভ্যুদয়—ভারতীয় পুরাণী প্রজ্ঞার পুনরুত্থান—"

সরোজ বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল—ইহা কলহ। তাই সোৎসাহে সে আরম্ভ করিল—"এসব কথা আদৌ ঠিক নয়—যতই চেষ্টা করি গঙ্গা ফিরবে, না গঙ্গোত্রীতে—রামায়ণ ও মহাভারতের স্বপ্নযুগে ফেরা বাতুলের স্বপ্ন—আর বৈদিক জীবনের যতই বড়াই করি না কেন—তাকে আধুনিক কিছুতেই মানতে পারবে না—"

সকলেই নিঃশব্দে শুনিতেছিল। সরোজের কণ্ঠে নিঃসংশয় নির্ভরতা—কোথা হইতে সে আজ এমন দৃঢ়তা সংগ্রহ করিল, সুবোধ ক্ষণিকের জন্য তাহার কথা চিন্তা করিল; তাহার পর পরুষ কণ্ঠে বলিল—"এ হল ঐতিহ্যের অপমান, ভারতবর্ষ যে ধ্যানগম্ভীর তপস্যায় নিযুক্ত—তার চারিপাশে বারংবার এসেছে নানা কলরব—নানা বিপ্লব—নানা সমারোহ, কিছুতেই তার সমাহিত সাধনার ব্যত্যয় হয়নি—আজও হবে না—ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক স্বাধিকার পাবে, সে স্বাধিকারের মর্য্যাদা তখনই, যখন তা তার আপন আত্মদর্শনে প্রবৃত্ত হবে—"

বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে সুবোধের দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃত তলদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি যে সহযোগ ও মৈত্রী ছিল, আজ অণিমার আঘাতে তাহা প্রখর ও দুর্বল হইয়া আত্মপ্রকাশ চাহিতেছে।

সরোজ অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"কাল চলছে এ কথাটি যেন আমরা না ভুলি, সত্য মিথ্যার জড়িয়ে আমরা যে মহিমাময় ভারতবর্ষের কল্পনা করি—সে কল্পনা, —আর সোভিয়েট এনেছে যে আদর্শ তা জীবন্ত, তা ক্রিয়াশীল—রাশিয়া আর ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক ঐক্য আছে—উভয় দেশই কৃষি প্রধান—উভয়েতে রয়েছে সমান অজ্ঞান ও কুসংস্কার—তাই আমি ডাঃ ঘোষের কথাই সমর্থন করি—ভারতবর্ষে সোভিয়েটের অনুপ্রেরণায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে—"

ক্ষুব্ধ স্বরে সুবোধ অভিযোগ করিল—"কিন্তু ঠিক এই ধরণের মতবাদ ত তোমার ছিল না ভাই—"

"ছিল না, কিন্তু যা সত্য, তাকে যখনই জানি, তখনই মানা ভাল—"

জগৎ রায় বলিল—"এ আপনারা অনর্থক বিতণ্ডার সৃষ্টি করছেন—"

সুবোধ বলিল—"না আমি এসব তর্ক করতে চাই না—তোমার সঙ্গে আমার একটু গোপন কথা কইবার ছিল ভাই সরোজ, তোমার সময় হবে কি?"

সকলেই এই ইঙ্গিত বুঝিল। তাহারা উঠিয়া বিদায় নিল। বন্ধুরা চলিয়া গেলে উভয়ে নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুবোধ প্রশ্ন করিল—"এই সোভিয়েট প্রেম কি তোমার অহেতুক?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ বলিল—"অহেতুক নয় ভাই, নারীর মধ্যে রয়েছে প্লাবিনী শক্তি—তাই তারাই দেয় অনুপ্রেরণা—ডাঃ মিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর পেলাম এক নূতন উদ্বোধনের মন্ত্র—"

"ওঃ এ সেই মন্ত্র জপ—" সুবোধের কণ্ঠস্বর তীব্র তীক্ততায় ভরা।

সরোজ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্ধুর বাক্যের তাৎপর্য্য নিঃসংশয়ে সে বুঝিতেছে তাহা নয়, কিন্তু তথাপি অনুমানে বুঝিল ইহা তাহার ঈর্ষ্যা। কিন্তু যে প্রয়োজনে সে এই খেলা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাই সুবোধকে রাগাইবার জন্যই সে বলিল—"জীবনে যখন রসময়ী নারীর পরিচয় পাই, তখনই আমার সচেতন হয়ে উঠি—এর জন্য অভিযোগের কারণ কি?"

সুবোধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"অভিযোগের কারণ কি কিছু নেই—"

সরোজ মাথা নত করিল। খানিক মৌন থাকিয়া বলিল—"এবাদি রইলেন ভাই তাকে তুমি দেখো—"

"এখন আর এবাদি কেন?"

"সেকথা তুমি আজ বুঝবে না ভাই"

সুবোধ রাগিয়া জবাব দিল—"বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা কোথাও আছে কি?"

সরোজ যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ক্ষোভে ও বেদনায় একবার মনে করিল, সব প্রকাশ করিয়া বন্ধুত্বের ঋণশোধ করুক—"এবাদি যে সেবা ও যত্ন তোমাকে করে, তার মধুর রূপটিকে তুমি অনাদর করে নিঃশেষ হতে দিও না—"

সুবোধ খানিক চুপ করিয়া বলিল—"একি তোমার ষড়যন্ত্র—"

সরোজ হাসিয়া উত্তর দিল—"এ আমার নয়, বোধ হয় ভগবানের; যিনি নারীর বুকে ভালবাসা দিয়েছেন, তিনি এর আয়োজন করে থাকেন। নারীর

ভালবাসার একটা দিক তুমি দেখেছ—তার বিচিত্র রূপের মাধুর্য্য কখনও অনুভব করনি—তাই মনে রেখ এখাদির কত ব্যথা, কত বাধা।"

"কিন্তু তোমাকে কি তিনি ওকালতি করবার ভার দিয়েছেন?"

সরোজ রাগ করিল না, শান্ত কণ্ঠে বলিল—"মানুষের যে সহজ প্রকৃতি—যা অনাবিল, যা শুভ্র ও সুন্দর; তাকে আমরা প্রত্যহই উৎপীড়িত করি—। হিন্দু ও মুসলমানে হিংসা, হানাহানি ও লোলুপ দ্বন্দ্ব রবে—কিন্তু সে জিনিষ নারী হৃদয়ের অমৃতকে কলুষিত করবে না—একথা তোমায় আজ স্মরণ করতে বলি—"

"এর মধ্যে সহজ প্রকৃতির কথাটা কেন আসছে তা ত বুঝছি না—এখাকে শ্রদ্ধা করা এক, ভালবাসা অন্য—তার সেবা ও যত্নের জন্য আমি কৃতজ্ঞ—কিন্তু তার জন্যই যদি তাকে আমরা গৃহিণীর পদ দিতে হয়, সে নিশ্চয়ই হবে তার অমর্য্যাদা—"

সরোজ সে প্রশ্ন এড়াইয়া বলিতে লাগিল—"জীবনের সঙ্গে বিকাশকে বলতে পারি ফুলের মত ফোটা—মানুষ চায় নিজেকে রূপে, রসে, গন্ধে, গানে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলতে—নীতির বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন—তার সেই সহজ নিজ ধর্ম্মকে বারংবার পীড়িত করে—সঙ্কুচিত আড়ষ্ট জীবন যাপন করে ভাবে তারা মহত্ব করছে—"

সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এসব অবান্তর তর্কের মীমাংসার মত মনের অবস্থা আমার নয়—"

"কিন্তু এ আদৌ অবান্তর নয় ভাই—এই কথাটাই মনে রেখ ভালবাসার জন্য নারী সব দিতে পারে—তার এই আত্মবিসর্জ্জনকে বলতে পার প্রবৃত্তি—এর স্বাদ তুমি হয়ত সঠিক জান না, তাই একে মানতে চাচ্ছ না—কিন্তু সে না পারায় তোমার কোনও গৌরব নেই—"

সরোজ পুনরায় বলিয়া চলিল—"গৌরব অগৌরবের কথা এ নয়"

এ কথা সত্য, একদিন ওকে আমার ভাল লেগেছিল, কিন্তু ভাল লাগা আর ভালবাসা এক নয়—"

সরোজ উপহাস করিয়া বলিল—"প্রেমশাস্ত্রে আমি পণ্ডিত নই। সোজা বুদ্ধিতে যে কথা মন বলে, তাই বলছি—সুরূপা প্রেমময়ী যে বিদুষী তোমার জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা করতে চলেছে—তাকে পেলে জীবনে তোমার আসবে নূতন অন্তপ্রেরনা—আজ এই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতে—বিদায়ের মুখে এই কথাটি

তোমায় বলে যেতে চাই—দুঃখের রক্ত শতদলে এষাদির জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তোমার বিমুখতা একদিন না একদিন ভাঙবেই—"

"বিদায়—একি কথা বলছ ভাই—"

"আমি ক্লান্ত—শৈলাবাসে আমি জীবনকে আর তার সমস্যাকে নূতন কৌতূহলে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করব—আর তার জন্য পাব একজন, যার প্রাণের দুর্ব্বার বন্যা তার কথাও সংলাপে আনবে বিচিত্রতা ও অজস্রতা—"

কলিকাতার রাজ পথ আদিত্যের কনক কিরণে ঝলমল। বাহিরের কিরণের ঐশ্বর্য্য ঘরেও প্রতিফলিত হইয়াছে—। খানিক চুপ করিয়া সে বলিল—"তুমি যে সত্যি সত্যি কবি হয়ে উঠলে—এ কবিত্ব দেখেছিলাম আর একদিন—আর দেখছি আজ,' কিন্তু সেদিনের ব্যর্থতা স্মরণ করে অগাধ উল্লাস করতে বারণ করি—ভাই—"

"না না, বারণ করে লাভ নেই—দিকচিহ্ন হীন মরুভূমির পথে ক্ষণিক মরীচিকার মত হয়ত এই স্বপ্নজাল। কিন্তু তার যে কোনও দাম নেই, একথা আমি মানব না—কিন্তু আমার জিনিষ পত্র গোছাতে হবে ভাই—শুধু এই কথাটি তোমাকে বলতে চাই—জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনাকে তুমি অবরুদ্ধ করতে দিওনা—"

সুবোধ অভ্যাস বশতঃ হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। বন্ধুর কথায় কোনও উত্তর দিলনা। যে প্রেমের স্পর্শে সরোজের জীবন আজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার কথার খোঁচাগুলিও তাই যাদুতে মাখানো, তাই তাহার পর রাগ হইলেও রাগ চলেনা।

ছত্রিশ

যুক্তির দ্বারা যাহার সমর্থন চলেনা, জীবনে তাহা ঘটে। যতই চারিদিক হইতে বন্ধু বান্ধব এষার দিকে তাহার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছিল, সুবোধ ততই বাঁকিয়া বসিতে লাগিল। সে নিজের মন বিশ্লেষণ করিয়া বলিল—এষাকে সে স্নেহ করে, কিন্তু ভালবাসেনা। কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের মনঃ সমীক্ষণ করিতে পারিনা। পারিলে হয়ত ভাল হইত, তাই তাহার মন যে অণিমার জন্য ছুটিয়াছে একথা অস্বীকারের মধ্যেও সে অনুভব করিতে পারিত।

সে মনে মনে রাগিয়া গেল। সরোজের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে বটে, কিন্তু সেই প্রীতি বলে এইরূপ বিসদৃশ আচরণ করা তাহার মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। সরোজ কেন তাহাকে সুলভ ও সহজ মনে করিল। তাহার সমস্ত মনোভাব ত তাহার নখদর্পণে নয়। কিন্তু সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না।

ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়া সে যখন গৃহে ফিরিল, যেন সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিল। এবা নাই—বাড়ীর সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা—আজ চাকরের হাতে তাহার আহারের আয়োজন। চিরদিন সে পরনির্ভর, নিজের কাজ নিজে করিতে পারেনা। যুদ্ধের হিড়িকে চাকর মেলানো দুঃষ্কর।

অভ্যাস মত চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া সে ডাকিল—"মদন"। মদন নামক মেদিনীপুরের ভৃত্য আসিল। সুবোধ বলিল—"তেল নিয়ে আয়, আমাকে তেল মাখিয়ে দি'বি—?"

মদন বলিল—"এসব নীচ কাজ আমি কবতে পারবনা—"

যে ক্রোধ তাহার বর্দ্ধমান হইয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশের পথ না পাইয়া আক্রোশে বাড়িতেছিল এবার ছাড়া পাইল। সে সবেগে মদনের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত বসাইয়া দিল। বলিল—"এখনই বের এবাড়ী থেকে—"

"যাচ্ছি—আমার মাইনে দিয়ে দিন—"

সুবোধ পকেট হইতে ঝনাৎ করিয়া কয়েকটি টাকা ফেলিয়া দিল। মদন দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া বিদায় হইল।

সুবোধ নিশ্চিন্ত হইল। আজ আর বাহির হইবে না—সবদিক দিয়ে সে শ্রান্ত ও ক্লান্ত। ইজিচেয়ারে সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া পড়িয়া সে রাজ্যের চিন্তা করিতে লাগিল। জীবনে আজ তার ঝড় উঠিয়াছে। বৃষ্টি আর বজ্রপাতে যেন সব ভাসিয়া যাইতেছে। সে একান্ত নিরাশ্রয়। দুর্য্যোগ বিপ্লবের মধ্যে সে যেন একান্তভাবে আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

তন্দ্রাঘোরে সুবোধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যেন সে বায়ুহীন ব্যোমের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—সহসা দৃষ্টিপথে পড়িল এক মায়াময়ী তরুণী কলহাস্যে ও প্রাণচাঞ্চল্যে সে যেন চারিদিক মুখর করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় সেই মুখ যেন চেনা—মনে হয় যেন চেনা নয়।

বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—"আমায় চিনতে পারছ না?"

সুবোধ সেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে যেন চিনিতে পারিল না, বলিল—"না"

সেই প্রাণময়ী নারী বলিল—"এইত ভালবাসা—আমি অমিতা—"

"তুমি সুখে আছ—?"

"আছি, কিন্তু তোমার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে—"

"কি করতে বল আমায় ?"

"বিয়ে কর—"

"কাকে করব ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী সেই ছায়ামরীর মুখে যেন হাসির বিদ্যুৎছটা খেলিয়া গেল—সে বলিল—"কেন লায়লাকে ?"

সুবোধ বলিল—"একথা তুমি বলছ—?"

"একদিনত তুমিই এ নিয়ে খোঁটা দিয়েছিলে—"

"সেদিন আর এদিন এক নয়—"

"নয় বটে, কিন্তু ও ত হিন্দু নয়—"

"নাই বা হল, ও মানুষ— জগতে সেই শুভদিন আসছে যেদিন মানুষের তৈরী সব ভেদ শেষ হয়ে যাবে—মানুষ এক ও অখণ্ড হবে—"

"সে দিন কি আসছে ?

ছায়াময়ীর মুখে হাসির লহর খেলিয়া গেল। সে স্মিতহাস্যে উত্তর দিল—"আসছে, তার আয়োজন চলছে—সংসারের দুঃখের যমযন্ত্রণা শেষ হবে—'

হঠাৎ সে দৃশ্য মুছিয়া গেল।

আকস্মিকে ভাবে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল—এ সেই অণিমা ? মনে হইল তাহারা দার্জ্জিলিঙে—সম্মুখে তাহাদের প্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য—অণিমার আনত মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুবোধ বলে—"তুমি আমায় ভুল বুঝলে আমার ভালবাসার অপমান করলে—।"

সুবোধের হাতের মুঠার মধ্যে অণিমার পল্লবসুকুমর হাত—তাহাতে কাঁপন লাগে—বিবর্ণ মুখে কম্পিত কণ্ঠে সে বলে—"আমি তোমায় ভুল বুঝিনি—আমি তোমায় বরাবরই ভালবাসি—"

সুবোধের চমক ভাঙে। সে বলে—"তাই সত্যি, আমার প্রাণ ঢালা তৃপ্তিকে তুমি অবজ্ঞা করতে পারনা—"

"তা পারিনা"—উত্তর আসে

ছবি মিলাইয়া যায়

কাঞ্চনজঙ্ঘার কনকশিখর দিব্যদ্যুতিতে চোখের সম্মুখে ভাস্বর হইয়া শুধু জ্বলিতে থাকে।

আবার দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হয়।

সুবোধ দেখে সে যেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ—কিন্তু সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়াছে ভারতের নবরাজধানীতে। চারিদিকে উৎসব ও আনন্দকোলাহল। হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের দুঃস্বপ্ন বহুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে যে মধ্যযুগীয় মনোভাব ভারতবর্ষকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে—ভারতবর্ষের এক গৌরবময় অধ্যায়।

সে রাজধানীর পথে চলিয়াছে—নব গঠিত ভারতবর্ষের শাসন সভার যিনি রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসব। লোকের আনন্দ ধরে না—কেহই যেন ক্ষুব্ধ নয়। পৃথিবীর রাষ্ট্রসংঘের যে বিরাট সভা তাহা এবার ভারতবর্ষে হইবে। রাষ্ট্রপতি তাহাই ঘোষণা করিয়া নব বিংশবার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলিবেন, তাই কাতারে কাতারে নর নারী চলিয়াছে—

সুবোধ পথচারী এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল—"আপনি হিন্দু না মুসলমান ?"

"কি বলেন মশাই—আপনি কোথাকার লোক ?—সুবোধ থতমত খাইয়া যায়। সে যেন রিপ ভ্যান উইঙ্কেলের মত নব সভ্যতার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে।

"কেন ?"

"ওসব অভিধা বহুকাল শেষ হয়ে গেছে—আমরা ভারতবাসী—"

"আপনাদের ধর্ম্ম ?"

"লোক সেবাই আমাদের ধর্ম্ম—"

"আপনারা কার পূজা করেন—"

"নরনারায়ণের পূজা করি—"

"ওঃ—" বলিয়া সুবোধ বিস্ময়ে চুপ করিল।

রাজপথ—

প্রশস্ত রাজপথ বহিয়া চলিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী কোথাও নাই—সকলেই সুবেশ, সকলেই যেন প্রাণবন্ত। হাঁ এই স্বপ্নই তাহারা যৌবনে দেখিয়াছিল—তাহারা যাহা বিশ্বাস করে নাই—আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—

কথাটি তাহাদের অতি পুরাতন আমলে খুবই মোহ ছড়াইত। সে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। মানুষের নব জাগ্রত চেতনা। সে একটী খবরের কাগজ কিনিয়া পড়িতে বলিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাহির হইয়াছে—

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ভারতবর্ষে আজ অতিথি। কোনও মানব সমাজকে ও রাষ্ট্রকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া ভীত হইব না। নব নব সংঘাতে আমরা নব নব অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইব। বিশ্বের মানুষ আর পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—প্রেমের ক্ষেত্রেই তাহারা প্রতিযোগিতা করিবে—এবং মানব মিলনের মাঝেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হইয়া উঠিবে—সেই সামঞ্জস্য ও সংহতি কোনও বিশেষ দেশের নয়, কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের নয়, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশ বিদেশের হউক, তাহার আত্মা বিশ্বমানবের, একথা যেন আমরা মুহূর্তের জন্য না ভুলি—"

সুদৃশ্য নূতন ধরণের ডাবল ডেকারে চড়িয়া চলিতে চলিতে সুবোধ অনুভব করিল তাহাদের বন্দেমাতরমের মন্ত্র, তাহাদের জয়হিন্দের বুলি শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ পৃথিবীতে নব চেতনা—নব মানব সমষ্টি।

সুবোধ কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রতিবেশী তাহাকে ধাক্কা দিয়া যেন ডাকিতেছে। সে বলিল—"কি বলছেন?"

জাগিতেই দেখিল সম্মুখে নরেন্দ্রনারায়ণ। নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"ব্যাপার কি? দিনের বেলায় এমন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা—চোরে সব চুরি করে নিয়ে গেলেও ত টের পেতেন না—"

"বসুন—ওরে মদন চা নিয়ে আয়—"

"না, এই অবেলায় চা নয়—"

"ওঃ বেলা কটা বাজল?"

"তা বেলা বারটা বাজে—"

"বারটা—মদন, মদন—" তখন মনে পড়িল মদন পালাইয়াছে।

লজ্জিত হইয়া বলিল—"মদনটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম—"

"তাড়িয়ে দিয়েছেন—তাহলে উপায়—"

"অনুপায়ের উপায় ভগবান—।"

নরেন্দ্রনারায়ণ অনুতাপের স্বরে বলিল—"আপনার স্নানাহার হয়েছে—?"

"না—"

"তাহলে চলুন—আমাদের ওখানে—যে কয়দিন অন্য সুবিধা না হয়, সে কয়দিন বরং আমার ওখানেই—"

"না, তার প্রয়োজন নেই—যদি একজন বিশ্বাসী চাকর কয়েকদিনের জন্ত দেন—"

"আচ্ছা চলুন ত মোটরে—খেয়ে-দেয়ে সব ব্যবস্থা হবে'খন।"

বাধ্য হইয়া অনুরোধ পালন করিতে হইল। সুলতা সুবোধকে তিরস্কার করিল।

"না, এমন ছন্নছাড়া জীবন চলবে না—"

"কি করব বলুন?"

"স্থিতির একটা চেষ্টা করুন—" তাহার মুখ কৌতুকোজ্জ্বল।

"ওঃ ভাল কথা মনে করে দিয়েছেন—এবা হাসপাতালে, তার ওখানে তদারক করতে যেতে হবে, আমি পারব না—আপনি যদি দু-একদিন তার খোঁজ নেন—"

"তা নেব—কিন্তু এসব ক্লৈব্য ভাল নয়—"

"যা ভাল নয়, তাই কি ত্যাগ করতে পারি?"

সুলতা সে কথা আর বাড়াইল না।

আহার শেষে নরেন্দ্রনারায়ণ বাংলার নেতৃত্বের কথা উঠাইল। সে এই কথা বলিবার জন্তই গিয়াছিল।

সুবোধ তাহার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতেছিল না—তাহার মন জানালার ফাঁক দিয়া এক সুদূর মেঘলোকে বিচরণ করিতেছিল। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বক্তা প্রশ্ন করিল—"এই ঘটনায় কি পন্থা তা কি ভেবেছেন?"

অন্তমনস্ক সুবোধ উত্তর দিল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ কতক যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল—"বাংলার ভাগ্যাকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, এখন হতাশার বাণী শুনিয়ে লাভ নেই। শোনাতে হবে এক অখণ্ড অবিভক্ত অবিভাজ্য বাংলার। তার জন্ত চাই নূতন নেতা, চাই নূতন নেতৃত্ব। কোথায় সে চারণ কবি। যে আজ শোনাবে আশার গীতিকা—কোথায় সে দৃঢ়চেতা নেতা, যে ক্ষণিক স্বার্থের প্রলোভন ত্যাগ করে বৃহৎ বঙ্গের স্বপ্ন দেখবে—? আজ প্রতিক্রিয়াশীল নিষ্ঠুরতার আঘাতকে ভয় করে দূরে থাকলে চলবে না—কোথায় দেখতে পাব সে অগ্রণী?"

সুবোধের তন্দ্রা যেন ভাঙ্গিল না, সে বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললেন?"

"দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল যারা ভাবছে, তাদের বেদনা আজ

অপ্রকাশিত, তাকে রূপ দিতে হবে—শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমির এই দ্বিখণ্ডিত ছিন্নমস্তারূপ কতদিন চলবে বলুন—আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপ, বলতে হবে পুনরায় তারস্বরে বন্দেমাতরম্—"

সুবোধ বলিল—"তার জন্য হিন্দুত্বকে নিতে হবে তার সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন রূপ। চতুরাশ্রম আর চাতুর্ব্বর্ণ্য—এসব যুগে অচল হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের জাতির যা চরম অবদান—সেই অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতি—তাকে বিস্মরণ করা চলবে না—কোনও ক্রমেই নয়—"

সুলতা ছিলনা এই সংলাপের বৈঠকে। সে আসিয়া বলিল—"থাক, তোমার এসব কচাকচি, সুবোধ-দা বড় ক্লান্ত—ও'র বিছানা করে দিতে বলি—"

সুবোধ সে কথায় কোনও ধন্যবাদ দিল না, কিন্তু নত নয়নে সে আপন কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যত তর্কই করি মেয়েদের এই স্নেহ সুকুমার সেবার ভাব মানুষকে যত শীঘ্র আপন করিয়া তোলে, আর কিছুই তত করে না।

নরেন্দ্রনারায়ণের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। মন্ত্রী না হইতে পারিয়া তাহার হৃদয়ে যে আশা জন্মিয়াছিল, সে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। সুবোধকে শোয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া সুলতা ফিরিয়া বলিল—"বিকালে হাসপাতালে যেতে হবে—তুমি যাবে—"

"না"

"কেন ?"

"এ সময় দেশের সমস্যা যদি না ভাবব, তবে কবে ভাবব—বৃটিশ কূটনীতি সাফল্য পেল, অথচ কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করে সে দিকে দৃকপাত না করে জনাবজিন্নার সব দাবী মেনে নিচ্ছে, একথা কেমন করে সইবে বল—"

সুলতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ তাহার তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না—নরেন্দ্রনারায়ণ নিরুত্তর সুলতাকে ক্ষেপাইবার জন্য বলিল—"তোমার বন্ধু ত দার্জিলিঙ চল্লেন ?"

"হাঁ ডাঃ মিত্র বোধ হয় তাকে বিয়ে করবেন—"

"তাই নাকি !"

সুলতা স্মিতহাস্যে বলিল—"তাই বোধ হয়—"

নরেন্দ্রনারায়ণের মন হইতে যেন এক বোঝা নামিয়া গেল। পত্নীর পাশেই

সরোজকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া তাহার শঙ্কাই হইত। তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাহলে ত খুব ভাল হয়—"

"ভাল—কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে—?"

আগ্রহ করে নরেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"সুবোধদা আর এবার বিয়ের আয়োজন—"

"বিয়ের আয়োজন !"

"হাঁ, এতে আকাশ থেকে পড়লে কেন ?"

নরেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর সঠিক মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আমি কি করতে পারি—"

"ইচ্ছা থাকলে সব পারা যায়।"

ইহা হেঁয়ালি। এখানে মৌনতাই শোভন, তাই নরেন্দ্রনাথ নিঃশব্দ হইতে টেবেল হইতে একখানি ছবিওয়ালা মাসিক তুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুলতা অনেকক্ষণ কোনও কথা কহিল না। তারপর প্রশ্ন করিল—"এ নিয়ে কি তোমার কৌতূহল জাগছে না ?"

নরেন্দ্রনারায়ণ খানিক পত্নীর দিকে স্নেহসুন্দর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কৌতূহল স্বাভাবিক, পৃথিবীতে আর যা কিছু নীরস হোক, এ জিনিষ কখনও হয়নি, কখনও হবে না, কিন্তু কৌতূহলের কথা ত এ নয়—এ হল অধিকারের কথা—যে দুজন নর ও নারী আলোছায়ার পরিবেশে নিজেদের জীবনের নাটক গড়ে তুলছে, তাদের নিভৃত নিরালার উপর হস্তক্ষেপ করবার আমার আদৌ কোনও অধিকার নেই, সেই কথাই ভাবছিলাম—"

কথাগুলি সুলতা ঠিক বুঝিতে পারিল কিনা, তাহা বলা যায় না, তবে তর্কের পথে না গিয়া সে বলিল—"পরিবেশ সৃষ্টি করে সহায় হওয়া সহজ, লোকে ত বট পাকুড়ের বিয়ে দেয়—"

"তুমি আমায় হাসালে সু—"

অপ্রতিভ হইয়া সুলতা বলিল—"কেন ?"

"আমি নিষ্কলুষ নই সু, কিন্তু একথা বললে বোধ হয় ভুল করব না যে ভালবাসা জিনিষটা ধরে বেঁধে হয় না—ও আসে মেঘমুক্ত চাঁদের আলোর মত—হঠাৎ বাতায়নের ফাঁকে, একেবারে চলে যায় মনের নিভৃততম কোণে—।"

সুলতা উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সাইত্রিশ

সুলতা এবাকে হাঁসপাতালে যখন দেখিতে গেল, তখন নার্স বাহিরেই ছিল, সুলতাকে দেখিয়া বলিল—"শুনেছেন, কলকাতা না পেলে মুসলিম লীগ কলকাতাকে ধ্বংস করে ফেলবে ?"

"যান, এসব সত্যি নয়—"

"সত্যি কথা, আমাদের যে বাবুর্চ্চি তার কাছ থেকে শুনেছি, শ্রীহট্টে গণভোট শেষ হোক, তারপর ওরা আসবে কলকাতায়"

"আমার তা বিশ্বাস হয় না, ওদের নেতারা সবাইকে শান্ত হতে বলেছেন—"

নার্স সুলতার দিকে চাহিয়া বলিল—"এই কংগ্রেসী অহিংসার মনোভাব পদে পদে আপনাদের ভ্রমে নিচ্ছে—জনাব জিন্না যা দাবী করছে গায়ের জোরে, তার চেলারা যা গায়ের জোরে নিতে চাইছে, তাই পাচ্ছে—কাজেই আপনারা নিজেদের কেবলই সর্ব্বনাশ করছেন—"

সুলতা নার্সের কথার যৌক্তিকতা যেন অনুভব করিল। কংগ্রেসের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। কংগ্রেস কর্ম্মীরা জাতীয়তার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের ত্যাগ ও তপস্যায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইল বটে, কিন্তু একথা একান্তভাবে সত্য যে কংগ্রেস নেতৃবর্গের দুর্ব্বলতার জন্যই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াও পাইল না।

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য মুসলিম লীগের আপোষবিরোধী মনোভাব দায়ী ছিল না, এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া কংগ্রেস একান্ত ভুল করিয়াছে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসের এই দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। স্বাধীনতা বৃটিশের দান নয়, কিন্তু কংগ্রেসের ভাবে মনে হইতেছে যেন তাহারা একান্ত ভয়ে ভয়ে চলিতেছে। কংগ্রেসের রণক্লান্ত নেতৃগণ যেন যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ। তাহারা যে ক্ষণিক স্বস্তি পাইয়াছে, তাহাকে তাহারা আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় যে অত্যাচার ও অন্যায় হইল, কংগ্রেসের দুর্ব্বলতার জন্যই তাহাতে নিরীহ ব্যক্তিরা এমনভাবে কষ্ট ও মৃত্যু বরণ করিল।

শ্রীহট্টের গণভোটের কথাই সুলতার মনে পড়িল।

আমাদের দুর্ব্বল কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল বহিরাগতদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে শ্রীহট্টকে রক্ষা করিতে পারিল না। লীগ চমূদের ব্যাপক অত্যাচার ও উৎপীড়নে ভোট কখনই স্বেচ্ছামূলক হইবে না। শাণিত ছুরিকার আঘাতকে প্রেম দিয়া নিবারণ করা যায় না। কলিকাতার আগামী বিপ্লবের গুজবকে অবিশ্বাস করিবার ব্যাপার নহে। আর যদি পুনরায় আগষ্ট হাঙ্গামার মত হাঙ্গামা বাধে, তবে লীগমন্ত্রিমণ্ডলের উস্কানি ও অপরোক্ষ সহানুভূতির দ্বারা পুষ্ট হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতাকে ধূলিসাৎ করিতে এই সব অন্যায়কারীদের বাধিবে না।

নার্সের প্রশ্নের উত্তরে তাই সুলতা বলিল—"আপনি ঠিক বলেছেন, ব্যাপারটিকে এই দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত। বিপর্য্যস্ত জাতীয় জীবনে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস আনবার প্রয়োজন—মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্র ও প্রেমের বাণী ভারতকে দ্বিধার কাজে বাধা দিতে পারেনি—"

নার্স বলিল—"ভারতের স্বাধীনতা আইনের খসড়ার যে রূপ কাগজে বার হয়েছে, তা পড়ে কি সুখী হয়েছেন?"

"আমি তা পড়িনি—"

"পড়েননি—পড়বেন—কিন্তু আপনাকে অনেকক্ষণ দেরী করিয়ে দিলাম, রোগিণী আজ অনেক ভাল, কিন্তু ওঁর স্বামী আজ এলেন না কেন—"

"স্বামী—উনিত বিবাহিত নন—"

নার্স খৃষ্টান—এষা বিবাহিত নয়, তাহা বুঝিতে পারে নাই—"ওঃ তাহলে ওঁর প্রেমবল্লভ—তার আশাপথ চেয়েই আছেন—না এ যে তিনি খুব খারাপ করলেন—কারণ মনের অভয় রোগের সর্ব্বোত্তম ভোজ—"

সুলতা হাসিল। উত্তর না দিয়া ক্যাবিনের দিকে চলিল।

এষা ঘুমাইতেছিল—সুলতার পদশব্দে জাগিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল। সে চোখের গভীর নিরাশা সুলতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইল না।

"আমিই এসেছি বোন, তুমি যাকে চাইছ, তিনি আজ মানসিক শোকে কাতর—"

লজ্জায় এষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে অনুযোগের স্বরে বলিল—"কি বলছ দিদি?"

"সত্যি বলছি—"

এষা কোনও প্রশ্ন করিল না—শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সুলতার কৌতুকস্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাজেই সুলতাকে বলিতে হইল—"উমার তপস্যা ব্যর্থ হয়নি বোন, তোমারও হবে না বোন—"

"যান কি যে বলেন—"—এষার মুখে অভিযোগ মিষ্ট হইয়া ওঠে।

"লুকিয়ে লাভ নেই বোন—অন্তরে যখন এ আগুন জ্বলে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না—কিন্তু তোমায় সুখবরই শোনাতে পারছি বোন—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আজ দার্জিলিঙে—তাই তোমার সুবোধদা ধরাশায়ী—।"

দুঃখের মধ্যেও এষার মুখে হাসি পাইল। সে হাসির উল্লাস দমন করিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল—"তাকে স্বমার্গচ্যুত করবার কোনও দুরভিসন্ধি ত আমার নেই—"

"আছে এ নালিশ করছি না ত বোন—" সুলতা ধীরে ধীরে এষার ·মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এষা পরম পরিতৃপ্তিতে খানিক চোখ বুজিয়া রহিল পরে বলিল—"তোমার কাছে অসত্য বলব না—তার জন্যই আমার তপশ্চর্য্যা কিন্তু আমি তাকে চাই না এ জীবনে—আমি অশুচি, আমি ক্লেদাক্ত—"

"না, না, বোন এ তোমার ভুল ধারণা—আদিম পাপের গ্লানিবোধ আমাদের নেই—আমরা জানি সবাই নিষ্কলুষ—আর তোমার সুবোধদা ত নিশ্চয়ই বলবেন তা—কারণ সব মানুষ এসেছে আনন্দের উৎস থেকে—"

এষার এইখানে মনে বড় একটি বেদনা ছিল। তাহার জন্মের গ্লানি হয়ত সুবোধকে বাধা দিতেছে। সুলতার মুখে এই আশ্বাসবাণী তাহার চিত্তে বিদ্যুৎস্পর্শের মত নূতন উত্তেজনার প্রবাহ বহাইয়া দিল।

তাই আনন্দের আতিশয্যে সে রুদ্ধ মনের কথা প্রকাশ করিতে চলিল—"আমি তার সহধর্ম্মিণী হতে চাইনে দিদি, আমি হব ছায়ার মত তার অনুগতা ও তার সুখের জন্যই ত্যক্তজীবিতা—"

"এ দুশ্চর তপশ্চর্য্যা কেন বোন?"

এষা সে কথার উত্তর দিল না। পুনরায় চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। সুলতা তাহার মাথায় স্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া দিল। এষা খানিক পরে জাগিয়া প্রশ্ন করিল—"এ কথার উত্তর তুমিও কি চাও দিদি, তুমিও ত হারামণি পেয়েছ অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের পথে—।"

এ কথা সত্য নয়, সবার চেয়ে সুলতাই তাহা জানিত। নরেন্দ্রনারায়ণকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে ইহা ঠিক, কিন্তু তাহার জন্য সে কৃচ্ছ্রসাধন আদৌ করে

নাই। সে ফিরিবার পথে ভালবাসার আকর্ষণ ছিল একথা জোর গলায় বলিতে পারিলে হয়ত ভাল শুনাইত। কিন্তু ভাল শুনাইবে বলিয়াই ত যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলা চলে না। সে ফিরিয়াছে অনন্যোপায় হইয়া—যখন তাহার হৃদয় একাকিত্বের বেদনায় ব্যাকুল, তখন নরেন্দ্রনারায়ণকে গ্রহণ করা ছাড়া সুলতার অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু নিজের সে কথা নিয়া তর্ক বা আন্দোলন করা সুলতার স্বভাব নয়। এবার প্রশ্নবাণ এড়াইয়া সে বলিল—"আমার কথা থাক, তুমি তপশ্চারিণী সতীর মত মনোমত পতি লাভ কর—আজ সুগভীর সেই আশীর্ব্বাদ করি।"

সুলতার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা ও দরদ এষাকে মুগ্ধ করিল। এষার চোখে ভাসিল এক সুন্দর ভাবীকালের স্বপ্ন। স্নেহময় ও প্রেমময় গৃহ—সেখানে সে লজ্জাময়ী সরমসঙ্কুচিতা বধূ—তাহার সব্রীড় চাহনিতে তাড়িত প্রবাহ স্ফুরিত হয় —প্রিয়কৃত্যে তাহার দিন অতিবাহিত হয়। এষা বিমুগ্ধনয়নে সেই স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে লোলুপচিত্তে চাহিয়া রহে।

এষা বলিল—"তোমার আশীর্ব্বাদ আমি শির পেতেই গ্রহণ করছি, কিন্তু আমার অযোগ্যতার কথাই বার বার ভাবছি—যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন শুধু তাকে ভাল লেগেছিল—মন জুড়ে সেই সুর বেজেছিল—সেদিন তাই যোগ্যতার বিচার ছিল না, কিন্তু আজ তার কাছে দাঁড়াব কোন অধিকারে—"

সুলতা রঙ্গ করিবার জন্য বলিল—"সে কথার উত্তর কি আমি দিতে পারি —দিতে পারে তোমার বর—"

এষা মুষ্টি উঠাইয়া উত্তর দেয়—"যাও"

সুলতা হাসিয়া ওঠে। তারপর খানিক মৌন থাকিয়া বলিল—"অধিকার আর স্বত্ব, এসব আইনের চুলচেরা তর্কের জবাব দিতে পারব না—তবে নিজেকে বিলিয়ে দিলে যে অধিকার হয়, সে অধিকার কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না, একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি—"

এষা সুলতার হাত দুখানি নিজের হাতে চাপিয়া তাহার দিকে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই কথাই সত্যি নয় দিদি!"

"এই কথাই সত্যি বোন, পৃথিবীর সাহিত্যে প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ভালবাসার কত ব্যাখ্যান হল। তাদের নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব হঠাৎ লোককে ভুলায় বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে একটা সূত্রই পাবে মাত্র—সে হল উৎসর্জনের কথা—আত্মবিলোপের বাণী।"

এষা খানিক চুপ করিয়া বলিল—"দিদি, আমারা রক্ত মাংসের জীব, আমরা কি কামনাকে ত্যাগ করতে পারি—?"

সুলতা জবাব দিল—"কামনাকে তুচ্ছ বলবে কেন বোন, প্রাণের রথচক্র চলছে কামনার আকর্ষণে—সে রথ কোনও দিন থামেনি, থামবে না—সন্ন্যাসী হয়ে, সন্ন্যাসিনী হয়ে, প্রকৃতির সেই দুর্ব্বার আকর্ষণকে নিপীড়ন করতে যাওয়া একান্ত ভুল, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলব—কামনাকে বিশুদ্ধ করে মহৎ কিছুতে পরিণত করা মানুষের পক্ষে একান্ত ভাবে সম্ভব—মানুষ কতবার সে অসাধ্য সাধন করেছে—"

এষার মনে জাগে আশঙ্কা ও ভয়। সে উচাটন গোপন না করিতে পারিয়া কহিল—"আমি আর কিছু চাইনে দিদি—আমি শুধু তার সান্নিধ্য চাই—তার পরিচর্য্যা করব, তার সেবা করব—"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"শুধু ঐটুকু আর কিছু নয়—"

এষা উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইল।

অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। নার্স আসিয়া এষাকে ঔষধ খাওয়াইল, তাহার শরীরের তাপ নিল—তার পর সুলতার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি বসুন, আমি আধঘণ্টা পরে ফিরব—"

সুলতা খানিক ক্ষণ পরে বলিল—"শেলীর কবিতাটা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে বোন—তারার প্রতি রাত্রির মমতা, দূরের প্রতি আকর্ষণ—কিন্তু আমার মনে হয় তা সম্ভব নয়—আমরা দূরকে কাছেই পেতে চাই—বুকের মাঝে একান্ত আপন না করতে পারলে আমরা যে আনন্দ পাই না—"

এষা প্রসঙ্গান্তর আনিবার জন্য বলিল—"অণিমাদি দার্জ্জিলিঙ চললেন কেন?"

"তার জন্য রীতিমত ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে, ডক্টর ভট্টাচার্য্যকে অনেকখানি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে—"

"ত্যাগ?" উপহাসের সুরে এষা প্রশ্ন করিল—"পাণিপীড়নের কষ্ট ত নয়—"

সুলতা হাসিয়া জবাব দিল—"হাঁ অনেকটা তাই বটে—"

এষা বলিল—"অণিমাদিকে এনে আমিও ষড়যন্ত্র করেছিলাম—উনি যখন আমাকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর—তখনই সে খেলা সুরু করি—"

"আর এখন স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে—",

"তাই বটে"

এষা আবার চুপ করিল। তাহার হৃদয়সরোবরে আজ তুফান জাগিয়াছে। মাধুর্য্যের আস্বাদের জন্য সে আজ ব্যকুল—আজ সেই প্রিয় কতদূর।

খানিক পরে নিদ্রোত্থিতের মত এষা জিজ্ঞাস করিল—"কিন্তু দিদি! তিনি কি আমাকে নেবেন?"

সুলতা এবার এই বালিকার মত নিরীহ প্রশ্ন শুনিয়া কৌতুক অনুভব করে। সুলতা হাসিয়া জবাব দেয়—"প্রেমিকার ব্যথায় প্রেমাস্পদও ব্যথাতুর হয়—"

সখীর অভাব লায়লা চিরজীবন অনুভব করিয়াছিল। তাহার হৃদয়বৃত্তি এই খানে অচরিতার্থ ছিল, আজ সুলতার মাঝে সে এই সখিত্বের মোহন মাধুর্য্য পাইয়া বিভোর হইয়া গেল।

সে খুসি মনে বলিল—"তুমি আমায় খুব ভালবাস দিদি?"

"আমার ভালবাসায় তোমার ত ক্ষুধা মিটবে না—"

"নাই বা মিটল—ঝালের স্বাদ চিনিতে নেই—তাই বলে ত ঝালকে ফেলে-দেয়না—"

"তা দেয়না—আমি বুঝি তোমার ঝাল—"সুলতা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

অপ্রতিভ হইয়া এষা বলে—"ওটা হল উপমা—"

সুলতা হাসিয়া বলে—"তা হোক, আমি ঝাল হয়ে থাকতে চাই বোন—জীবনে মিষ্টি কথাত বলার লোক যথেষ্ট কিন্তু সত্যি কথা বলার লোক কম।"

সুলতা ভাবিতে বসিল—এই যে সরলা কুমারী তাহার অন্তরের সমস্ত গোপন রহস্য তাহার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিল, তাহার জন্য এখন হইতে তাহাকে অগ্রণী হইতে হইবে। তাহার জীবনে যে কমল ফুটিতে চায়, তাহা কি ফুটিবে? এই গভীর আত্মদানের মর্য্যাদা যদি সুবোধ না দেয়, তখন এই বিশ্বাসী কুমারীর কি পরিণাম হইবে। সে কি দুশ্চর নিস্ফল তপস্যায় শান্তি পাবে? অথচ সম্ভাব্য পরিণয়ের সম্বন্ধে তাহার মনে সে গভীর আস্থা অনুভব করিতেছিল না।

অণিমার প্রতি অনুরাগ আজ তাহার মনকে বিকল করিয়াছে, আজ সে বিরক্ত। আজ সে এষাকে সম্যক রূপে পরিপূর্ণ রূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে না।

প্লেটোনিক প্রেম!

কথাটি কাব্যের, বাস্তব মানবের তাহা দুরধিগম্য। তপঃক্লিষ্ট নিষ্কাম সন্ন্যাসিনী রূপে এষাকে সে ভাবিতে পারেনা। সুলতা তাই সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন

হইয়া উঠিয়াছিল। এষার মনে যে বন্যা জাগিয়াছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ সুস্পষ্ট। প্রজাপতির মত আজ তাহার অঙ্গে অঙ্গে গতিছন্দ, নির্ঝরের মত তাহার প্রবাহ হইবার আগ্রহ, অগ্নিশিখার মত সে দাহ করিতে ব্যস্ত। তাহাকে তপস্যার শুষ্ক বুলি শুনাইয়া ভুলাইয়া রাখা একান্ত অসম্ভব।

সুলতা তবু মনে মনে আশা ছাড়িল না। সে কল্পনায় ছবি দেখিল, যে একদিন সমস্ত অন্তরায় ঘুচিবে এবং এষার তপস্যা সার্থক হইবে। কাব্যের নিষ্কাম প্রেম নিয়া সংসারের ধুলি পথে চলা অসম্ভব।

অবশ্য একথা একবার সুলতার মনে হইয়াছিল নারী চিরদিন কেন পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তন করিবে। সে কি মুক্ত আকাশের তলে একক দাঁড়াইয়া সুস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেনা জগতের চল ছন্দে? সে কি সূর্য্য নক্ষত্র গিরিপর্ব্বত নদীনির্ঝরের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া জীবনকে পরিপূর্ণ ভোগ করিতে পারে না? কিন্তু না, এই খানেই নর ও নারীর চিরন্তন সমস্যা। একক কেহই থাকিতে পারেনা। দুনির্বার প্রকৃতি পরস্পরকে পরস্পরের দিকে টানিতেছে।

সুলতা যতক্ষণ ভাবিতেছিল, এষা ততক্ষণ আধ আনন্দে আধ চিন্তায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নার্স আসিয়া বলিল—"ধন্যবাদ, এবার আপনি যেতে পারেন— সুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, এষা জাগিয়া উঠিল। সুলতা বলিল—"আজ আসি বোন—"

এষা উত্তর দিল না। সজল নয়নে মিনতি জানাইল। সুলতা সে মিনতির মর্ম্ম বুঝিল। নার্সকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল—"আর কি নূতন খবর পেলেন?"

"সন্ধ্যায় কাগজে দেখলাম—মহাত্মাও নিরাশ হয়েছেন—পরম আশাবাদীর নিরাশা বুঝিয়ে দিল যে সম্মুখে আসছে অন্ধকার রজনী—"

সুলতা বলিল—"এই দুঃখ স্বাধিকারের গর্ভযন্ত্রণা—"

"তা নিয়ে ভাববেন না—"

নার্স ভাবিবে না একথা কিছুতেই বলা চলেনা। সে কথার সমাধান না করিয়াই সুলতা নামিয়া গেল।

আটত্রিশ

সুবোধ নিজের বাসায় ফিরিতে পারে নাই।

সুলতার অভিমানক্ষুব্ধ অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। পরদিন প্রভাতে সে নূতন উদ্দীপনায় জাগিয়া উঠিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ ধূসর মেঘে ছাওয়া—উহাদের বাড়ীর পাশে একটী পত্রল নিমগাছ—তাহার অদূরে দীর্ঘদেহ ইউক্যালিপটাস সোজা ও উন্নত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে।

এই স্নিগ্ধ মেদুর বর্ষার দিনটি সুবোধের খুব ভাল লাগিল। নূতন উৎসাহ ও নব অনুপ্রেরণায় সে ভাবিতে বসিল। জীবনের সমস্ত ক্লেদ পিছনে ফেলিয়া সতেজ প্রাণধারায় স্নান করিয়া সে উল্লসিত মন লইয়া নব জীবনযাত্রা সুরু করিবে। অপরিমেয় প্রাণলীলায় সে আপনাকে মাতাইয়া তুলিবে।

কিন্তু জীবনের কি মহিমাময় পরিকল্পনা সে করিবে। স্বাধিকার আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য কোথাও কোনও আনন্দ ও উৎসাহ নাই। দেশবাসী ভীত, চারিদিকে অনিশ্চিত আশঙ্কার বেদনা। চোখের অন্তরালে বিরোধের অনল ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। কোন পথ সে নির্ব্বাচন করিবে?

দিনকতক সে হৈ-চৈ করিয়া বেড়াইয়াছে, এই আন্দোলন আজ নিরর্থক। সে যে পরম ঐক্যের তত্ত্ব দেশকে বলিতে ও বুঝাইতে চহিয়াছিল, দেশ তাহা বুঝিল না। অর্থনৈতিক যে পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বঙ্গ-ভঙ্গ ও ভারত ভঙ্গের মাঝে সেই স্বপ্ন কুমারী বিধবার কুচযুগের মত উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল।

কোথায় তবে পন্থা? ভারতবর্ষ কি তার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাণীকে জলাঞ্জলি দিয়া অন্নের প্রসাদ লাভ করিতে তপস্যা সুরু করিবে। উপকরণ সম্ভোগের চির-বর্দ্ধমান লালসায় কি ভারতবর্ষ আপনাকে ক্লিন্ন করিবে অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের এবং নির্ম্মল অধ্যাত্ম আনন্দের মাঝে আপন সত্তাকে ডুবাইয়া রাখিবে।

এই ভাবনায় বাধা পড়িল সুলতার আগমনে। সে এক হাতে খাবার অন্য হাতে গরম চা নিয়া প্রবেশ করিয়া করিল—"কেমন আছেন আজ।"

নারীর এই সেবাময়ী মূর্ত্তি মানুষকে একান্ত আপন করিয়া তোলে। সুবোধ আজ স্বপ্নকে ভালবাসিবে এই সংকল্পই করিয়াছিল, তাই সুলতার সদ্যঃস্নাত অঙ্গের সৌরভ তাহার ভাল লাগিল। ভাল লাগিল তার সুকুমার তনুর মাধুর্য্য, তার চঞ্চল আনন্দময় স্বর, ভাল লাগিল তার চোখের ও মুখের লীলায়িত ইঙ্গিত। সে খুসি হইয়া জবাব দিল—"বেশ আছি—কিন্তু আজ আমায় বিদায় দিন।"

"বিদায় দিতে ত বাধা নেই, কিন্তু আশ্রয় কোথায়? পলাতক ভৃত্য আর পলাতক এষা—কাজেই আপনি যে একান্ত নিরুপায়—"

"আজ যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব—একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে—চিরদিন ত আপনার আতিথ্যে চলবে না।"

সুলতা বিছানার পাশে একটি সোফায় বসিল—সুবোধ বিছানায় বসিয়া টিপয় হইতে খাবার ও চা গ্রহণে মনোনিবেশ করিল। সুলতা নির্ঝরের মত কলস্বনে বলিয়া যায়— "চিরদিনের ভাবনা আজ ভাববার নয়, এষা ফিরুক, তখন যাবেন, আজ বাড়ীটি নিঃসঙ্গ—খাঁ খাঁ করছে, ওখানে আপনি না পাবেন সুখ, না পাবেন স্বস্তি।"

আজ সুবোধের সবই ভাল লাগিতেছিল। সুলতার অনর্গল হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত কথা, অসঙ্কোচ সংলাপ ও সরস কৌতুক আজ তাহার বেশ মধুর লাগিতেছিল—সে চাহিয়া দেখিল সুলতার প্রশান্ত পবিত্রতার লাবণ্যে যেন ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সে বলিল—"এবার একটা ব্যবস্থা আপনিই করবেন—আমি ভাবছি—"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন?"

সুবোধ সুলতার রসিকতার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। সে শান্তভাবে উত্তর দিল—'তা না হলেও জীবিকার একটা সন্ধান করতে হবে? আর জানেন ত এইটাই বড় সমস্যা—"

"হাঁ তা ঠিক, কাব্য আর উপন্যাস, ছবি আর নাটকে জীবিকার ভাবনা নেই বলেই নায়ক ও নায়িকার মিলন এত সহজে সম্ভবপর হয়ে ওঠে—কিন্তু জীবিকার চিন্তা বলে এষাকে আপনি ফেলতে পারবেন না—তাকে আমি কথা দিয়েছি—"

অবাক বিস্ময়ে সুবোধ জিজ্ঞাসা করে—"কথা দিয়েছেন? কি কথা—?"

"সে তার কাছেই শুনবেন—।"

"আপনি না হয় বললেন—"

সুলতা কৌতুকস্নিগ্ধ মিষ্টস্বরে বলিল—"কাল, পাত্র ও স্থান তিন নিয়ে কথার মাধুর্য্যের তারতম্য হয়, যে কথা আমার মুখে শুনলে হবেন বিরক্ত, আর একজনের মুখে শুনলে হবেন অনুরক্ত। কাজেই অপেক্ষা করুন—শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।"

"পর্ব্বত লঙ্ঘন! আমি হনুমান নই—এসব দুঃসাহস আমার নেই।"

"পবননন্দনকে এই অনর্থক অবজ্ঞা কেন? তিনি বীরশ্রেষ্ঠ, ভক্তশ্রেষ্ঠ—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"আপনার আতিথ্যের জোরে কিন্তু এত বড় অপমান করবেন না—"

সুবোধের স্নিগ্ধ অনাবিল কৌতুকে সুলতা উল্লাস অনুভব করিল। দৃষ্টি পড়িতে দেখিল সুবোধ বিশেষ কিছু খায় নাই। ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই সুবোধ রাগিয়া বলিল—"আপনি যে ভাবনা বাধিয়ে দেন, তাতে কি খাওয়া চলে?"

সুলতা হাসিয়া লইয়া উত্তর করে—"কিন্তু আমি যে ভার বহন করতে বলেছি, সে লঘু ভার, তার জন্য ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন নেই।"

সুবোধ যে সুলতাকে চিনিত এ সে সুলতা নয়। পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য আজ নাই, কৌতুক রসোল্লাস অপরিমিত পরিহাস ও আকস্মিক বাচালতায় সে একান্ত প্রগল্ভ হইয়া উঠিতেছে।

আজ এই অসংযত রসবিদগ্ধতা ও হাস্য-পরিহাসে সে ক্ষুব্ধ হইল না।

সে বলিল—"আপনারা নিজেদের যতই তন্বী ও সুকুমার মনে করুন, আপনাদের ভার যে দুর্ব্বহ, ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানে—"

"ওঃ—বলিয়া সুলতা জিহ্বা দংশন করিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল শেলদগ্ধ সুবোধকে শোকের উল্লেখে ব্যথা দেওয়া একান্ত পশুর মত কাজ হইবে। লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতির প্রতি সুবোধের কতখানি শ্রদ্ধা সুলতা তাহা সঠিক জানিত না, হয়ত সে না জানিয়া একান্ত গোপন নিষ্ঠায় আঘাত দিতে পারে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে সুলতা ধরিয়া লইয়াছিল যে সুবোধের কোনও অত্যাজ্য নীতি ছিল না, তাই কোনও তরুণীর প্রাণঢালা ভালবাসাকে গ্রহণ করিতে তাহার দিক হইতে বিশেষ কোনও বাধা হইবে না।

তাহার রমণীর দৃষ্টিতে একথা ধরা পড়িল যে এবার ভালবাসা ঠিক এক তরফা নয়। সুবোধের কাছে হয়ত উৎসাহ নাই, কিন্তু কেন এবং কোথায় যে

খটকা লাগিয়াছে, সুলতা অনেক চিন্তা করিয়াও তাহার কূল-কিনারা পায় নাই। এই দুইজনের সহজ পরিচয়ের মাঝে যে অপরূপ স্নিগ্ধতা সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের এই অমিল এক অভাবিত বিস্ময় বলিয়া মনে হয়।

"চুপ করলেন যে, বলুন কি বলছিলেন?"

সুলতার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর। তাহার সংলাপের এমন মার্জিত রুচিবৈশিষ্ট্য যে লোককে তাহা আকৃষ্ট করে। সুলতা খুশি হইয়া উত্তর করিল—'বলছি আপনি নিজেকে এত দুর্ব্বল মনে করেন কেন? সহযোগিতার হাতকে এত সহজে দূর করতে চান কেন?"

সুবোধ প্রত্যুত্তরে একটু হাসিল পরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না, আর দূর করব না, এষাকে আমি গ্রহণ করব, কাল তাই ঠিক করেছি। সংস্কারের মোহ সহজে যায় না, তাই তার মিলনব্যাকুলতাকে অমি অশ্রদ্ধা করেছি, কিন্তু আর নয়—"

সুলতা পরম প্রীত হইয়া বলিল—"তাহলে আমি বাজি জিতেছি?"

অবাক হইয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করে—"সে কি?"

"কাল এষাকে বলেছি যে তার সাত-রাজার ধন মাণিককে ধরে দেব—"

"এ তাহলে আপনার নিছক দৌত্য—"

সুলতা বলিল—"না ভাই, এ দৌত্য নয়, আমি জানতাম যে যা সত্য একদিন আত্মগৌরবেই আপন আসন অধিকার করবে—এ শুধু হল দ্রষ্টার আনন্দরস—অপরোক্ষ সম্ভোগ—"

সুবোধ অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—"সম্ভোগ!!"

"হাঁ নীতিবাগীশ, এটা সম্ভোগ। কামলীলার আর প্রেমলীলার যে বহুধা বিচ্ছিন্ন রূপ, তা জনম জনম দেখলেও নয়ন তিরপিত হয় না, লাখ লাখ যুগ বুকে বুক রেখেও তৃপ্তির শেষ নেই—এ যে সৃষ্টির পরম গোপন রহস্য—তাই সব-কালে সব সময়েই এই নাটকের আমরা উৎসুক দ্রষ্টা—"

এমন সময় নরেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া বলিল—"দুটিতে কি পরামর্শ করছ?"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"বিয়ের"

"কার?"

"আমার নিশ্চয়ই নয়—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিল। তাই সেদিকে মন না দিয়া সুবোধকে বলিল—"বাউণ্ডারি কমিশনের বৈঠক শীঘ্রই বসবে—বাংলার অর্দ্ধেক যাতে আমরা পাই

—তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করবার এসব বিষয়ে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করলে আদৌ চলবে না—"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তার জন্য একটা সংহত চেষ্টা ত চলছে—"

"চলছে বটে কিন্তু তাদের চেষ্টা ফলবতী হবে না, যদি না কংগ্রেস তার তোষণ নীতি বদল করে শোষণ নীতি ধরে—"

"তার মানে ?"

"মানে আর কি—হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান দুইটি হবে পৃথক রাষ্ট্র—তাদের সীমা নির্দ্ধারণ করতে হলে প্রাকৃতিক সীমা রেখাকে ভিত্তি করতে হবে"

সুলতা বলিল—"তোমাদের মনোভাবের কিন্তু আমি নিন্দা করি"

নরেন্দ্রনারায়ণ আশ্চর্য্য হইয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। সুলতা বলিল—"তোমাদের মনোভাব থেকে মনে হয় তোমরা মনে করছ যেন ভাগ হবে শাশ্বত—কিন্তু এটা আদৌ ঠিক নয়—"

সুবোধ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি কি বলতে চান ?"

"যা বলতে চাই তা খুব সহজ এবং সহজ বলেই আপনার কর্ম্মীরা তাকে দেখবেন না—আপনারা জানবেন—যতদিন সমগ্র ভারতবর্ষ এক ও অখণ্ড না হচ্ছে, ততদিন ভারতবর্ষের শান্তি নেই, রণক্লান্ত কংগ্রেস কর্ম্মীরা ভাগে রাজি হয়েছেন—কিন্তু কোনও স্বদেশভক্ত ভারতবাসী এই ভাগকে মানতে পারে না—এই ভাগকে আজ হোক কাল হোক ওল্টাতে হবে—"

সুবোধ উৎসাহ অনুভব করিল—"ঐক্যের প্রতি আমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকত তবে আমরা কিছুতেই বিভাগে রাজী হতাম না—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—"কংগ্রেসের মতকে এখানে আমি সমর্থন করি না। বৃটিশ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা যখন দিচ্ছে, তখন কংগ্রেস যদি অনমনীয় বিশ্বাস নিয়ে ঐক্য চাইত, তবুও দিত। এরা কেন যে বিভাগে রাজি হল, আমি তা আদৌ ভেবে পাই না।"

সুলতা হাসিয়া বলিল—"যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা—যে এ নিয়ে কেউ ভাবছে না—কেউ ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করবে একথা বলছে না, আজকের দুঃখ এতখানি বেদনাদায়ক হত না যদি না সে এমন নিরাশা এনে দিত—এই পরাভবের মাঝে মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শের জন্য কাজ করছে এ বার্ত্তা যদি কোথাও থাকত, তাহলে আমরা ভাবতে পারতাম—এই

অনামিশা একদিন শেষ হবে—কল্যাণের পায়ে একদিন এই অকল্যাণ আত্ম-সমর্পণ করবে—"

নরেন্দ্রনারায়ণ সুলতার বাক্যের তীব্রতা এড়াইয়া বলিল—"কাগজে বোধ হয় বার হয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মীরা কংগ্রেস থেকে বিযুক্ত হয়ে ঐক্যের জন্য লড়বে—"

"তা আমার চোখে পড়েনি—"

সুবোধ বলিল—"এমনতর একটা অগ্রণীদলের প্রয়োজন, কংগ্রেস যেদিন থেকে আফিস নিয়েছে, সেদিন থেকে তার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং এ পরিবর্ত্তন একান্ত স্বাভাবিক। বিদ্রোহ ও শাসন—দুটি একেবারে উল্টো পদার্থ—"

নরেন্দ্রনারায়ণ বলি—"আমার ভয় হচ্ছে—ঐক্যের সাধনা অত্যন্ত ঢিলা হয়ে যাবে—"

"কেন?"

"হিন্দু ও মুসলিম—দুই ধর্ম্মাবলম্বীরা ভেদের যে আয়োজন করছে, তাতে ভেদের ভাবই বাড়বে—মানুষ আপন মনে করলেই আপন হয়ে ওঠে—আর স্বেচ্ছায় যেখানে আড়াল তোলে, সেখানে ঐক্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়—"

সুলতা বলিল—"তা বলে চুপ করে থাকা ত চলবে না—"

খানিক থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"সংঘাত অনিবার্য্য, সে সংঘাত ফেলে, তরবারি ঝঞ্ঝনায় শেষ না হয়ে কৃষ্টির সংঘর্ষে পরস্পরকে এক করুন, আজ সেই কামনাই সমস্ত আশাবাদী স্বদেশিককে করতে হবে—"

সুবোধ বলিল—"হাঁ আপনার কথাই সত্য। মহাভারতকে আশাবাদীরা যেন কিছুতেই ভোলে না—কবন্ধ ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ নয়—পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেদিন ভারতবর্ষ পৃথিবীর রাষ্ট্র সভায় দাঁড়াবে সেই দিনই সে হবে অভ্রভেদী—সেই দিনই সে পাবে যথার্থ মাহাত্ম্য"

নরেন্দ্রনারায়ণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার স্তব্ধতা ত্যাগ করিয়া কহিল—"কিন্তু আশা ও নিরাশার কথা অবান্তর, প্রয়োজন কর্ম্মের—এককের নয়, সংঘবদ্ধ কর্ম্মের—তারই আয়োজন করতে হবে। কিন্তু কে করবে—?"

সুলতা জবাব দিল—"দুঃখের দিনে যখন গভীর হতাশা জাগে, তখন মানুষ বারবার অবিশ্বাস করে, ভাবে রাত্রি আর পোহাবে না—তবু রাত্রি পোহায়।

কে কাজ করবে তা জানি না—কিন্তু আপন প্রয়োজনেই এই মঙ্গলময় আদর্শ দেবে উদ্দীপ্ত প্রচেষ্টা, নূতনতর নেতার আবির্ভাব হবে—”

নরেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করিল—“কিন্তু আমরা কি কিছু করব না—?”

“করবে না এ কথা বলিনি—যারা বিশ্বাসী, তারা সহকর্ম্মীদের ডাক দেবে—প্রথমে হবে প্রচার—পরে আসবে সংহতি, তারপর চলবে সক্রিয় আন্দোলন—”

সুবোধ বলিল—“ভাল কথা মনে করেছেন—এ নিয়ে গোটা কয়েক তাজা তাজা প্রবন্ধ লিখি—”

সুলতা স্নিগ্ধ হাসিতে তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—“সর্ব্বদল কর্ম্মী সম্মেলনের একটা চেষ্টা আমি করব—সেখানে একটা নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে—অপচয় শক্তির ও উৎসাহের অপচয় আজ সম্ভব নয়—ঔদার্য্যের শূন্যগর্ভ আকাশকুসুম নিয়ে কিন্তু কাল কাটালে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে—“যাবেন আমার সঙ্গে—?”

সুবোধ বলিল—“না, আজ আর এ কাজ নয়—”

সুলতা কৌতুক করিয়া বলিল—“আজ মনে জেগেছে দখিন পবন, কোকিল উঠল গেয়ে—”

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিল—“এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না—”

এই বলিয়া সে হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

“কোকিল এখানে কোথায়—তাছাড়া—”

সুবোধের ব্যাকুল আকুতি আর সলজ্জ মিনতিতে সুলতা খুসি হইয়া বলিল—“কোকিল বাইরে না যদিও ডাকে মনের মাঝেই ডাকলে হল।”

“আজ দুজনে এক সাথে যাব কি বলেন?”

কোথায় এবং কখন তাহা না বলিলেও সুলতার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে মধুর হাসি হাসিয়া জবাব দেয়—“এখানে তৃতীয় পক্ষ চলে না—ওখানে বোঝাপড়া নিজেদের করে নিতে হবে।”

সুবোধ তাহার জবাব দিল না—দীপ্ত রৌদ্রকিরণে নিমের পাতাগুলি চিক চিক করিতেছিল, তাহার উপর বসিয়া শালিকগুলি কিচিরমিচির করিতেছিল। বারান্দায় একটি কপোত দম্পতী প্রেম নিবেদন করিতেছিল। পৃথিবীর সহস্র হানাহানির মধ্যে প্রত্যহের এই লীলা চলিয়াছে। পত্র মর্ম্মরের ছন্দ বাজিতেছে আর হয়ত সমস্ত উল্কাপতনের মাঝে চিরদিনই এমন করিয়া বাজিবে।

উনচল্লিশ

কয়েক দিন পরের কথা।

রাত্রি আটটা বাজে। হাসপাতালের সুরম্য ঘরে সুবোধ ও এষা বসিয়া গল্প করিতেছিল। এষা অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াও ক্লান্ত হয়নি। সে ভাল ছিল বলিয়া নার্স তাহাকে গল্পের অযথা অধিকার দিয়াছে। সুবোধ বলিল—"তাই হবে, তুমি হবে আমার এষা, আমার পুরোবর্ত্তিনী—জান এষা কথার ধাতুগত অর্থ ঐটে—"

"না তা জানি না, হঠাৎ ঐ নামটা নিয়েছিলাম—তার অর্থের কোনও ভাবনা করিনি—

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"কিন্তু এক একটা নাম এমন মিষ্টি—আর এক অর্থে তুমি হবে আমার অভীপ্সা—আমার যা কিছু মহদিচ্ছা তা তোমাতেই সার্থক হবে—"

এষার সুন্দর মুখ সরমরঞ্জিতা হইয়া ওঠে—সে বলিল—"কিন্তু—"

"না তুমি সন্দেহ করবে না—তুমি আমার প্রেমলোকের লায়লা—তোমার জন্ম আমি লিখব প্রেমের কবিতা—তুমি আমার কাব্যলোকের অনীতা—তোমায় কোনও দিন আমি বুঝে শেষ করতে পারব না—আর তুমি হবে আমার ধ্যানলোকের এষা—"

সুবোধের স্বর আবেগকম্পিত।

এষা পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবর। প্রেমের এই অনির্ব্বচনীয় রস পানে সে একান্ত অভিভূতা। তাহার মুখের কথা সরিতেছিল না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্মিতহাস্যে সে বলিল—"আমি কি তোমার এত দাবী মেটাতে পারব—আমি যে অতি ছোট—"

"না, না, এসব আত্মবিলোপের দৈন্য তোমার নয়, তুমি হবে আমার জীবনের সুগোপন বীর্য্য, চলার ক্ষণে ক্ষণে জাগাবে শিরায় শিরায় উন্মাদনা—দেবে শক্তি, দেবে সাহস—দেবে অনুপ্রেরণা—"

সমস্তই কথাই হয়ত স্বগতোক্তি। নিজের মনের সুপ্ত ও অব্যক্ত ভাব-ধারাকে প্রকাশ করাবার জন্য যেন সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

এষা সুবোধের বুকে মুখ লুকাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে এই সব উচ্ছাসের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিল না। তাহার চিত্তে তখন ঐক্যতান সঙ্গীত বাজিতেছিল। যে ঐন্দ্রজালিকের জন্য সে পথ চাহিয়া বসিয়াছিল, সে আজ দ্বারে, আজ ঐহিক চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে তার চলিবে না—সে কুহকীর কুহক দেখিবে। ঐকান্তিক নির্ভরতায় তাহার মন তাই সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা দূর করিয়া ফেলিয়াছে।

সে কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইল না, শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এত একার নয়, তুমি যদি সত্যিকারের ভালবাসা দাও, তার মাঝেই পাবে তুমি সমস্ত তেজের উৎস—"দেব বৈকি—"

সুবোধের স্বর ওজস্বী—"কিন্তু দেওয়ার চাইতে পাওয়ার আশা করি বেশী—"

বিদ্যুতের আলোকে এষার মুখের দিকে সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকে।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে বলে—"জান কিসে আমি মন স্থির করতে পেরেছি লায়লা—"

"ও নামে তুমি আমায় ডেক না—"

"কেন ?"

"অমনিই—"

"না, না এ মনোভাব ঠিক নয়, আমাদের এই মিলনে থাকবে না মিথ্যার কোনও আড়াল, তুমি হিন্দু নও তার জন্য কোনও দুঃখ কখনও করব না—"

"কিন্তু আমি হিন্দু হতে চাই—"

সুবোধ এতক্ষণ ভালবাসার মোহস্বপ্নে মুগ্ধ ছিল, এই কথায় সচেতন হইয়া বলিল—"ঠিক কথা মনে করেছ লায়লা, তুমি হিন্দু হতে চাও। হিন্দুত্বের দ্বার এত দিন রুদ্ধ ছিল—সে অচলায়তন আমরা ভাঙ্গব—বাইরের মুক্ত আলোয় দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে বলব—"এস সবার স্থান আছে আমাদের এই পরমোদার ধর্ম্মে—"

এষা বলিল—"হঁ্যা হিন্দু মতেই আমাদের বিয়ে হবে—"

"তাই হবে—তুমিই আমার চোখের মণি হবে দেখছি—"

এষা আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

তারপরে হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল—"আজ আমার জীবন সার্থক হল। এই কথাই আমি ভেবেছি—বারবার এই কথাই জনতে চেয়েছি যে

হিন্দুত্ব শুধু তার ঘৃণার মুখোস নয়, তার মর্ম্মবাণী বড় কিছু—সে বড় কিছু কোনও দিন ছোট ছিল না। ছোটও আর থাকবে না"

উৎসাহিত হইয়া সুবোধ বলে—"না তা থাকবেনা—এই খানেই সরোজের সঙ্গে আমার তফাৎ, ও ভিড়েছে তোমার বন্ধুর সঙ্গে—ওরা ভারতবর্ষকে গড়তে চায় একেবারে বিদেশী সোভিয়েটের আদর্শে—তা ফলপ্রসূ হবে না—এ আমার একান্ত বিশ্বাস—"

তর্ক এড়াইবার জন্য এষা বলিল—"কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলে—?"

"ওঃ"—বলিয়া সুবোধ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল।

"কি?"

"সে স্বপ্ন—হয়ত মায়া, হয়ত ছায়াবাজি—কিন্তু তবু আমার মনে হয় সত্যি—সেদিন রাত্রে তোমার দিদি এসে বল্লেন যে অসহায় দুর্ব্বল আমার সমস্ত ভার তোমার হাতেই দিয়ে গেলেন—"

এষা কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল—"আশ্চর্য্য!"

হ্যাঁ, একদিক থেকে আশ্চর্য্য, অন্যদিক থেকে নয়"

"তার মানে—"

"তোমার সাথে পরিচয়ের সমস্ত অদ্ভুত ইতিহাসটার কথা যতই ভাবি, ততই মনে হয় এর পিছনে রয়েছে কারও ইঙ্গিত, রয়েছে কোনও অদৃশ্য ইন্দ্রজালিকের খেলা—"

ঐন্দ্রজালিক!—এষা আশ্চর্য্য হইয়া অনুভব করে—এই কথাটি তাহার মনে অনুক্ষণ অনুরণিত হইতেছিল। সে সোৎসাহে বলিল—ভাগ্যদেবতার সেই নির্দ্দেশ আমরা যেন সেবায় ও প্রেমে পরস্পর সার্থক করে তুলতে পারি—"

সুবোধ তাহার এলায়িত চুলের মধ্যে হাত নাড়িতে নাড়িতে প্রাজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে বলিল—"তা তুমি পারবে—।"

দুই জনেই তাহার পর খানিক নীরব হইয়া রহিল।

সুপ্তোত্থিতের মত এষা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

সুবোধ এই কথা আর ভাবে নাই। জীবিকা একান্ত দুরূহ সমস্যা—প্রেমের পথের সেই সুগভীর অন্তরায়ের কথা নাটকে ভুল হইয়া যায়। তাই সেখানে মিলনান্ত পরিসমাপ্তি সহজে সমাধান হয়, কিন্তু বাস্তব জীবনে জীবিকা এক চিরবেদনাদায়ক সমস্যা। তাই সুবোধ ধীর কণ্ঠে বলিল—"ভাবিনি—তবে নূতন দৃষ্টি আনবে নূতন কর্ম্ম—"

আসবে নূতন পরিকল্পনা—সেখানে কর্মীদের বসে থাকতে হবে না এআমার গভীর বিশ্বাশ—আমি নিশ্চয়ই একটা মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারব—"

এষা হঠাৎ বলিল—' কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে"

"কিসের ভয়—"

"এতখানি আনন্দ, এতখানি বিস্ময় এ যেন আমার সইবেনা—"

সুবোধ এবার নত হইয়া তাহার পাণ্ডুর গণ্ডে আপন অধিকার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিল।

এষা বলিল—"ত্যুৎ আপনি ভারি দুষ্টু—"

"দুষ্টামি কি হল ?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া এষা উত্তর বলিল—"কেন কিছু জানেন না—একেবারে ভেজা বিড়ালটি,

"এরই মধ্যে শাসন সুরু—"

"তাই বৈ কি, দিদির পরে তখন আমার রাগ হত—"

"আর এখন ?"

"এখন মনে হচ্ছে আপনাকে বল্গা দিয়ে সংযত না করলে আপনি—"

"বেপরোয়া হয়ে বিপথে ছুটবো—"

"তাই কি বলছি ?"

"তবে"

"যান, আমি বলতে পারব না—"

খানিক চুপ করিয়া সুবোধ বলিল—"সেদিনের সেই প্রথম দেখার কথা ভাবছি, কদিনই বা—এরই মধ্যে কত অশ্রুজলের মাঝে তুমি আপন হয়ে এলে—"

"কিন্তু আমি সেই প্রথম দিন থেকেই আপনাকে ভালবেসেছিলাম—"

"সত্যি"

"হাঁ সত্যি, সে কথা এর আগে জানিনি, আজ আপনি যখন এলেন, তখন আপনার স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখ দেখে আকস্মিক ভাবে মনে পড়ে গেল প্রথম থেকেই আপনাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে কথাটি আমি এতদিন জানতে পারিনি—"

সুবোধ গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"সত্যি, কিন্তু যখন আমি তোমায় ভালবাসা জানিয়েছিলাম, "তখন তা পরিহাস বলেই মনে করেছিলাম—"

"আজ তাহলে নিজেকে সত্যি করে জেনেছ—"

কুণ্ঠিত হইয়া এষা উত্তর দিল—"হাঁ আজই আমার গোপন কথাকে সঠিক করে বুঝেছি, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সংসারের বেড়াজালে আটকে থেকে লাভ নেই—চল যাই আমরা দুজনে—হিমালয়ের পায়ের তলে পাতার কুটির বেঁধে জীবন যাপন করব—সংসারের ন্যায় অন্যায় যেখানে নেই—যুদ্ধ নেই সংগ্রাম নেই—শুধু নিরবচ্ছিন্ন অবসর—শুধু ভালবাসার কূজন—শুধু—

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"এ তোমার অলস জল্পনা এষা—জীবনকে অনুভব করতে হলে করতে হবে পৃথিবীর ধুলার মাঝে, একে ফাঁকি দিয়ে অভ্রান্ত প্রেমাঞ্জনের যে স্বপ্ন তা একান্ত অলীক—একান্ত অসম্ভব—"

"কিন্তু আজ কেন জানিনা, আমার মন এই ভিক্ষেই চাইছে—আজ নার্স এনেছিল বাজার থেকে কিনে রজনীগন্ধার পুষ্পদল—সে এই প্রাসাদের কক্ষে কেমন শুকিয়ে গেছে দেখেছ—আমার ভয় হয় জীবনের দুর্ব্বার রণক্ষেত্রে আমিও তেমনই নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে যাব—"

"না, না এষা এসব নিয়ে তামাসা করো না, দুর্ব্বলতা ও অসহায়বোধ ব্যাধি, মানসিক জড়তা—আমরা হব স্বাধীন ভারতের নাগরিক ও নাগরিকা—আমাদের জীবনে রয়েছে গভীর দায়িত্ব—আমাদের বিয়ে হবে ১৬ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ—যেদিন ভারত নেবে মুক্তির প্রথম নিঃশ্বাস—"

এষা বলিল—"আমায় ক্ষমা করবে প্রিয়তম—"

"কি? কষ্ট হচ্ছে—"

নিজের অশ্রুজল সংযত করিয়া এষা উত্তর দিল—"না কষ্ট নয়, তবে হয়ত এই আঘাতে আমি ভীতু ও অবিশ্বাসী হয়েছি—আমি ভাবছি ৩০শে শ্রাবণ আমরা পাব না সেই অভ্যুদয়—যা আমরা এতদিন চেয়েছি—আমাদের সম্মুখে রয়েছে আরও দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম—"

তাহাকে শান্তি দিবার জন্য দৃপ্ত কণ্ঠে সুবোধ জবাব দিল—"যদি না থাকে আমরা রব অকুতোভয়—স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে ত—স্বাধিকারের জন্য চাই চিরজাগ্রত সতর্কতা—অনির্ব্বাণ চেষ্টা—অনবসর উদ্যোগ—"

এষা উত্তর দিল না, চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। সুবোধ সস্নেহে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। খানিক পরে এষা বলিল—"কিন্তু এই রক্ত স্নানের মাঝে—আমরা যদি হারিয়ে যাই—যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই—"

"কি হয়েছে তোমার এষা—তোমার মন অনর্থকু ডাকছে—এ তোমার দুর্ব্বলতা—থাক আজ আর কথা কয়ে কাজ নেই—"

এষা প্রতিবাদের সুরে বলিল—"না আমি সবল, তোমার সঙ্গে কথা কইলে আমি সুখী হবো—"

সুবোধ তাহার জবাব না দিয়া বলিল—"একেবারে পাগলি—"

"পাগলি—আমার মা আমাকে ঐ কথা বলে ডাকতেন—"

"তাই নাকি—"

"হাঁ, তাই আমার মনে হচ্ছে—আজ তোমার এই মিষ্টি আহ্বানের মাঝে আমি ফিরে গেছি আমার সোনার শৈশবে—"

"কিন্তু শৈশবে যদি ফের তবে এ বেচারার উপায় কি ?"

"যাও—তুমি ভয়ঙ্কর দুষ্টু—"

"আবার দুষ্টু কিসের—প্রিয় জানে তার প্রিয়া চিরযৌবনা—সে কোনও দিন ছিলনা বালিকাবয়সী—সে একেবারে অমৃতের ভাণ্ড কোলে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে উর্বশীর মত নিটোল স্বাস্থ্যে আর পরিপূর্ণ যৌবনে—"

এমন সময় দরজায় টোকা দিয়া নার্স আসিল। এষা মুখ তুলিয়া বলিল —"কি মেরীদি !"

মেরীর মুখের প্রশান্ত হাসি নাই—সেখানে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন। সে বলিল—"আপনি কি করে ফিরবেন ?"

সুবোধ নার্সের দিকে ফিরিয়া বলিল—"কেন ?"

"কলকাতায় আবার ১৬ই আগষ্টের নারকীয় লীলার পুনরভিনয়—"

সুবোধ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল—"না, না তা অসম্ভব—"

"সত্য কল্পনার চেয়ে রূঢ়—হাসপাতালে ইতিমধ্যে ত্রিশজনের উপর ভর্ত্তি হয়েছে—"

"তাহলে আমি উঠি—এখনও ট্রাম চলছে—'

"চলছে কিন্তু তা মোটেই নিরাপদ নয়—"

"কিন্তু অন্য উপায় আর নেই—আমি চলি—এষা—"

"না না, আপনি যাবেন না—"

"আপনার স্নেহের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু এখানে ত রাত্রি বাস করা চলবে না—"

মেরী বলিল—"চলবে না কেন—আপনি এই কেবিনেই থাকুন—আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—আর রোগিনী ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন—কালই ওকে বোধ হয় ছাড়া হবে—"

সুবোধ বলিল—"না তা করা উচিত হবে না—"

"কিন্তু দুঃসময়ে সমস্ত নিয়ম ভাঙ্গাই চলে—"

এষা পুনরায় বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"না, না তুমি যেও না—"

"না, না পাগলামি কর না—এষা ভয় নেই—এই দুঃখ ও বেদনার মাঝেই আমাদের এখন প্রত্যহ চলতে হবে—তা বলে অভয়কে আমার যেন না হারাই—"

এষার প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে, সুবোধ হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

এষা কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল—"মেরীদি।"

মেরী বলিল—"কাজটি ভাল হল না—মুচিপাড়ার মুসলমান দারোগাকে মেরেছে—তারই শবদাহের শবযাত্রা নিয়ে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে—লোকে বলছে এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় পুলিশের হাত আছে—এই অরাজকতা কবে যে শেষ হবে—কে জানে?"

এমন সময় সুলতা প্রবেশ করিল—ব্যস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"সুবোধ বাবু কই—"

"তিনি যে এইমাত্র বার হয়ে গেলেন—"

"দেখতে পাইনি ত?"

এষা আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল—"দিদি"

"গোলমালের মাত্রা সীমানা ছাড়িয়েছে বলে আমি সুবোধ বাবুকে নিতে এলাম—"

নার্স এইবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"কে এমন সময়ে শোভাযাত্রার হুকুম দিয়েছিল।"

"কেউ দেয়নি—" সুলতা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল।

"তবে ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা করা হল কি করে? কি করে পুলিসের চোখের সম্মুখে—এমন করে তাণ্ডব হত্যালীলা চলল—অকর্ম্মণ্য গভর্ণরকে এবং আইনশৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমণ্ডলীকে কান ধরে কেন তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না—"

সুলতা বলিল—"আপনার কথা সব সত্যি, এই অন্যায় ও অবিচারের জবাবদিহি করতে হবে—মানুষের কাছে না হোক ভগবানের কাছে—কিন্তু সে তর্ক এখন নয়—যাই দেখি যদি সুবোধ বাবুকে খুঁজে বার করতে পারি—"

"কিন্তু আপনি ত নিরাপদ নন—"

"তা নই—তবে একজনের প্রেমব্যাকুল হৃদয় আমাদের রক্ষা করবে—" এই বলিয়া সে এবার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিল।

এবা বলিল—"দিদি যান, আপনি তাঁকে খুঁজে বার করুন।"

"যাই—" বলিয়া সুলতা ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।

এবা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"মেরীদি, ভগবান কি সত্যই আছেন?"

"আছেন বই কি বোন—মানুষের জন্য তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলি দিয়েছেন, তাইত মানুষ মুক্তির ভরসা পায়—"

এবা সে উত্তরে হয়ত কর্ণপাত করে নাই। সে আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলিল —"ভগবান নেই দিদি—ভগবান নেই—"

অবাক হইয়া মেরী প্রশ্ন করিল—"কেন?"

এবা তাহার উত্তর না দিয়া সজোরে কাঁদিতে লাগিল।

মেরী শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য ভুলিল না—এবার পাশে বসিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল।

এবা অনেকটা শান্ত হইলে বলিল—"তোমাদের কবি ত বলেছেন—

দুখের রাতে নিখিল ধরা

যখন করে বঞ্চনা

তোমায় যেন না করি সংশয়।"

এবা বলিল—"দিদি পৃথিবীতে যখন এত অপরাধ দেখি, দেখি নিষ্ঠুরতা— তখন যে মানতে পারি না তাঁকে—"

"সেই দিন ত তাকে বেশী করেই মানতে হবে বোন—"

এবা চুপ করিয়া রহিল।

বাহিরে কোলাহলের শব্দ কানে আসে। উৎসব সমারোহে নগরী আজ উদ্ভাসিত নহে, চারিদিকে আগুনের ধোঁয়া—আর অবসন্ন ও ভীত আর্ত নগরীর হাহাকার যেন আরোগ্যশালার কক্ষকেও বেদনাতুর করিয়া তোলে।

এবা মনে মনে ভাবে, যাহারা এই বিশ্ব সংসারকে নরককুণ্ডে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে ভগবান কি তাহাদের ক্ষমা করিবেন? না নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন না। এই আশ্বাসে সে আশ্বস্ত হইল। না হিমালয়ের পদপ্রান্তে স্নেহময় নীড় তাহাদের নয়, তাহারা এই ভেদভরা গ্লানিমাখা পৃথিবীকে গ্রহণ করিয়া নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ জীবন যাপন করিবে। তাহাদের বলিষ্ঠতা ও পৌরুষ দিয়া,

তাহাদের বিশ্রামহীন তৎপরতা দিয়া ভারতবর্ষকে নিরাময় ও সুস্থ করিয়া তুলিবে।

দৈন্যকে তাহারা ভয় করিবে না—দুর্গতিকে তাহারা জয় করিবে। একটি চরম আনন্দের নিগূঢ় অভিব্যক্তি তাহার সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। এমন সময় অন্য নার্স আসিয়া ডাকিল—মেরীকে Emergency Word-এ কাজ করিতে যাইতে হইবে। নার্স উঠিল—এষাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কিছু বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু দেখিল সে নির্ভর বিশ্বাসে সুষুপ্তিমগ্ন।

চল্লিশ

সুবোধ বাহির হইয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখেই ট্রাম পাইল। কিন্তু ট্রামে যাত্রী ছিলনা বলিলেই হয়। বৌবাজার ও ডালহাউসী হইয়া সে যখন ভবানীপুর পৌঁছিল তখন সে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যাত্রীদের নিকট সে অবশ্য দুর্বৃত্তদল কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়াছিল।

শ্মশানপুরীর মত কলিকাতার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সে কলিকাতা নগরীর কথা ভাবিতেছিল। পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের ডি, আই, জি, মিঃ নর্টন জোন্সকে দাঙ্গা নিবারণের জন্য আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দেশের এই সঙ্কটমুহূর্ত্ত অবসান করিবার জন্য চাই চরম আত্মত্যাগ। ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কিত বর্ব্বরতার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষ হিসাবে মহৎ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান না হইলে দেশের মুক্তি নাই।

হঠাৎ পিছন দিয়া একটি জিপ গাড়ী আসিল। তাহার আরোহীরা ষ্টেনগান দিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। একজন মহিলা চলিতেছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে সুবোধের পিঠে গুলি লাগিল। সে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধুলায় লুটাইয়া পড়িল।

হয়ত সেইখানেই তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িত। কিন্তু সতর্ক সুলতা ফিরিবার

তাহাদের বিশ্রামহীন তৎপরতা দিয়া ভারতবর্ষকে নিরাময় ও সুস্থ করিয়া তুলিবে।

দৈন্যকে তাহারা ভয় করিবে না—দুর্গতিকে তাহারা জয় করিবে। একটি চরম আনন্দের নিগূঢ় অভিব্যক্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। এমন সময় অন্য নার্স আসিয়া ডাকিল—দেবীকে Emergency Word-এ কাজ করিতে যাইতে হইবে। নার্স উঠিল—এষাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কিছু বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু দেখিল সে নির্ভর বিশ্বাসে সুষুপ্তিমগ্ন।

চল্লিশ

সুবোধ বাহির হইয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখেই ট্রাম পাইল। কিন্তু ট্রামে যাত্রী ছিলনা বলিলেই হয়। বৌবাজার ও ডালহাউসী হইয়া সে যখন ভবানীপুর পৌঁছিল তখন সে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যাত্রীদের নিকট সে অবশ্য দুর্ব্বৃত্তদল কর্ত্তৃক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়াছিল।

শ্মশানপুরীর মত কলিকাতার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সে কলিকাতা নগরীর কথা ভাবিতেছিল। পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের ডি, আই, জি, মিঃ নর্টন জোন্সকে দাঙ্গা নিবারণের জন্য আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দেশের এই সঙ্কটমুহূর্ত্ত অবসান করিবার জন্য চাই চরম আত্মত্যাগ। ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কিত বর্ব্বরতার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষ হিসাবে মহৎ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান না হইলে দেশের মুক্তি নাই।

হঠাৎ পিছন দিয়া একটি জিপ গাড়ী আসিল। তাহার আরোহীরা ষ্টেনগান দিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। একজন মহিলা চলিতেছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে সুবোধের পিঠে গুলি লাগিল। সে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

হয়ত সেইখানেই তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িত। কিন্তু সতর্ক সুলতা ফিরিবার

পথে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আসিল। তাহার সঙ্গীন অবস্থা—হাসপাতালে না পাঠাইয়া সে তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল। যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল।

ডাক্তার বলিল উপায় নাই, পরদিন সকালেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মুক্তা যথাসম্ভব বন্ধুদের খবর দিল। এবং সকালেই এষাকে আনিবার ব্যবস্থা করিল। সারারাত্রির মধ্যে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

শেষরাত্রির দিকে রোগী একটু ঘুমাইল। কিন্তু তাহা প্রদীপের নির্ব্বাণের পূর্ব্বের জ্যোতির মত।

পরদিন সকালেই এষা আসিল। সুবোধ তখনও ঘুমাইতেছিল। এষা প্রবেশ করিতেই সুবোধ চোখ মেলিল—নার্স ইহাদের সম্বন্ধের কথা শুনিয়াছিল, তাই সে বিদায় নিল। সুবোধ একদৃষ্টে এষার দিকে চাহিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—"এষা!" মৃত্যুপথযাত্রীকে এষা কি বলিবে—তাহার সজল চোখ দেখিয়া সুবোধ সব বুঝিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান করিয়া কহিল—"এষা, আমি চলছি—"

এষা কাঁদিয়া ফেলিল।

"কেঁদনা এষা—স্বাধিকার আসে দুঃখ ও বেদনায়। যারা যায়, তাদের জন্য অশ্রুমোচন না করে কাজ করে যেতে হবে—বুঝেছ সেই অশ্রান্ত সংগ্রামের জন্য তুমি রইলে—"

"না না, তুমি বাঁচবে—তুমি—" এষার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

এষার হতেখানি আপন হাতে ধরিয়া সুবোধ বলিল—"না এষা, তা সম্ভব নয়, তোমার দিদি ডাকছেন—ঐ যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—"

এষা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না—।

সুবোধ ডাকিল—"এষা"

"প্রিয়তম—"

"তুমি কাঁদবে না—তোমার রইল প্রেমের অমোঘ বীর্য্য—তুমি হবে নবযুগের অভিযাত্রী—" সুবোধের কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল।

এষা বলিল—"চুপ করো"

সুবোধ অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিল—"চিরকালের মতই করব—"

এষা কাঁদিয়া ফেলিল—।

সুবোধ অনেক চেষ্টায় ডাকিল—"এষা—"

"কষ্ট হচ্ছে কি ?"

সুবোধ তাহার উত্তর দিতে পারিল না। এবা দৌড়াইয়া নার্সকে ডাকিল—

নার্স আসিয়া দেখিল সুবোধের মৃত্যুশ্বাস বহিতেছে। সে বলিল—"সবাইকে ডাকুন।"

সকলে যখন আসিল, তখন সুবোধের আত্মা সংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করিয়া অজানালোকে চলিয়া গিয়াছে।

এবা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সুলতা তাহাকে অন্য ঘরে নিয়া গেল।

সরোজ অণিমাকে নিয়া দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়াছিল—তাহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। বন্ধুর মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে বলিল—"এর প্রতিশোধ চাই—যারা এসব অন্যায় করেছে—তাদের ধ্বংস করতে হবে—নিঃশেষ করতে হবে।"

অণিমা বলিল—"না, না, এখানেই অহিংসা মন্ত্রের গৌরব। হিংসাতে হিংসার শোধ হয় না হয় না—প্রেমেই তা হয়—"

সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি কি গান্ধীমন্ত্রে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ ?"

"হাঁ, গান্ধীবাদের আদর্শ সোভিয়েট মতবাদের বিরোধী নয়, তাকে প্রয়োগ করতে আমি উৎসাহী—এই যে রক্তপাত, এই যে আত্মহত্যা—এর মূল রয়েছে অজ্ঞতায়, অশিক্ষায়। জ্ঞানের আলো যদি ফেল, তবেই দেখবে সব অন্ধকার শেষ হয়ে গেছে—"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"এরা সব শয়তান—এরা প্রেমের মন্ত্র বোঝে না—এদের জন্য চাই দণ্ড—"

অণিমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—"না, না। এরা একান্ত অজ্ঞ। এদের এই অন্যায় মূঢ়তার ফল, সেই মূঢ়তার শেষ কর—তা হলে সব শেষ হবে—"

এমন সময় নরেন্দ্রনারায়ণ আসিল। সে উহাদের দিকে চাহিয়া বলিল—"বড় একটা শোভাযাত্রার আয়োজন করতে চাই—"

সরোজ বলিল—"হাঁ করুন, আমরা সব আইন ভাঙ্গব—আইন ভেঙ্গে জেলে যাব।" অকর্ম্মণ্য রাষ্ট্রের দৈন্যতাকে আমরা প্রকাশ করব—"

নরেন্দ্রনারায়ণ সরোজ উৎসাহে উৎসাহ পাইয়া বলিল—

"তাহলে আপনাদের সংঘে খবর দেই—"

অণিমা বলিল—"দেখুন আপনারা ক্ষুব্ধ, বন্ধুর শোকে শোকার্ত্ত—আমার

কথার অপরাধ নেবেন না—কলকাতার এই অবস্থায় এই ধরণের আইন অমান্ত উচিত নয়।"

সরোজ ক্রোধে জবাব দিল—"উচিত নয়, ওরা যখন মুচিপাড়া দারোগার শোভাযাত্রা করেছে, তখন আমরা কেন করব না—নিশ্চয়ই করব—আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি—আপনিই সব ব্যবস্থা করবেন—"

"তা করব—"

শোকের আঘাতে সকলেই বিহ্বল, কেবল অণিমাই বেদনার চাপে কণ্ঠকে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। তাহার দীপ্ত প্রতিভা ও সজাগ বুদ্ধিকেও তাহা ব্যাহত করিল না। সে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ স্বরে বলিল—"না, না, তা করবেন না। বন্ধুর মৃত্যু যদি আপনাদের ব্যথা দিয়ে থাকে, তবে বন্ধুর শোক আপনাদের কর্ম্মের উদ্দীপনা হোক—আপনাদের এই বহুদুঃখের মাঝে যেন আজ আজীবন পালনের প্রতিজ্ঞা।—"

"না, না, ওসব বক্তৃতা নয়—যান নরেন বাবু, আপনি সংঘে খবর দিন—অণিমা তুমি এসব কাজে বাধা দিও না—"

অণিমা তীব্রকণ্ঠে বলিল—"এসব ক্লৈব্য ত্যাগ করতে হবে—দেশের জন্ত আজও রয়েছে অনেক কর্ত্তব্য—অনেক সাধনা—আজ বন্ধুর পাশে বসে আমরা নেব সেই সত্যের দীক্ষা—যা বিশ্বমানবকে করবে এক—পৃথিবী থেকে দূর করবে এই সংঘর্ষ, এই ব্যথা—"

নরেন্দ্রনারায়ণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"আপনি ঠিক বলেছেন—তাহলে হৈ চৈ না করে ওর শেষকৃত্যের আয়োজন করি—সংঘকে খবর দেই—ওরা এখানেই এসে দিয়ে যাক তাদের শেষ শোকাঞ্জলি—"

"হাঁ তা করুন--ফুলের আয়োজন করুন—ছবির আয়োজন করুন, তাতে আপত্তি নেই—কিন্তু এ নিয়ে দুঃখবিধ্বস্ত কলকাতাকে আরও দুঃখ যেন না দেই—"

এমন সময় সুলতা আসিল। সুলতা সব শুনিয়া অণিমার মতেই মত দিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ সমস্ত ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কেমন আছেন?"

"ভালই—এই মেয়েটি একেবারে অদ্ভুত—একে যতই দেখছি ততই যেন তার হৃদয়ের গভীর রহস্তকে অতলস্পর্শ বলে মনে হচ্ছে—"

"কেন?"

"এর ভালবাসা অন্তঃসলিলা নদীর মত—তার বেগ বাইরে নয় বলেই তার অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে পড়ি, কিন্তু সে দুঃসহ বেগে সব সময়ই বয়ে চলেছে—"

বিষন্ন-গম্ভীর কণ্ঠে সরোজ বলিল—"বড় মুষড়ে গেছেন এযাদি—"

"না, খানিক কেঁদেছে বটে, কিন্তু সে একেবারে স্বচ্ছ এবং সুস্থ—ব্যাধির গ্লানিও তার কেটেছে একেবারে—তার দুচোখ দিয়ে শুধু আগুন বার হচ্ছে—"

সুলতা বিস্ময়ে অণিমার মুখের দিকে চাহিল।

সুলতা বলিল—"এ হল ভস্মাচ্ছাদিত প্রেমের আসল রূপ। তপশ্চারিণী আবার কোন দুর্জ্জয় তপস্থায় বসবে এ তার প্রাথমিক আয়োজন—"

অণিমাও বিস্ময়ে সুলতার দিকে চাহিল। যে জিনিস সত্য, সে এমন ভাবেই আপন অস্তিত্ব ব্যক্ত করে।

সরোজ তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করিল—"স্তব্ধতা অনেক সময় রুদ্ধ শোকের চিহ্ন—"

"না, ভুল করিনি"

সরোজ বলিল—"অনেক সময় এ সব বিষয়ে ভুল হয়—"

একটা সংশয়ের সুর সুলতার কাণে বাজিল। সে তাই দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"সত্যকার প্রেম সংসারে দুর্ল্লভ বস্তু—কিন্তু সে দুর্ল্লভ বস্তু যেখানে আছে, তা আপন জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করে—তাকে অবিশ্বাস করবার উপায় থাকে না—"

সুলতার গভীর নিষ্ঠায় উভয়ে চমৎকৃত হইয়া গেল।

এমন সময় ওসমান আসিল, তাহাকেও খবর দেওয়া হইয়াছিল। লৌকিক দুঃখপ্রকাশ প্রভৃতির শেষে সে বলিল—"এখন লায়লাকে আমি নিয়ে যেতে চাই—"

সুলতা এই হঠকারিতায় ক্ষুব্ধ হইল, তথাপি সংযত স্বরে উত্তর করিল—"সে যেতে চায় নিয়ে যান—চলুন পাশের ঘরে তার সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—।"

ওসমানের কাছে যখন এরা আসিল তখন নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত সে একান্ত বিবর্ণ ও পাণ্ডুরা ওসমান ব্যথিত সুরে বলিল—"চল লায়লা, আমার আম্মা তোমায় আশ্রয় দেবেন—"

"আমি ত আশ্রয় চাইনি বন্ধু!"

এবার স্পষ্টোক্তিতে ওসমান অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না চাওনি, কিন্তু বন্ধুর কর্ত্তব্য আছে—"

হাঁ আছে, সেই কর্ত্তব্যের কথা তোমায় আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বন্ধু—"

"বল—" তাহার কণ্ঠে বিরোধ ও বেদনার সুর।

এষা কিন্তু কুণ্ঠিত হইল না। সে যথাসাধ্য স্মিতমুখে সহজ ভাবেই বলিল—"ভারতবর্ষে এই যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব চলছে—এটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত—এটা চক্রীর চক্রান্ত। এর শেষ করতে হবে ভাই—হিন্দু ও মুসলিমকে ভুলতে হবে সে হিন্দু আর সে মুসলমান—তাকে ভাবতে হবে সে ভারতবাসী—তবেই গড়ে উঠবে অখণ্ড, অপরাজেয় ভারতবর্ষ—"

প্রখরবুদ্ধিশালিনী এই মেয়েটিকে কথায় হারাইবে, ওসমানের সে অহঙ্কার ছিল না। সে শুধু কহিল—"তুমি যা করতে বলবে তাই করব—"

"করবে ভাই—তিনি দিয়ে গেছেন প্রেমের বর্ত্তিকা—আমাকে জ্বালাতে হবে সেই প্রেমের আলো—ভারতের গেহে গেহে—তার নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা রীতি সব মিলিয়ে গড়তে হবে সেই মহাভারত, যার স্বপ্নে তিনি চোখ বুজেছেন—তোমায় ত সঙ্গে পাব ভাই—"

"পাবে—আমি বুঝেছি তুমি আমার নাগালের বাইরে—তুমি তোমার আপন মহিমায় একান্ত দুরাসদ—কিন্তু তাই বলে তোমার আদেশ অমান্য করব না—আজ থেকে তুমিও আমার এষাদি—আমায যে ভার দেবে সেই ভার আমি হাসি মুখেই নেব"—ওসমান চলিয়া গেল।

সুলতা ওসমানের কথা হইতে সব জানিয়া অণিমাকে সঙ্গে নিয়া এষার নিকটে আসিল। এষা তখন শোক অনেকখানি সংবরণ করিয়াছে। যথারীতি কুশল প্রশ্নাদি এবং শোকে সান্ত্বনার বাক্য আদান প্রদানের পব অণিমা বলিল—"তোমার ধৈর্য্য প্রশংসনীয় ভাই—"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে এষা উত্তর দিল—"এ ত আমার ধৈর্য্য নয়—এ যে তাঁরই দান—"

সুলতা মুগ্ধ হইয়া বলিল—"ভালবাসা তোমায় এত শক্তি দিয়েছে এ দেখে খুবই খুসী হলাম বোন—"

এষা বলিল—"শুধু খুসিতে চলবে না দিদি, তিনি আমায় দিয়ে গেছেন দুরূহ ব্রত, "মহামানবের এই তীর্থকে জগতের মিলন তীর্থ করতে—সবাইকে ভারতবর্ষ আপন করে ও আত্মীয় করে নিয়েছিল যে অমোঘ উদার মন্ত্রে—সেই মন্ত্রের উদ্বোধন করতে।" জানি না কত দিনে, কত ব্যর্থতার শেষে হবে অরুণোদয়—"

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কে বলিবে এই কথা সদ্য শোকার্ত্ত বান্ধবীর

ভাষণ; সুবোধের মৃতদেহ এখনও ঘরে রহিয়াছে। ইহার মধ্যেই সমস্ত বিহ্বলতা ভুলিয়া কোথা হইতে এষা এতখানি শক্তি লাভ করিল, তাহা অণিমা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। ইহার প্রাণের বীণায় আঘাতের পর আঘাত লাগিয়া সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আড়ষ্ট নির্জীব করে নাই।

এমন সময় নরেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া বলিল—"সব ঠিক হয়েছে—শবশোভা-যাত্রীরা তৈরী—তোমরা তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাও—"

নিঃশব্দে তিনটি নারী সুবোধের ঘরে গেল। সেখানে প্রচুর জনতা—শুভার্থী ও বন্ধুবান্ধবের ভিড়, তাহা ছাড়া কৌতূহলী দর্শকের অভাব ছিলনা। সুন্দর পালঙ্কে ইতিমধ্যে তাহাকে শায়িত করা হইয়াছে। ফুলের মালায় শবাধার ভরিয়া গিয়াছে।

পাশে যে ফুল ছিল, তাহা হইতে ফুল লইয়া সুলতা ও অণিমা ফুল দিয়া মৃতের প্রতি সংবর্দ্ধনা জানাইল। এষা নত হইয়া সুবোধের পায়ের ধুলি মাথায় নিল। নরেন্দ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে শববাহকেরা অগ্রসর হইয়া আসিল। নীরবে তাহারা ধীরে ধীরে পালঙ্ক লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

সুলতা, অণিমা ও এষা ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া বসিল। সুলতা খালি পায়ে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে অণিমাকে বলিল—"আমি যাই ভাই, অনেক লোকের আহারের আয়োজন করতে হবে—তুমি আজ থাকো ভাই—এষার সঙ্গে গল্প করো—।"

অণিমা কথা বলিল না। নীরবে বসিয়া রহিল। এষা মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিল :—

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে,
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে।"

চুপ করিয়া থাকা ঠিক নয় বলিয়া অণিমা বলিল—তুমি যাবে বোন আমাদের ওখানে—আমাদের সোভিয়েট সুহৃদ-সংঘে—"

এষা ধীরে ধীরে বলিল—"না"

অণিমা ব্যথিত হইয়া বলিল—"কেন?"

"উনি তো সোভিয়েটকে মানেন নি—উনি চেয়েছিলেন জানতে ভারতবর্ষের সেই অমর অবিনাশী আত্মাকে, যা যুগে যুগে নব নব রূপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে—ওঁর পথই আমার পথ দিদি।—বিরহিণীর আর যে পথ নেই—"

অণিমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি কি সত্যি এসব ভাবুকতায় বিশ্বাস করো—"

এষা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল :—"করি দিদি!—সমস্ত অভাবকে ঘুচিয়ে, সমস্ত বিরুদ্ধকে মিলিয়ে ভারতের অন্তর দেবতা জাগছেন—তিনি বর্ত্তমানের তপ্ত, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর বালুর খাদে, একদিন প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারা বহাবেন—তিনি অবাস্তব নন—তিনি স্বপ্ন নন। তাঁকেই যদি না মানি, তাহলে সবই অন্ধকার হয়ে যাবে—আসবে না আমাদের চির অভিপ্সীত স্বাধিকার—"

অণিমা সে কথার উত্তর দিল না। শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া এষার মুখের দিকে প্রসন্নদৃষ্টি ফেলিয়া তাহার কথা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

— সমাপ্ত —